Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১ সম্পাদক ঃ ড. শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মালা রায় বৈশাখ, ১৪১৩

সূচীপত্র

16/01/08

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ (সম্পাদকীয়) ৩

দেবব্রত ঘোষ ৪

বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

গতিকৃষ্ণ বটব্যাল ৮

ডিজিটাল গ্রন্থাগার তথ্য পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত

শোক সংবাদ ১০

পরিষদ সংবাদ ১০

গ্রন্থাগার সংবাদ ১৪

বার্ষিক নির্ঘন্ট (বর্ষ ৫৫, সংখ্যা ১-১২, বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১২) সংকলক পার্থপ্রতিম বোস ২৭

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

P 3 1661

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার: ১৯৮১
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার : ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- **ডঃ অদিতা গুহঠাকুরতা**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ, ১ম খণ্ড : ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অলোক ঘোষাল**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ
  ইংরেজী-বাংলা : ১৯৮৮
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী
  ১৯০০-১৯১৪ : ১৯৯০
  মূল্য : ৫৭.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৭-১৯৩০ : ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial. 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume: 1998, Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ •(পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় বৈশাখ, ১৪১৩

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ

বর্তমান মাসে (বৈশাখ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থাগার পত্রিকা ৫৬-তম বর্ষে পদার্পণ করল। পরিষদের মুখপত্র এই পত্রিকা বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের একমাত্র পত্রিকা। বিগত ৫৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে ও নিয়মিত এই পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই গৌরবের। আর্থিক সঙ্কটের জন্য মাঝেমাঝেই এবং সাম্প্রতিককালেও এই পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। এই সঙ্কট এখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। তবে সদস্য-সদস্যাদের সহযোগিতা, দান ও আর্থিক সাহায্যের জন্যই এখনও এর নিয়মিত প্রকাশনা সম্ভব হচ্ছে। প্রধানত সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষার জন্যই সীমাবদ্ধ ২৪ পৃষ্ঠার মধ্যে হলেও পত্রিকা নিয়মিত নির্দিষ্ট দিনে (প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখ) প্রকাশিত হচ্ছে। পরিষদ সংক্রান্ত সংবাদ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদ সহ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের রচনা সীমিত পৃষ্ঠার মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত পরিবেশন করা সহজসাধ্য নয়। ফলে রচনা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রবন্ধ রচয়িতাদের আগের মত সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। একই সঙ্গে পরিষদের নতুন নিয়মাবলী (পত্রিকার তৃতীয় কভারে প্রকাশিত) অনুসরণ করে প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য যে সাধারণত যেকোন রচনা ৫ পৃষ্ঠার বেশী হলে এখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে হচ্ছে।

মাঝে মাঝেই অনেক সদস্য/সদস্যা অভিযোগ করেন পত্রিকা নিয়মিত পাচ্ছেন না। পত্রিকার প্রতি সংখ্যা প্রত্যেক ইংরাজী মাসের নির্দিষ্ট দিনে, ২৫ ও ২৬ তারিখে, নির্দিষ্ট ডাকঘরের মাধ্যমে পাঠানো হয়। সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয়না। সদস্যাদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে, পরিষদের অফিসে জানানো হলে নতুন ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো হয়। ঠিকানায় পিনকোড ও জেলা সঠিকভাবে থাকলে সঠিক সময়ে পত্রিকা পাবার সম্ভাবনাও বাড়ে। নির্দিষ্ট সংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত হয় বলে এবং পুনরায় পাঠানো ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় কোন সংখ্যা না পেলে সাধারণত পত্রিকা পুনরায় পাঠানো সম্ভব হয় না। তবে পরিষদ অফিসে খোঁজ করলে এবং পত্রিকার কোন সংখ্যার অতিরিক্ত কপি (copy) থাকলে বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

যে কোন নববর্ষেই অতীতের কার্যাবলীর হিসাব নিকাশ করা হয় এবং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। বিগত কয়েকবছর ধরে পরিষদের বার্ষিক সাধারণসভা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। সেটা নিয়মিত করার প্রচেষ্টা চলছে। ২০০৪-২০০৫ সালের ৭০তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৮শে মে, ২০০৬ রবিবার, দুপুর ১টায় পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। ২০০৫-২০০৬ সালের বার্ষিক সাধারণ সভাও এই বৎসরের মধ্যে করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। জেলা সম্পাদকদের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক বছরে জেলায় গৃহীত কর্মসূচী সহ প্রতিবেদন যতশীঘ্র সম্ভব পাঠানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। বিগত বছরে গ্রন্থাগারিক দিবস, গ্রন্থাগার দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন সহ বিভিন্ন নতুন ধরনের গ্রন্থাগার পরিষেবা কর্মসূচী গ্রহণে রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সক্রিয় ভূমিকার সংবাদ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পরিষদের বিভিন্ন নিয়মিত কার্যাবলী রূপায়ণ সংক্রান্ত সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন, কম্প্যুটার অ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে MARK 21-এ কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালন ও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ঐ কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন ও পুনর্মিলন উৎসব উদ্‌যাপন এবং RRRLF এর আর্থিক সহযোগিতায় মালদহ, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় গ্রন্থাগারিকদের রিফ্রেসার কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন। বিগত বছরে পরিষদের পক্ষে দুটি আনন্দের সংবাদও আছে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদাধিকারী, অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীকে গ্রন্থাগার পরিসেবা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার জীবনব্যাপী অবদানের জন্য RRRLF ফেলোশিপ প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। এছাড়া সম্প্রতি পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য সভার সাংসদ নির্বাচিত হন। তাদের সম্মানে আমরা গর্বিত। পত্রিকার নববর্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সদস্য/সদস্যাদের সুস্থ জীবন কামনা করছি।

বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

দেবব্রত ঘোষ
মুখ্য চিত্রশিল্পী, 'আজকাল'

(গত ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৩ সালে 'আজকাল' পত্রিকার মুখ্য চিত্রশিল্পী শ্রী দেবব্রত ঘোষ 'বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ' শীর্ষক সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটির পূর্ণরূপ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। —সম্পাদক)

উপস্থিত সকলকে জানাই আমার প্রণাম, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। ধন্যবাদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

পিকাসো বলেছিলেন ছবি আঁকা এবং ছবি আঁকা বিষয়ে কথা বলা দুটো আলাদা আলাদা কাজ। হয় তুমি ছবি আঁক, না হয় তুমি ছবি আঁকা বিষয়ে কথা বল, দুটো একসঙ্গে করতে যেও না। পিকাসোর এই বচনকে আমি গুরুবাক্য হিসেবেই মান্য করি। কিন্তু জীবনে সব সদুপদেশ মেনে চলা যায় না ; এক্ষেত্রেও অমান্য করতে হল মানিয়ে চলার জন্য।

অনর্গল কথা বলে লোকজনকে বিরক্ত করার অভ্যেস আমার আছে; কিন্তু মঞ্চে দাড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা বলার মত আত্মবিশ্বাস আমার নেই। তাই লিখিত বক্তব্য পাঠ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সভায় উপস্থিত সকলের কাছে এই জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। 'খাতা দেখে গান গেও না, উল্টে পাতা যেতেও পারে' সুমন চট্টোপাধ্যায়ের এই সাবধান বাণীও মাথায় আছে।

'বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ' এই বিষয়ে কথা বলার মত যথেষ্ট পান্ডিত্য আমার নেই। তবে গত ২০, ২২ বছর ধরে আমি অসংখ্য প্রচ্ছদ এঁকেছি এবং গল্প উপন্যাসের অলংকরণও করেছি প্রচুর। এ বিষয়ে আমার ধারণা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু কথা বলা যেতেই পারে।

ছবি আঁকা আমার পেশা। খবরের কাগজে চাকরি করার সূত্রে বই ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং বই, পত্রপত্রিকা নাড়াচাড়া করার একটা অভ্যেস গড়ে উঠেছে এবং বইয়ের প্রতি একটা তীব্র ভালবাসাও তৈরি হয়েছে। বইয়ের দোকানের প্রতি আকর্ষণও খুব বেশি। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েও নিস্তার মেলেনি। প্রতিদিন একবার যেতে হত ম্যালের সেই বিশাল বইয়ের দোকানটায়।

পুরনো বই যেমন নস্টালজিক (Nostalgic) এবং বিস্মিত করে আমাদের পূর্বসূরীদের কাজ তেমনি নতুন বইও সময়সময় কমিয়ে দেয় মানি (Money) ব্যাগের ওজন। বিষয়ের আকর্ষণতো আছেই তার সঙ্গে অতিরিক্ত বইয়ের অবয়ব, মানে, একটা বইয়ের গোটা চেহারাটা। অবচেতন মনেই শুরু হয়ে যায় বিশ্লেষণ (অবশ্যই নিজের মত করে); বিদেশি বইয়ের ছাপা, Lay-out, বাঁধাই ছবি (Photograph)-এর ব্যবহার, প্রচ্ছদ, Illustration অনেক সময়ই চমকে দেয়।

বাংলা প্রকাশনাও কিন্তু কম যায় না। সে পুরনো বইই হোক বা একেবারে গতকাল প্রকাশিত হওয়া কোনো বই। মাথায় রাখতে হবে বাংলা বইয়ের প্রকাশকরা ইওরোপ আমেরিকার প্রকাশকদের মত অত খরচা করতে পারেন না। বাংলা বইয়ের বাজারও তো অত বড় নয়। একটা ইংরেজি বইয়ের বাজার গোটা বিশ্বের অনেকটা। সেই তুলনায় বাংলা বইয়ের বাজার খুবই ছোট। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও বাংলাদেশের কিছুটা। তা সত্ত্বেও বাংলা বইয়ের চেহারা কিন্তু যথেষ্ট প্রশংসা দাবি করতে পারে। অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার এই মান আমার চোখে পড়েনি। ভারতবর্ষের অন্য কোনো ভাষার বই খুব একটা সহজলভ্যও নয়।

বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ আজ পর্যন্ত যা হয়েছে, যাঁরা যাঁরা আজ করেছেন তাঁদের নিয়ে কেউ কাজ করুক, তাঁদের নিয়ে একটা বই হোক, এটা আমার খুব ইচ্ছে। নিজের যোগ্যতা নিয়ে সংশয় থাকায়, অন্যদের কাজটা করতে বলতাম। সম্প্রতি জানতে পারলাম বিখ্যাত শিল্পী প্রণবেশ মাইতি এ কাজটি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন। প্রণবেশদার এই প্রচেষ্টা যদি কোনোদিন বইয়ের আকারে ইংরেজিতে ঠিকঠাকভাবে প্রকাশিত হয় তাহলে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা বাংলা প্রকাশনার উঁচু মান সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবে; বিশেষ করে বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের ক্ষেত্রে। বিশ্বের বাজারেও বোধহয় এর মূল্য কম নয়। বাংলা সাহিত্য, Bengal school of paintings এর জন্ম যে মাটিতে প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পীরা যে সেই মাটিতেই জন্মেছেন, এটা আমি সবসময় টের পাই।

শিল্পীদের কল্পনাশক্তি, দক্ষতা, বৈচিত্র্য এমন একটা standard বা মান তৈরি করে দিয়েছে যে পরের প্রজন্মের

শিল্পীদের সেই standard বা মান ছোঁয়ার বা অতিক্রম করার চেষ্টা করতেই হবে। না হলে সে বাজারে টিকে থাকতে পারবে না। সেই কারণেই বোধহয় কখনও কাউকে বলতে শুনিনি যে বাংলা বইয়ের illustration বা cover এর standard খুব খারাপ।

ছোটো খোকা বলে অ আ,
শেখে নি সে কথা কওয়া।

এই দুটো লাইন উচ্চারণ করলে চোখের সামনে কি শুধু রবীন্দ্রনাথের ছবি ভেসে উঠে না কি নন্দলাল বসুর লিনোকাট। বা

ডাক পাড়ে ও ঐ
ভাত আনো বড়ো বৌ

কার ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে, রবীন্দ্রনাথ না বড় বৌয়ের ভাত রান্না করার লিনোকাট? এমন যুগলবন্দী কিন্তু বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুবার ঘটেনি।

আচ্ছা রামচন্দ্রের গায়ের রং কি, নীল তো? হ্যাঁ, সেই ছোটবেলায় দেখা পূর্ণ চক্রবর্তীর ছবিতে। আমি এখনও রামচন্দ্রের গায়ের অন্য কোনো রঙ ভাবতে পারি না। আমি শৈল চক্রবর্তীকে ছাড়া শিবরাম চক্রবর্তীকে ভাবতে পারিনা। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছবি Realistic। Halftone এবং line-এ ছিল সমান দক্ষতা। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দিতেও সই করতেন। সমর দেব-এর ছবির লাইনগুলোতো নাচতো। প্রত্যেকটা ছবি মনে হয় নড়ছে। রায় পরিবারের তিন পুরুষ (Generation) আবার তিন মেজাজের। সত্যজিৎ রায়কে অবশ্য আমার বেশি পছন্দ। একজন শিল্পীর কাছ থেকে এতরকম জিনিস সচরাচর পাওয়া যায় না। বইয়ের প্রচ্ছদ, illustration, calligraphy, typography কি না করেছেন। সিনেমার over the shoulder shot নিয়ে এলেন তাঁর illustration-এ। সন্দেশ পত্রিকার গল্পের Head piece-এ illustration-এর সঙ্গে calligraphy মিশিয়ে বানালেন অসাধারণ সব design। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়ের হাতে দিক পাল্টালো। শুধু প্রচ্ছদের জন্যই কিনে ফেলেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের 'আরো বারো' বইটা। নীল রঙের ওপর সাদাতে করা সেই অসাধারণ calligraphy। বাংলা বইয়ের জন্য সত্যজিৎ রায়কে আঁকতে হয়েছিল অনেকগুলো প্রতিকৃতি। বেশিরভাগই pen and ink-এ। শুধু প্রতিকৃতি দিয়েই হয়ে গেছে আস্ত একটা বই। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণে সত্যজিৎ রায় একাই একটা প্রতিষ্ঠান (institution)।

একই সময়ে কাজ করেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। সেই calligraphy এবং typography-র ওপর অসাধারণ কর্তৃত্ব। একেবারেই সত্যজিতের মত নয়। illustration-এ ড্রয়িং এর জোর কম। সেই খামতিটা মিটিয়ে দিতেন design sense আর রংয়ের ব্যবহারে। পূর্ণেন্দু পত্রী কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ আর অলংকরণকে পৌঁছে দিয়েছেন অন্য জায়গায়। নিজে কবি ছিলেন বলেই বোধহয় এই ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছিল

রঘুনাথ গোস্বামী, O. C. Ganguly, রণেন আয়ণ দত্তরা রয়েছেন অনেকটা জায়গা জুড়ে। রণেন আয়ণ দত্তর নারকেল তেলের বিজ্ঞাপনের জন্য আঁকা ছবিগুলো হয়ত অনেকেরই মনে আছে। line drawing এর কী অসম্ভব জোর আর ছন্দ। রণেন আয়ণ বাংলা বই ও পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু কাজ করেছেন। মাখন দত্তগুপ্ত, সমর ঘোষেরা কাজ করেছেন একেবারে নিজের মত করে।

এত বড় বড় শিল্পীরা কাজ করেছেন এই বিভাগে যে কখনও বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণে একঘেয়েমি আসেনি। বিমল দাসের মত শিল্পী ভারতবর্ষে একবারই জন্মান বাংলা বইয়ে illustration করার জন্য। রং-এ, Halftone-এ ঐরকম নিখুঁত ড্রয়িং, Top angle, low angle-এর ব্যবহার আমি ভারতবর্ষের আর কোনো শিল্পীর মধ্যে দেখিনি।

সুধীর মৈত্রকে আমার বেশ original মনে হয়। সুধীর মৈত্রকে কখনোই অন্য কারোর মত মনে হয়নি বরং অনেককেই সুধীর মৈত্রর মত মনে হয়।

গল্প, উপন্যাস বা কবিতার জন্য নয় বেশ কয়েকবার পূজা সংখ্যা কিনেছি সমীর সরকারের illustration-এর জন্য। প্রবেশ মাইতি রয়ে গেছেন তাঁর paper cutting এর বিশেষত্ব নিয়ে। শিল্পী গণেশ পাইন বাংলা illustration-এর জগতে হাজির তার ছবির রহস্য ও স্বপ্নময়তা নিয়ে। বিকাশ ভট্টাচার্য যখন বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ আর illustration করেছেন তখন নিজের ছবির জগৎকে হাজির করেছেন এই বিভাগে। গণেশ পাইন এবং বিকাশ ভট্টাচার্য খুব বেশি কাজ করেননি। কিন্তু যা করেছেন তাতেই সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা প্রকাশনের এই বিভাগটি। সম্প্রতি হিরণ মিত্রর বেশ কিছু প্রচ্ছদ এবং calligraphyও বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে অন্য মেজাজ এনে দিয়েছে।

বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পের ভাণ্ডারে এত রত্ন, দুঃখের বিষয় এই যে—সেগুলো সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। বই ছাপা হয়ে গেলেই হল। প্রেসেই পড়ে থাকে cover আর illustration। তারপর ওখান থেকেই ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। ঝাঁটার উপায় শিল্পীদের অমূল্য সব original গুলো চলে যায় বাজে কাগজের স্তূপে। আসলে সংরক্ষণের

ব্যাপারটা আমাদের চরিত্রেই নেই; না হলে ৩০০ বছরের পুরনো একটা শহর promoter দের হাতে চলে যায়? কিছু কিছু বাড়ির গলায় অবশ্য Heritage-এর লকেট ঝুলেছে। কলকাতা শহরটা একটা Museum-এর মত। এর আনাচে কানাচে জমে থাকা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে নানা রহস্য। রয়েছেন অনেক interesting লোক; যাঁরা নিজের মনে চমকে দেবার মত কাজ করে চলেছেন প্রতিদিন।

একদিন একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, তাঁর নাম অতনু। সে আমার কাছে একটা illustration-এর original চাইল। স্বভাবতঃই কারণটা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল illustration collect করে। কাদের কাদের illustration-এর original আছে তোমার কাছে—জানতে চাইলাম। সে যাদের নাম করেছিল তাতে বেশ অবাকই হয়েছিলাম। অত কম বয়েসি একটি ছেলে কী করে এঁদের কাজ যোগাড় করল? ইচ্ছে থাকলে বোধহয় করা যায়। ইচ্ছে আমারও আছে একদিন দেখতে যাবার।

ইচ্ছে থাকলে এখনও পূর্ণ চক্রবর্তী, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়দের original কলকাতার প্রকাশকদের ঘরে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার রায়ের কাজ পাওয়াও বোধহয় অসম্ভব নয়। হয়ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা প্রচ্ছদ, অলংকরণ সংরক্ষণের চেষ্টা করছেন।

সিগনেট প্রেস, ডি. কে. গুপ্তকে বাদ দিয়ে বাংলা বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়ে কোনো আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারেনা। বুক ডিজাইনিং কাকে বলে সিগনেট প্রেসের বই দেখলে বোঝা যায়। দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি ডি.কে. বই ছেপে বেঁধে এলে বাইণ্ডারের সামনে একটা পেরেক আর হাতুড়ি নিয়ে আসতেন। তারপর সেই পেরেকটা বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা যেখানে থাকে সেখানে হাতুড়ি দিয়ে মেরে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেখতেন পেরেকটা সমস্ত পৃষ্ঠা সংখ্যার মাঝখান দিয়ে গেছে কিনা। না গেলে, বাইণ্ডারের অবস্থা বেশ খারাপ হত। এখন cutting binding এর ক্ষেত্রে Computer ব্যবহার করা হয়। তখন Computer ছাড়াই এই height reach করার চেষ্টা ছিল সিগনেটের। Book designing এর ব্যাপারটা কলকাতার অধিকাংশ প্রকাশকদের কাছেই একটা অর্থহীন শব্দ। একজন শিল্পীকে ডেকে একটা প্রচ্ছদ করতে বলে বইয়ের নাম আর লেখকের নাম একটা কাগজে লিখে দেন, ব্যাস! বইয়ের মাপ জানতে চাইলে বলা হয় ওইতো অমুক বইয়ের মত। আপনিইতো করেছিলেন। Spine? ও আমরা বসিয়ে নেব। আর illustration থাকলে? —"ওই তো ছটা গল্প আছে, প্রত্যেকটা গল্পের একটা করে করে দেবেন। আর দেখবেন, কভারটা যেন খুব bright হয়। প্রকাশকরা তো আছেনই, তখনও কখনও লেখকদেরও ওই একই বক্তব্য, কভারটা যেন খুব bright হয়। বইয়ের বিষয় যাই হোক। Cover টাকে Bright করতেই হবে। এখানেই Book designer এর ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। Book designer কে যে শিল্পী হতেই হবে তার কোনো মানে নেই। একটা বইয়ের Total Plan টা আগে ভাবে নেওয়া। বইয়ের মাপ কী হবে? বইয়ে illustration ব্যবহার করা হবে কি না? illustration ব্যবহার করা হলে তার মাপ কী হবে? illustration কী বড় করে ফরিয়ে নিয়ে reduce করে ব্যবহার করা হবে। নাকি Same Size এ করানো হবে। Text এ হরফের ব্যবহার নিয়ে ভাবনা চিন্তা দরকার। বাংলায় যেহেতু বেশী হরফ নেই হরফ ব্যবহারের সমস্যাও একটু কম। Text এর point size, দুটো লাইনের মধ্যে কতটা ফাঁক থাকবে, Text এর height, width কত হবে, প্রচ্ছদ কী হবে, এসব শিল্পীর সঙ্গে বসে কথা বলে করা উচিত বলে মনে হয়। প্রকাশকের যদি মনে হয় শিল্পীর যোগ্যতা ও প্রতিভা আছে তবে পুরোটা তাঁর হাতেও ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অযোগ্যের হাতে পুরো স্বাধীনতা দেওয়ার ফলও কিন্তু ভয়ানক হতে পারে। অযোগ্যের হাতে পুরো স্বাধীনতা দেওয়ার ফলও কিন্তু ভয়ানক হতে পারে। কলকাতার প্রকাশনায় যার ভূরি ভূরি নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী একদিন বললেন 'হীরু ডাকাত' বই হবে। ছবি তুমি আঁকবে। হীরু ডাকাত খবরের কাগজের জন্য একবার ছবি এঁকেছিলাম। অমরেন্দ্র জানতে চাইলেন খবরের কাগজের ছবিগুলোই ব্যবহার করা হবে কি না। আমি বললাম, একদম না। খবরের কাগজের format একরকম, বইয়ের format একদম আলাদা। চোখের সামনে ভেসে উঠল হীরু ডাকাত তার সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আসছে। বইয়ের Horizontal Formatও সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল। অমরেন্দ্র বইয়ের format এবং illustration এর ব্যাপারটা বেশ ভালই বোঝেন। কিন্তু একটিবারও আমাকে বলেননি এরকম নয় ওরকম চাই। বলতেই পারতেন কারণ সম্ভবতঃ হীরু ডাকাতই আমার প্রথম illustration করা বই। একেবারেই অনভিজ্ঞ এবং অখ্যাতও বটে। পরে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও কয়েকটা বইয়ের ছবি এঁকেছি, সেক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতা। একটি কথাও বলেন নি। প্রচুর স্বাধীনতা enjoy করেছি। ওখান থেকেই পবিত্র সরকারের একটি বই 'কথামালা ছড়ায় ঢালা' প্রকাশিত হয়েছিল। যা মনে হয়েছিল এঁকেছি। কখনও মনে হয়নি লেখক বা প্রকাশক ঘাড়ের ওপর বসে রয়েছেন। এই স্বাধীনতাটা ভীষণ দরকার। নিজের তৈরি করা Cliche গুলোকে নিজেকেই ভাঙতে হয়।

Repeatation মানেই শিল্পীর শেষ ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে। সব জেনেও কখনও কখনও surrender করতে হয়। কারণ প্রকাশক বা লেখকের আমার ঐ style টা ভীষণ পছন্দ। ইদানিং বাংলা প্রকাশনায় Computer-এর ব্যবহার খুব আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে। Photoshop এর magic যেখানে খুশি যেভাবে খুশি যেভাবে খুশি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ফলে কচিশীল বাংলা প্রকাশনার গায়ে লাগছে অযোগ্যতা, অশিক্ষার ছোপ। ভাল আর মন্দ সবসময়ই বোধহয় পাশাপাশি চলে। মাকারিরা সবসময়ই মাকারি। কলকাতারই একটি প্রকাশক যারা বেশীরভাগই ইংরেজি বই ছাপে তাদের দেখে শেখা উচিত কি করে Computer ব্যবহার করতে হয়। বেশকিছু বাংলা বইয়ের প্রকাশক ও Computer কে দারুণভাবে ব্যবহার করে তাদের প্রকাশনাকে পৌঁছে দিয়েছেন অনন্যতায়। প্রকাশনার জগতে Computer ছাড়া এখন এক পাও চলা সম্ভব নয়। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত এই যন্ত্রটিকে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারাটা অত্যন্ত জরুরী। কলকাতায় বসে আন্তর্জাতিক মানের কাজ করা কোনো ব্যাপার নয়। কলকাতায় প্রকাশিত কিছু বইয়ের ছাপা, বিন্যাস, বাঁধাই দেখে আমার এই ধারণা হয়েছে। দরকার ভাল জিনিস চেনার চোখ এবং বইয়ের চেহারাটা ভাল করার ইচ্ছে; বইমেলার আগে রাতারাতি চার পাঁচটা বই করে ফেলা নয়।

কলকাতায় বসেই আন্তর্জাতিক মানের বই করে ফেলা সম্ভব কারণ বইয়ে থাকবে, সুন্দর, smart চেহারা দেবার জন্য দুটো জিনিসের প্রয়োজন। এক, ভাল ছাপা, বাঁধাই। দুই, ভাল design এবং illustration। প্রথমটি অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়টি মানে design এবং illustration-এর part টা পূর্বসূরীদের ধারা অব্যাহত রেখে যাচ্ছেন অসম্ভব সব ওঁণী শিল্পীরা। এঁরা অনেকেই Book design এবং illustration-এর ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম সারিতে বসার যোগ্যতা রাখেন।

সব শেষে শিল্পীদের আর্থিক দিকটার কথা প্রকাশকদের ভাবা দরকার। এখন শিল্পীদের পঁচিশ বছর আগের রেট অফার করা হয়। এখনও শিল্পীদের বিনে পয়সার প্রচুর বইয়ের অলংকরণ ও প্রচ্ছদ করে দিতে হয়। বই ছাপার জন্য একটা নাম ধরা হয়, কাগজের জন্য নাম ধরা থাকে। প্রচ্ছদ আর অলংকরণের জন্য কোনো ধরা থাকে না। কেন? diesel-এর দাম বাড়লে অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতো শিল্পীর সংসারে গিয়ে সেই ধাক্কা লাগে না? শিল্পীদের প্রায়ই শুনতে হয় এই ধরনের কথা, যেমন :— তোদের তো দুটো তুলির টান বা আপনার প্রতিভার দাম তো আর টাকা দিয়ে দেওয়া যায় না তাই কিছুই দেন না।

Announcement

Bengal Library Assoc.

Course on WINISIS & MARC 21

WILL BE HELD DURING THE PERIOD

FROM 17th May 2006 To 1st July 2006

IN THE ASSOCIATION BUILDING

Time : 3 days in a week :

Wednesday, Thursday & Saturday – 5pm to 8pm – 3 hours per day, coverage 60 hours in all.

Eligibility : BILIS or MLIS

Course fee : Rs. 2000.00

Payment should be made in advance along with the Application. Cheques and drafts are to be drawn in favour of Bengal Library Association.

Last date of application : 12-05-2006

Course contents :
Operating System (Windows), AACRII, Subject Analysis, Winisis, Marc 21, ISISMARC

Anup Kumar Sarkar
GENERAL SECRETARY
March 24, 2006

Announcement

Bengal Library Assoc.

Course on Fundamentals of Computer Application

WILL BE HELD DURING THE PERIOD

FROM 15th May 2006 To 30th June 2006

IN THE ASSOCIATION BUILDING

Time : 3 days in a week :

Monday, Tuesday, Friday 5pm to 8pm–3 hours per day, coverage 60 hours in all.

Eligibility : Students of Cert. in Lib. or BLIS or MLIS

Course fee : 1500.00

Payment should be made in advance along with the Application. Cheque and drafts are to be drawn in favour on Bengal Library Association.

Last date of application : 12-05-2006

Course contents : Fundamentals of Computer, DOS, Programming Language (BASIC), Wordstar, CDS/ISIS.

Anup Kumar Sarkar
GENERAL SECRETARY
March 24, 2006

ডিজিটাল গ্রন্থাগার ঃ তথ্য-পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত

গতিকৃষ্ণ বটব্যাল
গ্রন্থাগারিক, সেবায়তন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম,
পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১ ৫১৪
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৯) অসুবিধা ঃ

→ ব্যয় বহুল ঃ

ডিজিটাল গ্রন্থাগার তৈরী করার জন্য প্রাথমিকভাবে কম্প্যুটার ও আণুষঙ্গিক সরঞ্জাম কেনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় তা অনেক বড় গ্রন্থাগারের পক্ষেও সম্ভব হয় না।

→ কপিরাইট ঃ

ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে খুব সহজেই কোন মুদ্রিত বইয়ের অনুলিপি (copy) তৈরী করা যায় এবং এই অনুলিপি থেকে ব্যবহারকারীরা (users) আবার অনুলিপি সহজেই তৈরী করতে পারেন যা কিনা বর্তমান কপিরাইট আইনের পরিপন্থী। সুতরাং এ সংক্রান্ত সঠিক সমাধানের পথ না থাকার জন্য গ্রন্থাগারের সমস্ত সংগ্রহকে ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরিত করা যায় না।

→ কারিগরি সংক্রান্ত অবক্ষয় ঃ

তথ্যের ডিজিটাল রূপের কোন বাহ্যিক অপচয় হয় না। কিন্তু কারিগরি সংক্রান্ত অবক্ষয় (সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের পরিবর্তন)-এর জন্য অনেক সময় তথা পড়ার অসুবিধা হয়।

→ তথ্য সংরক্ষণ ঃ

ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ এবং সরবরাহ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে পৌনঃপুনিক খরচ (recurring expenditure)-এর প্রয়োজন হয়।

→ তথ্যের সূচীকরণ ঃ

বিভিন্ন ফরম্যাটে প্রাপ্ত ডিজিটাল তথ্যের এখনও কোন সঠিক সূচীকরণ পদ্ধতি দেখা যায় না।

৯.২) উপসংহার ঃ

আমাদের দেশে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে তার বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অধিকাংশ স্কুল গ্রন্থাগারে কোন গ্রন্থাগারিক নেই। কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে উপযুক্ত কর্মীসংখ্যা এবং পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। তাছাড়া প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মধ্যে উন্নত মানসিকতার অভাব দেখা যায়। এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার পক্ষের পূর্ণ সহযোগিতাই একমাত্র কাম্য।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের গ্রন্থাগারগুলিকে UGC তার INFLIBNET কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রন্থাগারের দৈনন্দিনকার্য (Housekeeping Activities) কম্প্যুটার ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনার জন্য এবং গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য আদান-প্রদান (Resource Sharing)-এর ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগঠিত করার জন্য যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছে। আশা করা যায় এই কর্মসূচীর পূর্ণ রূপায়নের পর কিংবা সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য UGC উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ড. রঙ্গনাথন তাঁর "Five Laws of Library Science" গ্রন্থে বলেছেন "dissemination of knowledge which is the vital function of the libraries, will be realised even by means other than those of the printed books"[৩] রঙ্গনাথন কি এখানে ডিজিটাল যুগের কথা তথা ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য পরিষেবার কথা অনুমান করেছিলেন? বর্তমানে ডিজিটাল গ্রন্থাগারই রঙ্গনাথনের এই উক্তির বাস্তব রূপায়ণ বলা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনুরূপ তথ্য-বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র হল, তথ্য ব্যবহারের জন্য, প্রত্যেক মানুষের জন্য তথ্য, প্রতিটি তথ্যই মানুষের জন্য, সময়মতো ব্যবহারেই তথ্যের উপযোগিতা, এবং তথ্যের জগৎ ক্রমবর্ধমান—এই সূত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই একমাত্র সূত্রগুলির উদ্দেশ্যকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে পারে।

চিরাচরিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থেকে সমাজ যা পেয়েছে এবং যা পাচ্ছে তার তুলনায় ডিজিটাল গ্রন্থাগার থেকে আরও উন্নত পরিসেবা সমাজ আশা করে। ডিজিটাল গ্রন্থাগার এযুগের চাহিদা; সুতরাং এই নব্য প্রযুক্তি থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। একে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়াই আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চাবিকাঠি।

৯.৩) তথ্যসূত্র ঃ

1. ARMS *(William Y). Key concepts in the architecture of the digital library. D-Lib Magazine. July 1995. (URL: www.dlib.org/dlib/July95/07arms.html) (Accessed on Sept. 07, 2005).*
2. ARORA (Jagadish). Building digital libraries: an overview. *DESIDOC Bulletin of Information Technology*. 21, 6; 2001; 3-24.
3. GLADNEY (Henry M) and others. Digital library: gross structure and requirements: report from a March 1994 workshop. *(URL: www.csdl.edu/csdl/DL94/paper/fox.html) (Accessed on Sept. 07, 2005).*
4. HULSER (Richard P). Digital library : content preservation in a digital world. *DESIDOC Bulletin of Information Technology*. 17;6;1997;7-14.
5. RANGANATHAN (SR). Five laws of library science. 1988. 2nd. ed. (reprint). Sarada Ranganathan Endowment for Library Science: Bangalore.p352-353.
6. RICHVALSKY (James) and WATKINS (David). Design and implementation of a digital library. ACM Cross Roads: The *ACM Student Magazine. (URL: www.acm.org/crossroads/xrds5-2/diglib.html) (Accessed on Sept. 07, 2005).*
7. RUSBRIDGE (Chris). Towards the hybrid library. D-Lib Magazine. July/August 1998. *(URL: www.dlib.org/dlib/july98/rusbridge/07rusbridge.html) (Accessed on Sept. 07, 2005)*
8. THANDAVAMOORTHY (K) and others. Quality in digital information retrieval. University News.40, 6;2002; 13-14.
9. WATER (Donald J). What are digital libraries? CLIR Issus. Number 4, July/August 1998. (URS:www.clir.org/pubs/issues/issues04.html#dll) (Accessed on Sept. 11, 2005)
10. http://www.arl.org/sunsite/definition.html (Accessed on Sept. 11, 2005).

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঞ্চল	ঃ	৬" × ৭.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

শোক সংবাদ

গত ৪, ফেব্রুয়ারী ২০০৬ রাত ৭টায় শ্রী অলোক কুমার দত্ত আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি বীরনগর উলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলাশাখার সভাপতি ও সম্পাদক পদে থেকে জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬০ বছর। আগামী অক্টোবর, ২০০৬ তারিখে তিনি চাকুরী থেকে অবসর নিতেন। তাঁর একমাত্র পুত্র বর্তমান। তাঁর স্মরণে প.ব. সাধারণের কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ২০শে মার্চ নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভার সভাপতিত্ব করেন কর্মীসমিতির সভাপতি শ্রী রণজিত মুখার্জী। প্রয়াত অলোক দত্তের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সভায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার নেতৃবর্গ সহ মোট ১৫০ জন গ্রন্থাগার কর্মী ও পরিষদের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। স্মরণ সভা থেকে প্রয়াত অলোক দত্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা

২৮ ও ২৯ তম সাধারণ সভা

পরিচালন সমিতির পুনর্গঠন

গত ১১ই ডিসেম্বর, ২০০৫ আরামবাগ রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার ২৮ ও ২৯তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি ডঃ বীরেন্দ্রনাথ দত্তর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি শ্রী অশোক কুমার রায় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় পরিষদের হুগলী জেলা শাখার কার্যকরী সমিতি পুনর্গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে শ্রী অনবদ্য সান্যাল ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় ২০০৪-২০০৬ সালের জন্য পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সভাপতিরূপে ডঃ বীরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং সম্পাদকরূপে শ্রী সাত্যকি চৌধুরী নির্বাচিত হন। ২০০৪-২০০৬ সালের জন্য মোট ১১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী সাত্যকি চৌধুরী

আনন্দ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান অন্যতম সহ-সভাপতি, আজীবন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গের স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিলের সদস্য, গ্রন্থাগারে আন্দোলনের নেতৃত্ব ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশাকরি গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পরিসেবা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারিকদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে তাঁর সদর্থক ভূমিকা অবশ্যই থাকবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
বাঁকুড়া জেলা কমিটি

গত ১১ই মার্চ, ২০০৬ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বাঁকুড়া জেলা শাখার ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল, বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার হলে।

সভার শুরুতেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী, শিল্প ও সাহিত্য জগতের ব্যক্তিত্ব ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের প্রয়াণে শোক প্রস্তাব পাঠকরে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তথা পরিষদের আজীবন সদস্য শ্রীতপনকুমার বর্মণ।

অনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী আশীষ হাজরা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও ২০০৪-০৫ সালের পরীক্ষিত আয়ব্যয়ের হিসাব এবং জানুয়ারী ২০০৬ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে অভিনন্দন জানিয়ে ও সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়া স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন বসু। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে আন্দোলনকে আরও সুচারুরূপে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জেলা নেতৃত্বকে অনুরোধ জানান।

স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের অন্যতম সদস্য শ্রী গৌতম দে সাধারণ সভার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি পুরোনো বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য পরিষদের জেলা নেতৃত্বকে অনুরোধ জানান। এ ছাড়াও যাঁরা ব্যক্তিগত সংগ্রহে বই, পত্র, পুস্তিকা সংরক্ষণ করেন, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, সাজিয়ে রাখার নিয়মাবলী ও সংরক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপারেও পরিষদকে সাহায্য করার আহ্বান জানান। বাঁকুড়া জেলার সমস্ত স্তরের লেখকদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য করার ব্যাপারে জেলা শাখাকে উদ্যোগ নিতে বলেন এবং তথ্যপ্রযুক্তির প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে পরিষদকে আরও যত্নবান হবার অনুরোধ জানান।

জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী তপনকুমার বর্মণ বলেন বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক অনুদান, ও পুস্তক প্রদান করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে, তিনি বলেন ১৯২৫ সাল থেকে নিরলস আন্দোলনের ফলেই পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন, পোষিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি, কর্মীদের পদমর্যাদা, সার্ভিসরুল, গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কর্মশালার আয়োজন সম্ভব হয়েছে সেগুলির জন্য ও পরিষদের আন্দোলনের সাফল্য হিসাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে যেতে হবে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার শুরুতেই খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রী প্রণব হাজরা বলেন তথ্য প্রযুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে প্রথম সারিতে এবং যাঁরা তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নত তাঁরাই বর্তমানে ধনী। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতেও তথ্যপ্রযুক্তি প্রসার হলে সারা দেশের উন্নতি সম্ভব। গ্রন্থাগার কর্মীদের কেবলমাত্র চাকুরী না করে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করার আবেদন জানান।

শ্রী অশোক ব্যানার্জী প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন এটি আরও বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল এবং ১ বৎসরের সদস্য সংখ্যা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল বলে জানান।

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার সভাপতি মির্জা শামসুল হুদা পরিষদের সাধারণ সভাকে অভিনন্দন জানিয়ে পরিষদের বর্তমান জেলা কমিটির কাজের প্রশংসা করেন।

প্রতিবেদনকে সমর্থ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন লোদনা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য শ্রী বিশ্বজিৎ বুঁই ও শ্রী গোপাল পাল। শ্রীপাল জেলার ১৭৫টি বেসরকারী গ্রন্থাগারের মধ্যে যারা সরকারী পোষিত হয়নি, সেগুলিকেও উন্নত করে Sponsorship দেওয়ার জন্য আবেদন জানান এবং বলেন ঐ সমস্ত বেসরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদেরও পরিষদের সভায় আমন্ত্রণ জানালে ভালো হত। সকলকে যাতে পরিষদের সদস্যকরা যায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেবার কথা বলেন। সম্পাদক শ্রী আশীষ হাজরা জবাবী ভাষণে সমস্ত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করার কথা জানান এবং আগামী দিনে পরিষদের জেলা শাখাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যক্ষম করার জন্য কর্মসূচী নেওয়া হবে বলে জানান।

সভার সভাপতি তথা পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি শ্রী অশোক রায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও পরিষদকে আরও শক্তিশালী করার অনুরোধ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

সাধারণসভায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী, শিক্ষানুরাগী ও গ্রন্থাগার দরদী সহ শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
হুগলী জেলা কমিটি

গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-হুগলী শাখা, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সম্মিলিত উদ্যোগে শ্রীরামপুর টাউন হলে ভাষা দিবস পালিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সভাপতি ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন এলাকায় গ্রন্থাগার আলোকবর্তিকার মত কাজ করে। ভাষা দিবসের তাৎপর্য যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরতে বাংলা ভাষার উপযুক্ত মর্য্যাদা এবং ব্যবহারের দিকে নজর দেবার জন্য প্রয়োজন হয় গ্রন্থাগারগুলিকে। সভার মুখ্য বক্তা অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন ধর্ম নয় মুখের ভাষার ভিত্তিতে একটি জাতি তথা রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

সভায় উপস্থিত জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন গ্রন্থাগার কর্মীরাই ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিতে পারেন। আলোচনা সভায় পরিষদ ও কর্মীসমিতির সম্পাদকদ্বয় সাত্যকি চৌধুরী ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী অশোককুমার রায়

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ও সদস্যাদের প্রতি

পরিষদের সাধারণ সদস্য-সদস্যা ও প্রতিষ্ঠানিক সদস্যাদের বর্তমান বৎসরের বার্ষিক চাঁদার মেয়াদ ৩১ শে মার্চ, ২০০৬ শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী বৎসরের (২০০৬-০৭ সাল) চাঁদা ৩০ শে জুন, ২০০৬-এর মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, নতুবা জুলাই, ২০০৬ থেকে গ্রন্থাগার পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হবে না। সদস্যাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

—কর্মসচিব

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদকদের প্রতি

পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদকদের ২০০৫-২০০৬ সালের জেলায় বিভিন্ন গৃহীত কর্মসূচীসহ রিপোর্ট পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তাঁদের ২০০৬-২০০৭ সালের জেলার প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ সদস্যাদের বকেয়া চাঁদা অবিলম্বে পরিশোধ করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। —কর্মসচিব

গ্রীষ্মকালীন সার্টিফিকেট কোর্স-এর উদ্বোধন

আগামী ২রা মে, মঙ্গলবার, ২০০৬, সন্ধ্যা ৬.৩০ মি: পরিষদ ভবনে পরিষদ পরিচালিত গ্রীষ্মকালীন সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরী সায়েন্স কোর্সের উদ্বোধন হবে। সদস্য-সদস্যাদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সার্টিফিকেট কোর্স-এর (২০০৫) সমাবর্তন অনুষ্ঠান

আগামী ২০শে মে, শনিবার, ২০০৬ অপরাহ্ন ৩টায় পরিষদ ভবনে ২০০৫ সালের সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরী সায়েন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ঐ অনুষ্ঠানে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন ও উত্তীর্ণদের অভিজ্ঞান পত্র প্রদান করবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তণ বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা নেতৃত্ব শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

হাওড়া জেলা শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার ও হাওড়া জেলা পাবলিক লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের (হাওড়া) যৌথ উদ্যোগে বাংলা ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দিবস "২১শে ফেব্রুয়ারী" স্মরণে হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, হাওড়া।

মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক রবীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তা প্রধান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা ও প. ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ছিলেন। উভয় বক্তারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও বাংলা ভাষা আন্দোলনের সর্বাধিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ছড়াকার শ্রী রবীন ভট্টাচার্য আবৃত্তি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। আলোচনা সভায় বাংলা ভাষা প্রেমী এবং গ্রন্থাগারানুরাগীদের উপস্থিতিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী অশোক কুমার দাস

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পুরুলিয়া জেলা শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলার ঝুকড়ামুড়ার 'পুথিঘর' গ্রন্থাগারে সারাদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী অজিত মিত্র। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রী প্রণবেশ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী তাপস পাত্র, প্রধান শিক্ষক, কাস্টাডি শিক্ষাসত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বি.এল.এ.এর জেলা সম্পাদক শ্রীসুনীল মাহাতো। ছড়া, অঙ্কন, আবৃত্তি, কুইজ, সাঁওতালী সঙ্গীত, ঝুমুর সঙ্গীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশ গ্রহণ করেছিল স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, পাঠক-পাঠিকা এবং জনসাধারণ। প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। প্রতি বছরের মতো এবছরও গ্রন্থাগারের শ্রেষ্ঠ পাঠক ও পাঠিকাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সফল প্রতিযোগীদের অনুষ্ঠানের শেষে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটিতে জে.এল.এ. আদর চন্দ্র মাহাত-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবেদক — শ্রী মৃণালকান্তি মণ্ডল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মালদা জেলা শাখা

নেতাজী জন্মদিন উদ্‌যাপন ও অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের বিদায় সম্বর্ধনা

অবসর গ্রহণের পর পরই চারজন সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধুকে P.F. গ্রাচ্যুইটি প্রভৃতির টাকা তুলে দিল মালদার B.L.A ও W.B.P.L.E.A., জেলা নেতৃত্ব।

গত ২৩শে জানুয়ারী ২০০৬ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে হরিপুর মৃত্যুঞ্জয় ক্লাব ও লাইব্রেরীতে আহ্বান করা হয়েছিল বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী শ্রী কিরণচন্দ্র মণ্ডল, শ্রী গজেন্দ্রনাথ মিশ্র, শ্রীসুবলচন্দ্র মণ্ডল এবং শ্রীবদ্রীপ্রসাদ সাহাকে ঐদিন চাকুরীতে অবসর গ্রহণের পর তাঁদের বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কর্মী সমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও মালদা ডি.এল.ও. অফিসের ঐকান্তিক চেষ্টায় ঐ ৪ জন কর্মীর হাতে অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কিছু কাগজ ও চেক তুলে দেওয়া হল। সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল ওদুদ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হরিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী সুব্রত ঝাঁ।

প্রতিবেদক — শ্রী শশাঙ্ক দাশগুপ্ত

বাচামারী কবি ভারতীভবন সাধারণ পাঠাগার, মালদহ
গ্রন্থাগারের দ্বিতল ভবনের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
ও
গ্রন্থাগার দিবস পালন।

বাচামারী কবি ভারতী ভবন সাধারন পাঠাগারের-দ্বিতল ভবনের শুভ উদ্বোধণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। গত ২১ শে ডিসেম্বর, ২০০৫। উদ্বোধন করলেন শ্রী শৈলেন সরকার, মন্ত্রী, পঃবঃ সরকার। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ওল্ড মালদা পুরসভার পৌরপতি বিশ্বনাথ শুকুল মহাশয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। প্রায় ৯ ধরনের প্রতিযোগিতায় ২ শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেয়। সম্পাদক উত্তম ভট্টাচার্য, B.L.A জেলা সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য, W.B.P.L.E.A র জেলা সম্পাদক হিরন্ময় সাহা, জেলা গ্রন্থাগারিক, শম্ভু ভট্টাচার্য। D.L.O মনিকা চক্রবর্তী, ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শশাঙ্ক দাশগুপ্ত প্রমুখ বিভিন্ন বক্তারা গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মঙ্গলবাড়ী ব্রাইড স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানটির মাধুর্য বৃদ্ধি করে।

প্রতিবেদক — শ্রীশশাঙ্ক দাশগুপ্ত

গ্রন্থাগার সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
হাওড়া জেলা শাখা
অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের বিদায় সম্বর্ধনা

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া শাখার, উদ্যোগে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে এক বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জগদীশ সাপুই এবং উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও রাজ্য সহ-সভাপতি অশোককুমার দাস।

উলুবেড়িয়া সাব ডিভিশনাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শান্তি সুধা চরিত, হারোপ জাতীয় পাঠাগারের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সনৎ পাল ও হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী সুজিতকুমার ব্যানার্জীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ওঁদের তিনজনকে কর্মী সমিতির পক্ষ হতে মানপত্র, ঘড়ি ও মিষ্টান্ন উপহার দেওয়া হয়।

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অভিজিৎ কুমার ভৌমিক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের হাতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের চেক তুলে দেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য ও উপস্থিতিতে সাফল্যমন্ডিত লাভ করে।

প্রতিবেদক — শ্রী অশোককুমার দাস

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে আগামী ২৮শে মে ২০০৬, রবিবার দুপুর ১টায় পরিষদ ভবনে ২০০৪-২০০৫ সালের ৭০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ সদস্য/সদস্যাদের পত্র মারফৎ জানানো শুরু হয়েছে।

অনুপ সরকার
—কর্মসচিব

কমলাপুর সংঘ শহর গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রসারে কমলাপুর সংঘ শহর গ্রন্থাগার একটি নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের পরিচালনায় পাঠ্য পুস্তক বিভাগের একটি অতিরিক্ত শাখা খোলা হয়েছে গত ২২/২/০৬ তারিখে। বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্ররা বিদ্যালয়ে বসেই সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠ্য-পুস্তক পরিষেবা বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির সদস্যগণ ও কর্মীরা। সম্পাদক শ্রী বাসুদেব ব্যানার্জি, ডঃ অনিরুদ্ধ চৌধুরী, D.S.D Publication এর পক্ষে শ্রী শঙ্কর খাটুয়া ছাত্রদের শিক্ষা, জীবিকা ও জীবন যাপনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে বলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী বাসুদেব ব্যানার্জী

রোল যাযাবর সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার

পোঃ-রোল, ব্লক ইন্দাস

জেলা-বাঁকুড়া

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা

৩১শে ডিসেম্বর-২০০৫ তারিখে রোল যাযাবর সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অভিজ্ঞ কর্মী ও পাঠক দরদী শ্রী গৌরী শংকর দত্ত (J.L.A) গ্রন্থাগারের চাকুরী জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

৩১শে ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে গ্রন্থাগারের পক্ষথেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পাত্রসায়ের ও ইন্দাস জোনের অনেক কর্মীবন্ধুদের উপস্থিতিতে বিশেষ সাড়ম্বরে শ্রী দত্তকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয় এবং তাঁর হাতে মানপত্র প্রদান করা হয়। শ্রী দত্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য।

প্রতিবেদক — শ্রী অসীম পূজারী

দীঘল গ্রাম বাণীশ্রী পাঠাগার

পোঃ-দীঘল গ্রাম - ব্লক-ইন্দাস

জেলা-বাঁকুড়া

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা

৩১শে জানুয়ারী ২০০৬ তারিখে দীঘল গ্রাম বাণীশ্রী পাঠাগারের কর্মী ও পাঠক দরদী শ্রী কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (J.L.A) অবসর গ্রহণ করেন।

উক্ত তারিখে পাঠাগারের বিশেষ সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং পাত্রসায়ের ও ইন্দাস জোনের কর্মী বন্ধুদের উপস্থিতিতে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে বিশেষ সাড়ম্বরে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয় এবং তাঁর হাতে মানপত্র প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী অসীম পূজারী

নগরী বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরী

গ্রাম ও পোঃ - নগরী

জেলা - বীরভূম

গত ২০শে ডিসেম্বর ২০০৫ নগরী বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরীর রজতজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান আড়ম্বরের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় প্রভাত ফেরি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই পদযাত্রায় নগরী অঞ্চলের বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী, গ্রামের জনসাধারণ ও গ্রন্থাগারের পাঠক/পাঠকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বেলা ২টায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির সামনে ২৫টি প্রদীপ জ্বালিয়ে রজত জয়ন্তী বর্ষের শুভউদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী মনসা হাঁসদা। মঞ্চে সম্মানীয় অতিথিবৃন্দকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে বরণ করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রী প্রদীপ পাত্র। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীদিলীপ মণ্ডল রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্বাগত ভাষণ দেন।

নগরী অঞ্চলের তিনটি উচ্চবিদ্যালয়, ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সর্বসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের দিন সিউড়ী নিবাসী শ্রী সবাসাচী রায়চৌধুরী তাঁর পিতা প্রয়াত শরদিন্দু রায় চৌধুরীর স্মৃতিতে ও শ্রী অর্পণ চৌধুরী তাঁর পিতা প্রয়াত অমিয় চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারে মূল্যবান পুস্তকদান করেন। সর্বমোট ১২০ খানি পুস্তক প্রদান করা হয়।

উদ্বোধক শ্রী মনসা হাঁসদা তাঁর বক্তব্যে বলেন শিক্ষাকে আরও বেশী করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে গ্রন্থাগার পরিষেবার মাধ্যমে। গ্রন্থাগারই মানুষকে প্রকৃত শিক্ষার আলো দেখাতে পারে।

প্রতিবেদক — শ্রী দীপককুমার মিত্র

বড়দা বাণীশ্রী পাঠাগার

পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলার বড়দা বাণীশ্রী পাঠাগারে ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী হারাধন মন্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আবৃত্তি, অঙ্কন, হাতের লেখা, মিউজিক্যাল চেয়ার, শব্দ প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ ইত্যাদি প্রতিযোগিতাগুলিতে প্রায় শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী, পাঠক/পাঠিকা অংশগ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠান শেষে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী মৃণালকান্তি মন্ডল

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

কালনা মহকুমা শাখা

গত ১১ই জানুয়ারী' ০৬ শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কালনা মহকুমা শাখার ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারে। উদ্বোধক ছিলেন কালনার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কালনা পৌরসভার পৌরপিতা শ্রী গৌরাঙ্গ গোস্বামী। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন বিশ্বে দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। তার সঙ্গে গ্রন্থাগারকে তালমিলিয়ে চলতে হবে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রভূত সুবিধা আছে। প্রিন্টেড মিডিয়া মানুষের আগ্রহ হারাচ্ছে এ ধরনের আলোচনা মাঝে মাঝেই আসে। ঐ স্রোতে গা ভাসানো গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্দেশ্য নয়। পাঠকের ভালোলাগা এবং গঠনমূলক চিন্তা ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করতে হবে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দাবী আদায় করতে হবে। চেতনার পরিচয় দিতে হবে। তিনি এই সাধারণ সভার সাফল্য

কামনা করেন। এরপর নতুন গ্রন্থাগারিক শ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ও আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী অদীপ কুমার চ্যাটার্জী। সভার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের উপর আলোচনায় ৬ জন কর্মী অংশগ্রহন করেন। এরপর সভায় জেলা কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রী হরনাথ ঘোষ ও জেলা সম্পাদক শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

প্রতিবেদক — শ্রী স্বপনকুমার সেন

নেতাজী লাইব্রেরী

পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া

জন্মলগ্ন থেকেই গ্রন্থাগারে ২৩শে জানুয়ারী মহা সমারোহে পালিত হয়।

বর্তমানে লাইব্রেরীটিকে আরও জননুখী করার উদ্দেশ্যে ২৩শে ও ২৪শে জানুয়ারী দুইদিন ধরে নানারকম অনুষ্ঠান করা হয়।

সকালে নেতাজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি ও ট্যাবলো সহ স্থানীয় হাইস্কুলের সমর শিক্ষার্থী বাহিনী, প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিয়ে পথ পরিক্রমা করে ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রী সুধাংশু কুড়ু, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি পাত্রসায়ের। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রী গোপাল মুখার্জী, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পাত্রসায়ের। নেতাজীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পর সভা শেষ হয়।

দুপুর থেকে বসে আঁকা, বিতর্ক, ক্যুইজ এর প্রতিযোগিতার পর সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২৪শে জানুয়ারী দুপুর থেকে ক্যুইজ, বিতর্ক, সংবাদ পাঠ প্রভৃতি প্রতিযোগিতাগুলি হয়। উভয় দিনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদিগকে পুরস্কৃত করা এবং পাত্রসায়ের থানার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক একজন করে ছাত্র ও ছাত্রীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে লাইব্রেরীতে বেশীদিন উপস্থিত থাকার জন্যও পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সময়ে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী

মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী অ্যান্ড ফ্রী রীডিং রুম

মাহেশ, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২০২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রী রিডিং রুম এর পরিচালনায় মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্বোধনী ভাষণে ডাঃ অসিত দত্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা শহীদ দিবস কিভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রূপান্তরিত হল তা বিশদ ভাবে দর্শকদের কাছে ব্যক্ত করেন। ডাঃ দত্ত তার উদ্বোধনী ভাষণে বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ ও ব্যবহারিক চিন্তাধারা নিয়ে বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে বাঙ্গালী হিসাবে মাতৃভাষা বিকাশে আমাদের সকলের কিছু চিন্তা কিছু কাজ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রধান বক্তা ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্যে বলেন যে ২১শে ফেব্রুয়ারী "দিনের অনুষ্ঠান" না হয়ে প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহার্য রূপে পালন করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলা ভাষাকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতাকে ধিক্কার জানিয়ে এই ভাষাকে আরও নিবিড় ভাবে প্রকাশ করার স্বপক্ষে বক্তা নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করেন। বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্ভার মানুষের মনে যে অপরিসীম তৃপ্তি দেয় তার রসাস্বাদন অন্য কোন ভাষার থেকে কোন অংশে কম নয় বলে বক্তা মন্তব্য করেন। বাংলা ভাষা জ্ঞানার্জনে আজকাল যে অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার মধ্যে যে হীনমন্যতা কাজ করছে বক্তা তাকে ধিক্কার জানান। বাংলা ভাষার রূপান্তরিত ও আধুনিকীকরণকে গ্রহণ করার পক্ষে বক্তা সহমত পোষণ করেন। বক্তা আহ্বান জানান ২১শে ফেব্রুয়ারীতে বাঙ্গালীর শপথ হোক বাংলা ভাষা ও বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস

করার জন্য যে চক্রান্ত অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে সংগঠিত করা হচ্ছে তাকে প্রতিহত করার জন্য দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলা হোক।

সাহিত্যপ্রেমী শ্রী অনিলেশ গোস্বামী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার সাথে সাথে ব্যবহারিক জীবনেও এই ভাষাকে ব্যবহার করে আরও উন্নত পর্যায়ে এই ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো উচিত।

আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করে সর্বশ্রী শৈলেন পাল, শান্তি রঞ্জন দে, তাপস রায়, হারাধন রক্ষিত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

গ্রন্থাগার সম্পাদক ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালনের কর্মসূচীকে সফল করার জন্য উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও দর্শকদের গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদক — শ্রী শ্যামল চৌধুরী

বৈদ্যপুর লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার (গ্রামীণ)

পো ঃ বৈদ্যপুর, বর্ধমান

২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ভাষা শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী'০৬ তারিখে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সমগ্র এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন এলাকার সুপরিচিত শিক্ষক শ্রী বনজ রায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী বিজন বিকাশ ভট্টাচার্য্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী মটুচন্দ্র সাঁধুখা, শ্রী রামপদ চ্যাটার্জী, শ্রী সৌমিত্র চ্যাটার্জী ও আরও অনেকে। সকলেই মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। প্রথমেই শহীদবেদীতে মালা দান করা হয় ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রায় ৭৫ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ২৩ জন অংশগ্রহণ করে। সকলেরই বয়স (১-১০) বৎসর। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেন গ্রন্থাগারের সদস্যা ও শিক্ষিকা শ্রীমতী পামেলা চ্যাটার্জী, কুমারী দেবারতি ঘোষ (ছাত্রী), পার্থসারথি তা (সদস্য)। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন কল্পে ৪০০০ (চার হাজার) টাকা দান করেন এলাকার সহৃদয় ব্যক্তি প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী রামপদ চ্যাটার্জী।

প্রতিবেদক — শ্রী সনৎ ব্যানার্জী

মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরী

প.ব. সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার

ডানকুনি, হুগলী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী' ২০০৬ মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

২টি পর্বে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। ১ম পর্বে সকাল দশটায় ভাষা শহীদ স্মারক বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর এক কর্মাঢ্য পদযাত্রা এলাকায় পরিক্রমা করে। এই পর্বের অনুষ্ঠানে স্কুল ছাত্র-ছাত্রী, লাইব্রেরীর সভ্য, সভ্যা, এলাকার প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষিকা সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

২য় পর্বে সন্ধ্যা ৫টায় ডানকুনি বইমেলা অফিসে "মাতৃভাষা দিবস" উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। "মাতৃভাষা দিবস" উপলক্ষে লাইব্রেরী পরিচালিত স্ব-রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গরলগাছা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী শঙ্কর তালুকদার। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী জগন্নাথ কর

রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগার
রেলপার্ক, রিষড়া, হুগলী, পোঃ মোড়পুকুর

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সকাল ৭টায় পাঠাগারের সদস্য ও এলাকার শিশুদের নিয়ে প্রভাতফেরীর মাধ্যমে ভাষা শহীদদের স্মরণ করা হয়।

মায়ের ভাষা, প্রাণের ভাষা,
সকলেরই মাতৃ ভাষা।
সকলেই গ্রন্থাগারে আসুন
সেই ভাষাকে লালন করুন
সেই ভাষাতেই চর্চা করুন।

এই ছিল মিছিলের মূখ্য সুর। দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধন সঙ্গীতের পর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে চয়ন করা বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে তৈরী একটি কুইজ প্রতিযোগিতা উপস্থিত সকলের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করে। বাংলা দেশের আন্দোলনের পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী স্বরাজ সেনগুপ্ত বিভিন্ন তথ্য সহকারে তার ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৫১ সালে মন্ট্রেলিয়নে শহীদ নাইট পল এবং সিডনি শহরে আফ্রিকান গায়ক পল রবসন -এর গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। লেখক শ্রী পিনাকী নাগ মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বাধিকার অর্জনের কথা বলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষক শ্রী জগতপতি সরকার ও শ্রীনবকুমার রায়ও এই বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। শেষে এলাকার বিশিষ্ট শিল্পীদের গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী যমিলকুমার ঘোষ

দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগার
পোঃ দেউলপাড়া, ব্লক-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

দেউলপাড়া ভূধারিনাথ বিদ্যানিকেতন ও দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে, মঙ্গলবার, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, ঠিক দুপুর ২টায়, বিদ্যানিকেতনের সভাকক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই আলোচনাচক্রে মূল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্রনাথ কোলে।

প্রায় তিন শতাধিক দর্শক/শ্রোতার উপস্থিতিতে, বেলা ২টায় শহীদ স্মৃতিতে নীরবতা পালন এবং শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্প স্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় বিদ্যানিকেতনের ছাত্র/ছাত্রী তথা পাঠাগারের সদস্য/সদস্যা কর্তৃক সংগীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও স্বরচিত কবিতা পরিবেশিত হয়। বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্রী আজিজুল মল্লিক এবং এদিনের মূল আলোচক অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্রনাথ কোলে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী পার্থসারথি মিত্র

উখুরা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার
পো : উখুরা-সরাংপুর, ভায়া-পাটুলি (বর্ধমান)
আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা দিবস পালন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ তারিখে উখুড়া পল্লী-উন্নয়ন পাঠাগারে "আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা দিবস" বিভিন্ন সূচীর মাধ্যমে (সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, আলোচনা) পালিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও শিক্ষক ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ, শ্রী রসরাজ শীল ও আরও অনেকে। বহু শ্রোতাবৃন্দের উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন পাঠাগারের সদস্য শ্রীরসরাজ শীল। তাঁকে সহযোগিতা করেন শ্রী সব্যসাচী পাত্র।

প্রতিবেদক — শ্রী কৃষ্ণধন কুণ্ডু

মেমারী মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার

মেমারী, বর্ধমান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, ২০০৬

গত ২০০৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী মেমারী শহরের 'ভাষা শহীদ স্মারক' একুশে উদ্যানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশেষ ভাবাবেগে ও সাড়ম্বরে পালিত হয়। মূল অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন মেমারী পৌরসভা, মেমারী মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ (মেমারী শাখা) ও অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থা। প্রভাতী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী নীলমাধব গুহ। শ্রী হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে অগ্নিবীণার বিশিষ্ট শিল্পী শ্রী দীপক মুখার্জীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা ২১ শে ফেব্রুয়ারী' শীর্ষক উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা সূচিত হয়।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা শ্যামলীনা গোস্বামী, ডঃ প্রফুল্ল কুমার পাল, গ্রন্থাগারিক শ্রী রূপনারায়ণ রায়, শ্রী অভিজিৎ কোঙার প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। ভাষা শহীদদের স্মরণে সভার শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য সহ বহু বিশিষ্ট গুণীজন এবং সর্বস্তরের মানুষ একুশে উদ্যানে নির্মিত শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এদিন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ ও ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন গণতান্ত্রিক শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে ডঃ প্রফুল্ল কুমার পাল।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নবসাক্ষর ও সাক্ষরতা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি প্রবন্ধ 'মাতৃভাষা' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মেমারী মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার ভবনে।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় মেমারী নতুন বাসস্ট্যান্ডের 'একুশে উদ্যানে' সংলগ্ন মঞ্চে। এই পর্বে নবসাক্ষর পড়ুয়াদের নিয়ে প্রতিযোগিতার বিজয়ী প্রতিযোগীগণকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন মেমারী পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রী বিশ্বনাথ বিষয়ী। পরে মাতৃভাষাভিত্তিক গান, আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, আলোচনা ও নৃত্য পরিবেশন করেন এলাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন পেশার মানুষজন। অনুষ্ঠানে মাতৃভাষা ভিত্তিক আদিবাসী নৃত্য সকলের নজর কাড়ে।

সর্বশেষে মেমারী পৌরসভার উপপৌরপ্রধান শ্রী অভিজিৎ কোঙারের মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মনোগ্রাহী বক্তব্য ও বাংলাদেশের মাতৃভাষা দিবস পালনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠে। তিনি প্রতিবৎসর নিজ নিজ মাতৃভাষাকে মর্যাদা দিতে সকলকে এই অনুষ্ঠানে আহ্বান জানান ও আগামী দিনে এই ভাষা দিবস অনুষ্ঠানকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার কথা বলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী রূপনারায়ণ রায় ও
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বিষয়ী

পল্লীভারতী

সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা-২০০৬

পল্লীভারতীর উদ্যোগে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহায়তায় পল্লীভারতীর সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ "সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভা"। ১২ ফেব্রুয়ারী-২০০৬ তে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন : (ক) ড. কিশোরকৃষ্ণ ব্যানার্জী, ডিরেক্টর, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন, বিষয় - নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়; (খ) ড. সুস্মিতনারায়ণ চ্যাটার্জী, অধ্যক্ষ, বাগনান কলেজ, বিষয় - বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্লেষণের প্রভাব; (গ) ড. চন্দ্রমাধব পাল, বিষয় - বর্ণালীর সাহায্যে পরিবেশ বিজ্ঞান; (ঘ) ড. সুব্রত মিদ্যা, বিষয় - ওজোন স্তরের গর্ত ও পরিবেশের উপর তার প্রভাব; (ঙ) শ্রী রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিষয় - স্থানীয় এলাকায় রামমোহন চিন্তার প্রভাব। শ্রী সমীর ঘোষ স্থানীয় ইতিহাস চর্চার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সারাদিনব্যাপী আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সুধীন কুমার ঘোষ, বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী বিমলকৃষ্ণ পাল, গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী অরুণ ঘোষ প্রমুখ। প্রতিটি আলোচনার শেষে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। শ্রোতাদের প্রশ্নের যথাযথ ভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন বক্তাগণ।

প্রতিবেদক — শ্রী অনুপকুমার রাউত

P31662

ত্রয়োদশ পুনর্মিলন উৎসব ২০০৬
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের ত্রয়োদশ পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে দু-দিন ব্যাপী এই পুনর্মিলন উৎসব-এর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক পুলীন বড়ুয়া। এই মিলন মেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হন। উৎসবের দ্বিতীয় দিন "Role of libraries in Information literacy" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমিত কুমার মল্লিক সেমিনারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। তিনি ত্রয়োদশ পুনর্মিলন উপলক্ষে প্রকাশিত সুভেনিয়ারটিরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ সৌমিত্র সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি সেমিনারের আলোচনায় অংশ নেন। উৎসব কমিটির সভাপতি তথা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ চিত্তরঞ্জন সাঁই সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী প্রভাস চন্দ্র দত্ত

চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগার
পোঃ চৌপুকুরিয়া, ভায়া-বাগডোগরা, জেলা-দার্জিলিং
নবনির্মিত পাঠকক্ষের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ০৬ চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগারের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও নব নির্মিত পাঠ-কক্ষের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচী-পালন করা হয়। বেলা ২ ঘটিকায় বই-মিছিল, ৩ ঘটিকায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও ৪ ঘটিকায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল, যাদু আংকেল, রণবীর বিশ্বাসের চোখ বাঁধা অবস্থায় ৪ কিলো মিটার রাস্তা পরিক্রমা করে তিনি সবার মন জয় করেন। তাঁকে গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বিকেল ৫ ঘটিকায় নবনির্মিত 'পাঠ কক্ষের' দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীমতী মনিষাপা, সভাধিপতি, মহকুমা পরিষদ শিলিগুড়ি। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হয় আলোচনা সভা, বিষয় - "গণ চেতনায় গ্রন্থাগারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।" আলোচনায় বক্তব্য রাখেন-প্রধান অতিথি, শ্রীমতী মনি থাপা, শ্রী বীরেন চন্দ, সভাপতি, সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, রাজ্য কমিটি, শ্রী অরুণকুমার শীল শর্মা, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, শ্রী ছোটন কিস্কু, সহ-সভাধিপতি, মহকুমা পরিষদ, শিলিগুড়ি, শ্রীমতী গঙ্গোত্রী চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান আইন কলেজ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রী বিকুপদ ঘোষ, গ্রন্থাগারিক, প্রগতি পাঠাগার, শ্রী নির্মল কুমার রায়, গ্রন্থাগারিক, আইন কলেজ গ্রন্থাগার উঃ বঃ বিঃ, শ্রী গৌতম মৌলিক, গ্রন্থাগার কমিটি সদস্য, প্রগতি পাঠাগার প্রমুখ।

বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগারকে পরিসেবার মধ্যে দিয়ে গণ চেতনা বৃদ্ধি করা ও জনমুখী করার উপর বেশি বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেন এবং চৌ পুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগারের উন্নতির প্রশংসা ও করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী অনিল কুমার মোদক ও শ্রী সুরেশ সিংহ।

প্রতিবেদক — শ্রী বিকুপদ ঘোষ

সংস্কৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার
চাকপোতা, আমতা, পিন : ৭১১৪০১, হাওড়া
নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরের পুরোপুরি আর্থিব আনুকূল্যে নির্মিত চাকপোতা (আমতা-১, হাওড়া) 'সংস্কৃতি' গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নোতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বার-উদ্‌ঘাটন গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী '০৬ সম্পন্ন হয়। দ্বারোদঘাটন করেন প: ব: সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শিক্ষা-সংস্কৃতি-তথা-ক্রীড়া স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী পদ্মনিধি ধর। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ -এর কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য-সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী অমিত পাল, গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক শ্রী অসিত রায়, আমতা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী আরতি দাস, বড়সহরা যতীন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রী দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহকুমা তথা ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী তপন তরফদার, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রী বাসুদেব মল্লিক, কর্মাধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক প্রমুখ। মন্ত্রী সহ বক্তাদের সকলেই মানুষকে গ্রন্থাগার-অভিমুখী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন 'সংস্কৃতি' প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রী নিমাই মাল্লা, কবি ও শিক্ষাবিদ তিনি বলেন বইয়ের কোনোই বিকল্প নেই। নানান প্রদর্শনী-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন মনোজ্ঞ ও রুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'বইয়ের জন্য হাঁটা'-এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ সবস্তরের মানুষ। সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক দীপংকর মাল্লা। গ্রন্থাগারের নোতুন ভবন সহ পুরাতন ভবন ও এলাকাকে ফুল-মালায়-ফেষ্টুনে-মন্ডপে সুসজ্জিত করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন-বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ আমন্ত্রিত অতিথিদের বিস্মিত করে। সম্পাদক শ্রী অজয় মাল্লা স্বাগত ভাষণ দেন

প্রতিবেদক — শ্রী নিমাই মাল্লা

রেবতীরমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগার
মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার
নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান

মাথাভাঙ্গা রেবতীরমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগারের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান হল গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি'০৬। দ্বারোদঘাটন করেন প: ব: সরকারের পর্যটন মন্ত্রী শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া। তিনি মানুষকে আরো বেশি করে গ্রন্থাগারে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এল.এল.এ. সদস্য ডঃ দিঙ্বিজয় দে সরকার। তিনি বলেন চিন্তাশীল মানুষ তৈরী করার অন্যতম কারিগর হল গ্রন্থাগার। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী চন্দন দে খাঁ বলেন মানুষের সামাজিক উত্তরণের মাপকাঠির অন্যতম স্তম্ভ হল গ্রন্থাগার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা পৌরসভার পৌরপিতা শ্রী অরুণ চৌধুরী, প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি শ্রী মোহনলাল মন্ডল ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের স্থায়ী সভাপতি শ্রী ভুবনেশ ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী সুভাষকুমার সরকার গ্রন্থাগারের পাঠ্যপুস্তক ও সদস্য সংখ্যার পরিসংখ্যান তুলে ধরে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারটির আরো শ্রীবৃদ্ধির জন্য জনগণকে আরো বেশি করে গ্রন্থাগারে আসার আহ্বান জানান। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী জয়ন্ত সাহা

অষ্টাদশ বর্ধমান জেলা গ্রন্থমেলা ও অষ্টম মেমারী বই মেলা

গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তর প: ব: সরকার, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তায়, স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক বর্ধমান-এর উদ্যোগ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বর্ধমান জেলা শাখার সহযোগিতায় এবং অষ্টম মেমারী বই মেলা কমিটির পরিচালনায় অষ্টাদশ বর্ধমান জেলা গ্রন্থ মেলা ও অষ্টম মেমারী বই মেলার আয়োজন করা হয় ১৭ - ২৩ শে জানুয়ারী ২০০৬ মেমারী শহরের সারদা হিমঘর প্রাঙ্গণে। লক্ষাধিক মানুষের আগমনের মধ্য দিয়ে অতীতের ন্যায় এবারও বর্ধমান জেলা বই মেলায় তার সুনাম অক্ষুন্ন রাখে।

উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তরের মন্ত্রী, প: ব: সরকার ও ভারপ্রাপ্ত কারিগরী শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী, প: ব: সরকার শ্রী নিমাই মাল, আইন মন্ত্রী, প: ব: সরকার শ্রী নিশীথ অধিকারী, সাংসদ (বর্ধমান) শ্রী নিখিলানন্দ সর, জেলা সমাহর্তা তথা বই মেলা কমিটির সভাপতি ও এল.এল.এ. বর্ধমান এর সভাপতি ডঃ সুব্রত গুপ্ত, আই.এ.এস., সভাধিপতি বর্ধমান জেলা পরিষদ শ্রী উদয় শংকর সরকার, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মেমারী পৌরসভার পৌরপতি শ্রী বিশ্বনাথ বিষয়ী, প্রাক্তন বিধায়ক (মেমারী) মহারানী কোঙার, উপপৌরপতি (মেমারী পৌরসভা) তথা যুগ্ম সম্পাদক বইমেলা কমিটি শ্রী অভিজিৎ কোঙার, বি.এল.এ. জেলা সম্পাদক শ্রী হরনাথ ঘোষ, ডাবলু.বি.পি.এল.ই.এ. বর্ধমান জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, এল.এল.এ. বর্ধমান সদস্য জাকিরুল ইসলাম, মৃদুল মিত্র, সুনীল মন্ডল, জেলা স্বাক্ষরতা সমিতির সম্পাদক শ্রী পূর্ণচন্দ্র মালিক, ডঃ গোপিকান্ত কোঙার, অধ্যক্ষ মেমারী কলেজ, বিশিষ্ট সমাজ সেবী মেমারী শ্রী রমেশ হাজরা প্রমুখ।

উদ্বোধক তাঁর ভাষণে বই মেলা প্রসঙ্গে বলে - বই মেলা প্রেক্ষাপটের সঙ্গে আমাদের দেশে তথা রাজ্যে বই মেলার পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি কলকাতা এবং জেলায় জেলায় যে বই মেলাগুলি গত কয়েক বৎসর যাবৎ হয়ে চলেছে তার মধ্যে বিপুল পরিমাণ বই বিক্রীর সাথে সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বই পড়ার প্রতি মানুষের সীমাহীন আগ্রহ বাড়ছে। কলকাতা বই মেলা (গিল্ড) অনেক বড় আকারের হয়, কিন্তু মেমারীর মতন উন্নত নূতন শহরে বই মেলাকে কেন্দ্র করে এত মানুষের উপস্থিতি দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ধন্যবাদ জানান আয়োজকদের, উপস্থিত জনগণের পাশাপাশি প: ব: সরকার ও অন্যান্য সমিতি ও সংগঠকদের।

গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল বলেন - বর্তমানে সারা রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রায় তিন শতাধিক বই মেলা সংগঠিত হয়ে চলছে। যা অন্য রাজ্যে তথা সারা দেশের মধ্যে এক দৃষ্টান্ত রেখেছে। বই এর প্রতি মানুষের চাহিদা যে বাড়ছে তা এই বই মেলা থেকে প্রমান হয়। সরকার পোষিত ও অপোষিত গ্রন্থাগারগুলি পাঠকদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করছে গ্রন্থাগার কর্মী ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে অতীতের ন্যায় গ্রন্থাগারগুলি তাদের ভূমিকা আরও নিশ্চিতভাবে পালন করবে এই আশা তিনি ব্যক্ত করেন।

সাংসদ শ্রী নিখিলানন্দ সর বলেন - শিক্ষার প্রগতি ময়দানে প: ব: সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তরের চিন্তা ভাবনার আদলে একটি বই মেলা গত দুই বৎসর আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে কলকাতা সহ বিদেশের অনেক নামী প্রকাশন সংস্থা তাদের প্রকাশিত বই পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি বিক্রয় ও এক্সজিবিশনের জন্য নিয়ে আসছেন। মেলায় দারুন ভীড় হচ্ছে। মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। ফলে অন্য এক মেলার স্বাদ দিল্লী বাসীরা অনুভব করছেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং ১৮টি বেলুন উড়িয়ে বই মেলার সূচনা করা হয়।

স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক তথা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উপস্থিত জনগণকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন বইয়ের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমরা এই সভ্য সমাজ উপহার পেয়েছি তা যাতে কোন ভাবেই নষ্ট অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে না যায় তার জন্য আমাদের বই পড়তে হবে, গ্রন্থাগারে আসার তাগিদ অনুভব করতে হবে, বই মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। উদ্বোধন মঞ্চ থেকে দুটি নতুন বইয়ের প্রকাশ হয়। সাথে সাথে গ্রন্থ মেলার "স্মারক গ্রন্থ" প্রকাশ হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুব্রত গুপ্ত, জেলা সমাহর্তা, বর্ধমান। তিনি বলেন - সারা জেলায় দুই শতাধিকের উপর সরকার পোষিত গ্রন্থাগার আছে, ৫০ টি সি.এল.ই.সি আছে এবং শতাধিক অপোষিত গ্রন্থাগার থেকে জেলার সাধারণ

মানুষ গ্রন্থ তৃষ্ণা মেটানোর জন্য গ্রন্থাগারগুলিতে আসেন যা জেলাকে সর্ব শিক্ষা অভিযান ও সাক্ষরতা সমিতির নানান কার্যক্রমের জন্য হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এই কার্যক্রমকে আরও প্রসারিত করতে হবে। তার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের আরো সচেষ্ট হতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে তার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার দ্বারা গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকের চাহিদা বিপুল আকারে বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেলার উদ্বোধনের প্রথম পর্বের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় পর্বে কার্যসূচী অনুযায়ী প্রায় হাজার পাঁচেক সাধারণ মানুষ এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং মেলার মূল প্রাঙ্গন সারদা হিম ঘরে আসেন পদযাত্রার মাধ্যমে। পদযাত্রায় সামিল হন ছাত্র, যুব, বুদ্ধিজীবী, সংবাদ মাধ্যমের কর্মী, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দলমত নির্বিশেষে। মেলা প্রাঙ্গনের মূল গেটের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে "ভি. বালসারা মঞ্চের" সম্মুখে সমবেত হন এবং ঐ মঞ্চের (সাংস্কৃতিক) ফিতে কেটে মঞ্চের উন্মোচন করা হয়।

সাত দিনের মেলায় বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মেলা প্রাঙ্গনে হাজির হয়েছিলেন। এসেছিলেন রাজ্য গ্রন্থ পর্ষদের অন্যতম সদস্য তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রী অরিন্দম কোঙার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন সভাধিপতি শ্রী রামকৃষ্ণ ব্যানার্জী, কালনা পৌরসভার পৌরপতি শ্রী গৌরাঙ্গ গোস্বামী, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী অরবিন্দ দাস, অধ্যাপক জয়ন্ত দত্ত, অধ্যাপক পিনাকী চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার দেবেশ ঠাকুর, শ্রী আশিষ কুমার চক্রবর্ত্তী এ ডি এম এল এ বর্ধমান, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, দুর্গাপুর-এর শ্রী মৃদুল মিত্র, গ্রন্থাগারিক প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ পরিচালনা করেন শ্রীমতী শ্যামলীনা গোস্বামী, অধ্যাপিকা হুগলী মহিলা মহাবিদ্যালয়। প্রত্যহ আলোচনা সভায় বহু মানুষ এসেছেন। বর্ণ পরিচয়ের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছোট বেলার নানা ঘটনা চিত্র আকারে তুলে ধরা হয়েছিল মেলা প্রাঙ্গণে। মেলায় ৬৪টি প্রকাশনা সংস্থা তাদের প্রকাশনার বই এনেছিলেন প্রায় ২৪ লক্ষ টাকার আনুমানিক বই পত্র-পত্রিকা বিক্রি হয়েছে।

প্রতিবেদক — শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

১১তম উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা

হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হ'ল

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ডালখোলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ১১তম উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলার উদ্বোধন করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি জোৎস্নারাণী সিংহ। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অসামরিক ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ শ্রী কুমার মুখার্জী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন করনদিঘীর বিধায়ক শ্রী গোকুল রায়। বিশেষ অতিথিরা হলেন জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী অশোকমোহন চট্টোপাধ্যায়, করনদিঘীর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী উমাপদ দাস ও ডালখোলায় পৌরসভার পৌরপতি শ্রী হিমাদ্রী মুখার্জী, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রীগোপাল করাতি, এল.এল.এ এর সদস্য শ্রী ভারতেন্দ্র চৌধুরী, শ্রী বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও সৌর্বেন্দ্রকুমার বর, ডালখোলা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জিতেষ চাকী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই বইমেলা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার কর্মী ও পুস্তকপ্রেমী সহ বহু মানুষের এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা এক বই মিছিল ডালখোলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মেলা প্রাঙ্গণে শেষ হয়। বইমেলা উপলক্ষে একটি স্মরনিকা প্রকাশিত হয়। এই বইমেলা প্রাঙ্গণে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, নাটক, সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, বাউল সহ বিভিন্ন কর্মসূচী। ৭ দিন ব্যাপী এই বইমেলায় জেলার স্থানীয় মানুষ, পুস্তকপ্রেমী জেলার সর্বস্তরের গ্রন্থাগারকর্মী বিভিন্ন দিনে উপস্থিত থেকে এই মেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এই মেলায় বই প্রেমীদের ভিড় একথাই প্রমান করছে যে, বই-এর বিকল্প অন্য কিছু নয়। "বই-এর জন্য হাঁটুন, বই পড়ুন, বই পড়ান, বই কিনুন এবং বই উপহার দিন" বই মেলা আজ জেলার প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় মানুষের কাছে পৌছে গেছে। এই খানেই জেলার বইমেলার সার্থকতা।

প্রতিবেদক — শ্রী বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কোচবিহার জেলা বইমেলা

কোচবিহার জেলা লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির উদ্যোগে গত ১০ থেকে ১৭ই জানুয়ারী ০৬ স্থানীয় রাসমেলা ময়দানে জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০ই জানুয়ারি ২০০৬ দুপুর ২টায় বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও বইপ্রেমী মানুষদের নিয়ে 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' স্লোগান দিয়ে এক র‍্যালি বিশিষ্ট শহীদবাগ থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত যায়। বিকাল ৩টায় বইমেলার উদ্বোধন করেন প: ব: সরকারের পর্যটন মন্ত্রী শ্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া। তিনি এই বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যুগে আরো বেশী সংখ্যক মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী হবার আহ্বান জানান, কারণ বইয়ের কোন বিকল্প হয় না। সম্মানীয় অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র শ্রী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রী অনন্ত রায়, জেলা সভাধিপতি, শ্রী তারিনী রায়, সাংসদ, শ্রী জিতেন বর্মন সাংসদ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক ডাঃ রবি ইন্দর সিং। জেলার ১০২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও ৭টি শহর গ্রন্থাগারের জন্য মোট ৭ লক্ষ টাকার বই কেনা হয়। এছাড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আরো প্রায় ৫ লক্ষ টাকার বই কেনা হয়। এছাড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আরো প্রায় ৫ লক্ষ টাকার বই কেনা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী জয়ন্ত সাহা

জেলার সংবাদ ঃ বর্ধমান

গত ৫.৩.০৬ তারিখে প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা শাখার দ্বাদশতম বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল বর্ধমান উদয় চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে। উদ্বোধক শ্রী শিবানন্দ পাল উদ্বোধনী ভাষণে বলেন কর্মীবন্ধুদের পরিষেবা দানের কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন আনতে হবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। নচেৎ গ্রন্থাগারগুলিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিষেবা দান অর্থাৎ পাঠকের চাহিদা মতন তথ্য সরবরাহ তথা গ্রন্থ সরবরাহ করা যাবে না। তিনি রঙ্গনাথনের প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী গ্রন্থাগারের বইগুলিকে সূচীকরণ ও বর্গীকরণের কাজ শীঘ্রই শুরু করার আহ্বান করেন। পাশাপাশি সমিতির সকল প্রকার কর্মসূচীতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে বলেন। তিনি আগান চাহিদাকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারের বই সংগ্রহ করে রাখতে পরামর্শ দেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর সাতজন কর্মীবন্ধু আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন মহকুমা কমিটির সভাপতি শ্রী শান্তিচরণ মণ্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাবকে সমর্থন জানানো হয়। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মী সমিতি ঃ বর্ধমান জেলাশাখা

প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি বর্ধমান জেলা শাখার ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল গত ১১.৩.০৬ শনিবার বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে। সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্য দানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ সূচনা হয়েছিল। পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির জেলা শাখার সভাপতি শ্রী শিবানন্দ পাল। উদ্বোধক - তথা বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপক সইদুল হক, তাঁর দীর্ঘ ভাষণে সমাজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার উপর অসাধারণ তথ্য সম্বলিত বক্তব্য রাখেন। তিনি কাগজ আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে শুরু করে মুদ্রণ জগতের মধ্য দিয়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশ এবং তার সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিরলস অবদানের কথা ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি কর্মীদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন এটা বাস্তব সত্য যে আজকের গ্রামীণ গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার এমন কি জেলা গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা অতীতের ন্যায় পালন করে চলেছে। প: ব: সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অনুদান দিচ্ছে, কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ বহন করছে—যা সারা দেশের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ক্লিক ও বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলিকেও সরকার আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। এই বিষয়ে তিনি একাধিক উদাহরণ ও পরিসংখ্যান দেন, যা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

প্রতিবেদক — শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

অতীতের কথা

বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন

৪ জানুয়ারী ১৯৩৬/১৯ পৌষ ১৩৪২

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা

গত সপ্তাহে বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের[১১] সাধারণ সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট এসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বোলপুর গিয়াছিলেন। তথায় তিনি কবিবরের নিকট বাঙ্গলা দেশের গ্রন্থাগারগুলির দূষিত আবহাওয়া দূর করিবার জন্য এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ডিউই দশমিক প্রণালীতে বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক শ্রেণীবিভাগ করিবার সুবিধার জন্য 'বঙ্গীয় বর্গীকরণ'[২৩] নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি যাহাতে বাঙ্গলা দেশে দশমিক শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির সমধিক প্রচার হয় তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট আছেন। আগামী ১২ই জানুয়ারী তারিখে সন্ধ্যা ৬টার সময় তিনি কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটিতে উক্ত পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। আশা করা যায়, গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট কর্ম্মিগণ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া নিজ নিজ গ্রন্থাগারের আবশ্যক সংস্কারে মনোনিবেশ করিবেন।

বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক জেলায় যাহাতে এসোসিয়েশনের শাখা সমিতি স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে কলিকাতায় শাখা স্থাপনার্থ কলিকাতা লাইব্রেরী কনফারেন্স আগামী ১২ই জানুয়ারী তারিখে আহূত হইতেছে। আশা করা যায় কলিকাতার ও মফঃস্বলের সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এসোসিয়েশনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন। আগামী সোমবার ৬ই জানুয়ারী তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মহাবোধি সোসাইটি লাইব্রেরীতে এসোসিয়েশনের কলিকাতাস্থ লাইব্রেরী কনফারেন্স ও কলিকাতা শাখা গঠন সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

২২. পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময় বিভিন্ন বিষয়ক সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও শহরে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ঐ স্থানে ২৬শে ডিসেম্বর দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করেন যে সর্বভারতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার জন্য প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা আবশ্যক। পর বৎসর ২০ ডিসেম্বর জে. এ. চ্যাপম্যান (লাইব্রেরিয়ান, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি)-এর সভাপতিত্বে প্রাথমিক আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি এবং সুশীলকুমার ঘোষকে সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করে 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েসন' গঠন করা হয়। সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এলবার্ট হলে ১৯২৮ সালের ২১ ও ২২ জানুয়ারি। সভাপতি পদে বৃত হয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। ১৯৩১ সালের ১৮ নভেম্বর তৃতীয় অধিবেশনে সমিতির নতুন নামকরণ হয় 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'। বরোদার অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিউটনমোহন দত্ত সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাঁর প্রেরণায় পরিষদ সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৩৩ সালে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদ তার কর্মপথে নতুন গতি লাভ করে। তিনকড়ি দত্ত, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমীলচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কর্ম তৎপরতায় বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্তমানে পরিষদ নিজস্ব ভবনে স্থিত হয়ে নানাবিধ কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত আছে। উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে আছে: (১) মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' প্রকাশ (২) গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা; (৩) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ; (৪) গ্রন্থাগারিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা; (৫) পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে (২০ ডিসেম্বর) সভা-সমিতি, আলোচনাচক্র ইত্যাদির সাহায্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রচার।

২৩. গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ বর্গীকৃত না হলে পাঠকের চাহিদা মত যথা সময়ে বই বের করে দেওয়া সম্ভবপর হয় না। এই সমস্যার সুরাহা করবার জন্য আমেরিকার আমহার্স্ট কলেজের গ্রন্থাগারিক মেলভিল ডিউই (১৮৫১-১৯৩১) দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি জ্ঞানের রাজ্যকে ১০টি ভাগে বিভক্ত করে বই-এর বিষয়ানুসারে সেই ১০টি বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট সেলফে রাখেন। এই ১০টি বিভাগ হল দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, ললিতকলা, সাহিত্য, ভূগোল ও ইতিহাস। এই ৯টি বিভাগের বহির্ভূত সব বই সাধারণ বিভাগে পড়বে।

অল্পকালের মধ্যেই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারগুলিতে এই পদ্ধতি ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা এই যে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সমাজ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের প্রসঙ্গগুলি ডিউই-র সংকলিত তালিকায় অবহেলিত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ডিউই-র উপর ভিত্তি করে বাংলা গ্রন্থ সংগ্রহের উপযোগী একটি দশমিক পদ্ধতি সংকলন করেন। প্রভাতবাবু তাঁর পদ্ধতি সম্বন্ধে ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ'। ১৯৫৯

তথ্যসূত্র :

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ-আনন্দবাজার পত্রিকা (২২ মার্চ ১৯৩২-৩১ ডিসেম্বর ১৯৪১) (খণ্ড ৩)। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৯৬। পৃঃ ৪০৪ এবং পৃঃ ৪৪৬

(দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কৃতজ্ঞতা : প্রবীণ সদস্য শ্রী অরুণকান্তি দাশগুপ্তকে)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বার্ষিক নির্ঘন্ট

বর্ষ ৫৫: বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

নির্ঘন্ট সঙ্কলক

পার্থপ্রতিম বোস

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ গ্রন্থাগার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সম্পাদক

ড: শ্যামল রায়চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক

নির্মাল্য রায়

ক. লেখক-আখ্যা সূচী (লেখকের নাম ও আখ্যা-পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

খ. বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় তালিকা (বিষয় শিরোনাম পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪

দূরভাষ - ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বার্ষিক নির্ঘণ্ট । ৫৫ বর্ষ। ১৪১২ বঙ্গাব্দ

ক ঃ লেখক-আখ্যা সূচী

(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

অধ্যাপক সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মরণে/ডঃ চিত্তরঞ্জন সাঁই। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৫

অনুকূল মন্ডল/পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৮-২০৯

অভিজিৎ কুমার ভৌমিক/তথ্যনির্ভর সমাজ গঠন — কয়েকটি কথা। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৮১-১৮৭

অসিতাভ দাশ, পার্থসারথি দাস/আ মরি বাংলা ভাষা। ১, বৈশাখ; পৃ: ৫-৯

আ মরি বাংলা ভাষা/অসিতাভ দাশ, পার্থসারথি দাস। ১, বৈশাখ; পৃ: ৫-৯

(ডঃ) কবিতা মুখোপাধ্যায়/"বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ" পদ্ধতি এবং কিছু ভাবনা। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৯৭-৩০০

কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ (সম্পাদকীয়)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৬৩

কলেজ লাইব্রেরী সফ্‌ট্‌ওয়্যার নির্বাচন ঃ কিছু প্রস্তাব/সৃজিত চ্যাটার্জী। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১০-১১৪

কুমকুম গুহ/পাদটীকার অন্তরালে। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৬-৩৮

কেশব চন্দ্র সিন্‌হা/রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। ১০, মাঘ; পৃ: ২৬৪-২৭০

গতিকৃষ্ণ বটব্যাল/ডিজিটাল গ্রন্থাগার ঃ তথ্য পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩২৪-৩২৮

গ্রন্থবর্ষ — গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা/দিলীপ কুমার অধিকারী। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৩-১৬৫

গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ (সম্পাদকীয়)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৫

গ্রন্থাগার দিবস (সম্পাদকীয়)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৭

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ (সম্পাদকীয়)। ১, বৈশাখ; পৃ: ৩-৪

গ্রন্থাগারিক দিবস (সম্পাদকীয়)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৩

গ্রন্থাগারিকের ভূমিকার নবরূপায়ণ এবং পুনর্মূল্যায়ন/তিলোত্তমা রায়। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৬-১৩৮

(ডঃ) চিত্তরঞ্জন সাঁই/অধ্যাপক সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মরণে। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৫

চিত্রা ভট্টাচার্য/প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৪-৩০৫

জনগ্রন্থাগার পরিসেবা ও ব্যবহারকারীর চাহিদা পূরণ (সম্পাদকীয়)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৩৫

জনগ্রন্থাগারের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য (সম্পাদকীয়)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৯-১৮০

(ডঃ) জয়ন্তী ঘোষ/বই পড়ুয়ার বর্ণমালা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬১-১৬২

জয়দীপ চন্দ/সম্পাদনার কাজের বিভিন্ন ধাপ ও সম্পাদকের গুণাবলী। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৯২-২৯৬

—১২, চৈত্র; পৃ: ৩২৯-৩৩১

জ্ঞান মাধ্যমের বিভিন্ন অনুষঙ্গ ও তার বিবর্তনের ক্রমপর্যায়/সুবীর দাস ও ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১২-২১৩

ঝিলাম শাসমল/ভারতীয় সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১০-২১১

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ ২২তম সংস্করণ (২০০৩) ঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা/বিনোদ বিহারী দাস, স্বরূপ কুমার রাজ। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৭-৮১

ডিজিটাল গ্রন্থাগার ঃ তথ্য পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত/গতিকৃষ্ণ বটব্যাল। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩২৪-৩২৮

ডিজিটাল গ্রন্থাগার-স্বপ্ন না বাস্তব? সুদীপরঞ্জন হাটুয়া। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩২-৩৫

ডেলিভারি অফ বুক্‌স অ্যাক্ট, ১৯৫৪ (সংশোধিত ১৯৫৬) (সম্পাদকীয়)। ২ জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩১

তথ্যনির্ভর সমাজ গঠন — কয়েকটি কথা/অভিজিৎ কুমার ভৌমিক। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৮১-১৮৭

তথ্যসমাজ ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৯-১৬০

তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত বিল, ২০০৪ (সম্পাদকীয়)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৫-৭৬

তিনকড়ি দত্ত : গ্রন্থাগার আন্দোলনে নিবেদিত এক প্রাণ/পীযূষ কান্তি সিনহা। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৮৮-১৮৯

তিলোত্তমা রায়/গ্রন্থাগারিকের ভূমিকার নবরূপায়ণ এবং পুনর্মূল্যায়ন। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৬-১৩৮

ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। দেখুন সুবীর দাস ও ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়।

দিলীপ কুমার অধিকারী/গ্রন্থবর্ষ—গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৩-১৬৫

নন্দিতা ভট্টাচার্য/বেস্ট-সেলার (Best-Seller) ১, বৈশাখ; পৃ: ১০-১১

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়/বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস।

— ১, বৈশাখ; পৃ: ১২-১৪

— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৯-৪৪

— ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৬-৮৮

— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৫-১১৯

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪৭-১৪৯

— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৬-১৬৯

— ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০১-৩০৩

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩২-৩৩৪

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার : সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেমিনার (সম্পাদকীয়)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩২৩

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা/অনুকূল মণ্ডল। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৮-২০৯

পার্থ প্রতিম রায়/বিশ্বভারতী ও জন গ্রন্থাগার পরিষেবা :একটি সমীক্ষা। ৯, পৌষ; পৃ: ২৩৬-২৩৯

পার্থসারথি দাস। দেখুন অসিতাভ দাশ। পাদটীকার অন্তরালে/কুমকুম গুহ। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৬-৩৮

পীযূষকান্তি সিনহা/তিনকড়ি দত্ত : গ্রন্থাগার আন্দোলনে নিবেদিত এক প্রাণ। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৮৮-১৮৯

প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে/চিত্রা ভট্টাচার্য। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৪-৩০৫

বই পড়ুয়ার বর্ণমেলা/ডঃ জয়ন্তী ঘোষ। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬১-১৬২

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস/নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

— ১, বৈশাখ; পৃ: ১২-১৪

— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৯-৪৪

— ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৬-৮৮

— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৫-১১৯

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪৭-১৪৯

— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৬-১৬৯

— ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০১-৩০৩

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩২-৩৩৪

বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড টাউন হল/লক্ষণ সরকার। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪০-২৪৪

"বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ" পদ্ধতি এবং কিছু ভাবনা/ডঃ কবিতা মুখোপাধ্যায়। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৯৭-৩০০

বিকৃত কলেবরে "গান্ধী রচনা সমগ্র"-র নতুন সংস্করণ/অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত (সমালোচক)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮২-৮৫

(অধ্যাপক) বিধান চন্দ্র বিশ্বাস ও মকবুল রহমান/রাধানগর জাগরণী সংঘ পাঠাগার : একটি সমীক্ষা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৭১-২৭৬

বিনোদ বিহারী দাস, স্বরূপ কুমার রাজ/ডিউই দশমিক বর্গীকরণ ২২তম সংস্করণ (২০০৩) : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৭-৮১

বিশ্বভারতী ও জনগ্রন্থাগার পরিষেবা : একটি সমীক্ষা/পার্থ প্রতিম রায়। ৯, পৌষ; পৃ: ২৩৬-২৩৯

বেস্ট-সেলার (Best-Seller)/নন্দিতা ভট্টাচার্য। ১, বৈশাখ; পৃ: ১০-১১

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি : প্রকাশনার নিয়মিতকরণ, সম্পর্কিত সমস্যা ও সমাধান (সম্পাদকীয়)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৯১

ভারতীয় সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার/বিলাস শাসমল। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১০-২১১

মকবুল রহমান। দেখুন অধ্যাপক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস ও মকবুল রহমান।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার/কেশব চন্দ্র সিনহা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৬৪-২৭০

রাধানগর জাগরণী সংঘ পাঠাগার : একটি সমীক্ষা/অধ্যাপক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস ও মকবুল রহমান। ১০, মাঘ; পৃ: ২৭১-২৭৬

লক্ষণ সরকার/বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড টাউন হল। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪০-২৪৪

শ্যামসুন্দর কুণ্ডু/সংস্কৃত গল্পসাহিত্য ও রঙ্গনাথন : পঞ্চতন্ত্র গল্প গ্রন্থের আলোকে একটি আলোচনা। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৪-১০৯

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৯-১৪৬

সংস্কৃত গল্পসাহিত্য ও রঙ্গনাথন : পঞ্চতন্ত্র গল্প গ্রন্থের আলোকে একটি আলোচনা/শ্যামসুন্দর কুণ্ডু। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৪-১০৯

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৯-১৪৬

সম্পাদনার কাজের বিভিন্ন ধাপ ও সম্পাদকের গুণাবলী/জয়দীপ চন্দ।১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৯২-২৯৬

—১২, চৈত্র; পৃ: ৩২৯-৩৩১

সুজিত চ্যাটার্জী/কলেজ লাইব্রেরী সফটওয়্যার নির্বাচন : কিছু প্রস্তাব। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১০-১১৪

সুদীপরঞ্জন হাটুয়া/ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্বপ্ন না বাস্তব? ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩২-৩৫

সুবীর দাস ও ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়/জ্ঞান মাধ্যমের বিভিন্ন অনুষঙ্গ ও তার বিবর্তনের ক্রমপর্যায়। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১২-২১৩

স্বরূপ কুমার রাজ। <u>দেখুন</u> বিনোদ বিহারী দাস, স্বরূপ কুমার রাজ।

খ : বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় সূচী

(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বিষয়ানুগ সূচী

অধ্যাপক সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়—স্মৃতিচারণ/ডঃ চিত্তরঞ্জন সাঁই। পৌষ; পৃ: ২৪৫

ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম গ্রন্থাগার/ঝিলাম শাসমল। অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১০-২১১

কলেজ গ্রন্থাগার — কম্প্যুটার প্রয়োগ/সুজিত চ্যাটার্জী। শ্রাবণ; পৃ: ১১০-১১৪

কলেজ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা/সম্পাদকীয়। মাঘ; পৃ: ২৬৩

গ্রন্থ — প্রয়োজনীয়তা/ডঃ জয়ন্তী ঘোষ। আশ্বিন; পৃ: ১৬১-১৬২

গ্রন্থাগার আন্দোলন। <u>আরও দেখুন</u> বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস।

গ্রন্থাগার দিবস/সম্পাদকীয়। অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৭

গ্রন্থাগার পত্রিকা/সম্পাদকীয়। বৈশাখ; পৃ: ৩-৪

গ্রন্থাগার পরিষেবা/দিলীপ কুমার অধিকারী। আশ্বিন; পৃ: ১৬৩-১৬৫

গ্রন্থাগার — সমাজের গুরুত্ব/সম্পাদকীয়। আশ্বিন; পৃ: ১৫৯-১৬০

গ্রন্থাগারিক দিবস — তাৎপর্য/সম্পাদকীয়। শ্রাবণ; পৃ: ১০৩

গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা/তিলোত্তমা রায়। ভাদ্র; পৃ: ১৩৬-১৩৮

গ্রন্থাগারে জনসংযোগের গুরুত্ব/সম্পাদকীয়। ভাদ্র; পৃ: ১৩৫

গ্রন্থাগারের গুরুত্ব/অনুকূল মন্ডল। অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৮-২০৯

জনগ্রন্থাগার — পরিষেবা ও ব্যবহার (সম্পাদকীয়)। পৌষ; পৃ: ২৩৫

জনগ্রন্থাগার — ভূমিকা ও উদ্দেশ্য (সম্পাদকীয়)। কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৯-১৮০

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ, ২২তম সংস্করণ। <u>আরও দেখুন</u> ডি.ডি.সি. ২২তম সংস্করণ — সমালোচনা।

ডিজিটাল গ্রন্থাগার/সুদীপরঞ্জন হাটুয়া। জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩২-৩৫

ডিজিটাল গ্রন্থাগার : তথ্য পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত/গতিকৃষ্ণ বটব্যাল; চৈত্র; পৃ: ৩২৪-৩২৮

ডি. ডি. সি. ২২তম সংস্করণ — সমালোচনা/বিনোদ বিহারী দাস, স্বরূপ কুমার রাজ। আষাঢ়; পৃ: ৭৭-৮১

ডেলিভারি অফ বুকস অ্যাক্ট (সম্পাদকীয়)। জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩১

তথ্য ও সমাজ/অভিজিৎ কুমার ভৌমিক। কার্ত্তিক; পৃ: ১৮১-১৮৭

তথ্যের অধিকার বিল, ২০০৪ — আলোচনা/সম্পাদকীয়। আষাঢ়; পৃ: ৭৫-৭৬

তথ্যের ক্রমবিবর্তন/সুবীর দাস ও ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১২-২১৩

তিনকড়ি দত্ত — স্মৃতিচারণ/পীযূষ কান্তি সিন্‌হা। কার্ত্তিক; পৃ: ১৮৮-১৮৯

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার-সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন। চৈত্র; পৃ: ৩২৩

পাদটীকার (Footnotes) ব্যবহার/কুমকুম গুহ। জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৬-৩৮

প্রকৃত শিক্ষকের শিক্ষাদানের সহজাত গুণাবলী/শ্যামসুন্দর কুণ্ডু। শ্রাবণ; পৃ: ১০৪-১০৯

— ভাদ্র; পৃ: ১৩৯-১৪৬

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও ডিউইর দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা। আরও দেখুন বর্গীকরণ — বাংলা গ্রন্থ — সমালোচনা।

প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মৃতিচারণ/চিত্রা ভট্টাচার্য। ফাল্গুন; পৃ: ৩০৪-৩০৫

বর্গীকরণ — বাংলা গ্রন্থ — সমালোচনা/ডঃ কবিতা মুখোপাধ্যায়। ফাল্গুন; পৃ: ২৯৭-৩০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস/নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। বৈশাখ; পৃ: ১২-১৪

— জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৯-৪৪

— আষাঢ়; পৃ: ৮৬-৮৮

— শ্রাবণ; পৃ: ১১৫-১১৯

— ভাদ্র; পৃ: ১৪৭-১৪৯

— আশ্বিন; পৃ: ১৬৬-১৬৯

— ফাল্গুন; পৃ: ৩০১-৩০৩

— চৈত্র; পৃ: ৩৩২-৩৩৪

বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড টাউন হল-ইতিবৃত্ত/লক্ষ্মণ সরকার। পৌষ; পৃ: ২৪০-২৪৪

বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতি — আলোচনা। আরও দেখুন বর্গীকরণ — বাংলা গ্রন্থ — সমালোচনা।

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান/অসিতাভ দাশ, পার্থসারথি দাস। বৈশাখ; পৃ: ৫-৯

বিশ্বভারতী ও জনগ্রন্থাগার — পরিষেবা/পার্থ প্রতিম রায়। পৌষ; পৃ: ২৩৬-২৩৯

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি — সমস্যা ও সমাধান/সম্পাদকীয়। ফাল্গুন; পৃ: ২৯১

রঙ্গনাথনের শিক্ষকতার গুণাবলী। আরও দেখুন প্রকৃত শিক্ষকের শিক্ষাদানের সহজাত গুণাবলী।

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার/কেশব চন্দ্র সিন্‌হা। মাঘ; পৃ: ২৬৪-২৭০

রাধানগর জাগরণী সংঘ পাঠাগার—ইতিবৃত্ত/অধ্যাপক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস ও মকবুল রহমান। মাঘ; পৃ: ২৭১-২৭৬

সর্বোত্তম গ্রন্থ বিক্রয়ের গুণাগুণ/নন্দিতা ভট্টাচার্য। বৈশাখ; পৃ: ১০-১১

সম্পাদনার কাজে সম্পাদকের ভূমিকা/জয়দীপ চন্দ। ফাল্গুন; পৃ: ২৯২-২৯৬

— চৈত্র; পৃ: ৩২৯-৩৩১

বিভাগীয় সূচী

আলোচনা চক্র ঃ

অনন্ত দত্ত মেমরিয়াল টাউন লাইব্রেরী, দক্ষিণ দমদম, উঃ ২৪ পরগণা (বিষয়—"তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সার্চের প্রবণতা কি শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার বিমুখ করে তুলেছে?")। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৭

গ্রন্থাগার দিবস ঃ

অভিযান সঙ্ঘ গ্রন্থাগার, মহেষমাটি, মালদহ। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪১

অমরপুর নবোদয় সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, অমরপুর, আদুরিয়া, বর্ধমান। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

উত্তর দিনাজপুর জেলা। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৮

কান্ডারা জ্ঞানদাস পল্লীমঙ্গল সমিতি গ্রামীন গ্রন্থাগার, কান্ডারা, বর্ধমান। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৮

কুরুমগ্রাম সম্মিলনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কুরুগ্রাম, বীরভূম। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ পাঠাগার, সাহাপুর, কোলাঘাট। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১০

জেলা গ্রন্থাগার, পশ্চিম মেদিনীপুর। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১১

তরুণ সংঘ গ্রন্থাগার, বর্ধমান। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১৩

তরুণ সমিতি পাঠাগার, পো:-কল্যাণীয়াডাঙ্গা, নদীয়া। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৬

দুরমুট বাণী পাঠাগার, পুরুলিয়া। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৬

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৯

নেতাজী লাইব্রেরী, পুরুলিয়া। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪২

পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার, আনুখাল, কালনা, বর্ধমান। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১০

পার্কসার্কাস ঠাকুরপুকুর বালক যুবক সংঘ গ্রন্থাগার, কলকাতা, ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৭

পুরুলিয়া জেলা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ; বাঁকুড়া জেলা কমিটি। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মৌলালী যুবকেন্দ্র (কেন্দ্রীয় সম্মেলন)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৭৯-২৮০

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরী, বেলঘরিয়া। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪১

বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া।

— ১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

— ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৮

মসিনান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গ্রন্থাগার (রাজ্য পোষিত গ্রামীন গ্রন্থাগার) গ্রাম: মসিনান, পো: সোদপুর, হুগলী। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৬

মালদহ জেলা গ্রন্থাগার। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১২

মানবাজার টাউন লাইব্রেরী, মানবাজার, পুরুলিয়া ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৩

মুর্শিদাবাদ জেলা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪০

রবীন্দ্র পাঠাগার, মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১১

রবীন্দ্র পাঠাগার, রামচন্দ্রপুর, অনুলিয়া, হাওড়া। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৯

রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগার, মোড়পুকুর, রিসড়া, হুগলী। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪২

শতদল বাণী সঙ্ঘ পাঠাগার, মহাদেবপুর, মালদহ। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১০

শিল্পীচক্র পাঠাগার, নব ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা : ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪২

সঙ্ঘমন্ পাঠাগার, প্রতাপগড়, নিমতা, উত্তর দমদম, কলকাতা, ২৪ পরগণা (উ:)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৯

সাঁতুড়ি পঞ্চগ্রাম পল্লী পাঠাগার, পুরুলিয়া। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৪

হাজরাহাট বাণীসদন চাঞ্চল্য পাঠাগার, মাধাভাঙ্গা, কোচবিহার। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১১

গ্রন্থাগার : বার্ষিক নির্ঘন্ট

— ১৪১১, ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৭-৬৬

গ্রন্থাগার সংবাদ :

অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকার। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯২

অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের বিদায় সম্বর্ধনা, রায়গঞ্জ (ইউনিভার্সিটি কলেজ)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮২

অভিযান সঙ্ঘ গ্রন্থাগার, মহেশমাটি, মালদহ (গ্রন্থাগার দিবস পালন) ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪১

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পার্ক অ্যাসোসিয়েশন পাঠাগার, বাঘাযতীন, কলকাতা (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী এবং সাধারণ তন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫২

ইন্দপুর বিদ্যার্থী সংঘ পাঠাগার, ইন্দপুর, বাঁকুড়া (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮২

উখুরা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার, পো: উখুরা-সারাংপুর, ভায়া পাটুলি (বর্ধমান), (ভাষা দিবস উদ্‌যাপন) ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২০

এন - সি - ই - আর টির গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮৪

কলকাতা নগর গ্রন্থাগার (ভবন নির্মাণের শুভ সূচনা)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৩

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫১

কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি টাউন লাইব্রেরী, সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার, কীর্ণাহার, বীরভূম (৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৯১

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া (সার্ধশতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৪-১৭৫

কোচবিহার গ্রন্থাগার কর্মীদের ২ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠান। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৯

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (পুনর্মিলন উৎসব)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮৬

গ্রন্থাগার সামগ্রীর সংরক্ষণ—কর্মশালা, জাতীয় গ্রন্থাগার,

কলকাতা। ১, বৈশাখ; পৃ: ২১

চাগ্রাম তরুণ সংঘ পাঠাগার (শহর গ্রন্থাগার), চাগ্রাম, বর্ধমান (সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৩

চুপী অকিঞ্চন কুটীর ও অক্ষয় গ্রন্থাগার, চুপী, পূর্বস্থলী, কালনা, বর্ধমান (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)।৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৯

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার (সরকার পোষিত), কামারপাড়া রোড, চুঁচুড়া, হুগলী (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন) ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯০

— (ডঃ মুরারীমোহন স্মারক বক্তৃতা)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৪

— (২৩তম রূপান্তর দিবস, আলোচনা সভা এবং বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৩৩

— (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখার উদ্যোগে এবং কিশোর প্রগতি সংঘ ও কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় শতবর্ষের আলোকে তিনকড়ি দত্ত স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান হয়)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮৪

চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগার, পো: চৌপুকুরিয়া, দার্জিলিং (২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫১

জাওলিপাড়া নব মিলন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বর্ধমান (সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালন)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৫

জাগৃতি পাঠাগার, প: ব: সরকার পোষিত শহর গ্রন্থাগার, গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি (৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন ও 'কেরিয়ার গাইডেন্স পরিষেবা' বিভাগের উদ্বোধন)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৯৩

জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগার, কোচবিহার (কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান পালন)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫৪

— (বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৩

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম, বর্ধমান (প্রধান বিচারপতির পাঠাগার পরিদর্শন)।৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৪

জিতেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি পাঠাগার, দাঁইহাট, বর্ধমান। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৪

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২১

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৮

জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া (৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৮

— (রবীন্দ্র-নজরুল অনুষ্ঠান)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৯০

ঝাপড়া মিলন সাহিত্য ভবন, পুরুলিয়া (সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫১

তরুণ সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, পো: বলিসানা, রাতুয়া, মালদা (অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে বিদায় সম্পর্দ্ধনা)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮৪

দুর্গাপুর মহকুমা গ্রন্থাগার, দুর্গাপুর, বর্ধমান ('স্বনিযুক্তি প্রকল্প/গ্রন্থাগারের বৃত্তি সহায়তা এবং মনীষীদের রচনা সম্ভার' শীর্ষক অনুষ্ঠান)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ২৭২

দেশবন্ধু পাঠাগার, কলকাতা (প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৬

দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, কৃষ্ণদেবপুর, কালনা, বর্ধমান (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৯

নজরুল পাঠাগার, কলকাতা (কাজী নজরুল ইসলামের মহাপ্রয়াণ দিবস পালন এবং গ্রন্থাগারে পাঠ্য পুস্তক বিভাগ উদ্বোধন)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৭

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৫

নাদনঘাট শাস্ত্রী স্মৃতি সংঘ গ্রামীন পাঠাগার, পো: + গ্রাম : নাদনঘাট, বর্ধমান (ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৯

নারুলা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজী গ্রন্থাগার, আগরপাড়া, কলকাতা, (পুস্তক প্রদর্শনী)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮৩

নীলম আবাসন মেবা মহল (গ্রন্থাগার ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র), রবীন্দ্রসরণী, নিমতা, কলকাতা (১ম বর্ষ পূর্ত্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৮

নুন্দরী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও সেবায়তন, পো: কেনেটী, বাঁকুড়া (রজত জয়ন্তী পালন)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫৪

নেতাজী লাইব্রেরী, পুরুলিয়া (নেতাজী জন্ম জয়ন্তী ও গ্রন্থাগার দিবস পালন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪২

পল্লীভারতী গ্রন্থাগার, বাগনান, হাওড়া (রাজা রামমোহনের

আবক্ষমূর্তি উন্মোচন ও আলোচনা সভা)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২১

পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার, আনুখাল, কালনা, বর্ধমান (বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)। ১১, ফাল্গুন; পৃ ৩১০

পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, আনুখাল, বর্ধমান (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৫২

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫২

— (রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব পালন)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২২

পার্ক সার্কাস ঠাকুরপুকুর বালক যুবক সংঘ লাইব্রেরী, কলকাতা (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৭

পাত্রসায়ের সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫২-৫৩

পুরুলিয়া জেলা (গ্রন্থাগার দিবস পালন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৩

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পূর্বস্থলী, কালনা, বর্ধমান (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৫

প্রগতিশীল গ্রন্থাগার, গ্রাম-কানাইপুর, পো: বাগনান, হাওড়া (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯০

প্রগতি সঙ্ঘ পাঠাগার, আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৫

বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ (শতবর্ষ উদ্‌যাপন)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৪

বড়িষা টাউন লাইব্রেরী, বড়িষা (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৬

বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার (অপৌষিত ও বেসরকারি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৫-৩০৬

বয়েজ ওন লাইব্রেরী অ্যান্ড ইয়ং মেনস্ ইনস্টিটিউট, গোয়াবাগান, কলকাতা (গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ উপলক্ষে দি বয়েজ ওন লাইব্রেরীর সভা) ১০, মাঘ; পৃ: ২৮৬

বিনোদ ঈশ্বরচন্দ্র রায় স্মৃতি পল্লী পাঠাগার, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর (রবীন্দ্রস্মরণ অনুষ্ঠান)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮২

বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগার, বিবেকনগর, বিল রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (প্রতিষ্ঠা দিবস পালন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯০

বিশ্বভারতী ২০০৫ (কেন্দ্রীয় সম্মাবেশ)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭০-১৭১

বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগার, পঃ বঃ সরকার পোষিত, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া (বৃত্তি সহায়ক বিভাগের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শিবির)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯১

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ি, বীরভূম (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৪

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার, বেলঘরিয়া, কলকাতা (শতবর্ষ উদ্‌যাপন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৬

— (গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪১

বেসরকারী ও আপেক্ষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদান। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯২

বৈদ্যপুর লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার (গ্রামীণ) পো: বৈদ্যপুর, বর্ধমান (ভাষা শহীদ দিবস উদ্‌যাপন)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯০

বোহার বাণী লাইব্রেরী, পো: বোহার, মেমারী, বর্ধমান (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৫

মসিনান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গ্রন্থাগার, গ্রা: মসিনান, পো: সোদপুর, হুগলী (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯২

মহাজাতি সাধারণ গ্রন্থাগার, সরকার পোষিত শহর গ্রন্থাগার, রবিপার্ক, কলকাতা (সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৩

মাথাভাঙ্গা রেবতী রমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগার, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার (স্থনিযুক্ত প্রকল্প ও কর্মসংস্থান বিষয় আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৪

মানবাজার টাউন লাইব্রেরী, মানবাজার, পুরুলিয়া (গ্রন্থাগার দিবস পালন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৩

মালদা জেলার গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৯-২০

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে নাগরিক সভা। ১, বৈশাখ; পৃ: ২০-২১

মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম, জি. টি. রোড, মাহেশ, হুগলী (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৭

— (বিদ্যাসাগর সভাগৃহ উদ্বোধন)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৬

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, মাহেশ, হুগলী (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৭

— (ছড়া উৎসব)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২০

মিলনচক্র ক্লাব ও লাইব্রেরী (গভঃ স্পনসরড লাইব্রেরী), মন্দির রোড, পুরানহাট, বার্ণপুর (ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮৪

মুর্শিদাবাদ জেলায় (গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪০

মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার, মেমারি, বর্ধমান (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯২

— (৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৭

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (পুস্তক প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২২

— (গ্রন্থাগারিকদের জন্য কর্মশালা)। ১২, চৈত্র; প: ৩৪৪

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (RRRLF), (RRRLF ফেলোশিপ প্রদান ও জাতীয়স্তরে RRRLF পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮০

রায়গ্রাম লাইব্রেরী, পো: অমৃতি, মালদা (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯০

রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগার, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা (রক্তদান শিবির)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২২

রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগার, মোড়পুকুর, রিষড়া, হুগলী (গ্রন্থাগার দিবস পালন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪২

শিল্পীচক্র পাঠাগার, নব ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা (গ্রন্থাগার দিবস পালন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪২

শুশুনিয়া অঞ্চল সর্বজনীন গ্রন্থাগার, পো: শুশুনিয়া, বাঁকুড়া (নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৩

শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠাগার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া (গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯৪

সরস্বতী লাইব্রেরী, আমাদপুর, বর্ধমান (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৫

সাংস্কৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, চাকপোতা, আমতা, হাওড়া (মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৩

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পুরুলিয়া জেলা)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯১

সিঙ্গুড় সুকান্ত পাঠাগার, সিঙ্গুড়, বাঁকুড়া (রবীন্দ্র ও নজরুল সন্ধ্যা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা) ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫০

সিধু কানু স্মৃতি পাঠাগার, সিউড়ি, বীরভূম (পাঠাগারে গ্রন্থাগার দরদীর দান)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮৩

সৃজনী টাউন লাইব্রেরী, আইহো, হাবিবপুর, মালদাহ (২৮ শে অক্টোবর সন্ধ্যায় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৮

সোনাপুর গ্রামীন গ্রন্থাগার, উত্তর দিনাজপুর (নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদঘাটন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯০

সৌগত স্মৃতি গ্রন্থাগার, চক্রবেড়িয়া রোড, কলকাতা (প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯৩

হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (গ্রন্থাগার দিবস-২০০৫)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৪।

চিঠিপত্র ঃ

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৫

তুষারকান্তি সান্যাল। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৬

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৭

বিজয় দে, গ্রন্থাগারিক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৬

তহবিল দাতার নাম (গ্রন্থাগার পত্রিকা) ঃ

— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৮

পরিষদ সংবাদ ঃ

অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় তৃতীয় স্মারক বক্তৃতা, ২০০৫। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৬

অ্যাপ্লিকেশন অফ কম্পিউটার ইন লাইব্রেরী এ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স কোর্স এর অংশগ্রহণকারীদের নাম (২৩ তম কোর্স, ৪-২-২০০৫ থেকে ১৯-৩-২০০৫)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৫

কোচবিহার জেলার গ্রন্থাগারিকদের সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৯

গ্রন্থাগারিকদের রিফ্রেসার কোর্স। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৩

ভিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক, ১৪১১ বঙ্গাব্দ। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৯৫

পরিষদ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ৬৮তম সার্টিফিকেট পাঠক্রমের (২০০৪) সমাবর্তন উৎসব। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৬

পরিষদের সার্টিফিকেট পাঠক্রমের ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব, ২০০৫। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (পরিষদের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ এবং RRRLF এর আর্থিক সহায়তায় "Workshop-cum Training on Exchange Format & Marc-21" অনুষ্ঠিত হয়)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৩-৯৪

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৮-৩৩৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী (২০০৫)। ১, বৈশাখ; পৃ: ২২-২৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : কোচবিহার জেলা সম্মেলন। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা (৩য় জেলা সম্মেলন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বাঁকুড়া জেলা কমিটি (গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বাঁকুড়া জেলাশাখা (আলোচনা সভা)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বাঁকুড়া জেলাশাখা, বাঁকুড়া (গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আলোচনা সভা)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৯৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বীরভূম জেলা শাখা (১০ম জেলা সম্মেলন ও সাধারণ সভা)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : সাতচল্লিশ (৪৭তম) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫১-১৫২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলাশাখা (দ্বাদশতম বার্ষিক সাধারণ সভা)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৪

বীরভূম জেলার গ্রন্থাগারিকদের সেমিনার ও কর্মশালা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৯

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারিকদের সেমিনার ও কর্মশালা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৮

সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স, ২০০৫ পরীক্ষার ফলপ্রকাশ। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৩

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৫-৩৩৭

সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্সের গ্রীষ্মকালীন বিভাগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও নবীনবরন উৎসব। ১, বৈশাখ; পৃ: ২২

সাতচল্লিশ (৪৭) তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৯-২৫১

সাতচল্লিশ (৪৭) তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৩-১৫ আগষ্ট, ২০০৫ (৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণী)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১৬-২২৩

সাতচল্লিশ (৪৭) তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (১৩-১৫ আগষ্ট, ২০০৫) উপস্থিতি প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা, সম্মেলন স্থল : রবীন্দ্র ভবন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৯৬-১৯৮

সাতচল্লিশ (৪৭) তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ। ১০, মাঘ; পৃ: ২৭৭-২৭৯

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি সংবাদ :

কল্যানী মহকুমা শাখা, কল্যানী, বর্ধমান (আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৮

— (১০তম বার্ষিক সাধারণ সভা)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৩

কোচবিহার জেলা শাখা (প্রতিষ্ঠা দিবস পালন)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১১

— (বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৬

পুরুলিয়া জেলা (অবস্থান ও ডেপুটেশন)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫০

— (৩৫তম সাধারণ সভা)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৯০

বর্ধমান শাখা (২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৬

বর্ধমান সদর (দক্ষিণ) মহকুমা (১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫০

বারাকপুর মহকুমা শাখা, উঃ ২৪ পরগণা জেলা (ত্রয়োদশ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৫

মালদা জেলা কমিটি (১ম বার্ষিক সাধারণ সভা) ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৩

রঘুনাথপুর মহকুমা কমিটি, পুরুলিয়া (৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪৯

হাওড়া জেলা শাখা (৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৫

বইমেলা সংবাদ :

উত্তর দিনাজপুর (১০ম)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৯

দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৭

পুরুলিয়া জেলা। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৯১

বর্ধমান জেলা। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৯

বাঁকুড়া জেলা (১০তম)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৮

মেমারী বইমেলা। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫০-৫১

শোক সংবাদ :

করুণাকেতন ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগারিক, বীনাপানী পাঠাগার, বাঁকুড়া। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৪

প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৪

ভবতোষ দাস। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৯

মনোরঞ্জন দে, গ্রন্থাগারিক, কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১৪

শান্তিপদ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১০, মাঘ; পৃ: ২৮১

সুশীল কুমার চ্যাটার্জী, অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৪

সরকারী আদেশনামা :

Filling up 344 vacant posts in different categories attached to the Govt. Sponsored District, Town/ Sub-divisional, Primary/Rural/Area Libraries in West Bengal

(No. : 816-MEE/Sectt. Em/o/5L-108/05 Dated 27th Oct' 2005).

৯, পৌষ; পৃ: ২৫২-২৫৩

সরকারী বিল :

Bill No. 27 of 2005, The West Bengal College Service Commission (Amendment) Bill, 2005 : A Bill to amend The West Bengal College Service Commission Act, 1978.

৯, পৌষ; পৃ: ২৫৪-২৫৬

English Abstracts :

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৬৭-৭০

৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৬

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১৩০

৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫৩-১৫৪

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৭-১৭৮

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৭-২৩০

৯, পৌষ; পৃ: ২৫৭-২৫৮

১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১৫-৩১৮

১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৫-৩৪৬

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requestion Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

ফর্ম - ৪
FORM – IV
(রুল - ৮ দ্রষ্টব্য)
(Vide Rule - 8)

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রের (রেজিস্ট্রেশন) নিয়মাবলী (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল ঃ

১.	পত্রিকার নাম	ঃ	গ্রন্থাগার
২.	পত্রিকার ভাষা	ঃ	বাংলা - ইংরাজী
৩.	প্রকাশের স্থান	ঃ	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৪.	প্রকাশের কাল	ঃ	মাসিক
৫.	মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	অরুণ রায়, ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৬.	প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ঐ
৭.	সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪

আমি, অরুণ রায়, ঘোষণা করছি যে উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

অরুণ রায়

২৫/৩/২০০৬ *বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে*

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, লেখাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-883/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol 56 No. 1 Editor Dr Shyamal RoyChoudhury Asso Editor Nirmalya Roy April, 2006

CONTENTS

	Page
New Year's Day of Granthagar (*Editorial*)	3
Debabrata Ghosh	4
Cover design and illustration of Bengali books	
Galikrishna Batabyal	8
Digital libraries : New horizon in Information Service	
Obituary	10
Association News	10
LIBRARY NEWS	14
ANNUAL INDEX (VOL 55, No. 1-12) Compiler : Parthapratim Bose	27

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from **P-134** C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265.**
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Roy**

Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ২ সম্পাদক : ড. শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মলা রায় জৈষ্ঠ, ১৪১৩

সূচীপত্র

16/01/03

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার পরিষেবা ও গ্রন্থাগারিকের দুর্দিন (সম্পাদকীয়) ১

ড. শিবানী রায় এবং বিশ্বজিৎ মোদক ১১

সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির সন্ধানে

অনুপম ঘোষ ২৩

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অনুলেখ বিভাগ
এবং এর ব্যবহারকারী—একটি সমীক্ষা

শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫১

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

গ্রন্থাগার সংবাদ ৫৮

পরিষদ সংবাদ ৬৭

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 56, No. 1 & No. 2) ৫৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  গ্রন্থাগার সংগঠন ও গ্রন্থাগার, ১৯৮৯
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহু সম্পাদিত
  গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক, ১৯৮৮
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- ডঃ অমিতা ওহদেদার
  গ্রন্থ বর্গীকরণ, ২য় সং ১৯৯৭
  মূল্য : ৪০.০০ টাকা
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ
  ইংরেজি বাংলা ১৯৮৮
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৮০০-১৯১৪, ১৯৯০
  মূল্য : ৫২.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১২-১৯৩০ ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification, 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume : 1998. Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India, 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও তোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ • (পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহ: সম্পাদক : নির্মাল্য রায় জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৩

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পরিসেবা ও গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ

একথা অনস্বীকার্য যে গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণ ও গ্রন্থাগারে উন্নতমানের পরিসেবা দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগারকর্মীদের উপযুক্ত ও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব থেকে গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের বিষয় চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৯৩৭ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব থেকে গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের বিষয় চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৯৩৭ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যে সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরীয়ানশিপ শিক্ষাক্রম পরিচালনা করছে এবং বর্তমানেও এই শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। সার্টিফিকেট কোর্সের পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত করার জন্য পরিষদ অতীতে জেলাস্তরে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক ক্যাম্পট্রেনিং (Camp Training) দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঐসব ক্যাম্পট্রেনিংগুলোতে হাতে কলমে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার শিক্ষণ দেওয়া হত।

ষাটের দশকের পর থেকে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক অগ্রগতি হয়েছে, তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটেছে, তথ্য সমাজ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। কম্পুটার প্রবর্তনের পর থেকে পাঠকদের মধ্যে তথ্য চাহিদারও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ইন্টারনেট প্রবর্তিত হওয়ার পর কেবলমাত্র তথ্যের চাহিদার পরিবর্তন বা বৃদ্ধি হয় নি। দেশেবিদেশে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা গিয়েছে এবং যাচ্ছে।

ষাটের দশকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে 'তথ্য' বিষয়টি যুক্ত করে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হয়। আমাদের দেশেও ষাটের দশকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণে কম্পুটার বিজ্ঞানের সংযুক্তি ঘটান ডঃ রঙ্গনাথন। ডি. আর.টি.সি এবং পরে ইনফ্লিবনেট ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমেও কম্পুটার বিজ্ঞান সংযুক্ত করা হয়। ১৯৭০ সাল থেকে ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী, মুম্বাই, হায়দরাবাদ, চেন্নাই প্রভৃতি শহরে গ্রন্থাগারে কম্পুটারের ব্যবহার দেখা গেছে। বর্তমানে কলকাতা ও অন্যান্য অনেক শহরেও এর ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বিভিন্ন পাঠক্রমে কম্পুটারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও একটি কম্পুটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এই কেন্দ্রে CDS-ISIS, MARC 21 প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সম্প্রতিকালে RRRLF এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পরিষদের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালার মাধ্যমে গ্রন্থাগারে উন্নতমানের তথ্য পরিসেবার জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়াও হচ্ছে। এই সব প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য রাজ্যের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক গ্রন্থাগারে উন্নত পরিসেবার জন্য বর্তমানে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য অনুশীলন, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প জগতেও তথ্য পরিচালকের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। সেই দিক থেকে দেখলে তথ্য পরিসেবার বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। আশাকরি বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ ব্যাপারে এখনই বিশেষ গুরুত্ব দেবে এবং পাঠক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে আগামী ২৮শে মে ২০০৬, রবিবার দুপুর ১টায় পরিষদ ভবনে ২০০৪-২০০৫ সালের ৭০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ সদস্য/সদস্যাদের পত্র মারফৎ জানানো হয়েছে।

অনুপ সরকার
—কর্মসচিব

সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির সন্ধানে

ড. শিবানী রায় এবং বিশ্বজিৎ মোদক

০ ভূমিকা : ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে পুঁথিপত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের বিকাশ আমরা পুঁথিপত্রের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হিসাবেও পুঁথিপত্র বিবেচিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে যে সব পুঁথিপত্র রচিত হয়েছে, সামগ্রিকভাবে সেগুলির মূল্য অপরিসীম। এর মধ্যে চর্মপত্র, পার্চমেন্ট, কাগজসম্পদ— মোম, কাঠ, ধাতব পাত এবং পাথরে লিপিবদ্ধ পুঁথির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। পুঁথির অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে গবেষকের গবেষণার জন্য তাঁর অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পুঁথির আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং ব্যবহারকারীদের কাছে পুঁথিপত্রের তথ্য ব্যবহারোপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জী, সূচী, নির্ঘণ্ট, প্রভৃতি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এছাড়াও গবেষক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎস, প্রাপ্তিস্থান, বিষয়বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে চান, যা এই গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক সহজেই সরবরাহ করতে পারবেন। যদিও বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহ সহজ কাজ নয়। সূচী (catalogue), তালিকা, নির্ঘণ্ট (index), পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি পাঠক/গবেষকের কাছে পুঁথি বিষয়ক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

১ বর্তমান নিবন্ধে মূলত সংস্কৃত এবং বাংলা পুঁথি বিষয়ে ১৭৬৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত উৎসসমূহ একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ঘণ্ট, সূচী, গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি উল্লেখিত হল।

১.১ নির্ঘণ্ট : সংস্কৃত পুঁথির নির্ঘণ্টগুলি মূলতঃ দক্ষিণ ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোর প্যালেস লাইব্রেরী সংস্কৃত পুঁথির বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট (classified index of Sanskrit manuscripts) প্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন এ. সি. বার্নেল।

মাদ্রাজ সরকার ১৯৩৮ সালে সংস্কৃত পুঁথির একটি বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট (Alphabetical index of Sanskrit manuscripts) প্রকাশ করেন। এটি দুই খণ্ডে বিভক্ত।

পি. পি. এস. শাস্ত্রী ১৯৪০ সালে একটি সংস্কৃত পুঁথির লেখক নির্ঘণ্ট (Author index of Sanskrit manuscripts) তৈরী করেন যা মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুনরায় ১৯৪২ সালে মাদ্রাজ সরকার সংস্কৃত পুঁথির বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্টের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন।

এডিয়ার লাইব্রেরী ১৯৪৪ সালে সংস্কৃত পুঁথির বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট (Alphabetical index of the Sanskrit manuscripts) প্রকাশ করেন। সংকলনের দায়িত্বে ছিলেন ভি. কৃষ্ণমাচারী।

১৯৫৭ সালে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিবান্দ্রম থেকে একটি সংস্কৃত পুঁথির বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট (Alphabetical index of the Sanskrit manuscripts) প্রকাশ করে। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন এস. কে. পিল্লাই।

১.২ বিজ্ঞপ্তি (Notice), বিবরণ (Report) :

১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি সংস্কৃত পুঁথির তথ্যপঞ্জীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ১৮৭১ সাল থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত আর. এল. মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যৌথ প্রয়াসে সংস্কৃত পুঁথির বিজ্ঞপ্তি তৈরী হয় এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুত করেন যা সোসাইটি কর্তৃক ১৮৯৫-১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়।

বম্বে সরকার, আর. জি. ভাণ্ডারকরের তত্ত্বাবধানে বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সংস্কৃত পুঁথি অনুসন্ধান কার্যের বিবরণ প্রকাশ করেন ১৮৮৪-৯৭ সালে।

মাদ্রাজ সরকার দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃত পুঁথির উপর দুই খণ্ডে "Report on Sanskrit manuscripts" বিবরণ প্রকাশ করেন ১৮৯৫-১৯০৫ সালে।

১.৩ সূচী (Catalogue) : ১৭৬৮ সাল থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথির সূচীগুলি নিম্নরূপ :

"নিউ ক্যাটালগাস ক্যাটালগারম" শীর্ষক সংস্কৃত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি বর্ণানুক্রমিক নিবন্ধগ্রন্থ (New catalogus catalogorum : an alphabetical register

of Sanskrit & allied works) মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৭৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ভি. রাঘবণ এবং কে. কে. রাজা।

১৮৭২ সালে ভারত সরকার, গুজরাট, কাথিয়াবাদ, কচ্ছ, সিন্ধ এবং বম্বের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীগুলির সংগৃহীত (Catalogue of Sanskrit manuscripts in the private libraries of Gujrat, Kathiavad, Kachchh, Sindh and Bombay) সংস্কৃত পুঁথির সূচী প্রকাশ করে।

পন্ডিত সুধাকর দিব্যাদি কর্তৃক সংকলিত সংস্কৃত পুঁথির সূচী (Catalogue of Sanskrit manuscripts) উত্তর-পশ্চিম রাজ্যের সরকার কর্তৃক বেনারস থেকে ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।

বিকানীর এইচ. এইচ. মহারাজার লাইব্রেরীর অন্তর্গত সংস্কৃত পুঁথির সূচীটি (Catalogue of Sanskrit manuscripts) ১৮৮০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সংকলকের দায়িত্বে ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

দক্ষিণ ভারতের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীগুলির অন্তর্গত সংস্কৃত পুঁথির একটি তালিকা (List of Sanskrit manuscripts in the private libraries of Southern India) দুই খন্ডে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮০-৮৫ সালে। সংকলকের দায়িত্বে ছিলেন গৌস্তভ অপার্ট।

মাইসোর সরকার ১৮৮৪ সালে মাইসোর ও কুর্গ অঞ্চলের সংস্কৃত পুঁথির সূচী ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশ করে (Catalogue of Sanskrit manuscripts in Mysore and Coorg)। সংকলকের দায়িত্বে ছিলেন লুইস রাইস। এরপর পিটার পিটারসন ১৮৯২ সালে সংস্কৃত পুঁথির একটি সূচী (Catalogue of the Sanskrit manuscripts) সংকলন করেন যেটা পরবর্তীকালে বম্বে থেকে প্রকাশিত হয়।

এ. এম. শাস্ত্রীর সংস্কৃত পুঁথির বর্গীকৃত সূচী (Classified catalogue of Sanskrit manuscripts) প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে মাইসোর থেকে।

১৯০২ সালে লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটি দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃত পুঁথির সূচী (Catalogue of South Indian Sanskrit manuscripts) প্রকাশ করে। সংকলকের দায়িত্বে ছিলেন এম. উইনটারনিজ।

এফ. ও. শ্রাডার (F. O. Schrader)-এর সম্পাদনায় মাদ্রাজের ওরিয়েন্টাল প্রকাশনী ১৯০৮ সালে "Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts" শীর্ষক সংস্কৃত পুঁথির বর্ণনামূলক সূচী প্রকাশ করে।

১৯০৯-১৯১৮ সালের সংস্কৃত এবং হিন্দি পুঁথির একটি তালিকা (List of Sanskrit and Hindi manuscripts) ছয় খন্ডে ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এলাহাবাদের সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় থেকে ক্রমানুসারে প্রকাশিত হয়।

পুনরায় মাদ্রাজের ওরিয়েন্টাল প্রকাশনী ১৯১০ সালে "Preliminary list of Sanskrit and prakrit manuscripts" শীর্ষক একটি তালিকা প্রকাশ করে।

১৯১১ সালে ঋষিকেশ শাস্ত্রী ও এন. চক্রবর্তী সংকলন করেন সংস্কৃত পুঁথির বর্ণনামূলক সূচী। "Descriptive Catalogue of the Sanskrit manucripts" শীর্ষক এই সূচীটি প্রকাশিত হয় কলকাতার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় থেকে।

এডিয়ার লাইব্রেরীর অন্তর্গত সংস্কৃত পুঁথির সূচী (Catalogue of the Sanskrit manuscripts) দুই খন্ডে ১৯২৬-২৮ সালে প্রকাশিত হয়।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত একাডেমি, হায়দ্রাবাদ থেকে ১৯৩২ সালে সংস্কৃত পুঁথির সূচী প্রকাশ করে। "Catalogue of the Sanskrit manuscripts" শীর্ষক এই সূচীটির সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন এ. শর্মা।

গোপিনাথ কবিরাজ কর্তৃক সংকলিত সংস্কৃত পুঁথির সূচীটি (Catalogue of Sanskrit manuscripts) উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্তৃক এলাহাবাদ থেকে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

অক্সফোর্ডের ক্লারেন্ডন প্রেস সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথির একটি সূচী (A Catalogue of Sanskrit and prakrit manuscripts) ১৯৩৫ সালে প্রকাশ করে। এই সূচীর দুটি খন্ড যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্য ও জৈন পান্ডুলিপি সম্পর্কে "Brahmanical and Jaina manuscripts" আখ্যা সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৭-৪৪ সালে মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথির বর্ণনামূলক সূচীর (Descriptive Catalogue of the Sanskrit manuscripts) সংকলন করেছেন যথাক্রমে এম. এস. বাসভালিঙ্গয়া এবং টি. টি. শ্রীনিবাসগোপালচারী।

এডিয়ার লাইব্রেরীর অন্তর্গত সংস্কৃত পুঁথির বর্ণনামূলক সূচী (Descriptive catalogue of the Sanskrit manuscripts) পুনরায় ১৯৪২ সালে প্রকাশ হয়। সম্পাদক ছিলেন জি. এস. মূর্তি।

সংস্কৃত পুঁথির সংক্ষিপ্ত সূচীটি সংকলন করেন পন্ডিত

অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ। "A brief catalogue of Sanskrit manuscripts" শীর্ষক এই সূচীটি ১৯৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৫৫ সালে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক একটি সংস্কৃত পুঁথির বর্ণনামূলক সূচী (Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts) প্রকাশিত হয়। সংকলক ছিলেন পি. চক্রবর্ত্তী।

ওরিষ্যা রাজ্য যাদুঘরের সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথির একটি বর্ণনামূলক সূচী (Descriptive Catalogue of the Sanskrit manuscripts of Orissa) ওরিষ্যা সরকার ১৯৫৮ সালে প্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন কেদারনাথ মহাপাত্র।

১৯৬১ সালে ডি.এইচ্.এ.এস.-এর সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথির সূচীর (A Catalogue of Sanskrit manuscripts) সম্পাদক ছিলেন পি. সি. চৌধুরী।

তিন খণ্ডের "Catalogus Catalogorum: an alphabetical register of Sanskrit works and author" শীর্ষক বর্ণানুক্রমিক সংস্কৃত পুঁথি ও লেখকদের সূচীটি টি. আউফেক্ট্ কর্তৃক সংকলিত হয়ে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

যুবরাজ শ্রী পুণ্যভী জয়াজীয়ার সংগ্রহের সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথির সূচী (Catalogue of Sanskrit & prakrit manuscripts) ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন এ. পি. শাহ।

লক্ষ্ণৌস্থিত অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ থেকে "A catalogue of Sanskrit manuscripts" শীর্ষক একটি সূচী ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন কে. এ. সুব্রমনিয়া আইয়ার এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। সংকলকের দায়িত্বে ছিলেন ডি. আর. জুয়াল। একই সালে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথির বর্ণনামূলক সূচী (A descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts) প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন বি. তর্কবেদান্ততীর্থ এবং জে. সি. তর্কতীর্থ।

গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্সটিটিউসন ১৯৬৭ সালে এলাহাবাদ থেকে "A descriptive Catalogue of the Sanskrit manuscripts" শীর্ষক একটি সূচী প্রকাশ করে। সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন ইউ. মিশ্র। এই একই সালে রাজস্থান ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট যোধপুর থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথির একটি সূচী (A catalogue of Sanskrit & Prakrit manuscripts) প্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন পি. এম. জিনাবিজয়।

আমেদাবাদের লালভাই দলপতভাই ভারতীয় সংস্কৃত বিদ্যামন্দির থেকে ১৯৬৮ সালে "A catalogue of the Sanskrit and Prakrit manuscripts" শীর্ষক সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথির একটি সূচী প্রকাশিত হয়। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন এ. পি. শাহ। এই একই বছরে কে. পরমেশ্বর আইয়ল -এর সম্পাদনায় সংস্কৃত পুঁথির বর্ণনামূলক সূচী (Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts) দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

১৯৬৯ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি পুনরায় সংস্কৃত পুঁথির একটি বর্ণনামূলক সূচী (A desriptive catalogue of the Sanskrit manuscripts) কলিকাতা থেকে প্রকাশ করে। সংকলক ছিলেন যথাক্রমে পি. চক্রবর্তী ও এন. সি. বেদান্ততীর্থ। এরপর পুনরায় এন. সি. বেদান্ততীর্থের সংকলনায় ১৯৭১-৭৩ সালে সোসাইটি কর্তৃক "Catalogue of Sanskrit manuscripts" শীর্ষক সূচী প্রকাশিত হয়।

জম্মুতে অবস্থিত রণবীর স্যান্সক্রিট রিসার্চ ইন্সটিটিউট, নিজস্ব সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথির একটি বর্ণনামূলক সূচী (A descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts in the Ranabir Sanskrit Research Institute) দুইখণ্ডে যথাক্রমে ১৯৭০-৭৩ সালে প্রকাশ করে। সংকলক ছিলেন এম. এম. পাটকার।

কৃষ্ণকুমারের সম্পাদনায় দেবপ্রয়াগের প্রাচ্য বিদ্যা একদেমী থেকে ১৯৪৩ সালে "Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts" শীর্ষক একটি বর্ণনামূলক সূচী প্রকাশিত হয়।

বিশ্বভারতী ১৯৭৫ সালে Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscript Part I ব্যাকরণ বিষয়ে ড. এস. এন. ঘোষাল শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। একই আখ্যায় দ্বিতীয় ভাগ সাহিত্য (মহাকাব্য) বিষয়ে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ সালে সম্পাদনায় ছিলেন ড. এস. এন ঘোষাল শাস্ত্রী এবং ড. অলকানন্দা ব্যানার্জী।

১৯৮৪ সালে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ নিজস্ব সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথির একটি বর্ণনামূলক সূচী (A descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts) কলিকাতা থেকে প্রকাশ করে। সংকলক ছিলেন মধুসূদন চক্রবর্তী এবং সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে হেরম্ব চক্রবর্ত্তী ও সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

একইভাবে ১৯৯৩ সালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

সংস্থার নিজস্ব সংগ্রহের সংস্কৃত পুঁথির একটি বর্ণনামূলক সূচী (A descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts: in a tabular form) প্রকাশ করে। সংকলনা ও সম্পাদনা উভয়েরই দায়িত্বে ছিলেন ড: যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

২০০১ সালে ন্যাশনাল লাইব্রেরী কলকাতা, সংস্কৃত পুঁথির একটি বর্ণনামূলক সূচী (A descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts) প্রকাশ করে। সংকলক ছিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী গাঙ্গুলী। ৮৯৫টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির আখ্যা এই বর্ণনামূলক সূচীর অন্তর্ভুক্ত। সূচীর অন্তর্ভুক্ত লেখক সূচী, আখ্যাসূচী, বিষয়সূচী যথাক্রমে সূচীতে আছে। বিভিন্ন দানে সমৃদ্ধ ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে হাইবাউড, রেওয়া, রামদাস সেন, হরিদাস নন্দী প্রভৃতির সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

১৯১৫ সাল থেকে প্রকাশিত বাংলা পুঁথির সূচী সম্পর্কে এখন আলোকপাত করা যেতে পারে। মুন্সী শ্রী আব্দুল করিম কর্তৃক সংকলিত 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির থেকে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি এবং আহম্মদ শরীফ বাংলা পুঁথির একটি বর্ণনামূলক সূচী সংকলন করেন, যা ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৬৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত বাংলা পুঁথির একটি সাধারণ সূচী দুই খণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সংকলনের দায়িত্বে ছিলেন মণীন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্ল চন্দ্র পাল।

এশিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা থেকে পরপর দুটি বাংলা পুঁথির সূচী যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। "A descriptive catalogue of Bengali manuscripts: in a tabular form" and "Catalogus Catalogorum of Bengali manuscripts" শীর্ষক দুই সূচীরই সংকলকের দায়িত্বে ছিলেন ড. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

১.৪ : গ্রন্থ আহম্মদ শরীফের সম্পাদনায় "পুঁথি পরিচিতি" ও "পুঁথির ফসল" গ্রন্থ দুটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাকিস্তান প্রকাশনী থেকে যথাক্রমে ১৯৫৮ ও ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থে বাংলা পুঁথির যে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা নিম্নে গ্রন্থপঞ্জী আকারে দেওয়া হল।

'বাংলা পুঁথির বিবরণ': প্রথম খণ্ড; প্রথম সংখ্যা। ১ থেকে ৪৩৩ সংখ্যা পর্যন্ত। মুন্সী শ্রী আব্দুল করিম কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের সংকলিত 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' তৃতীয় খণ্ড ও তৃতীয় সংস্করণটি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা থেকে 'বাংলা পুঁথির বিবরণ' ১ম ভাগ প্রকাশ করে। সংকলক ছিলেন চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

মহম্মদ শাহজাহান মিয়া ১৩৯০ বঙ্গাব্দে 'বাংলা পাণ্ডুলিপির পাঠ সমীক্ষা' লেখেন।

১৩৯৫ বঙ্গাব্দে রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং স্বাতী দাস সংকলন করেন 'বাংলা পুঁথি' প্রথম খণ্ড।

১৩৯৭ বঙ্গাব্দে 'প্রাচীন পুঁথি গবেষণা : প্রয়োগ ও পদ্ধতি' বইটি লেখেন জয়ন্ত গোস্বামী।

কলিকাতা থেকে 'জিজ্ঞাসা', 'বাংলা পুঁথির নানা কথা' ১৪০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে। লেখক ছিলেন অচিন্ত্য বিশ্বাস।

১.৫ সাময়িক পত্র-পত্রিকা : পুঁথি গবেষণার ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় (১৩০১ বঙ্গাব্দ-১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) ৬৪টি বাংলা পুঁথির প্রবন্ধাবলী শ্রী দেবজ্যোতি দাস কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। এগুলিতে শুধুমাত্র বাংলা পুঁথির উপর বিভিন্ন টীকা টিপ্পনী ছাড়াও বিভিন্ন প্রাচীন বাংলা পুঁথির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।

১.৬ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস : কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং তাদের অন্তর্গত গ্রন্থাগার ও যাদুঘর দীর্ঘদিন ধরে পুঁথি ব্যবহারকারী ও গবেষকদের চাহিদা পূরণ করে আসছে : শ্রীরামপুর কলেজে অবস্থিত কেরী লাইব্রেরী এইরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রকৃত সংস্কৃত পুঁথি ও সংস্কৃত থেকে অনুবাদিত পুঁথি সংগ্রহ এই প্রতিষ্ঠানকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। কাছাকাছি উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীতেও প্রায় ৭৫০টি বাংলা পুঁথির কার্ড ক্যাটালগ (পত্র সূচী) আছে। কিন্তু এই লাইব্রেরী দুটিতে নির্ঘণ্ট, গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াই বহু প্রয়োজনীয় মূল্যবান বস্তু রয়েছে যেগুলি থেকে গবেষকগণ তাঁদের প্রয়োজনীয় উপাদানের সন্ধান পেতে পারেন।

২ উপসংহার : সমালোচনা গ্রন্থের অনাবশ্যক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আমরা বর্তমানের জীব। কোন জিনিস বর্তমানের পরপারে প্রত্যক্ষের বাহিরে গেলেই আমাদের হাতছাড়া হইবার জো হয়।" (ক) অতীতের সাহিত্য, ইতিহাস এর পাণ্ডুলিপি বর্তমানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে শুধু নয়, তা এক

অমূল্য সম্পদ যা গবেষকের কাছে গবেষণার নূতন উৎস খুলে দেওয়ার আকর হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া এই প্রাচীন পুঁথির প্রত্যক্ষ দর্শন এক পৃথক অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "কালিদাস যে এক সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু আজ যদি আমি দৈবাৎ তাহার স্বহস্তে-লিখিত মেঘদূত পুঁথিখানি পাই, তবে তাঁহার অস্তিত্ব আমার পক্ষে কিরূপ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। আমরা কল্পনায় যেন তাঁহার স্পর্শ পর্যন্ত অনুভব করিতে পারি।" (খ) সুতরাং পুঁথির উৎস ও তথ্য অনুসন্ধান মার্কিকভাবে পাঠকের কাছে যাতে সুগম ও সহজলভ্য হয় তার জন্য গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানীদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলা বাহুল্য।

পূর্ববর্তী সংকলিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথির সেই অর্থে কোনো নির্দেশক গ্রন্থের (Directory) অস্তিত্ব নেই। গবেষকদের মূল্যবান সময়ের সাশ্রয়ের জন্য লাইব্রেরীগুলির সংযোগসাধনও (Networking) একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথির ইউনিয়ন ক্যাটালগ এই চাহিদা অনেকাংশে পূর্ণ করতে পারে বলে মনে হয়।

তথ্য সূত্র

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ; ত্রয়োদশ খণ্ড; কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ ব.

(খ) তদেব।

ইয়াসলিক

পি-২৯১, সি আই টি স্কীম - ৬

কলকাতা-৭০০ ০৫৪/ফোন(০৩৩) ২৩৫২ ৯৬৫১

২২-তম জাতীয় সেমিনার

আগামী ২৬-২৯ ডিসেম্বর, ২০০৬ ফরিদাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটুট অফ ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট-এ ইয়াসলিকের ২২-তম জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারের মূল থীম হল—'ওপেন সোর্স মুভমেন্ট - এশিয়ান পারসপেক্টিভ (Open Source Movement – Asian Perspective)। ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬ এর মধ্যে প্রবন্ধ জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ছাত্রছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব ২০০৬

২৪ শে জুন, ২০০৬ (শনিবার)

বিকাল ৪ টায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন

।। সকলের সাদর আমন্ত্রণ রইল ।।

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

58, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অনুলয় বিভাগ এবং এর ব্যবহারকারী— একটি সমীক্ষা

অনুপম ঘোষ (সহকারী গ্রন্থাগারিক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান)

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং অনুলয় পরিষেবা—

ডঃ স্যামুয়েল জনসন বলেছিলেন, জ্ঞান দ্বিবিধ—এক, বিষয়কে জানা, দুই, বিষয় সংক্রান্ত তথ্য উৎসগুলি জানা (Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information on it)। বিশ্ববিদ্যালয়ের জিজ্ঞাসু ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকদের সামনে থাকে গ্রন্থাগারের এক বিপুল তথ্য সম্ভার। কিন্তু তার থেকে সঠিক সময়ে, সঠিক তথ্য সঠিক পাঠককে পেতে গেলে চাই উপযুক্ত ব্যক্তিগত নির্দেশনা। এটাই অনুলয় পরিসেবা বা রেফারেন্স সার্ভিস। ডঃ রঙ্গনাথনের কথায় জিজ্ঞাসু পাঠককে বিশদভাবে এবং সত্বরতার সংগে তার প্রয়োজনীয় তথ্যটি খোঁজার ব্যক্তিগত সেবা তৎপরতাই হল অনুলয় সেবা। সুতরাং একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অনুলয় বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অনুলয় বিভাগ—

কলকাতা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অনুলয় বিভাগের তুলনায় আয়তনে কিছুটা কম হলেও, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অনুলয় বিভাগটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত। প্রচলিত তথ্য উৎসগুলি ছাড়াও এখানে বর্ধমান (জেলা ও শহর বর্ধমান), কলকাতা এবং শ্রীঅরবিন্দের উপর তিনটি বিশেষ সংগ্রহ আছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। রেফারেন্স পরিসেবা প্রদানের জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক আছেন। প্রায় ৪০ জন পাঠক একসংগে পড়াশুনা করতে পারেন। প্রয়োজনমতো ফটোকপি পরিসেবা পাওয়া যায়। অদূর ভবিষ্যতে ইন্টারনেট পরিসেবা এবং কৈদ্যুতিন সূচীকরণ (OPAC) ব্যবস্থা আরম্ভ করা হবে।

অনুলয় বিভাগের তথ্য উৎসগুলির ব্যবহার ধরন—একটি সমীক্ষা—

একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক সমীক্ষার অনুলয় বিভাগের তথ্যউৎসগুলির ব্যবহার ধরন এবং ব্যবহারকারীদের মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করা হল—

মোট সাক্ষাৎকার — ২৮

এর মধ্যে,

ছাত্রছাত্রী—২১

শিক্ষক/গবেষক— ৭

সমীক্ষার সময় — জুন-সেপ্টেম্বর, ২০০৪

বিঃ দ্রঃ — গ্রন্থাগার কর্মীরাও অনুলয় বিভাগের ব্যবহারকারী, কিন্তু নিরপেক্ষতার স্বার্থে তাঁদের সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

ফলাফল—

২৮ জন ব্যবহারকারীর উপর সমীক্ষাটি করে যে সমস্ত তথ্যগুলি পাওয়া গেছে তার একটি সংখ্যাতত্ত্ব নীচে প্রকাশ করা হল :-

(a) ব্যবহার ধরন

নৈমিক	৫৫.৭১%
সপ্তাহে একাধিক বার	২৮.৫৭%
সপ্তাহে একবার	২৮.৫৭%
মাসে কয়েকবার	৩.৫৭%
কদাচিৎ	৩.৫৭%

(b) তথ্য উৎস গুলির ব্যবহার ধরন

অভিধান	৫০%
কোষগ্রন্থ	৭৮.৫৭%
গ্রন্থপঞ্জী	৪৬.৪২%
গেজেটিয়ার	৩২.১৪%
গাইড বুক	২১.৪২%
জীবনীগ্রন্থ	৩২.১৪%
বর্ষপঞ্জী	৫৩.৫৭%
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা	
সংক্রান্ত বই	৪৬.৪২%
ডাইরেক্টরী	৩২.১৪%
অন্যান্য	১৪.২৮%

(c) অনুলয় গ্রন্থাগারিক ও ব্যবহারকারী সম্পর্ক

একটি তথ্য অনুসন্ধানের জন্য (এক্ষেত্রে তথ্য উৎসটি নির্বাচনে

ব্যবহারকারী সহায়তা প্রার্থনা করেন)—৭১.৪২%
একটি নির্দিষ্ট তথ্য উৎসের অনুসন্ধানের জন্য (এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী ঐ তথ্য উৎসটি কোথায় আছে তা জানতে চান) —৫০%
অন্যান্য প্রয়োজনে—৭.১৪%

d) বিবিধ তথ্য—

(i) পাঠকদের অতিরিক্ত গ্রন্থচাহিদার মধ্যে সাহিত্য (ইংরেজী/বাংলা) এবং জনসংযোগ সংক্রান্ত বইগুলি উল্লেখযোগ্য।

(ii) অতিরিক্ত পরিসেবা হিসাবে পাঠকরা যেগুলি মূলত আশা করছেন তা হল বিভাগে ইন্টারনেট টার্মিনালের প্রবর্তন, রাত্রিকালীন গ্রন্থ লেনদেন (overnight issue), তথাউৎসগুলির বৈদ্যুতিন রূপগুলির সংগ্রহ বৃদ্ধি, বিভাগের সময়সীমা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(iii) বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অধিকাংশ ব্যবহারকারীই বৈদ্যুতিন তথ্যমাধ্যমগুলির সঙ্গে পরিচিত।

(iv) ইন্টারনেটকে গ্রন্থাগারের বিকল্প মানতে অধিকাংশ ব্যবহারকারীই রাজী নন।

e) ব্যবহারকারী সন্তুষ্টির পরিমাপ

মোট ব্যবহারকারী সন্তুষ্টিকে ১০০% ধরে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ব্যবহারকারীদের দ্বারা অনুলয় বিভাগের মূল্যায়নটি নিম্নরূপ—

সন্তুষ্টির পরিমাপ		ব্যবহারকারীদের সংখ্যা (শতাংশে)
৪০% এর নীচে	–	০
৪০% – ৫০%	–	১৭.৮
৫০% – ৬০%	–	৩৫.৭
৬০% – ৮০%	–	১৭.৮
৮০% এর উপর	–	২৮.৫

উপসংহার

আশা করা যায় এই সংক্ষিপ্ত এবং সরল সমীক্ষাটিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অনুলয় বিভাগটি সম্বন্ধে ধারণা পাঠকদের কাছে তুলে ধরা গেল। সমীক্ষাটি থেকে এটা স্পষ্ট যে বিভাগটি সংগ্রহ ও পরিসেবায় যথেষ্ট অগ্রণী। সমস্যা যদিও কিছু আছে কিন্তু গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, কর্মচারী এবং ব্যবহারকারীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরও উন্নত পরিসেবার আশা রাখাই যায়।

গ্রন্থপঞ্জী :

অসিতাভ দাশ, ঝরনা ব্যানার্জি, ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী। গ্রন্থ নির্বাচন ও রেফারেন্স সার্ভিস.—
কলিকাতা : বোনা, ২০০১

Kawatra, P.S.
Library user studies : a manual for librarians and information scientists – Bombay : Jaico Publishing, 1992.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য :

সাইজ : 'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঙ্কন : ৬" × ৭.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা : ডি.টি.পি.
মুদ্রণ : অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (1/8 পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (1/16 পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি : দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কলকাতায় গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন ১৯৬২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ কলেজ স্কোয়ার স্থিত স্টুডেন্টস হলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, এম পি বলেন, এই ধরনের কর্মী সম্মেলন আরও আগে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ তাঁদের দাবী সম্বন্ধে সচেতন থাকার ফলে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারই অবদান। সেজন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের এই পরিকল্পনা সমূহ প্রবর্তনের সময়েই কোনও পদমর্যাদা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল। দেরীতে হলেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সম্মেলন আহ্বান করে গ্রন্থাগারকর্মীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দুটি স্মারকলিপির মাধ্যমে যে সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করেছেন তার প্রতি ডঃ রায় অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এই প্রস্তাবের পশ্চাতে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও সক্রিয় সমর্থন না থাকলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

সরোজ গোপাল হাজরা সভায় সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত কর্মীদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মদন দাস এটি সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি সম্পর্কে আলোচনা করেন অপূর্ব চৌধুরী ও সৈয়দ সঈদুল্লা, এম এল সি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে প্রবীর রায়চৌধুরী উত্থাপিত প্রস্তাবটি সমর্থন করেন বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা করেন হরেকৃষ্ণ দত্ত ও গিরীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য।

রাণুকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক উত্থাপিত পশ্চিমবঙ্গের কলেজ কোড সম্পর্কে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রদ্যোৎ কুমার রায় ও বিমলেন্দু মজুমদার এই প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পরিচালিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের সম্পর্কে অরুণকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি অমিয় রায় সমর্থন করেন।

পলিটেকনিক ও ডে স্টুডেন্টস হোমের গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে বিজয়কুমার প্রধান যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেটি পথিক চক্রবর্তী কর্তৃক সমর্থিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে গণেশ ভট্টাচার্য আনীত প্রস্তাবটি সমর্থন করেন গোপালচন্দ্র পাল।

গ্রন্থাগারকর্মীদের অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সমিতি গঠনের জন্য ফণিভূষণ রায়ের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন বাণী বসু।

সভায় সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে, পশ্চিমবঙ্গের কলেজ কোড সম্পর্কে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে, পলিটেকনিক ও ডে স্টুডেন্টস হোমের গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে উত্থাপিত ৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপর এক প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি পরিচালনা সমিতি গঠিত হয়।

প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, এম এ এ, সভাপতি, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, মুখ্য গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবীরচন্দ্র বসু, গ্রন্থাগারিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সরোজ গোপাল হাজরা, জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর, ২৪ পরগণা, অনিল কুমার দত্ত, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার, মদন দাস - গড়বেতা পাবলিক লাইব্রেরী, রাণু কুমার দাশগুপ্ত, মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ, অনন্ত কুমার চক্রবর্তী, সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার, প্রবীর রায়চৌধুরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিজয়কুমার সেব,

জগবন্ধু ইনস্টিটিউট, কলিকাতা, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক, মেদিনীপুর, বিমলেন্দু মজুমদার সম্পাদক ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, প্রদ্যোতকুমার রায়, নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজ, গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, সম্পাদক, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ — সদস্য।

পরবর্তী অধিবেশনে এড ওয়ার্ড সিভনীর 'গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি'র ওপর রেকর্ড করা ভাষণ শোনানো হয়।

পরবর্তী অধিবেশনে কমলা মজুমদার 'সূচীকরণ ও বর্গীকরণ' এর উপর আলোচনার সূত্রপাত করেন। উপযুক্ত কর্মীর অভাবের সমস্যা সমাধান হিসেবে তিনি সংক্ষিপ্ত সূচীর কথা বলেন। এছাড়া কার্ডের পরিবর্তে sheaf catalogue এর সুবিধার কথা বলেন। বর্গীকরণ সম্বন্ধে তিনি সুবিধানুযায়ী Dewey scheme এর অদলবদলের পরামর্শ দেন। বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত সূচীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র লেখক ও আখ্যাকে যুক্ত করতে বলেন। প্রবীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্যরা গ্রন্থ প্রকাশের তারিখটিও এর সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেন। তাঁরা আরও বলেন D C Scheme এর পরিবর্তনের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত হলেও D C কমিটির নিয়মানুযায়ী এ ধরনের পরিবর্তন আইনসম্মত নয়।

'পাঠকদের পরিচালনা' বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ছাত্রাবস্থা থেকেই পাঠে নিয়মানুশীলন প্রয়োজন। একাগ্রতা ও নিষ্ঠা পাঠের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। নীরবে পাঠ গ্রন্থাগারের শান্ত পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু বাল্যকাল থেকে এ নিয়মের সঙ্গে অভ্যস্ত না থাকার জন্য গ্রন্থাগারে অনেক সময় অন্যান্য পাঠকের অসুবিধা হয়। আবার পাঠ্য তালিকার বাইরেও জ্ঞানের জগৎ ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে পাঠক মনকে পরিচিত করার চেষ্টাও গ্রন্থাগারিকের কাজ। নানান বিষয়ের ছবির বইএর মধ্যে দিয়ে সুকুমারমতিকে সহজে আকর্ষণ করা যায়।

মজঃফরপুর এম ডি ডি কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বসু বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের চাপ এত বেশি যে তারপর ছাত্রদের নিজ ইচ্ছানুযায়ী পড়বার সুযোগ খুব কমই থাকে। এছাড়া গ্রন্থাগারের সময় ও কলেজে ক্লাস চলাকালীন সময় এক। উপযুক্ত কর্মীর অভাব বা অর্থের প্রতিকূলতার জন্য অতিরিক্ত সময় গ্রন্থাগার খোলা রাখা সম্ভব হয় না। এই আলোচনায় প্রদ্যোতকুমার রায় ও টি এন বি সিংহ অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তী অধিবেশনে দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগারিক লক্ষিশ্বর চৌধুরী 'পুস্তক নির্বাচন' এর উপর তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারপর ঐ কলেজের অধ্যাপক শ্রী চন্দ্র পাঠাভ্যাস এর উপর একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তিনি বর্তমান পাঠকদের পাঠরুচি পরিবর্তনের উপর জোর দেন। আগে ক্লাসিক বা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্য বা রস ও বিষয় বৈচিত্র্য কিশোরমনকে আনন্দ দিত। কিন্তু আজকাল সাধারণ পাঠের অনুপাত বেড়ে গেলেও হালকা গল্প, কবিতাই বেশি সমাদর পায়। ক্লাসিকের প্রতি এই বিরূপতার প্রতি তিনি গ্রন্থাগারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর অপর বক্তব্য ছিল সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারিকদের স্থায়ী অবদান কি? এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মিঃ ফার্গুসন, ফণিভূষণ রায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত কুমার রায় প্রমুখ। ক্লাসিক পাঠের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও সময়ের অভাবের কথা বলা হয়। বিকল্পে চিত্র সম্বলিত সংক্ষিপ্ত ক্লাসিকের উল্লেখ করা হয়। তবে এটা অবশ্যই ঠিক যে মূল বইয়ের রস সংক্ষিপ্ত বইয়ে পাওয়া যায় না।

প্রদ্যোত কুমার রায় বলেন, বর্তমান পৃথিবী থেকে 'বিস্ময়' শব্দটি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। চাঁদের রহস্যও আজ আমাদের অবাক করে না। ইতিহাসের ধারানুসারে সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পাঠরুচির প্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকের সামাজিক অবদানের প্রশ্নে ফণিভূষণ রায় বলেন, গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থপঞ্জী অ্যাবস্ট্রাক্ট (সারসংক্ষেপ) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী অবদান মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে রেখে যাচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের নাম মুদ্রিত না থাকায় গ্রন্থাগারিকের অবদান অজানা থেকে যায়। পরবর্তী অধিবেশনের বিষয় ছিল 'বই সংরক্ষণ'। এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তৃতা করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী। তিনি বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের বই সংরক্ষণ বিভাগটি এ বিষয়ে দেশের সকল গ্রন্থাগারকে সাহায্য দিয়ে থাকেন। এরপর কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় বিষয়টির ওপর একটি প্রবন্ধ পড়েন। এছাড়া 'গ্রন্থাগারিকতা ও শিশু গ্রন্থাগার' এর উপর মিঃ এন আর ম্যাকলালিন ও মিস চেম্বার্সের রেকর্ড করা ভাষণ শোনান হয়।

পরবর্তী অধিবেশনের বিষয় ছিল 'কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়নে গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা'। আলোচনার সূত্রপাত করেন বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর রায়চৌধুরী। তাঁরা বলেন, গ্রন্থাগার পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি। গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করাও পরিষদের অন্যতম আদর্শ। উপযুক্ত কর্মী ব্যতীত পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে

চলতে পারে না। কলেজ গ্রন্থাগারের কতকগুলি বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতিতে পৃথক সংগঠন পরিচালনা করা খুবই কঠিন। বৃটেনে এরূপ পৃথক সংগঠন না থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যার সমাধান ভালোভাবেই হচ্ছে। প্রদ্যোত রায়চৌধুরী কলেজ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এর পর ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যবিবরণ ও পরিচয় দেন তাঁদের মুখপাত্রগণ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রমীলচন্দ্র বসু ইউ জি সি ও পে কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে সুপারিশগুলির এক বিবরণ দেন।

পরবর্তী অধিবেশনে প্রমীল চন্দ্র বসুর 'কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা ও পদমর্যাদা'র ওপর তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ইতিহাস বর্ণনা করে তিনি বর্তমান শিক্ষণে ব্যবস্থার বিবরণ দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রিফ্রেসার্স কোর্সের কথাও বলেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারবৃত্তি যোগ্য পদমর্যাদা লাভে বঞ্চিত। ইউ জি সি পরিকল্পনায় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা লেকচারারদের সমতুল্য বলে যে সুপারিশ করেন তার প্রয়োগ হয়েছে খুব কমই। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রদ্যোত কুমার রায়, টি এন বি সিংহ। তাঁরা বলেন ইউ জি সি পরিকল্পনার সঙ্গে পে কমিটির সিদ্ধান্তের অমিল দেখা যায়। সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকের ন্যূনতম যোগ্যতার প্রশ্নটি এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীর স্বার্থও যথোচিত বিবেচনার প্রতি তাঁরা গুরুত্ব দেন।

পরবর্তী অধিবেশনে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। প্রস্তাব গ্রহণের পর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে প্রমীলচন্দ্র বসু ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দীর্ঘায় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনের একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। এই সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলি এবং উত্থাপিত সমস্যাগুলির অধিকাংশেই আজও প্রাসঙ্গিক। ঐ সম্মেলনের পূর্বে এবং পরেও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বহু সম্মেলন হয়েছে কিন্তু এই সম্মেলনের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ গঠনমূলক। দ্বিতীয় সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলের রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি অবশ্য প্রবন্ধে ছিল না। প্রথম সম্মেলনে কোন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ছিলেন তাঁদের বক্তব্য এবং সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়গুলি এই প্রবন্ধে নেই কেননা এই প্রবন্ধে দ্বিতীয় সম্মেলনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথম সম্মেলনেও নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

পরিষদের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯৬৩

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ৬৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ২৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রমীলচন্দ্র বসু। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ৮৯ জন।

সভার প্রথমেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ তিনকড়ি দত্তের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পরিষদের পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালের জন্য শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও কর্মসচিব নির্বাচিত হন।

এর আগে ঐ স্থানেই একটি বিশেষ সাধারণ সভায় পং বঙ্গের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশনের নূতন নিয়মানুযায়ী পরিষদের বর্তমান সংবিধানটির অংশ বিশেষ পরিবর্তন করা হয় এবং পরিষদের চাঁদা বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরিষদের অফিসকর্মী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনাবসান

১৫ নভেম্বর ১৯৬৩ পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘকাল পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৩৩, হজুরীমল লেনে যে বাড়িতে পরিষদ নিজস্ব ভবন নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থিত ছিল তা এই বৈদ্যনাথবাবুর বাড়ি ছিল।

২৩ নভেম্বর ১৯৬৩ পরিষদে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রমীলচন্দ্র বসু। ঐ সভায় বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য কয়েকজন বক্তৃতা করেন। একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ

পশ্চিমবঙ্গে ছোট উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চতর বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কীভাবে চলছে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে তা পরিচালন করা যায় কিনা, ছাত্রছাত্রীরা তা যথাযথভাবে ব্যবহার করে কিনা, এবং না করলে তার বাধা কি, কোন ধরনের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার রাখা উচিত ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি, কর্মসচিব ও আহ্বায়ক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান। এর উত্তর এলে তা প্রকাশ করা হবে।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থাগার সংবাদ

দি বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী এন্ড ইয়ং মেনস্ ইনষ্টিটিউট

২, বয়েজ ওন লাইব্রেরী রো, কলকাতা : ৭০০ ০০৬

পাঠাগারের ৯৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত

১লা মে ২০০৬ পাঠাগারের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে 'দি বয়েজ ওন লাইব্রেরি এন্ড ইয়ং মেনস্ ইনষ্টিটিউটের ৯৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস এক কর্মাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। পাঠাগারের অন্যতম প্রবীণ আজীবন সদস্য শ্রী রবীন্দ্র নাথ ভড় সভাপতিত্ব করেন। পাঠাগারের কার্যকরী সভাপতি শ্রী তারক নাথ দে ও অন্যতম কার্যনির্বাহক সদস্য শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রী তাপস কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন "বিগত ৯৮ বছর ধরে মহানগরীতে সুস্থ ইতিবাচক ও সজীব সংস্কৃতির বিকাশে এই গ্রন্থাগার দায়বদ্ধ। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সেবার ত্রৈমাত্রিক আদর্শকে পাথেয় করে, বহু প্রতিকূলতার মাঝেও এই সংগঠনের চলার পথ কখনও অবরুদ্ধ হয়নি।" তিনি পাঠাগারের বিভিন্ন কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভড় গ্রন্থাগার আন্দোলনে পাঠাগারের সদর্থক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও শ্রী তারকনাথ দে ও শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র পাঠাগারের বহুমুখী কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। এরপর, পাঠাগারের কিশোর কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। সভাশেষে, শ্রীনাথ বসুর সুদক্ষ পরিচালনায় 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' শ্রুতি নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মহানগরীর অতি বিশিষ্ট এই সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থিত বই পত্রের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকী ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকার অঢেল ভাণ্ডার। কেবলমাত্র বইপত্রের আদানপ্রদানে এই গ্রন্থাগার কখনো সীমাবদ্ধ থাকেনি। পাঠাগারের কেন্দ্রীয় ভবনে স্থাপিত প্রেক্ষাগৃহ আজ শহরের অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এছাড়া, নিঃশুল্ক পাঠাপুস্তক বিভাগ, বিশেষ রবীন্দ্র সাহিত্য বিভাগ, ঠ্রি রিডিং রুম পরিসেবা ও শিশু বিভাগের নানান কর্মসূচীতে এই পাঠাগার আজ মহানগরীর জনমানসে বিস্তৃত।

প্রতিবেদক — শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী

রিষড়া - হুগলী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ মঙ্গলবার মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর সভাকক্ষে পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সহযোগিতায় ছিল শ্রীরামপুর মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শতাধিক ছাত্র এবং অভিভাবক, অভিভাবিকাবৃন্দের কাছে মাতৃভাষা দিবসে আমাদের বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়াসী হতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, নিজের মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ না থাকলে অন্য ভাষাতেও দক্ষতা লাভ করা অসম্ভবের নামান্তর।

সরকারি নির্দেশানুযায়ী মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় উত্তরপাড়া রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র অমিতাভ মিত্র, দ্বিতীয় বাণীভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রী পারমিতা অধিকারী এবং তৃতীয় উত্তরপাড়া উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী অর্পিতা সেন যথাক্রমে পাঁচশত, তিনশত ও দুইশত টাকা নগদ পুরস্কার লাভ করে।

গ্রন্থাগারের সদস্য তথা অভিভাবিকাবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী অশোককুমার রায়

গ্রন্থাগার সামগ্রীর সূচীকরণ ও বর্গীকরণ — কর্মশালা
(Workshop on Information Retrieval; 6-8, 10th March, 2006)
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৩২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সূচীকরণ, বর্গীকরণ ও বিষয় শিরোনাম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সারণী (Decision Table) তৈরী করার উদ্দেশ্যে গত ৬ থেকে ৮ ও ১০ই মার্চ, ২০০৬ ৪ দিনের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যা বিভাগের ডিন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী। সূচীকরণ ও বর্গীকরণ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সৃষ্ঠু, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য এবং বাস্তবোচিত সমাধান করেন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। কর্মশালাটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী বিনোদবিহারী দাস।

কর্মশালায় যে যে বিষয়গুলি আলোচনা করা হয় সেগুলি হল মার্ক-২১ ফিল্ড স্ট্রাকচার ও ডাটা ইনপুট পদ্ধতি, ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থের সূচীকরণ সমস্যাদির জন্য বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচীকরণ ও বর্গীকরণ, ইউনিভার্সাল ডেসিম্যাল বর্গীকরণ স্কীমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও এই গ্রন্থাগারের বর্গীকরণ সমস্যাবলীর সমাধান এবং সবশেষে সূচীকরণ বিভাগের অবশ্য প্রয়োজনীয় রেফারেন্স গ্রন্থাদি (Essential Tools for Cataloging Dept.)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাস, বিভাগীয় গ্রন্থাগার, সল্টলেক ২য় ক্যাম্পাস, জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগারিক, সহগ্রন্থাগারিক ও ছাত্রছাত্রী, ট্রেনি প্রোজেক্ট কর্মী সহ ৫৫ জন কর্মশালাটিতে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারের সূচীকরণ ও বর্গীকরণ সংক্রান্ত শতাধিক সমস্যাবলীর সমাধান করা হয়।

পরিশেষে মুখ্য-গ্রন্থাগারিক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন ভবিষ্যতে এই রকম কর্মশালা আরো বেশী বেশী করে হবে এবং অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় সূচীকরণ সিদ্ধান্ত তালিকা প্রনয়ন করা হবে এবং এখন থেকে ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি মেনে ও ব্যবহারকারীদের প্রতি দৃষ্টি রেখে সূচীকরণ করতে হবে। কর্মশালাটি TEQUIP Staff Trainung Programme ও তাদের অর্থানুকূল্যে সংগঠিত হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী শুভেন্দু ঘোষাল

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী
রিষড়া - হুগলী
অভিজ্ঞানস্মারক ছড়া উৎসব

গত ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ রবিবার মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর উদ্যোগে একাদশ বার্ষিক অভিজ্ঞান স্মারক ছড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সহ-আয়োজক হিসাবে ছিল অভিজ্ঞান পত্রিকা এবং কিশোর বাংলা পত্রিকা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৭০ জন ছড়াকার এই উৎসবে যোগ দেন এবং ছড়া পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছড়াকার সরল দে, অজিত সিংহ রায়, ডঃ রেণুপদ ঘোষ, ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগারের কিশোর সদস্য ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়া লেখার উৎসাহ জাগাতে 'ছড়া লিখন প্রতিযোগিতা' করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন শ্রেণির মোট সতের জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ছড়ার প্রথম লাইন দেওয়া ছিল "মৌরীগ্রামে গৌরিবাবু মউরি মুখে দিয়ে"। মোট আট পদে ছড়া লেখা হবে।

২০০৬ সালে স্বামী প্রেমঘনানন্দ স্মারক সম্বর্ধনা দেওয়া হয় বিখ্যাত ছড়াকার ও শিশু সাহিত্যিক শ্রীসুনীতি মুখোপাধ্যায়কে।

ছড়া লিখন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ছড়া লেখার প্রবণতা জাগাতে এবং ছড়া লেখার ব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনা করেন অতিথি ছড়াকারবৃন্দ।

গ্রন্থাগার সম্পাদক স্বামী সোমানন্দ মহারাজ বলেন এগারো বছর সময় ধরে প্রতি বছরে যে ছড়া উৎসব সংগঠিত করা হয়েছে তা এলাকায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। আগামী দিনে কিশোরদের মধ্যে যাতে এই ছড়া উৎসব আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তার উদ্যোগ নিতে হবে।

সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অশোককুমার রায়, দেবেন বিশ্বাস ও অসিত দত্ত।

প্রতিবেদক — শ্রী অশোককুমার রায়

বিংশতিতম পুরুলিয়া জেলা বইমেলা - ২০০৬

প: ব: সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তর ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, পুরুলিয়া-এর পরিচালনায়, প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মত এ বছরও গত ৮-১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ বিংশতিতম পুরুলিয়া জেলা বইমেলা স্থানীয় এম.এস.এ ময়দানে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়া পৌরসভা প্রাঙ্গন থেকে "বই পড়ুন বই পড়ান, বই উপহার দিন", "গ্রন্থাগারে আসুন" ধ্বনি দিতে দিতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, গ্রন্থাগারকর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ মিছিল সহযোগে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বইমেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়। তারপর শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বইমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদ ডঃ পবিত্র সরকার। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মিঠু সিং সর্দ্দার। বইমেলার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন প: ব: আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের রাজ্য সভাপতি শ্রী নকুল মাহাতো ও বইমেলা কমিটির সভাপতি শ্রী মুকুলকান্তি সরকার, কমিটির সম্পাদক তথা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অনির্বান ভবানী, বিধায়ক সাবিত্রীপ্যারী মাহাতো, বিধায়ক শ্রী নিশিকান্ত মাহাতো, পৌরপ্রধান শ্রী বিনায়ক ভট্টাচার্য, সমিতির সম্পাদক শ্রী সতীশ মাহাতো, ডঃ শান্তি সিংহ, অধ্যাপক সুবোধ বসু রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বই মেলার প্রাঙ্গনে কলকাতার নামী-দামী প্রকাশক ও স্থানীয় প্রকাশক ৯৭টি বইয়ের স্টল নিয়েছিল। প্রবেশমূল্য ধার্য্য হয়েছিল ১ টাকা। বিভিন্ন দিনে মেলা প্রাঙ্গনে ২১৩০০ জন বইপ্রেমী উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের, গ্রন্থাগারকর্মীদের কোন প্রবেশমূল্য নেওয়া হয় নি। বইমেলা চলাকালীন প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মেলা প্রাঙ্গনে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছিল পুষ্প প্রদর্শনী। পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দু-দিন ব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এব্যাপারে জেলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়াও জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কবিতা পাঠ, সাহিত্য সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন সাংসদ বীর সিং মাহাতো। বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রী বিলাসী বালা সহিস, বিধায়ক নিখিল মুখার্জী, সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। আবৃত্তি, বসে আঁকো, যেমন খুশি সাজো, প্রবন্ধ, ক্যুইজ, তাৎক্ষনিক বক্তৃতা, লোকগীতি, বিতর্ক, সৃজনশীল নৃত্য, হাতের লেখা, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বসে আঁকো প্রভৃতি প্রতিযোগিতা গুলিতে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রতিবেদক — শ্রী মৃনালকান্তি মন্ডল

থুবা ব্যায়াম সমিতি লাইব্রেরী

শিশু ভবন উদ্বোধন

গত ২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৫ থুবা ব্যায়াম সমিতি লাইব্রেরীর নবনির্মিত শিশু ভবনের উদ্বোধন হয়। ঐ অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান শ্রী শঙ্কর রায়চৌধুরী। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন উঃ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা গুপ্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন ARRILF-এর উপ-অধিকর্তা শ্রী তরুণ কুমার ভদ্র, বিধায়ক ও পৌরপ্রধান, বসিরহাট শ্রী নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরপ্রধান, টাকি পৌরসভা। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাস

সদস্যদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলুটোলা স্ট্রীট পোস্ট অফিস ও কলকাতা জিপিও থেকে পাঠানো হয়। ঠিকানায় পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কাজের সুবিধা হয় বলে জানা গেছে। পরিষদের অফিসে সদস্যদের পিন কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়া না থাকলে তা জানান। চাঁদা বাকী থাকলে গ্রন্থাগার পাঠানো হয় না। সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম স্থানীয় পোস্ট অফিসে জানান — পরে প্রয়োজন হলে Post Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Avenue, Kol - 700 012-র নিকট জানিয়ে আমাদের জানান।

— কর্মসচিব।

পরিষদ সংবাদ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও RRA! F-এর আর্থিক সহযোগিতায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং পরিষদের জেলা শাখার সহযোগিতায় গত ৭-১-১৯০৬ থেকে ১৩-১-১৯০৬ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন শ্রী তারাশঙ্কর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা ও শ্রী প্রবীর দে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ পীযূষকান্তি জানা, সভাপতি, পঃ মেদিনীপুর জেলা শাখা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী দিলীপ রায়, সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ জেলা শাখা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ২৯ জন গ্রন্থাগারিক এই কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক রূপে ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, শ্রী প্রবীর দে, শ্রী উদয়ন ভট্টাচার্য, শ্রী অসিতাভ পাল, শ্রী পুলক কর, শ্রী দেবব্রত মান্না, শ্রী গৌতম মাইতি, শ্রী অমিতাভ [illegible] শ্রী শঙ্কর মিশ্র ও শ্রী পীযূষ কান্তি জানা।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত অর্থের সুদ বাবদ বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। **আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৬ঃ** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

২। **আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৬ঃ** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন। গ্রন্থাগার পত্রিকায় ৫২ বর্ষ, সংখ্যা ২ (বৈশাখ, ১৪০৯)-তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

— কর্মসচিব।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের কম্প্যুটার শিক্ষণ কেন্দ্রে কম্প্যুটার অনুশীলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। কম্প্যুটার শিক্ষণপ্রাপ্তরা নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুশীলন করতে পারবেন। বিষয় এবং অনুশীলনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় দেয় অর্থ নীচে দেওয়া হল। অনুশীলনের সময় ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা পাওয়া যাবে।

	বিষয়	অনুশীলনের জন্য ঘন্টা প্রতি দেয় অর্থ
1.	CDS / ISIS	১৫ টাকা
2.	WINISIS	১৫ টাকা
3.	Internet Surfing	২০ টাকা

— কর্মসচিব

চিঠিপত্র বিভাগ

সম্পাদক
"গ্রন্থাগার"
মহাশয়,

পার্থপ্রতিম রায়-এর "বিশ্বভারতী ও জনগ্রন্থাগার পরিষেবা— একটি সমীক্ষা" (গ্রন্থাগার পৌষ ১৪১২) প্রবন্ধটি গ্রামবাংলার গ্রন্থাগার ইতিহাসের পাতায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ যে "চলন্তিকা" নামে একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার-এর প্রবর্তন করেছিলেন এ কথা অনেকেরই অজানা। পার্থপ্রতিম এই প্রসঙ্গে রঙ্গনাথনের তৎকালীন মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় গরুর গাড়ী করে গ্রামে গ্রামে বই পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। রঙ্গনাথন রবীন্দ্রনাথ রচিত "লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য" রচনাটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন (গ্রন্থাগার চৈত্র ১৪০৭, পৃঃ ৬১-৬৬), কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব গ্রন্থাগার পরিষেবার কথা হয়তো জানতেননা। রঙ্গনাথন তনয় আর যোগেশ্বর তাঁর পিতার জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন :

MALA [Madras Library Association] had put up a stall at the Park Fair Exhibition of December 1930 at Madras. One exhibit was the idea of a travelling library to serve villages. Under Ranganathan's guidance, an artist had painted a picture of a bullock cart loaded with books and magazines. The general public had probably gone past this painting with little interest. But one visitor had made this exhibit worthwhite. It was a sub-engineer in government service one Kanakasabhai Pillai. It was not the potential of a travelling library to educate rural masses that had attracted his attention. The engineer in him had found the design of the cart very amateur. He had made a remark in the air : "Who is the fool who had designed the contraption?" Ranganathan had the modesty to present himself as the fool. Pillai explained to him that a single bullock could not be expected to pull such a load through the muddy paths between villages. The meeting ended up with a very positive and important outcome. Pillai offered not only to design an appropriate cart with two bullocks, but also to finance a vehicle to serve the region around his home-town of Mannargudi, about 40km south-east of Tanjore (**S R Ranganathan - Pragmatic Philosopher of Information Science - A personal Biography**. Mumbai, Bharatiya Vidya Bhavan, 2001. p. 63) এই বইয়ের ৬৪ পৃষ্ঠায় এই চিত্রটি মুদ্রিত হয়েছে। পিল্লাই-এর নির্মিত গরুর গাড়ীটির আলোকচিত্র এই বইয়েরই পিছনের মলাটে দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তীকালে রঙ্গনাথন এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার-এর নাম দিয়েছিলেন "Librachine" অর্থাৎ "Mobile Library", যদিও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম "চলন্তিকা"-র মত কাব্যিক নয়! Librachine শব্দটি কিন্তু কোন ইংরেজী অভিধানে নেই। আমার মনে হয় Librachine শব্দটি Library এবং Machine এই দুটি শব্দের দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত (= Libra + Chine)। **Fowler's Modern English Usage** অনুসারে এই ধরনের সমন্বয় কে blend অথবা portomanteau word বলা হয়। Librachine সম্বন্ধে রঙ্গনাথন-এর প্রথম রচনা হ'ল তাঁর **Library Manual**, Ed.2 (Bombay, Asia Publishing House, 1960) গ্রন্থের "Librachine" শীর্ষক পরিচ্ছেদটি (পৃঃ 241-262)। ১৯৬৪ সালে রঙ্গনাথন-এর উদ্যোগে Indian Standards Institution (এখন যার নাম Bureau of Indian Standards) একটি standard প্রণীত হয়েছিল— IS : 2661-1964 : [Specification for Librachine (Mobile Library)] রঙ্গনাথন তখন Indian Standards Institution-এর Library Building, Fitting and Furniture Sectional Committee-র সভাপতি ছিলেন। এই standard অনুযায়ী Librachine-এর সংজ্ঞা হল : "A vehicle fitted as an open access travelling library drawn by mechanical or other means" এই standard-টির মুখবন্ধে বলা হয়েছে :

Library service is needed by people all over the country. Especially, the public in widely scattered rural areas and children attending village schools seldom get opportunities to take the advantage of library service, as in these areas either there are no libraries or if at all any available, it is generally ill-equipped. It is considered that all such areas can be satisfactorily served by a mobile library which can bring fresh stock of current books for the reading population periodically. By means mobile libraries, existing facilities for library service can be extended to cover wider area. ...This standard is intended to provide necessary guidance in regard to the requirements of such a mobile library which may be either animal-driven or power-driven. The requirements specified in this standard relate to trailer, without reference to the motive power (page 2).

এই একবিংশ শতাব্দীতে-প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে- "চলন্তিকা" অথবা "Librachine"-এর সঠিক মূল্যায়ন করা হয়তো সম্ভব হবেনা, এমনকি হাস্যকর মনে হতে পারে। তবে কালের নিরিখে বিচার করলে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ইতিহাসে এই পরিকল্পনা অত্যন্ত অভিনব। দেশের গ্রামান্তে অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসারণে এখনো এই উদ্যোগ-এর যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয়। আমাদের দেশে ছোট আকাশযানের পাশাপাশি এখনও কিন্তু গ্রামীণ যান পরিবহন ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ।

ধন্যবাদান্তে

ইতি
অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

GRANTHAGAR

Vol 56 No. 1 Editor : Dr Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor Nirmalya Roy April, 2006

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : New Year's Day of Granthagar

Reference is made to the efforts of the organ of the Association, to continue its regular publications on its 55th anniversary occasion. Although financial strains impede its growth, yet it has been successfully trying to move forward to the great advantage of the Association and its professionals by bringing out news, views and seminal contributions in library and information science. P.3

Debabrata Ghosh. Cover design and illustration of Bengali books. (Full text of the lecture delivered by the Art Director of Aajkaal, a Bengali daily on the occasion of Sushil Ghosh Memorial Lecture)

Reference in made to the growth and development of illustration not only of old but also new books published in Bengali. Reference is made to the contribution of such eminent illustrators as Saila Chakraborti, Pratul Banerjee, Satyajit Ray, O C Ganguly, Raghunath Goswami, Purnenda Patrea etc. P.4

Gatikrishna Batabyal. Digital Libraries : New horizon in Information Service.

This is the concluding portion of the serialised article dealing with copyright, preservation and indexing of information etc. P.8

Obituary

Sri Alok Kumar Datta, Librarian of Birnagar Ula Rural Library, passed away on 4 Februany, 2006. He was an ex-President of the district branch of the Association. P.10

Association News P.10

1. **Annual General Meetings.**

a. District Branch, Hooghly held on 11 December ' 05.

b. District Branch, Bankura held on 11 March '06.

2. **International Vernacular Day**

a. Observed by Hooghly District Branch on 25.02.06.

b. Observed by Howrah District Branch on 28.02.06.

3. **Library Day Observed**

a. Bharati Bhaban Library, Maldah, on 21.12.05.

b. Barada Banisri Library, Purulia on 5.02.06.

4. **Cultural Function**

Purulia District Branch held on 18.02.06

5. **Netaji Birthday and Farewell to ex-employees**

Maldah District Branch held on 23.01.06.

Library News P.14

1. **Farewell to ex-employees.**

a. West Bengal Lib. Empl. Assoc. Howrah Br. on 28.02.06

b. Banisri Pathagar, Bankura Branch on 31.01.06.

c. Roll Jajabar Sangha Rural Library on 31.12.05

2. **Text Book Library.**

a. At Kamalapur Sangha Town Library with effect from 22.02.06

3. **International Vernacular Day Observed**

a. Mahesh Public Library, Hooghly on 21.02.06

b. Lakshmikanta Memorial Rural Library, Burdwan on 21.02.06

c. Monoharpur Public Library, Hooghly on 21.02.06

d. Railpark Public Library, Hooghly on 21.02.06

e. Sabuj Sangha Public Library on 21.02.06

f. Ukhra Palli Unnayan Library on 21.02.06

g. Memari Milan Sangha Town Library on 21.02.06

4. **Inanguration of new building**

a. Choupukuria Pragati Pathagar, Darjeeling on 15.02.06.

b. Sanskriti Rural Library, Chakpota on 24.02.06.

c. Rebatiraman Seva Sangha Town Library, Malhabhanga on 24.02.06.

5. **Book Fairs held**

a. Burdwan/Memari on 17-23.01.06.

b. North Dinajpur on 8.02.06.

c. Coochbehar on 10-17.01.06.

6. **Golden Jubilee/Silver Jubilee function.**

a. Nagari Banimandir Public Library on 20.12.06.

7. **W B Library Employees. Assoc, Annual Gen Meeting on 11.01.06.**

8. **Netaji Library, Patrasayer, Bankura–Netaji Birthday : on 23rd Jan'06.**

9. **Palli Bharati : Cultural & S C Meeting : 12.02.06.**

10. **Library Science Dept., Burdwan University, Reunion on 11.02.06**

11. **Annual Gen. Meetings.**

a. W B Lib. Empl. Assoc., Burdwan, Sadar on 5.03.06

b. W B Lib. Empl. Assoc, Burdwan District Br. on 11.03.06

Bengal Library Association. A few words from the past. P. 26

Meeting with Rabindra Nath Tagore was held (4.01.1936).

Annual Index P.27

(Vol. 55, Nos.1-12)

GRANTHAGAR

Vol. 56 No 2 Editor : Dr Shyamal RoyChoudhury Asso Editor Nirmalya Roy May. 2006

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : Library Services : Training of Librarians and Library professionals

Traces the history of training of Librarians and library professionals, starting from the introduction of certificate in Library Science Course by the Bengal Library Association Since 1937 and other academic bodies. Emphasizes on the point that due to changed scenario with the emergence of Information Society, introduction of computer, IT in the dissemination and effective library and information service to users, the need for updated syllabi and training method have assured special importance. In this connection reference is made to the efforts of Dr. S R Ranganathan for the use of computers since 1970 and follow-up action by DRTC and other Universities. P. 43

(Dr.) Sibani Roy and Biswajit Modak. In search of Sanskrit and Bengali Manuscripts.

Discusses the role and importance of manuscripts in the study and research in history. This article mainly concentrates on the historical development of Sanskrit and Bengali manuscripts since 1768. In this connection refers to the different complex works involved in making manuscripts available to intending users including acquisition, notice and report, cataloguing etc. Rerers to the need for preparation of directories and networking for the convenience of users. P.44

Anupam Ghosh. Users of the Reference Department of Central Library of Burdwan University : A survey.

The survey is made on interviews with 28 readers and the positive results are indicated. P. 49

Nirmalendu Mukhopadhay. Library Movement in Bengal and the history of the Bengal Library Association.

In this serialised article, reference is made to a conference of library professionals working in different types of libraries in 1962 and the need for improving the pay and status of them so that they can render effective users' service. Prof N R Ray, eminent indologist and MP. inaugurated the conference. P. 51

Library News P. 54

1. **Anniversary Celebrations.**

a. Boys' own Library, Kolkala : 1.05.06.

b. Ramakrishna Library, Mahesh, Hooghly on 12.02.06

2. **International Vernacular Day observed.**

a. Ramakrishna Library, Mahesh, Hooghly on 21.02.06

3. **Workshop on Information Retrieval**

Jadavpur University Central Library : 6-10th March. 06.

4. **Book Fair held**

a. Purulia District Book Fair : 8-14.02.06.

Association News P. 57

Notice

1. The Secretary of the Association inviles concerned libraries to participate in the following competition for award :

a. Model Childrens', Youth Library

b. Model School Library.

2. 70th Annual General Meeting (2004-2005) of Bengal Library Association to be held on 28.05.2005 at Association Building at 1 Pm. P. 43

3. Students' Reunion of Cert. Lib. Sc. to be held on 20.6.2006 at Association Building at 4 pm.

English Abstracts

(Vol. 56 Nos. 1 and 2) P. 59

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে নেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, যোগাযোগ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য এককালীন টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol 56 No 2 Editor Dr Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor Nirmalya Roy May, 2006

CONTENTS

	Page
Library Services : Training of Librarians and Library Professionals (***Editorial***)	43
Dr. Sibani Roy and Biswajit Modak In search of Sanskrit and Bengali manuscripts	44
Anupam Ghosh Users of the Reference Department of Central Library of Burdwan University : A Survey	49
Nirmalendu Mukhopadhyay Library movement in Bengal and the history of the Bengal Library Association	51
Library News	54
Association News	57
ENGLISH ABSTRACTS (VOL 56, No. 1 and VOL NO. 2)	59

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association, Published from **P-134** C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. **Phone : 2284-8265.**
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor :* **Nirmalya Roy**

Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৬ সম্পাদক ঃ ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মাল্য রায় আশ্বিন, ১৪১৩

সূচীপত্র

13/02/07

	পৃষ্ঠা
জনগ্রন্থাগার সম্পদ ও তথ্য পরিসেবা (সম্পাদকীয়)	১৩৫
পার্থ প্রতিম রায়	১৩৬
জেলাস্তরে তথ্য সঞ্চারে জনতথ্য বিপনন কেন্দ্রের ভূমিকা	
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৪১
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	
পরিষদ সংবাদ	১৪৫
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৫১
শোক সংবাদ	১৫৪
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 56, No. 4 & Vol. 56, No. 5)	১৫৫, ১৫৭

C.R. AVENUE 27 DEC 2006 DELY

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  গ্রন্থাগার সংগঠন ও গ্রন্থাগার, ১৯৮১
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- বনফুল সাহা সম্পাদিত
  গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার, ১৯৮৬
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থ বর্গীকরণ, ২য় খণ্ড, ১৯৯৭
  মূল্য : ৩২.০০ টাকা
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ
  ইংরেজী-বাংলা, ১৯৮৮
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকা
  ১৮০০-১৯১৪, ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকা
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৫০, ১৯৯৯

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume: 1998. Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৭৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ
• সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ১৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীলচন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
• দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০
•(পরিবেশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৬ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় আশ্বিন, ১৪১৩

সম্পাদকীয়

জনগ্রন্থাগার সম্পদ ও তথ্য পরিসেবা

জনগ্রন্থাগারকে তথ্য ও জ্ঞান ভান্ডারের স্থানীয় প্রবেশদ্বার বলা হয়। আজীবন শিক্ষালাভে, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে, ব্যক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে তথ্য পরিসেবার মাধ্যমে জনগ্রন্থাগার সাহায্য করে। তাই নতুন মাধ্যম ও নতুন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের সুযোগ সম্বন্ধে অবহিত থাকা জনগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের আবশ্যিক প্রয়োজন। যে কোন মাধ্যমের সব তথ্যই যেন জনগ্রন্থাগারে দ্রুত ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় তা দেখতে হবে।

জনগ্রন্থাগারে যে সব শ্রেণীর উপকরণগুলি থাকা উচিত সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উপন্যাস; বিভিন্ন আকর গ্রন্থ; সাময়িক পত্রপত্রিকা; স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় তথ্য সম্বলিত পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ; সমাজ সম্পর্কিত তথ্য; সরকারী তথ্য; স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কিত ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে প্রস্তুত করা তথ্য; ব্যবসায়িক তথ্য; স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য; জীবনজীবিকা সম্পর্কিত তথ্য; বিভিন্ন ভাষায় রচিত সম্পদ; কম্প্যুটারে উল্লিখিত তথ্য প্রভৃতি। যে সব মাধ্যমগুলি জনগ্রন্থাগারে থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল মুদ্রিত গ্রন্থ, পুস্তিকা, দৈনিক ও সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের পেপার কাটিং, পোস্টার, ডিজিটাল তথ্য, অনলাইন ডাটাবেস, সিডি রোম ডাটাবেস, সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, টেপরেকর্ড, সিডি, ডিভিডি, ভিডিও ক্যাসেট, অডিও বই, ই-বই, ব্রেইল -এর উপকরণ প্রভৃতি।

জনগ্রন্থাগারে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য পরিসেবা পরস্পরের পরিপূরক। তবে কেবলমাত্র সম্পদ বা তথ্য সংগ্রহ করাই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য নয়। সমাজে তথ্যের চাহিদা পূরণ করায় গ্রন্থাগার সম্পদের প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই গ্রন্থাগার সংগ্রহের আকার বা আয়তনের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগারে সম্পদ বা তথ্য সংগ্রহের কতকগুলি মাপকাঠি আছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি হল সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের তথ্যের চাহিদা পূরণ করার সক্ষমতা, সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ যাতে গ্রন্থাগারে তথ্য পরিসেবা পান সেজন্য সব মাধ্যমের সম্পদ রাখার প্রয়োজনীয়তা, নতুন আখ্যা, নতুন গ্রন্থ, নতুন সাম্প্রতিক তথ্য গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচনা, গ্রন্থাগারের বাইরের তথ্য ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া, পুরোনো এবং বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য এরূপ গ্রন্থ বা অমুদ্রিত তথ্য সম্পদ ও বিভিন্ন তথ্য উৎস বর্জন করা প্রভৃতি। যেকোন ধরনের জনগ্রন্থাগারেই সব মাধ্যমের উপকরণ রাখা প্রয়োজন। সব রকমের মাধ্যমের জন্যই তথ্য ও বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ ও তথ্যগুলি সংরক্ষণ করতে হবে। উপকরণগুলির অবস্থা ভাল হওয়া এবং আধুনিক তথ্য সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংগৃহীত তথ্যগুলি নতুন, সাম্প্রতিক ও উচ্চমানের হলে সেগুলি বেশী ব্যবহৃত হবে।

মুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহের পরিপূরক হল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রাখা উপকরণ। জনগ্রন্থাগারে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রাখা তথ্য রাখা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে একদিকে যেমন নতুন উপকরণ যুক্ত হবে তেমনি পুরোনো অব্যবহারযোগ্য উপকরণ বাতিল করতে হবে। তবেই সমাজের কাছে সংগ্রহের উপযোগীতা থাকবে এবং তথ্য পরিসেবার গ্রহণযোগ্য মান বা স্তর বজায় রাখা সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে তথ্য সংগ্রহের আকারের থেকে তথ্য আহরণের হার বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য সংগ্রহ করার পর নির্বাচিত প্রয়োজনীয় তথ্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য সঠিক সময়ে আহরণ করার সুযোগ ব্যবহারকারীদের দিতে হবে অথবা তাঁদের সরবরাহ করতে হবে। গ্রন্থাগারে সম্পদ ও তথ্য সংগ্রহ, আহরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হতে পারে। যেমন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ, স্থানীয় ভাষায় সঠিক তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশের পরিমাণ, সঠিক তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশের পরিমাণ, কত সংখ্যক ব্যবহারকারীদের তথ্য পরিসেবা দেওয়া হবে তার সংখ্যা, কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহৃত হচ্ছে প্রভৃতি। জনগ্রন্থাগারে সম্পদ সংগ্রহ এবং এর আকারের মধ্যে সমাজের চাহিদা প্রতিফলিত হওয়াই কাম্য। তবেই গ্রন্থাগারের সম্পদ ও তথ্য প্রকৃত অর্থে সার্থক তথ্য পরিসেবা দিতে সক্ষম হবে।

জেলাস্তরে তথ্য সঞ্চারে জনতথ্য বিপণন কেন্দ্রের ভূমিকা

পার্থপ্রতিম রায়
সহকারী গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

ভূমিকা ঃ স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় ও উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ উন্নয়নের মানবিক দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৩৮ নং ধারায় (রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি, চতুর্থ ভাগ) এই বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধনে (৭ অংশ, ২ ধারা) বলা হয়েছে "The State shall in particular, strive to minimise the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only among indiviuals but also among groups of people residing in different areas or engaged in different vocation."-[১] উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য ব্যষ্টিস্তরে সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পিত সীদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। Balwantray Mehta-র মতে বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে "...a process whereby the government diverts itself completely of certain duties and responsibilities and devolves them on to some other authority within its jurisdiction, reserving to itself only the function of guidence, supervision and higher planning."-[২] বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার সঠিক প্রণয়ন ও রূপায়ণের সাফল্য সর্বাংশে নির্ভর করে যথার্থ জেলা পরিকল্পনার উপর কারণ জেলা হল জনপ্রশাসন এবং জনকল্যানকর উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু।

জেলা পরিকল্পনা ঃ সংবিধানের ৭৪ তম সংশোধন (১৯৯২), জেলা সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের জন্য জেলা পরিকল্পনা কমিটি (District Planning Committee) গঠনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার ফলে সমষ্টি স্তর থেকে ব্যষ্টিস্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ গুরুত্ব পেয়েছে। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অর্থনৈতিক উপাদানগুলির উপর সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রন ও নির্দেশনার প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে বোঝায় "...the conscious government effort to influence, direct and in some cases even control changes in the principal economic variables (consumption, investment,savings, exports, imports etc.) of a country or region over the course of time in order to achieve a pre-determined set of objectives".-[৩] উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য মানুষের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করা। মানুষের প্রাথমিক চাহিদার অর্ন্তভুক্ত প্রধান দুটি বিষয় হল প্রথমত ব্যক্তিগত ভোগবস্তু যথা খাদ্য, আশ্রয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহস্থালী আসবাবপত্র ও উপকরণ। দ্বিতীয়ত সমাজের জন্য প্রদেয় কিছু আবশ্যকীয় পরিষেবা যথা পানীয় জল, শৌচাগার, যানবাহন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা। এই বিষয়টি অনুধাবন করে ব্যষ্টিস্তরে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের নীতি গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থাকে সংবিধানের ১১ তম তফসিলে অর্ন্তভুক্ত ১১টি বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছে। এই দায়িত্ব যথাযথ ভাবে রূপায়ণের জন্য অপরিহার্য উপাদান হল তথ্য।

তথ্য ঃ উপাত্ত (data) হল স্বাভাবিক, অমূল্যায়িত, অরূপান্তরিত সত্য তথ্য। কিন্তু তথ্য বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট অর্থবহনকারী পরিবর্তিত উপাত্ত। অর্থাৎ তথ্য জ্ঞানভান্ডারের সেই অংশ যা পরিবর্তিত উপাত্ত থেকে সংগৃহীত। তথ্যকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী অর্থবহ উপাত্ত হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। তথ্য ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির কাছে প্রবাহিত হতে পারে এবং প্রত্যেক তথ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তিই লব্ধ তথ্য ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যের গভীরতা এবং প্রায়োগিক সক্ষমতা নির্ভর করে তথ্য গ্রহণকারী ব্যক্তির জ্ঞানের পরিধি, সময় ও স্থানের উপর। মানুষের তথ্যের প্রতি আবেদন এবং ব্যবহার (যথা জ্ঞান, বার্তা, অর্থ, ফলাফল ইত্যাদি) এক প্রকারের নয় এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। এখানেই এসে যায় তথ্য ও জ্ঞানের পার্থক্য। জ্ঞান হল বহু তথ্যের যোগফল এবং যখন সেই জ্ঞানের সঙ্গে অতিরিক্ত তথ্য যুক্ত হয় তখন ব্যক্তির জ্ঞান কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। বিষয়টি একটি সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে : K(S) + I = K(S + S), যেখানে

K(S) বর্তমান জ্ঞানের পরিধি।। বর্তমান জ্ঞান কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত-অতিরিক্ত তথ্য। K(S + ΔI) সংশোধিত পরিবর্ধিত জ্ঞান, I, অতিরিক্ত তথ্য বর্তমান জ্ঞান কাঠামো K(S) র সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে পাওয়া যায়।-[৪]। এ প্রসঙ্গে Machlup এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে "(i) Information is piecemeal, fragmented, particular, whereas knowledge is structural, coherent and universal; (ii) information is timely, transitory, perhaps even ephemeral, whereas knowledge is of enduring significance; (iii) information is flow of messages, whereas knowledge is a stock largely resulting from that flow, in the sense that the input of information may affect the stock of knowledge by adding to it, restructring it or changing it in any way (though conceivably information may leave knowledge unchanged)"। সমাজজীবনের অপরিহার্য উপাদান তথ্য সহজভাবে সঠিক সময়ে সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তৃত আকারে সঠিক ব্যক্তির কাছে প্রবাহিত না হলে অনেকাংশে মূল্যহীন হয়ে যায়।

তথ্য সঞ্চার ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য আবশ্যকীয় উপাদান। সমাজের অগ্রগতি তথ্যের যথার্থ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই তথ্যের ব্যবহার বেশী। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনাকে ব্যাহত না করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপায়ণের জন্য তথ্যের প্রয়োজন। গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে যথা পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, উদ্বুদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রন সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের কাছে তথ্য একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। তথ্যের যথার্থ ব্যবহারের ফলেই অর্থ, জনশক্তি বা সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব। তথ্য ব্যতীত উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। কারণ উৎপাদন হল অর্থনৈতিক পদ্ধতি বা কার্যক্রমের উপর তথ্যের প্রয়োগ মাত্র। সঠিক তথ্যের মাধ্যমে মানুষ অধিকার এবং দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হবেন। তথ্যের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে তথ্য প্রবাহিত এবং গৃহীত হতে হবে। তথ্য সঞ্চার প্রসঙ্গে John Dewey যথার্থ বলেছেন "Communication is a process of sharing experience till it becomes a common possession. It modifies the disposition of both the parties who partake it." কার্যকরি তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে বার্তা বা ধারণার আদান প্রদান হয়। এই প্রবাহ উলম্ব বা আনুভূমিক হতে পারে। উলম্ব প্রবাহের ক্ষেত্রে তথ্য উপর থেকে নীচে বা তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে পারে কিন্তু আনুভূমিক প্রবাহ কম বেশী একই ব্যবস্থাপনা স্তরের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে প্রবাহিত হয়। এই তথ্যপ্রবাহ একটি পদ্ধতি যার উপাদান হল তথ্য প্রদানকারী, বার্তা, তথ্যপ্রবাহপথ, তথ্যগ্রহণকারী এবং প্রতিক্রিয়া। জেলাস্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভাগের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। সুতরাং উলম্ব এবং আনুভূমিক উভয় ধরনের সুষম তথ্যপ্রবাহ থাকা প্রয়োজন। রাজ্য বা কেন্দ্র থেকে জেলা স্তরে আবার গ্রাম উন্নয়ন কর্মকর্তা যারা গ্রাম, অঞ্চল বা জেলায় কাজ করেন তাদের মধ্যে ধারণামূলক, পরীক্ষা বা গবেষণামূলক, পদ্ধতিগত, প্রণোদনমূলক, কর্মপথ নির্দেশক ইত্যাদি ধরনের তথ্য প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। অনুরূপ গ্রাম উন্নয়নের জন্য যেসমস্ত প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেগুলির সঠিক রূপায়ণের জন্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগ প্রয়োজন। এই ধরনের সমস্ত তথ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে যথাযথভাবে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কারণ এর মাধ্যমেই জনসাধারণ তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থেকে প্রকল্পের যথার্থ রূপায়ণে নিজ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজকার যোজনা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সহায়ক অর্থ প্রদান করে সরকার, ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর করে, ভোক্তা নির্বাচন করে গ্রাম পঞ্চায়েত। এক্ষেত্রে যদি পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে সমন্বয় এবং তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া যথার্থ না হয় তবে প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে না। আবার প্রকল্প সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যদি ভোক্তারা সঠিক সময়ে এবং সঠিক স্থানে না পায় তবে প্রকল্পজনিত সুবিধা লাভে বঞ্চিত হবেন এবং প্রকল্পের সফল রূপায়ণ সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ জনতথ্য বিপণন কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এস.পি.সিং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের চারটি জেলায় উন্নয়ন সংক্রান্ত মূল উপাদানের প্রতিনিধিত্বমূলক বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, তথ্য সমন্বয় ও সঞ্চার গ্রাম উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ (২৭.৮ শতাংশ) উপাদান।-[৫]

জনতথ্য বিপণন কেন্দ্র ঃ জনতথ্য বিপণনকেন্দ্র মূলত গ্রামীণ মানুষকে কার্যকরি উন্নয়ন পরিকল্পনা, রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রকল্পের সুযোগ পাওয়ার জন্যে পদ্ধতি অবগত করাবার জন্য তথ্যকেন্দ্র। এই বিপণন কেন্দ্র যেখানে অবস্থিত সেখানকার আর্থসামাজিক চিত্র,

প্রশাসনিক ব্যক্তিদের নাম, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্ম, ঋণ পাওয়ার সুযোগ, প্রশাসনিক ও আইনি তথ্য পরিবেশন করে। এই ধরনের কেন্দ্রগুলি এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্র এক সঙ্গে হাজার হাজার তথ্য কেন্দ্রীকরণ ও সরবরাহ করতে পারে। জনতথ্য বিপণন কেন্দ্রে মূল কার্যকারিতার বিষয় বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্র ও আনুসঙ্গিক পরিকাঠামো যথা জালবার্তা ও অন্যান্য উপাদান ন্যূনতম রাখা হয়। জনতথ্যকেন্দ্রের প্রধান প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা গুলি হল—

- সাংগঠনিক তথ্য ব্যবহারের পথ সুগম করা।
- অসংখ্য তথ্য ব্যবহারকারীর একই সঙ্গে তথ্য পাওয়ার জন্য সহায়তা প্রদান।
- নিজে ব্যাখ্যা করা যায় এমন যান্ত্রিক ব্যবহার পদ্ধতির সুবিধা।
- সহজ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি।
- ডেস্কটপ কম্পিউটারের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা। ডেস্কটপের প্রায়োগিক উন্নয়ন প্রয়োজন মতো করা যায়। একই সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত উপাঙ্গের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়োজন হয় না।

জনতথ্য বিপণন কেন্দ্র : ভারতীয় অভিজ্ঞতা :

ভারতে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় প্রকল্প, বেসরকারী নানা সংগঠনের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন রাজ্যে তথ্য সম্প্রসারের জন্য জনতথ্য বিপণন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি শুধুমাত্র তথ্য বিনিময় করে তাই নয়, সেই সঙ্গে জেলা পরিকল্পনা এবং বৈদ্যুতিন্ প্রশাসন ব্যবস্থার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি জনতথ্য বিপণন কেন্দ্র প্রকল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে।

তথ্য সম্প্রসারে বৈদ্যুতিন প্রশাসন - ভূমি, কর্নাটক :

জাতীয় তথ্যকেন্দ্র, ব্যাঙ্গালোর-এর সহায়তায় কর্নাটক সরকার রাজ্যের সমস্ত ভূমি সংক্রান্ত তথ্য কানাডা ভাষায় কার্যক্রম সফটওয়ারের মাধ্যমে সরাসরি কম্পিউটারে প্রত্যক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রকল্প গ্রহণ করে। এটি কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প যেটি কর্নাটক সরকার রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের সহায়তায় ১৭৭টি অঞ্চলে কার্যকর করেছে। এছাড়াও "Rights, Tenancy and Cultivation(RTC)" সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের জন্য মাডিয়া জেলার মাদুর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ৭০টি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সম্বলিত তথ্যকেন্দ্র মাহিতি স্থাপন করেছে। ভারতের মতো গ্রাম ও কৃষিপ্রধান দেশে উন্নয়ন প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত তথ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভূমি রাজস্বের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী, সরকারী জমি অধিগ্রহণ রোধ, ভূমি সংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে কৃষি ঋণ প্রদান ও শষ্য বীমার জন্য জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য সহজে পাওয়া যায়।

দুগ্ধজাত তথ্য পরিষেবা জনতথ্য বিপণন প্রকল্প : Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA)র সহায়তায় জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ডের নেতৃত্বে শুরু হওয়া দুগ্ধ সমবায় আন্দোলনকে সফল করার জন্য তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে গঠিত জনতথ্যকেন্দ্র। এই প্রকল্পের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল - বর্ধিত উপাত্তকেন্দ্র এবং সমিতি স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসেবা, জাতীয় স্তরে তথ্য পাওয়ার যথাযথ প্রবেশপথ হিসাবে ব্যাবসায়িক ও অন্যান্য তথ্য দেশব্যাপী সরবরাহ করা। দুগ্ধজাত তথ্য পরিষেবা জনতথ্য বিপণন প্রকল্প সমিতি স্তর পর্যন্ত মূলত যে সমস্ত পরিসেবা দেয় সেগুলি হল ১) গ্রামীণ দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলিকে দুগ্ধ সংক্রান্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী তথ্য সরবরাহ করা; ২) সদস্যদের মালিকানাধীন দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য (যথা রোগের ইতিহাস, কৃত্রিম প্রজনন, খাদ্য ইত্যাদি) বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা; ৩) কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী ও পরিসেবা গ্রহণের জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে অনুরোধ প্রেরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে (যথা সমবায় সমিতি, সরকার বা অন্যান্য সংস্থার প্রদানকারী পরিসেবা তালিকা) তথ্য সংগ্রহ ও সঞ্চার; ৪) বিভিন্ন বেসরকারী সমাজসেবামূলক সংস্থান এবং IIMA র সহযোগীতায় বিভিন্ন তথ্য ভান্ডার থেকে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য যথা কৃষিপ্রথা, ভেষজ উদ্ভিদ, গৃহে রোগ নিরাময়ের প্রাথমিক পর্ব ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং সরবরাহ করা; ৫) কৃষকদের দুগ্ধের তাৎক্ষনিক মূল্য প্রদান, দুগ্ধের চর্বির পরিমান, ওজন এবং সমিতিগুলিকে কম জনশক্তিতে সঠিক হিসাব রাখতে সাহায্য করা। এই প্রকল্পটি যথাযথ রূপায়ণের জন্য দুগ্ধ সংগ্রাহক কেন্দ্রের বাস্তব উপাত্ত বিশ্লেষণ হয়েছে। জাতীয় তথ্য জানালা-র নকশা তৈরী ও সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষা করা হয় এবং সমবায় সমিতির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করা হয়।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য জনতথ্য বিপণন কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রথমে মহারাষ্ট্রের কোলাপুর ও সাংলি জেলায় ৭০টি গ্রামে বিস্তৃত প্রকল্প 'একটি তারবাহক গ্রাম : ওয়ারানা অভিজ্ঞতা।'

এই প্রকল্পে গ্রামীণ সমবায়গুলির দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি, চিকিৎসা, দূরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার, ইন্টারনেট পরিষেবা এবং ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে জেলা পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও রূপায়ণে সাহায্য করা হয়। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় সামাজিক মালিকানায় স্থাপিত 'জ্ঞানদূত জনতথ্য সঞ্চার কেন্দ্র', গ্রামীণ ভারতকে বিশ্বগ্রামের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প 'তারাহাট.কম', জাতীয় গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালিত অন্ধ্রপ্রদেশে আর . আর এবং ওটুর জেলায় কার্যকর জনতথ্য বিপণন কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

জনতথ্য বিপনন কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ ঃ পশ্চিমবঙ্গে যে সব স্থানে জনসংখ্যার হার বেশী অথচ সঠিক তথ্য পরিকাঠামো নেই সেখানে সরকার অনুমোদিত জনতথ্য কেন্দ্র বাংলার মুখ স্থাপনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন প্রশাসনের কাজ ত্বরান্বিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক বা স্থানীয় তথ্য সরবরাহের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তবে বিশেষ ধরনের তথ্য পেতে হলে সরকারি ফ্রাঞ্চাইজির আধিকারিককে নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে। মূল তথ্য সরবরাহকারী কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ সংস্থা, শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে ওয়েবল সংস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ থাকতে পারে। রাজ্য সরকারের G2C (Government to Citizen) বা সরকার-নাগরিক মাধ্যমে তথ্য গ্রহণকারীদের দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায় (ক) জনতথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণকারী এবং (খ) সাধারণ তথ্যজাল ব্যবহারকারী। কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত প্রকল্পটি রূপায়িত হলে নিম্নলিখিত পরিসেবা প্রদান করা হবে।

(ক) নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কর, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি প্রদানের সুযোগ;

(খ) ভূমিনথির যান্ত্রিক নথিভূক্তিকরণ, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে প্রদেয় আবেদন বা অভিযোগ পত্র প্রদান;

(গ) পণ্য উৎপাদকের সঙ্গে ব্যবহারকারীদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে জনতথ্য বিপনন কেন্দ্র খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করবে;

(ঘ) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পরিসেবা যথা বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, দূর শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে বৈদ্যুতিন শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ সাধন;

(ঙ) রাজ্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, প্রান্তিক এলাকা থেকে ডাক্তারের সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিসেবা বিস্তৃত করা।

চ) প্রবেশপথ পরিসেবার (Portel Service) মাধ্যমে সরকারি টেন্ডার, বিভিন্ন বিভাগের আবেদন পত্র, বিভিন্ন পরীক্ষার ফল, কৃষি সংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য পরিসেবা।

উপসংহার ঃ উন্নত শিল্পপ্রধান সমাজে তথ্য সুকৌশলী ব্যবহারকারী সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উৎপাদনকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে পরিসেবা কেন্দ্রিক তথ্য নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরন ঘটছে। এই পদ্ধতি তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জ্ঞান ও আবিষ্কারের সমন্বয় ঘটিয়েছে। আর্থসামাজিক অবস্থার এই পরিবর্তনে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করার জন্যেই বর্তমান যুগকে তথ্যের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্যের ব্যবহার ও সমাজ জীবনের যে উন্নয়ন আশা করা হয়েছিল- বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই বর্তমান সময়ের চাহিদা হল উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যথার্থ তথ্য বিনিময় পরিসেবা কাঠামো গড়ে তোলা। তথ্য বিনিময় সহযোগ বিভিন্ন তথ্য বিনিময় পদ্ধতির (জনতথ্য বিপনন কেন্দ্র তার মধ্যে অন্যতম) সামগ্রিক ফল, যেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিক নির্দেশের উপর। এর জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক এবং ব্যবস্থাপনা সম্ভাবনার অধ্যয়ন ও বিবেচনা, ব্যবহারকারীদের প্রতি তথ্যবাহক পদ্ধতির বাধ্যতামূলক দায়বদ্ধতা, জ্ঞানভিত্তিক যথার্থ বার্তার বিকাশ, অপরাপর সংস্থার সঙ্গে সঠিক সমন্বয় স্থাপন এবং সর্বোপরি প্রকল্প রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্য্য। কিন্তু সমস্ত পরিকাঠামো এমনকি তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন থাকা সত্ত্বেও যথার্থ তথ্য পরিসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে না যদি না যথার্থ তথ্য সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায়। তথ্যের গুরুত্ব, অধিকার ও সচেতনতা বিকাশে জনগ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এর জন্য প্রয়োজন বর্তমান গ্রন্থাগারগুলিকে কম্পিউটার সুবিধাযুক্ত গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা কেন্দ্রে উন্নীত করা, গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, সম্ভবমতো কেন্দ্রগুলিকে স্বশাসিত স্থানীয় প্রশাসন ভবন সংলগ্ন করা, জনতথ্য বিপণন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি। জনমনে তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধি তথা তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থ, তথা, আকর গ্রন্থের সঙ্গমস্থল হিসাবে জেলাগ্রন্থ মেলা একটি যথার্থ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তথ্যের

গুরুত্ব ও সম্ভার প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, (১) সম্পদভিত্তিক সহযোগ ছাড়া তথ্যের গুরুত্ব কমে যায়; (২) তথ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকার জন্য তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ পাওয়া যায় না; (৩) যথাযথ তথ্য পরিকল্পনা এবং প্রয়োগের অভাবে তথ্য কর্মসূচী কার্যকর হয় না।-[৬] ফলে তথ্য প্রবাহ একমুখী হয়ে যাচ্ছে, হওয়া উচিৎ উভমুখী "To them and from them."

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. Vyasulu, Vinod.Panchyats, democracy and development. Jaipur : Rawat Publications, 2003. p. 195.
2. India, Government of. Report of the team for the study of community projects and National extension service. New Delhi : Committee on plan reports, 1957. p. 1,7.
3. Tadaro, M.P. Economics for developing world. London: Longman, 1977. p. 361-62.
4. Brookes, B.C.Foundation of Information Science. Journal of Information Science.vol.23.No.4, 1980, p. 125-133.
5. Singh, S.P. Planning and management for rural development. New Delhi: Mittal Publications, 2003. p. 141.
6. Hornik, Robert C. Development communication: information, agriculture and nutrition in the third world. New York: Long man, 1988. p. 197.
7. http://www.haifa.il.ibm.com
8. http://www.ecolink.org
9. http://www.iimahd.ernet.in
10. http://panasia.org.sg

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঙ্কন	ঃ	৬" × ৭.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণত ফেরত নেওয়া হয় না।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা কর্মসচিব সুশীলকুমার ঘোষ প্রয়াত

গত ৮ এপ্রিল ১৯৬৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম কর্মসচিব ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সুশীল কুমার ঘোষের জীবনাবসান হয়। তিনি দীর্ঘকাল ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও আজীবন শিক্ষক সুশীলকুমার ঘোষের নাম বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রয়াত সুশীলকুমার ঘোষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ১৮ এপ্রিল ১৯৬৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয়ে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রমীলচন্দ্র বসু। এই সভায় ডঃ রঙ্গনাথনের লিখিত এক পত্র পাঠ করা হয়। সভাপতি প্রমীলচন্দ্র বসু সুশীলকুমারের বহুমুখী প্রতিভার কথা বলেন এবং প্রস্তাব করেন সুশীলকুমারের স্মৃতি রক্ষার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে বছরে একটি করে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হোক।

কলিকাতা পৌরসভার সদস্য মুকুর সর্বাধিকারী প্রস্তাব করেন সুশীলকুমারের নামে একটি রাস্তার নামকরণের চেষ্টা করা উচিত। সুশীলকুমারের উৎসাহ, কর্মোদ্যম, অধ্যবসায় ও স্বার্থত্যাগ বিষয়ে বলেন বিপ্রদাস দত্ত, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দত্ত ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সভার শেষে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গ্রন্থাগার দিবস ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ২০ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় ১৬/১/১এ বেচুলাল স্ট্রীট কলিকাতা ১৪ পরিষদ ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে কেনা জমিতে 'Site for Bengal Library Association' লেখা বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

ঐদিন বিকেল ৫টায় কলেজ স্কোয়ার স্থিত স্টুডেন্টস হলে প্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সার্ট. লিব. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরন করা হয়। এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীবসু বাংলা দেশে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করেন এবং অভিজ্ঞান পত্র প্রাপকদের সাফল্যমন্ডিত জীবন কামনা করেন।

উক্ত স্থানেই সন্ধ্যা ছয়টায় প্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের কর্মসচিব বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের অঙ্গবিশেষ। আজকের দিন পরিষদের জন্মদিবস বলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীর নিকট তাৎপর্যপূর্ণ। আজ আমাদের আত্মসমীক্ষার দিন। কিন্তু তা করতে গিয়ে খুব আনন্দ বোধ করছি না। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখতে পাই আমরা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারিনি। বাংলাদেশে সরকারের সাহায্যে গ্রন্থাগারের যথেষ্ট প্রসার হয়েছে; কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করতে হলে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের প্রয়োজন, আর এই নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার একমাত্র আইনের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ডঃ রঙ্গনাথন প্রণীত গ্রন্থাগার আইন বহুপূর্বেই গৃহীত হয়েছে কিন্তু এ যাবৎ আইন সভায় উত্থাপন করা যায়নি। শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ না করাই বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের রিডার অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পরিষদের কোষাধ্যক্ষ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ও এই সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

এই সভা মনে করে,

(১) সর্বসাধারণের উপযোগী নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন, বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধান এবং উন্নত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনতিবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করতে অনুরোধ জানায় (২) উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে এবং সুপরিচালিত করতে গ্রন্থাগারকর্মীদের উপযুক্ত বেতন প্রদান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক। এই সভা সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করে যে তাঁরা তাঁদের নিযুক্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের উপযুক্ত বেতন এবং মর্যাদা প্রদান করার ব্যবস্থা করুন। অন্যান্য বৎসরের মত এ বৎসরও পরিষদের আহ্বানে কলকাতার ও জেলার গ্রন্থাগারগুলিতে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে

সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগারে প্রদর্শনী, অর্থসংগ্রহ, পদযাত্রা ও নানারকম অনুষ্ঠানাদির আয়োজন হয়েছিল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্ট.লিব.কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব-১৯৬৪

১৯ ডিসেম্বর ১৯৬৪ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে বাণী বসুর সভানেত্রীত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অমল দাশগুপ্ত, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রমীলচন্দ্র বসু।

অনুষ্ঠানটি কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠে।

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একটি স্মারক পত্রও প্রকাশিত হয়।

পরিষদ পরিচালিত সার্ট. লিব. পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ ১৯৬৪

২০ ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ার স্টুডেন্টস হলে বিকেল ৫টায় প্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে পরিষদ পরিচালিত সার্ট. লিব কোর্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হয়।

এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীবসু বাংলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করেন এবং অভিজ্ঞান পত্র প্রাপকদের সাফল্যমন্ডিত জীবন কামনা করেন।

শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ উপলক্ষে অনুষ্ঠান

১৯৬৫ সালের ৬ মে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এক সভায় পরিষদের সভাপতি শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রলাল সিংহকে বাণী বসু সংকলিত **বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী** পুস্তকখানি আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার দেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে এই বইটি প্রকাশ করেন।

পরিষদের সহ-সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রমীলচন্দ্র বসু অনুষ্ঠানের সভাপতি, পরিষদের সভাপতি ও শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই গ্রন্থের সংকলিকা শ্রীমতী বাণী বসু বহুদিন ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অক্লান্ত কর্মী হিসেবে কাজ করে চলেছেন। প্রথমে তিনি পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেন। আমাদের ছেলেবেলায় শিশুসাহিত্যের বই খুব বেশী পাওয়া যেত না। আজকাল সে অভাব অনেকটা দূরীভূত হয়েছে। এই সংকলনের মধ্য দিয়ে বাংলা শিশু সাহিত্যের একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এখানে গবেষণা করেন; সুতরাং তিনি আমাদেরই লোক। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের সভাপতি, সুতরাং আমাদেরই লোক; তাই এঁদের আমার বলবার কিছু নেই। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। এই গ্রন্থের সংকলিকা বাণী বসু এই প্রতিষ্ঠানেরই কর্মী। তিনি প্রথম মহিলাকর্মী হিসেবে সামান্য বেতনে এখানে যোগদান করেন এবং পরে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় টেকনিক্যাল বিদ্যা শিক্ষালাভ করে উন্নতি করেন। এই গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে অনেকেই তাঁকে সাহায্য করেছেন। এই সাহায্য যে তিনি অর্জন করতে পেরেছেন এটাই তাঁর একটা বিশেষ কৃতিত্ব। এই গ্রন্থপঞ্জীরূপ শিশুসাহিত্যের মানচিত্রের মধ্যে হয়তো কোন গ্রাম বা নদী বাদ পড়েছে কিন্তু তবুও একথা বলা যায়, একটা সামগ্রিক চিত্রের পরিচয় এর মধ্যে আমরা দেখতে পাব।

পরিষদের সভাপতি শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রলাল সিংহকে পুস্তকখানি উপহার দিতে গিয়ে বলেন, আমি আজ এই সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। গত দুই বছর এই পরিষদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছি। এর আগেও আমি পরিষদের সম্মেলন ও বার্ষিক সভায় যোগদান করেছি। এই পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চক্র, সম্মেলন, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা প্রভৃতির সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে চলেছে। আজ একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে জাতীয় জীবনে ও জাতীয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিহার্য। এই গ্রন্থপঞ্জীটি প্রকাশ করা পরিষদের গঠনমূলক কাজের আর একটি পরিচয়। সরকার এর জন্যে যে অর্থ সাহায্য করেছেন তার যথার্থ প্রয়োজন ছিল বলেই করেছেন। কল্যাণকামী সরকার সব ভাল কাজেই সবসময় সাহায্য করতে প্রস্তুত।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রলাল সিংহ বলেন, শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই পরিষদের কর্ম প্রণালীকে সরকার সব সময়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। জনসেবার কাজে যাঁরা সাহায্য করছেন তাঁদের সাহায্য করা সরকারের

কর্তব্য। জনগণের পরিচালিত সরকার গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, সুতরাং এর অগ্রগতির বিষয়েও সরকার নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবেন। দেশের নিরক্ষরতা দূর করার গ্রন্থাগার যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে এবং বহুক্ষেত্রে তাঁরা এই কাজ করে চলেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই শিশু - গ্রন্থপঞ্জী শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, এই উৎসবের জন্য আমি দুদিন আগে কলকাতায় এসেছি। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের সাথে আমি অনেকদিন যুক্ত ছিলাম। ঐ গ্রন্থাগারে একটা ছোটদের বিভাগও আমি খুলেছিলাম। এই গ্রন্থপঞ্জীটি আমি নেড়েচেড়ে দেখে যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। আমাদের দেশে এই রকম গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শিশু সাহিত্যের 'মৌমাছি' বিমল ঘোষ বলেন, আমি আজ শুধু শ্রীমতী বাণী বসুকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্য যে আজ সমস্ত পৃথিবীর শিশু সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এটা প্রচার করবার সময় এখন এসেছে। এ ব্যাপারে শিশু সাহিত্যিকদের সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং এইরকম গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে সাহায্য করা উচিত।

সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশে বৃদ্ধ বয়সে তীর্থবাসের রেওয়াজ আছে। আমাকে বৃদ্ধবয়সে জাতীয় গ্রন্থাগারে একটু স্থান করে দেওয়া হয়েছে। এটাই আমার তীর্থস্থান। আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'হাসিখুসি' বই বের করেন। সেই ছিল আমাদের শিশু সাহিত্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-ইন লিব পরীক্ষার ফল ১৯৬৪ ঃ

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ-ইন লিব পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে দেখা যায় পাঁচজন প্রথম বিভাগে, সাতজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পরিষদের প্রতিনিধিদের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৯৬৫ সালের ২১ জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার বিষয়টি সম্পর্কে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীতে ছিলেন পরিষদের কর্মসচিব বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী (কার্যকরী সমিতির সদস্য), সরোজগোপাল হাজরা (জেলা গ্রন্থাগারিক, চব্বিশ পরগনা), মদনমোহন মল্লিক (কর্মসচিব, নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সঙ্ঘ) এবং হরেকৃষ্ণ দত্ত (গ্রন্থাগারিক, উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজ)।

এই প্রতিনিধিমণ্ডলী মন্ত্রীর সঙ্গে তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করেন :

১) পঃ বঃ সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বেতনক্রম।
২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউজিসির সুপারিশ কার্যকর করা।
৩) স্কুল গ্রন্থাগারিকদের জন্য বেতনক্রম

পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিগণ জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারকর্মীদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রদত্ত স্মারকলিপির ভিত্তিতে অবিলম্বে উপযুক্ত বেতনক্রম চালু করতে অনুরোধ জানান। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধিদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং বেতনের বিষয়টি এ বৎসরের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখবেন বলে জানান।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে ইউ জি সি-র সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য প্রতিনিধিরা অনুরোধ জানান। তাঁরা জানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজ্য সরকারের দেয় টাকা চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধিরা আরও জানান যে পঃ বঙ্গের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ জি সি-র সুপারিশ কার্যকরী করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিকদের ১৭-৫০ টাকা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার পরিবর্তে ১০ টাকা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিনিধিরা শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ ভাতা দেবার অনুরোধ করেন।

মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে একটি পৃথক স্মারকলিপি পেশ করতে বলেন। তদনুযায়ী একটি পৃথক স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন

গত ১১ জুলাই ১৯৬৬ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম সি চাগল কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁকে ১৯৩০ সালে স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রুকে লিখিত তাঁর নিজের একখানা চিঠির মাইক্রোফিল্ম কপি উপহার দেওয়া হয়। মূল চিঠিখানি গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। সে সময়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের উদ্দেশ্যে যে 'সাপ্রু কমিটি গঠিত হয়েছিল বোম্বাই

এর তরুণ ব্যারিস্টার শ্রী চাগলা তার জন্য কাজ করবেন জানিয়ে সার তেজ বাহাদুরকে এই পত্র লেখেন, জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সার তেজবাহাদুরের এক গোছা পত্রের মধ্যে এই পত্রটি ছিল।

শ্রী চাগলা জাতীয় গ্রন্থাগারের সব বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য বিদেশ থেকে সরঞ্জাম আনার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জাতীয় গ্রন্থাগার জাতীয় সংহতির প্রতীক বলে মন্তব্য করেন। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রন্থাগারে ঘুরিয়ে দেখান।

উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর সারা দেশে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির মাইক্রোফিল্ম গ্রহণের এক বছরের এক পরিকল্পনা নিয়েছেন। এজন্য ইউনেস্কো থেকে একটি বৃটিশ মাইক্রোফিল্মিং ইউনিট পাওয়া গেছে এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র থেকে (রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে) একজন বিশেষজ্ঞ এসেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের কিছু কর্মীকে মাইক্রোফিল্ম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি শিক্ষা দেবেন।

গত ২৫ জুন ৬৬ জাতীয় গ্রন্থাগারে এই কাজের শুরু হয়। পরে এশিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এই কাজ চলবে। বাকি আট দিন হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনজন করে শিক্ষার্থী নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। সমস্ত দলটিকে ছোট ছোট ৭টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দলকে এক একদিন এক একটি বিভাগে কাজ করানো হয়। এইরূপে প্রত্যেক দলই ৭টি বিভাগে কাজ করার সুযোগ পায়। বিভাগগুলি হচ্ছে : (১) পরিগ্রহণ (২) বর্গীকরণ (৩) সূচীকরণ (৪) চেকিং (৫) লেবেলিং (৬) ফাইলিং (৭) সেলভিং।

রহড়া জেলা গ্রন্থাগার

রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের পরিচালনায় স্থাপিত ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার (উত্তর) রাজ্যের বেলটি জেলা গ্রন্থাগারের অন্যতম। আধা শহর রহড়া একসময়ে গ্রামই ছিল। এই জেলা গ্রন্থাগার সকলের জন্য অবারিত দ্বার। এর জন্য কোন চাঁদা নেওয়া হয় না।

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ৯৩টি কেন্দ্রে গ্রন্থ সরবরাহ এবং মুক্ত তাক ব্যবস্থা স্বভাবতই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ২৫০০ গ্রাহক সারা বৎসরে ৪০০০ এর বেশী বই বাড়িতে নিয়ে যান। ভ্রাম্যমান সংস্থার পুস্তক সরবরাহের সংখ্যাও সন্তোষজনক। তিনমাস ব্যাপী পুস্তক সরবরাহের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় শতকরা ৬৫ জন উপন্যাস পড়তে ভালবাসেন। এই গ্রন্থাগারের চতুপার্শ্বস্থ এলাকায় বেকারের সংখ্যা অত্যধিক। তারা আত্মোন্নতিমূলক পুস্তক পাঠে বিরূপ, বরং ক্লাবে, রেস্তোরাঁয় খেলার মাঠে আলোচনায় অধিক মনোযোগী। তাদের সামনে যদি সাধারণ গ্রন্থাগারের উপন্যাস পাঠের প্রলোভন রাখা হয় এবং তা পড়তে তারা আগ্রহী হয় তবে তা খারাপ নয়।

রহড়া জেলা গ্রন্থাগার আমাদের দেশে আধুনিক কালের তথাকথিত অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থাগারের মত নয়। এই গ্রন্থাগার বয়স্ক শিক্ষার স্বার্থে অডিও-ভিসুয়াল ও অন্যান্য জনসংযোগকারী সরঞ্জামের সহায়তা গ্রহণ করে।

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে গ্রামোফোন রেকর্ড লাইব্রেরী

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র সঙ্গীতের একশটি রেকর্ড নিয়ে একটা রেকর্ড লাইব্রেরীর পত্তন করেছেন। এগুলি বর্তমানে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য ঋণ হিসেবে দেওয়া হচ্ছে না। জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমান বিভাগ গ্রামাঞ্চলে ঐ রেকর্ডগুলি এমপ্লিফায়ার সহযোগে বাজিয়ে থাকেন। এজন্য কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার সরঞ্জাম কিনেছেন।

ডঃ রঙ্গনাথন অভিনন্দিত

গত ৩ ডিসেম্বর ৬১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনকে তাঁর সপ্ততিতম জন্ম দিবস উপলক্ষে একটি সংস্কৃতে লেখা অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। (ক্রমশঃ)

With Best Compliments from :-

Gutenberg

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা — একটি ডেপুটেশন

(গত ২৮.০৮.২০০৬ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক সুদর্শন রায়চৌধুরীর নিকট পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, এবং ড: কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রীমতি সুচিত্রা গাঙ্গুলী, শ্রী প্রবীর নাগ ও শ্রী স্বপন ঘোষ। পরিষদের পক্ষ থেকে পেশ করা স্মারকলিপি নীচে দেওয়া হল—সম্পাদক)

মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর নিকট কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশ

নং ৩৫৪৩/০৬-০৭ ২৮.০৮.০৬

মাননীয়
অধ্যাপক সুদর্শন রায়চৌধুরী
মন্ত্রী, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
বিকাশ ভবন, বিধান নগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আপনার অবগতির জন্য পেশ করছি।

১) সরকারি ও বেসরকারি কলেজে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ

(ক) আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বেসরকারি কলেজ গ্রন্থাগারে ৩৫০ টির অধিক গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিকের প শূণ্য। ঐ পদগুলিতে নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্য সরকার 89-Edn (CS)/R-1/9 dated 17.1.2001 নং আদেশনামা অনুসারে ন্যূনতম নিয়োগ যোগ্যতা নির্ধারণ করেছেন এম লিব এস সি। এই ধরনের প যোগ দিতে গেলে প্রার্থীকে NET পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই নিয়ম অনুসারে কলেজ সার্ভিস কমিশন সম্প্রতি কিছু গ্রন্থাগারি নির্বাচন করেছেন। কিন্তু নির্বাচন করার বিজ্ঞাপনটিতে এই আদেশনামা মানা হয় নি। আমরা যথাসময়ে কলেজ সার্ভিস কমিশনে এ সম্পর্কে অবহিত করেছিলাম। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যেন এই আদেশনামা অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।

(খ) গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়টি স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট (SLET) পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা।

রাজ্য সরকার ২০০৫ সালের জুলাই মাসে কলেজ সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে স্লেট পরীক্ষার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক নির্বাচন করা হবে এরূপ স্থির করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে আগামী ২০০৭ সালে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু নিয়োগের জন্য স্লেট পরীক্ষায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশনামা এখনও প্রকাশিত হয় নি এই আদেশনামা অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ অনুরোধ গ্রন্থাগারগুলির বেহাল অবস্থার কথ বিবেচনা করে ২০০৬ সালেই একটি স্লেট পরীক্ষা নেওয়া হোক। তারপর ২০০৭ সাল থেকে প্রতিবছর নিয়মিত স্লেট পরীক্ষ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

২) সরকারী কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারিকের শূণ্যপদ পূরণ

আপনি হয়তো অবগত আছেন যে সরকারী কলেজগুলিতে দীর্ঘদিন যাবত ২৮ টি গ্রন্থাগারিকের পদ শূণ্য। এর ফলে এই সব কলেজের গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবার অবস্থা শোচনীয়। একদিকে নতুন নতুন বই আসছে অথচ সেগুলি ব্যবহারযোগ্য করে তোলার লোক নেই। অতি শীঘ্র আরো কিছু পদ শূণ্য হতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের অনুরোধ অবিলম্বে এই সব কলেজে গ্রন্থাগারিকের শূণ্যপদগুলি পূরণ করা হোক।

৩) বেসরকারী কলেজের অবসরকালীন সুবিধা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্য সরকারের কাছে দীর্ঘদিন যাবত গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল অবসরকালীন সুবিধা দেওয়ার দাবী জানিয়ে আসছে। রাজ্য সরকার এই সব গ্রন্থাগারিকদের পেনসন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি দিচ্ছেন। কিন্তু সরকারের অন্যান্য কর্মীদের প্রাপ্য ছুটির পরিবর্তে যে অর্থ প্রদান করা হয় সেরকমভাবে এই গ্রন্থাগারিকদের কোন অর্থ দেওয়া হয় না। এমন কি গ্রন্থাগারিকের অধীনস্থ কর্মীরা এই বাবদ অর্থ পাচ্ছেন। পরিষদের দাবী হচ্ছে অবসরকালে শিক্ষকদের মত লিভ রিফিউজালের নিয়ম অনুসারে গ্রন্থাগারিকদের সমপরিমান অর্থ দেওয়া হোক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অবসরপ্রাপ্ত কোন গ্রন্থাগারিকই আজ অবধি এ বাবদ কোন অর্থ পান নি। ইতোমধ্যে কয়েকজন গ্রন্থাগারিকের জীবনাবসান ঘটেছে। এই অমানবিক বিষয়টির অবিলম্বে সমাধানকল্পে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার কাছে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ছুটি গণনা করছেন। এজন্য একটি আদেশনামা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৪) সহ গ্রন্থাগারিকদের পদনাম পরিবর্তন

উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে ১৯৯৩ সালে কলেজে নিযুক্ত 475-Edn(CS)/10M-39/91 dated 03.09.93 তারিখে একটি আদেশনামা প্রকাশিত হয়। এই আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সহ-গ্রন্থাগারিকদের পদনাম পরিবর্তন করে গ্রন্থাগারিক করা হল। পরবর্তীকালে কলেজের স্টাফ প্যাটার্ণ তৈরি করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালে ৮৩১-ইডিএন (সি এস)/ ১০এম-২৪/৯২ তাং ৩১।১২।৯৫ নামে একটি আদেশনামা প্রকাশ করা হয়। এই আদেশনামায় সহ-গ্রন্থাগারিকের পদ উল্লেখ করা হয়েছে এবং বই এর সংখ্যার ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উভয়পদের ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি, বেতনক্রম ও পদোন্নতি সমতুল। তাছাড়া শুধু বই-এর সংখ্যার ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিক বা সহ-গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অ-বৈজ্ঞানিক। ঐ আদেশনামায় কোর্স সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা, পরিসেবার সংখ্যা, বাকি কাজ প্রভৃতি বিবেচনার মধ্যে আনা হয় নি। একই সঙ্গে দুটি আদেশনামা বলবৎ থাকার কারণে কলেজে কলেজে ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো ঐ আদেশনামা সংশোধন করে সরকারি কলেজের মত বেসরকারি কলেজেও শুধু গ্রন্থাগারিক পদনামই থাকা উচিত। এজন্য স্টাফ প্যাটার্ণ পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজনীয় আদেশনামা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৫) গ্রন্থাগারিকদের কর্মস্থল পরিবর্তন বিষয়ে

আপনি হয়তো অবগত আছেন যে কোন কলেজ শিক্ষক পাঁচ বৎসর চাকুরির পর যদি অন্য কলেজে যেতে ইচ্ছুক হন তবে তিনি কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাছে ইন্টারভিউ দিয়ে অন্য কলেজে যোগদান করতে পারেন। এই সুযোগ যাতে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এজন্য আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

৬) অবসরকালে পুরানো সার্ভিসের সংযুক্তিকরণ

আপনি হয়তো অবগত আছেন যে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মী যদি রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোন সংস্থা থেকে অবসরগ্রহণ করেন সে ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বতন সার্ভিসের কাল গণনা করা হয় এবং সেই গণনার ভিত্তিতে তার পেনসন ও গ্রাচুইটির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম বলবৎ আছে। কিন্তু কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে এরূপ কোন আদেশনামা আছে বলে আমাদের জানা নেই। আপনাকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করছি।

৭) গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা ও চাকুরির শর্তাবলি

আপনার অবগতির জন্য আরো জানাই যে কলেজগুলিতে লেকচারার নিয়োগের ক্ষেত্রে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন একজন কলেজ গ্রন্থাগারিকেরও কলেজে নিয়োজিত হতে গেলে একই শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন। কিন্তু কলেজগুলিতে তাঁরা শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কোন ভাগেই পড়েন না। আবার কলেজে তৃতীয় জাতির কোন পদ নেই। তাঁদের চাকুরির শর্ত ও পদমর্যাদা মাননীয় উচ্চন্যায়ালয়ের আদেশে রাজ্য সরকারের স্থির করার কথা। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ঐ কমিটি যথাসময়ে তাদের সুপারিশ পেশ করে ছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয় নি। আমাদের বক্তব্য এই বিষয়টির সমাধান না হওয়ার কারণে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের অনেক সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমাদের অনুরোধ এ বিষয়ে আপনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন। আমাদের দাবী সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল পদমর্যাদাসম্পন্ন হিসাবে গণ্য করা হোক এবং তাঁদের টিচার্স কাউন্সিলের সদস্য করা হোক এবং একই চাকুরির শর্তাবলি গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হোক।

৮) গ্রন্থাগারিকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য স্টাডি লিভ

ইদানিং কালে লক্ষ করা যাচ্ছে যে বহু গ্রন্থাগারিক উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু শিক্ষকদের জন্য FIP, Study leave-এর সুযোগ থাকলেও গ্রন্থাগারিকদের জন্য এরকম কোন সুযোগ নেই। এমনকি তাঁরা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের কোন কনফারেন্সে প্রবন্ধ পেশ করলেও তার জন্য কোন ছুটি পান না। এজন্য প্রয়োজনীয় আদেশনামা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

নমস্কারান্তে
অনুপ কুমার সরকার
সাধারণ কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বীরভূম জেলা শাখা
জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার মন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন
ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্টিফিকেট প্রদান

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বীরভূম জেলা শাখা ও পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতি, বীরভূম জেলাশাখা দ্বয়ের যৌথ উদ্যোগে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী তপন রায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হ'ল বীরভূম জেলা পরিষদ সভাকক্ষে ৪ঠা জুন '০৬। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীরভূম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রী সামাসাধক সরকার। পরিষদ ও কর্মী সমিতির পক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে কাঞ্চন চ্যাটার্জী ও প্রভাব দত্ত। বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার আধিকারীকও বক্তব্য পেশ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। স্মারক হিসাবে কয়েকটি গ্রন্থ মন্ত্রী মহোদয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মন্ত্রী মহোদয় তার ভাষণে বলেন—গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই। সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজ একযোগে করতে হবে। গ্রন্থাগারে বৃত্তি সহায়ক পরিষেবা বৃদ্ধি ও বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ২৮ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী তপন রায়। এখানে উল্লেখ্য, পরিষদের জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় এবং প. ব. সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ১৩-১৮ ফেব্রুয়ারী '০৬ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় জেলার উক্ত ২৮ জন গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

প্রতিবেদক — কাঞ্চন চ্যাটার্জী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা
গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, জেলা শাখার উদ্যোগে গঙ্গারামপুর মিলনী শহর গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় ১৩ই আগষ্ট ০৬ কেন্দ্রীয় (জেলা) ভাবে "গ্রন্থাগারিক দিবস" সাফল্যের সঙ্গে পালন করা হয়। সকাল ১০টা থেকে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বেলা ১টায় দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাকক্ষে ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলন করেন শ্রী রতন দাস। ২৬১ জনের উপস্থিতিতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় ৪১ জন, আবৃত্তিতে ১৯ জন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ১৫ জন অংশগ্রহন করে। প্রতিটি বিভাগে তিন জন স্থানাধিকারিকে পুরস্কৃত করা হয়। এদের মধ্যে সোনালী চন্দ প্রতিটি বিভাগে পুরস্কার পেয়ে নজির সৃষ্টি করে। "গ্রন্থাগার পরিষেবার বর্তমান সমস্যা ও সমাধানের উপায়" শীর্ষক বিষয়ের উপর ১১ জন অংশ গ্রহণকারীদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। বৈকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

প্রতিবেদক — অসিতকান্তি কর

ননট্রেড লাইব্রেরিয়ানদের সার্ট.লিব.(২০০৬) পরীক্ষার ফলাফল

২৬ শে জুন, ২০০৬ থেকে ১০ই জুলাই ২০০৬-এ গৃহীত ননট্রেড লাইব্রেরিয়ানদের সার্ট.লিব. পরীক্ষার (২০০৬) ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকা নীচে দেওয়া হল।

পরীক্ষার রোল নম্বর	নাম	প্রাপ্ত নম্বর	শ্রেণী
১৫	তমালবরণ সিংহ	৪৮০	প্রথম
৪	অমিত দাশ	৪৫০	প্রথম
১২	অরবিন্দ শাঁতরা	৪৪৯	প্রথম
৫	আভা গিরি (সামন্ত)	৪৩২	প্রথম
১৪	দেবযানী সরখেল	৪২৭	প্রথম
২	বীরেশ্বর চক্রবর্তী	৪২৬	প্রথম
১	অমিতা চক্রবর্তী	৩৯৮	দ্বিতীয়
৮	গঙ্গাধর মন্ডল	৩৮০	দ্বিতীয়
৩	প্রদীপ চ্যাটার্জী	৩৭৪	দ্বিতীয়
১১	সুধাংশুশেখর সাহ	৩৭০	দ্বিতীয়
৯	দিলীপকুমার পান্ডে	৩৫৬	দ্বিতীয়
৬	কাঞ্চনকুমার গুপ্ত	৩৫৬	দ্বিতীয়
১৩	মানসকুমার সরকার	৩৪৩	দ্বিতীয়
৭	বিজয়কুমার মন্ডল	৩১৯	দ্বিতীয়
১০	স্বপনকুমার রায় কাঞ্জিলাল	৩১০	দ্বিতীয়

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে — "গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধি"। সম্মেলনে উপস্থাপনার জন্য নিবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে। A4 বা ফুলস্ক্যাপ পাতার এক পৃষ্ঠায় ৪/৫ পৃষ্ঠার নিবন্ধ পরিষদের ঠিকানায় ৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের জন্য প্রবন্ধ খামের উপরে লিখে পাঠাতে হবে। বিস্তারিত তারিখ পরে জানানো হবে।

গ্রন্থাগারিক দিবস ২০০৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যৌথ উদ্যোগে এবং বালি পৌরসভার আয়োজনে বালি রবীন্দ্রভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ১৩ আগষ্ট '০৬ অনুষ্ঠিত হল "গ্রন্থাগারিক দিবস ২০০৬"। এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল "জনগ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা"। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বালি শাখার শিল্পীবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়িকা কণিকা গাঙ্গুলী। স্বাগত ভাষণ দেন বালি পৌরসভার পৌরপ্রধান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম কর্মী কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা। ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক ও প্রবাদপ্রতিম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের জন্মদিন উপলক্ষে পালিত এই দিনটির গুরুত্ব ও বিশেষত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক অনুপকুমার সরকার, ইয়াসলিকের সম্পাদক দীপক নাগ, বীরেন চন্দ, কণিকা গাঙ্গুলী প্রমুখ। সভাপতির ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরি। অধ্যাপক রায়চৌধুরি বলেন— "রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার-দর্শন আমাদের জানতে হবে। গ্রন্থাগারকে আপামর জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ... আমরা কতটা কাজ করেছি? কী বাধা আছে? জানতে হবে, ভাবতে হবে, আত্মসমীক্ষা করতে হবে।... বিশ্বায়নকে না বলছি না, কিন্তু যে বিশ্বায়ণ আমাদের শিকড় ছিঁড়ে ফেলে উপড়ে দেয়, তা আমাদের দরকার নেই।... তিনি আরো বলেন " হাওড়া জেলার বিধায়ক, সাংসেদরা গ্রন্থাগার সম্পর্কে যথেষ্ট ভেবেছেন, হাওড়া জেলা এ বিষয়ে এগিয়ে গেছে, আমি বলবো এটা অন্য জেলাগুলির কাছে অনুসরণীয়"। অনুষ্ঠানের অন্যতম যুগ্মসম্পাদক তরুণ ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ 'জনগ্রন্থাগার ও তথ্যপরিষেবা' শীর্ষক আলোচনা পরিচালনার ভার তুলে নিতে অনুরোধ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহাকে। প্রথম পর্বের সঞ্চালনায় ছিলেন অন্যতম যুগ্মসম্পাদক অঞ্জন ব্যানার্জী।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের সহঅধিকর্তা দেবব্রত মান্না তাঁর আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গে তথ্যপরিষেবায় গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান সূত্র উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারকর্মীর সংখ্যা কম স্বীকার করে নিয়েও " যুগের প্রয়োজনে কয় গ্রন্থাগারিক নিজেদের তৈরি করেননি" বলে অভিযোগ করেন। এর কারণ হিসাবে তিনি বৈজ্ঞানিক কর্মী পরিকাঠামো, বেতন-পরিকাঠামো, নিয়মিত কর্মী প্রশিক্ষণ, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান প্রভৃতির অভাবকেই দায়ী করেন। গ্রন্থাগারে মহিলা ও কিশোর পাঠক-পাঠিকা বাড়ানো ও গ্রন্থাগার পরিষেবার সময় পরিবর্তনের ওপর তিনি জোর দেন। এছাড়াও সরকারি দপ্তরের সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির সংযোগবৃদ্ধি, আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা বৃদ্ধি, স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের নিয়মিত মিটিং, টেলিফোন রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্যগ্রন্থাগারিক সত্যব্রত ঘোষাল বলেন "ইতিহাস ও শিল্পকলাবিধৃত থাকবে গ্রন্থাগারে।... Technology-র ধাক্কা থেকে যাচ্ছে, পাঠক যা চাইছে তা দিতে পারছি না, আমাদের Escapist মনোভাব-ই এর জন্য দায়ী।"

দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের গ্রন্থাগারিক মৃদুল মিত্র বলেন—

"লাইব্রেরীতে কাজ করি অথচ আমরা অনেকেই লাইব্রেরী সংক্রান্ত খবর রাখি না। ডাইরেক্টরেট থেকে ডি.এল.ও. প্রতিটি স্তরের তথ্য রাখা দরকার।... চাকরি ও জীবিকা সংক্রান্ত তথ্যাদি রাখতে হবে এবং তার পরিষেবা দিতে হবে।" শ্রমিকদের পুস্তক পরিষেবা দিতে হবে এবং তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন।

তিনি আরো বলেন "বুলাদির পোস্টারে 'HIV রোধ সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য জনগ্রন্থাগারে যোগাযোগ করুন' যদি লেখা যায় তবে ভালো হয়"।

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সমীর রায় বর্মণ প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রতিবেদনে তিনি বলেন "তথ্যপ্রাপ্তি আজ আর ভিক্ষা নয়।... আজ গ্রন্থাগার জীবিকা ও বৃত্তিমুখী চাহিদার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ১০টি সুপারিশের উল্লেখ করেন। যার মধ্যে অন্যতম — গ্রামভিত্তিক তথ্যফাইল, স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকগুলির সমন্বয়, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি স্থানীয় গ্রন্থাগারে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠাতে হবে, সরকারী নথী অবশ্যই জনগ্রন্থাগারে দিতে হবে, জেলা গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে প্রভৃতি। পরিষদ সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা বলেন—"মানুষকে পাঠকে রূপান্তর করুন, টাকা থাক বা না থাক আমার যা আছে তাকে পড়িয়ে নিতে হবে"। এবং ঘোষণা করেন আগামী ডিসেম্বরে পরিষদের ৪৮ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর। বিষয়-'তথ্যসচেতনতা'। বঙ্গীয়গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি কৃষ্ণপদ মজুমদার আলোচক, আয়োজক, প্রতিনিধি সহ যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করছেন সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবেদক — অনুপকুমার রাউত

বিশেষ সংবাদ

রাজ্য সভায় জনগ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও ভারতের প্রতি রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দাবী

গত ২২ শে আগষ্ট ২০০৬ পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ও রাজ্যসভার সদস্য ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। এম. পি. রাজ্যসভায় জানতে চান (রাজ্যসভার প্রশ্ন ২৬০২, ২২ শে আগষ্ট, ২০০৬) জনগ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি প্রণয়নের জন্য (ক) অধ্যাপক ডি. পি. চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কমিটি গঠন করেছেন কিনা, (খ) যদি করে থাকেন, তবে ঐ কমিটি ১৯৮৬ সালের মধ্যে কোন রিপোর্ট জমা দিয়েছেন কিনা, (গ) যদি রিপোর্ট জমা দিয়ে থাকেন, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কী-কী কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার কবে প্রতীক্ষিত জনগ্রন্থাগার ও তথ্যপরিসেবা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ঘোষণা করার কথা ভাবছেন কিনা।

রাজ্যসভায় আনা ডঃ মুখোপাধ্যায়-এর এই প্রশ্নগুলির উত্তরে কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীমতী অম্বিকা সোনী জানান—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৫র ৭ই অক্টোবর অধ্যাপক ডি. পি. চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। (খ) হ্যাঁ, ঐ কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। (গ) এবং (ঘ) জনগ্রন্থাগার ও তথ্য পদ্ধতি সংক্রান্ত জাতীয় নীতির (National Policy on Library and Information System) কার্যকরী পরিকল্পনার (Action plan) জন্য একটি এমপাওয়ার্ড কমিটি (Empowered Committee) এবং এমপাওয়ার্ড কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ (Working Group) নিয়োগ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, গ্রন্থাগার ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশিকাবলী (Guidelines) জারি (issue) করা হয়েছে। তবে জনগ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ঘোষিত হয় নি।

রাজ্যসভায় ভারতের প্রতি রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দাবী

গত ২১ শে আগষ্ট ২০০৬, রাজ্য সভায় জরুরী জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে "বিশেষ উল্লেখ" পর্বে পরিষদের সহ সভাপতি ও রাজ্যসভার সদস্য ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, এম. পি. রাজ্যসভায় ভারতের প্রতি রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দাবী জানান। তিনি বলেন সুসংবদ্ধ জনগ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন। সমগ্র পৃথিবীতে জ্ঞান ও তথ্যের বিস্ফোরণের ফলে সাধারণ মানুষ জনগ্রন্থাগারের সহায়তা ছাড়া দৈনন্দিন জীবনের নানান বহুমুখী চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। জনগ্রন্থাগার প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের বিশ্ববিদ্যালয়। এটি আমাদের জ্ঞানার্জন, তথ্য ও বিনোদনের চাহিদা মেটায়। অপরপক্ষে জনগ্রন্থাগারগুলি আমাদের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে দৃঢ় করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এখনও পর্যন্ত আমরা আমাদের গ্রন্থাগার সচেতনতা আকাঙ্খিত স্তরে নিয়ে যেতে পারি নি। এমন কি এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছারও অভাব আছে। ফলে দেশের ২৪টি রাজ্য ও ৭টি ইউনিয়ন টেরিটোরি (Union Territory) র মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৩টি রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন এবং শেষ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয় ২০০৫ সালে উত্তরাঞ্চলে। এখন পর্যন্ত দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ সহ অন্যান্য ১৫টি রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা বাকী আছে। যদিও গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার বিষয়টি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত বিষয় তথাপি বিভিন্ন রাজ্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর সংস্কৃতি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই ডঃ মুখোপাধ্যায় রাজ্যসভায় ভারতের সব রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে যত শীঘ্র সম্ভব এগিয়ে আসায় এবং আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দৃঢ় করার কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যসভায় অনুরোধ ও দাবী জানান।

গ্রন্থাগার সংবাদ

মেমারী মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার

মেমারী : বর্ধমান : পিন - ৭১৩১৪৬

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ (ইং ৩১ শে মে, ২০০৬) বুধবার মেমারী মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সহায়ক শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বিষয়ীর বিদায়ী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে। ১৯৬৭ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মেমারী মিলন সংঘ গ্রামীণ পাঠাগারে গ্রন্থাগারিকের পদে যোগ দেওয়ার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রায় ৩৯ বছর এই বৃত্তিতে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। এই বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রায় একশজন উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের স্থায়ী সভাপতি শ্রী মহাদেব মাজি। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্থানীয় বিধায়িকা শ্রীমতী সন্ধ্যা ভট্টাচার্য। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মেমারী পৌরসভার পুরপিতা শ্রী বিশ্বনাথ বিষয়ী, শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী রূপনারায়ণ রায়, গ্রন্থাগারের সম্পাদক ডঃ শ্যামল ভট্টাচার্য ও শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বিষয়ী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের বক্তব্যের মধ্যেই ছিল শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বিষয়ীর গ্রন্থাগারের প্রতি মমত্ববোধ, আকুলতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা প্রতি বক্তার বক্তব্যেই ফুটে ওঠে। আগত জেলা প্রতিনিধি বৃন্দ, বর্তমান ও প্রাক্তন সম্পাদক, প্রধান অতিথি, সভাপতি ও ধীরেনবাবুর বন্ধুবর্গ সকলেই এই বিদায়ী গ্রন্থাগারকর্মীর বর্ণময় কর্মজীবনের নানা কথা তুলে ধরেন। সবশেষে বিদায়ী শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বিষয়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয় পুষ্পস্তবক, মানপত্র, বই, কলম, ছাতা এবং তাঁর প্রিয় একটি সাইকেল।

প্রতিবেদক — রূপনারায়ণ রায়

শান্তি সংসদ সাংস্কৃতিক পাঠাগার

ঝিল পার্ক, সোনারপুর

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

গত ১০ জুন '০৬ সোনারপুর ঝিলপার্কের শান্তি সংসদ সাংস্কৃতিক পাঠাগার ভবনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করলেন সোনারপুরের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষেরা। 'সংহতি ও সমন্বয়ের দুই মহা কবি' শীর্ষক আলোচনায় এইদিন সাহিত্যিক আবুল বাশার বলেন, রবীন্দ্রনাথ সূর্যের মতন—তার আলোই সকল আলোর উৎস। নজরুলকে 'জনগণের কবি' অভিধায় আখ্যায়িত করে কবির কাব্য, দর্শন ও সঙ্গীতকে তিনি যথাযোগ্য সম্মানদানের আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত: শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে আবুল বাশার বলেন, ভারতীয় ভাষাসমূহে স্বচ্ছন্দ অনুবাদের ফলে শরৎচন্দ্র আজ সমগ্র দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় গ্রন্থাগারিক লিপিকা গুপ্তের সঙ্গে ছিলেন সম্পাদক সীতেশ চৌধুরী ও সভাপতি মানস চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনা করেন ইন্দ্রানী দত্ত।

প্রতিবেদক — লিপিকা গুপ্ত

চুপী অকিঞ্চন কুটীর ও অক্ষয় গ্রন্থাগার

চুপী, পূর্বস্থলী ২, কালনা, বর্ধমান

ছন্দকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ১১ই জুন এই গ্রামেরই গর্ব ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এর সাথে ১০ই জুন রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম বার্ষিকীও পালিত হয়। এই দুইদিনে বসে আঁকা, আবৃত্তি ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়; তার সঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন ও কার্য সম্পর্কেও আলোচিত হয় এবং অনুষ্ঠানটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে শেষ হয়।

প্রতিযোগীরা উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদক — সুকুমার মন্ডল

পল্লীশ্রী পাঠাগার
হীরাপুর, হাওড়া

পল্লীশ্রী পাঠাগারের (হীরাপুর, হাওড়া) উদ্যোগে ১১ই জুন ২০০৬ সন্ধ্যায় পাঠাগার প্রাঙ্গণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের সভাপতি গোবিন্দচন্দ্র সাপুই। অনেকে সংগীত পরিবেশন করে ও আবৃত্তি করে দর্শকদের আনন্দে মাতিয়ে তোলেন। দর্শকদের সমাগমে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক — অশোককুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখা, হাওড়া

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, উলুবেড়িয়া মহকুমার ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৮ই জুন '০৬ রবিবার বাগনান থানার অন্তর্গত মানকুর ডি. এম. বি. হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্বোধন করেন কল্যাণপুরের বিধায়ক শ্রী রবীন্দ্রনাথ মিত্র। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ডি. এম. বি. হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক - আব্দুল হক। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন-উলুবেড়িয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক-সুধীর কুমার পাড়ুই। এই সভায় মোট ৬৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং ৭ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা করেন। সুধীর কুমার পাড়ুই ছাড়া প্রতিবেদনের আলোচ্য প্রশ্নাংশের যথাযথ উত্তর দেন কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক - অসিত রায়। শ্রী জগদীশ সাঁপুই ও শ্রী বংশীবদন দেকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করেন।

প্রতিবেদক — সুধীর কুমার পাড়ুই

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা শাখা

গত ২৪শে জুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কোচবিহার জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে জেলার সকল নবনির্বাচিত এল.এল.এ. সদস্য ও নবনির্বাচিত জেলা সভাধিপতি শ্রী জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র চন্দকে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। সভাধিপতি শ্রী জ্ঞানেন্দ্র চন্দ তার বক্তব্যে জেলার সামগ্রিক গ্রন্থাগার পরিস্থিতি ও গ্রন্থাগার পরিষেবা আরও উন্নত করে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার আহ্বান জানান। জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লকের থেকে ১৫০ জনেরও বেশী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারী ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কোচবিহার জেলা শাখা
বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৪শে জুন পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কোচবিহার জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন এল.এল.এ. সদস্য শ্রী দিগ্বিজয় দে সরকার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার। আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন কোষাধ্যক্ষ দেবাশীষ গুহ মজুমদার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ১০ জন প্রতিনিধি। সভা থেকে জেলাগত ও রাজ্যগত নিম্নলিখিত দাবীসমূহ পেশ করা হয়।

প্রতিবেদক — কমলকান্তি দাস

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
হাওড়া সদর মহকুমা

গত ২৪শে জুন ২০০৬ শনিবার পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া সদর মহকুমা কমিটির ১১শ বার্ষিক সাধারণ সভা আন্দুলে দুইলা মিলন মন্দির গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথির ভাষণে শ্রী ভূপতিচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও গ্রন্থাগার পরিষেবার মানকে আরো উন্নত করার জন্য কর্মী সমিতির প্রতি আহ্বান জানান। সাধারণ সভায় ৪৭ জন কর্মীবন্ধু উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিবেদনের উপর ৪ জন কর্মীবন্ধু আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদক — কমলকান্তি দাস

দি বয়েজ ওন লাইব্রেরী এন্ড ইয়ং মেনস ইনস্টিটিউট
২, বয়েজ ওন লাইব্রেরী রো, কলকাতা : ৭০০ ০০৬
৯৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত ২৬ আগষ্ট (শনিবার) ২০০৬, পাঠাগারের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে "দি বয়েজওন্ লাইব্রেরি এ্যান্ড ইয়াং মেনস্ ইনষ্টিটিউটের" ৯৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের সভাপতি ডঃ কমল নন্দী। সভার শুরুতে, সাধারণ সম্পাদক তাপস চট্টোপাধ্যায় বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে শ্রী চট্টোপাধ্যায় জানান, বিগত বছরে মোট ৩৬৯ টি নতুন বইপত্র সদস্যদের সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক পরিবেশন বিভাগ চালু করা হচ্ছে, ঠিক সন্ধ্যা ৬ টায়। এছাড়া, বিগত বছরে ১৯৯২ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ক্রীত বইপত্রের তালিকা আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বর্গবিন্যাস অনুযায়ী প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় পাঠাগারের রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভাপতি ডঃ কমল নন্দী গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি সংগঠনের সম্পৃক্ততা বর্ণনা করেন।

প্রতিবেদক — অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

পল্লীভারতী
মুগকল্যাণ, হাওড়া
রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

হাওড়ার মুগকল্যাণের 'পল্লীভারতী'-র আয়োজনে গত ১৭ জুন, ২০০৬ গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। "রবীন্দ্র ও নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়ণ" শীর্ষক আলোচনার পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কৃতিছাত্র সংবর্দ্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অমৃতা চক্রবর্তী। লালবাবা কলেজের অধ্যাপক শ্রী নিখিলেশ্বর মন্ডল "রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়ণ" বিষয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুদিনকুমার ঘোষ। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি মিনা ঘোষ (মুখোপাধ্যায়)। সম্পাদকীয় ভাষণ দেন অরুণ ঘোষ। অধ্যাপক মন্ডল বলেন "আজকের বিশ্বায়নের সমস্যার সমাধান আছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়" আর "নজরুল জাতির ইতিহাস ও সাহিত্য মেলালেন, সকল মানুষের কাছে কবিতাকে নিয়ে গেলেন"। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুসঞ্চালনায় ছিলেন নবেন্দু ঘোষ। অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন গ্রন্থাগারিক তপনকুমার গুড়িয়া ও গ্রন্থাগারিক-সহকারী কমল ব্যানার্জী প্রমুখ।

প্রতিবেদক — অনুপকুমার রাউত

দাঁইহাট শহর জিতেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি পাঠাগার

(শহর গ্রন্থাগার)

দাঁই হাট, বর্দ্ধমান-পিন ৭১৩৫০২

গত ১৬ই জুন, ২০০৬ দাঁইহাট শহর জিতেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি পাঠাগার ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বসে আঁকো, কবিতা, সঙ্গীত ও প্রশ্নোত্তর প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণসভা অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের স্থায়ী সভাপতি। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, বর্ধমান এবং বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — সেখ বসির আলী

শোক সংবাদ

শ্রীমতী বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনাবসান

গত ৫ই আগষ্ট ২০০৬ প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ও নেতাজীনগর কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনাবসান ঘটে। তিনি পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে পরিষদ মর্মাহত। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

গৌতম বিকাশ চক্রবর্তীর জীবনাবসান

গত ০৯.০৯.০৬ তারিখে বেলা ৯.৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার অন্যতম সদস্য ও প্রাক্তন সম্পাদক গৌতম বিকাশ চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা মর্মাহত। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত অর্থের সুদ বাবদ বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। **আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৬ঃ** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

২। **আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৬ঃ** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন। গ্রন্থাগার পত্রিকার ৫২ বর্ষ, সংখ্যা ২ (বৈশাখ, ১৪০৯)-তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

— কর্মসচিব।

হাসতে যাকে মানা, পড়তে তাকে মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে কাঁদানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

মূল্য প্রতিটি কপি ৬০ টাকা
বার্ষিক : মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

☎ : 98300 52182
92315 59717

১০ জে, ফার্ণ রোড,
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

GRANTHAGAR

Vol. 56 : No. 4 Editor : Dr Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy July, 2006

ENGLISH ABSTRACTS

by Rupashri Chaudhuri

EDITORIAL : Problems of National Library

Presents an overview of the recent crisis in the National Library India and explores its probable causes. Inadequate staff strength, abolition of vacant posts and proposal for outsourcing seems to be at the root of the problems. In this connection reference is made to the efforts of BLA, IASLIC and WBPLEA who have raised their voices with the hope of a better future. **P. 91**

Madhab Chandra Chatterjee

Information services in social science research : Indian perspective

India, with its growing information technology, providing a great boost to the field of social science research :

An exploration by the author. **P.92**

Biren Chanda. Public Library movement and services in the present context

Discusses the history of library movement in the state along with its successes. Points out the need of the present intensification of the movement in the present individualistic and materialistic society. Stresses on the role of the library workers in the formation of values in social life. **P.98**

Nirmalendu Mukhopadhaya. Library Movement in Bengal and the history of Bengal Library Association.

Discusses about 20th Bengal Library Conference held at Kakdwip in April 13-14, 1963, on the theme of library's role towards national securily and nation building. Refers to the condolence meeting held at the Students' Hall, College Square, after the death of Tincowri Dutta on 1st July, 1963. **P.102**

Association News **P.106**

1. **73rd Annual General Meeting (2004-2005)** of the Association : held on 28th May, 2006 at the Association Building. Presided by R. K. Saha, President, BLA.

2. **Council Meeting (2006-2007)** 1st Council meeting held on 18th June, 2006 at Association Building.

3. **Reception Meeting** : Under the joint auspices of BLA and WBPLEA held on 24th June, 2006 at State Central Library. Accorded hearty and warm reception to Sri Tapan Roy, newly elected Minister of Mass Education and Library Services and Dr.

Barun Kr. Mukherjee, Vice President, BLA, newly elected M.P. of Rajya Sabha.

Notice

1. Librarian's Day To be held on 13th August '06 at Rabindra Bhaban, Bally. To be organised by Bally Municipality under the joint auspices of BLA, IASLIC, & WBPLEA.

Topic for discussion : Public Library and information service.

2. (a) **Adarsha Shishu O Kishore Granthagar Purashkar, 2006**

(b) **Adarsha Vidyalya Granthagar Purashkar, 2006** **P. 97**

3. **Situation vacant**-Application invited for : 5 Temporary Posts : to Assist temporary project. Qualification : B.Lib.Sc, preferably M.Lib.Sc. with experience in MARK 21 and DATABASE. P.105

Obituary

Dr. Ganesh Bhattacharya, life member of BLA, former professor of DRTC, Bangalore and an eminent scientist and library expert passed away on 26th June, 2006. Association fraternity deeply mourn his demise, expressing condolences to his bereaved family.

Library News. **P. 108**

1. **Ukhura Palli Unnayan Pathagar Patuli, Bardhaman** – Rabindra Jayanti : held on 9.5.2006

2. **WBPLEA, Purulia Branch** –

a) **Raghunathpur Subdivision** – 5th Annual General Meeting : on 21.5.2006

b) **Purulia Subdivision (West)**– Annual General Meeting on 27.5.2006

c) **Purulia Subdivision (East)**– Annual General meeting on 27.5.2006.

3. **Sarada Granlha Niketan, Makhla Hooghly** – Rabindra Nazrul Jayanti, held on 4.6.06.

4. **Mahesh Public Library and free reading room, Hooghly** – Rabindra Nazrul Jayanti, held on 26.5.06.

5. **Deshbandhu Smriti Sangha Rural Library, Kalna, Bardhaman.** – Rabindra Jayanti, held on 20.05.06.

6. **WBPLEA** : Deputation to Sri Tapan Roy, Minister-in-charge, Mass Education Extension & Library Services on 2.6.06

7. **Purbasthali Krishnanath Pustagar, Purbasthali, Bardhaman** : Rabindra Nazrul Jayanti, and cultural competition, held on 4.6.2006.

8. **Jadavpore University**

Inauguration of **Mangala Prasad Sinha Memorial Hall** at Library & Information Science Dept. held on 5th June, 2006

GRANTHAGAR

Vol. 56 : No. 5 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy August. 2006

ENGLISH ABSTRACTS

by Rupashri Chaudhuri

EDITORIAL : Librarian's Day

While giving historical background of the observance of the Librarian's Day, refers to this year's (2006) theme of a seminar to be held on 13th August at Bally, under the joint auspices of BLA, IASLIC & WBPLEA and to be organised by Bally Municipality at Rabindra Bhaban, Bally. This year's theme of the seminar is Public Library & Information Services. Also refers to the significance of the observance of the Librarian's Day to the librarians and library profesionals in making self-evaluation of their services. **P. 115**

Nandita Bhattacharyya

Role of Foreward in selected subject: A Survey

Emphasizes that a well-written foreward of a creative work by an author do have the potential to enhance its use value is many ways. Points out that it can assist the user to form an objective view of the content, can help the author for betterment; it also adds to the merit of the book. **P. 116**

Nirmalendu Mukhopadhaya

Library Movement in Bengal and history of the Bengal Library Association.

In this serialised article, reference is made, in this issue, to the library movement organised by the West Bengal Library Employees during the period 1954-1969, along with joining of some library personnels in the post of librarian of different libraries or in the post of full time or part time teachers of Library Science Departments of some universities. **P. 119**

Sanjay Chattapadhaya

Dr. S. K. Ranganathan

A poem on Dr. S. R. Ranganathan and his contribution on Library Science. **P. 123**

Arunkanti Das Gupta

Subhalakshmi–A few words about a book lover house wife.

Discuss the real life story of a house wife of an orthodox family, with thirst for knowledge and love for look, in

spite of several constraints. **P. 124**

Association News. **P. 126**

1. **48th Bengal Library Conference, 2006**, to be held in the last week of December, 2006 at Berhampore, Murshidabad District. Topic for discussion : To Increase Information consciousness through library". Papers are invited (A4 size paper, 4-5 pages). Details to be informed later on.

Library News. **P. 129**

1. **WBPLEA, Purulia District Branch**, Annual meeting held on 4.6.06.

2. **Kalyani University, Central Library**, Inauguration of Career Guidance Section on 13.7.06

3. **Muzaffar Ahmed Pathagar** –

Publication of a New book :

"Ganashakti : Nirdeshika : 3rd volume"

4. **Some Informations.**

Re : Library Services in W.B.

Government order :

No. 526-MEE/Sec. dated 19.06.2006.

আনন্দ সংবাদ

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক পরিষদের সদস্য শ্রী জিতেন্দ্রনাথ রায়

প্রতি বছর বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রগতিশীল আন্দোলনের সহায়ক ও মননশীল দুটি বইয়ের জন্য দুইজনকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। গত ৫ই আগষ্ট, ২০০৬ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর ১১৮ তম জন্মদিবস অনুষ্ঠানে এই বছরের মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, গবেষক ও শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ রায়কে। অধ্যাপক ইরফান হাবিবকে তাঁর লেখা "এ পিপল্‌স হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া : ইন্ডিয়ান ইকোনমি ১৮৫৮-১৯১৪" এবং জিতেন্দ্রনাথ রায়কে তাঁর লেখা "বাংলার কলকারখানা ও কারিগরি বিদ্যার ইতিহাস" বইটির জন্য এই পুরস্কার তুলে দেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্মৃতি পুরস্কার কমিটির সভাপতি সমর মুখার্জী। বই দুটির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

পেশায় শিক্ষক, পরিষদের আজীবন সদস্য ও গবেষক জিতেন্দ্রনাথ রায়ের রচিত "বাংলার কলকারখানা ও কারিগরি বিদ্যার ইতিহাস" বইটি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা নয়। রাজ্যের গ্রামে গ্রামে এবং বহু প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে কারিগরদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তিনি বইটি লিখেছেন। বহু পরিশ্রম করে ও আর্থিক কষ্ট স্বীকার করে তিনি এইকাজ করেছেন। বাংলা ভাষায় এরকম বই আর নেই। বইটিতে বাংলায় ট্যানারি কারখানা, বেঙ্গল কেমিক্যাল, ডাকবাক, ইনচেক টায়ার কারখানার ইতিহাস খুঁজে বের করা হয়েছে। বাংলার প্রথম মোটর মেকানিক, ট্যাক্সির মিটারের ও ব্যাটারির প্রথম প্রস্তুতকারক, হোসিয়ারি, আলোকচিত্র শিল্প ও মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ও বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রী রায়কে অভিনন্দন জানাই।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকার স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No . SSRM Kol RMS WB/RNP-083/2004-06
Licence No. . SSRM Kol RMS/WB RNP-083 LPWP-41-2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No R. N. 2674'57

GRANTHAGAR

Vol 56 No 6 Editor : Dr Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy September, 2006

CONTENTS

	Page
Public Library Collection and information service (*Editorial*)	135
Partha Pratim Roy	136
Role of Information Kiosk for Information transmission at District level.	
Nirmalendu Mukhopadhyay	141
Library Movement in Bengal and History of the Bengal Libr	
ASSOCIATION	145
LIBRARY NEW	151
Obituary	154
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 56, No.4 and Vol. 56. No. 5)	155. 157

SUBIR SARKAR
Calcutta University Central Library, Journal
3rd floor, Kolkata – 700073

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 2244-6866. E-mail : Info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. **Phone : 2284-8265.**
Editor: **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Roy**

Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৮ সম্পাদক ঃ ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মাল্য রায় অগ্রহায়ণ, ১৪১৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন (**সম্পাদকীয়**)	১৮৩
শমীক বর্মন রায়	১৮৫
সাধারণ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের ভূমিকা	
মোঃ এনামূল হক ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস	১৮৯
বিবলিওমেট্রিক স্টাডি ঃ দি বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স	
অঞ্জন ব্যানার্জী	১৯৩
বই তুমি কার ?	
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৯৪
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	
ভ্রম সংশোধন	১৯৭
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৯৮
পরিষদ সংবাদ	২০৪
শোক সংবাদ	২০৬
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 56, No. 6 & Vol. 56, No. 7)	২০৭

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে আগামী ১৭ই নভেম্বর ২০০৬ জাতীয় গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বর্তমানে উদ্ভূত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতিকারের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে (এ্যানেক্স বিল্ডিং) বেলা ১টায় এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও গবেষকরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। গ্রন্থাগারপ্রেমী সবাইকে উক্ত কনভেনশনে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইয়াসলিক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার
কর্মী সমিতি

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৭ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় অগ্রহায়ণ, ১৪১৩

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন। আজ থেকে একাশি বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি ও শ্রী সুশীলকুমার ঘোষকে সম্পাদক করে ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর যাত্রা শুরু হয়। নানা বাধা বিঘ্ন, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পরিষদ এতগুলি বছর পার হয়ে এসেছে।

গ্রন্থাগার দিবস শুধুমাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম তারিখ নয়, এই দিনটি হ'লো অবিভক্ত বঙ্গদেশে সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাতের দিন। এই আন্দোলনের শরিকরা জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চালনের জন্য সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। যাঁরা গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, এই দিনটি তাদের কাছে নতুন করে শপথ গ্রহণ করার দিন—ধনী, দরিদ্র, শিশু, কিশোর, নারী-পুরুষ, শক্ত-অশক্ত, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, গবেষক এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জ্ঞান ও তথ্য পাওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে তাঁদের গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার আহ্বান জানানোর দিন। এই দিনটি গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার প্রেমী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিকদের আত্মসমীক্ষার দিন।

আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটলেও লক্ষ্য করা গেছে যে দেশের অগণিত মানুষই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে।

আমাদের দেশে আজও বহু মানুষ নিরক্ষর। তাছাড়া সাক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও মুষ্টিমেয় অংশ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে আমাদের দেশে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হলেও গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নামমাত্র। পাশ্চাত্য দেশগুলি বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারকে খুবই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় চলছে গ্রন্থাগার ব্যতিরেকেই। যেগুলি আছে তাদের অধিকাংশেরই দৈন্যদশা। আমাদের রাজ্যে ছাত্রসমাজ এবং তাদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠছে না। অভিভাবকরাও পুত্র-কন্যাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করেন না। একথা অনস্বীকার্য যে বিচারশক্তি সম্পন্ন স্বাধীনচেতা আত্মবিশ্বাসী ছাত্রসমাজ গড়ে তুলতে গেলে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমেই ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য ব্যবহার করার দক্ষতা সৃষ্টি হবে। এজন্য প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিসেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হলেও কার্যতঃ তাদের আকর্ষণী ক্ষমতা কম। আধুনিক সমাজের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণের কাজে পরিকল্পনাহীনতার ছাপ স্পষ্ট। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও গ্রন্থাগার ব্যবহারে পরাঙ্মুখ।

গ্রন্থাগারিকরা দীর্ঘদিন দাবী করলেও কেন্দ্রীয় স্তরে আজও কোন জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতি গ্রহণ করা হয় নি। নব্বই-এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলি গড়ে উঠছিল তার কোনটা হয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আবার কোনটা ধ্বংসের মুখ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ রাজ্যেই সাধারণ গ্রন্থাগার আইন নেই। মাত্র ১৪টি রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। যেখানে আইন বিধিবদ্ধ আছে এমন রাজ্যেও সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বা আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৫-র ৭ই অক্টোবর অধ্যাপক ডি. পি. চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তর থেকে জানা গেছে ঐ কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। গ্রন্থাগার এবং

তথ্য পদ্ধতি সংক্রান্ত জাতীয় নীতির কার্যকরী পরিকল্পনার (Action Plan) জন্য একটি এমপাওয়ার্ড কমিটি (Empowered Committee) গঠিত হয়েছে এবং ঐ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ নিয়োগ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, গ্রন্থাগার ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশিকা জারী করা হয়েছে। তবে জনগ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত জাতীয় নীতি এখনও ঘোষিত হয় নি। দেশে নলেজ কমিশন (Knowledge Commission) গঠনের কথা শোনা গেছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। এই রাজ্যে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার অবহেলিত। লক্ষ লক্ষ বই সূচীকরণ করা হয় নি, কর্মী সংখ্যা হ্রাস করা হচ্ছে। সম্প্রতি ২১৯টি কর্মী পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। আধুনিকীকরণের কাজ স্তব্ধ। অনেকগুলি কমিটি জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য গঠিত হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ ইউরোপ-আমেরিকার মতো দেশগুলির গবেষণার মেরুদণ্ড হলো গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার কেন্দ্রগুলি।

ভারতবর্ষে সাম্প্রতিককালে তথ্যের অধিকার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া ভারতের ৯টি রাজ্যেও তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে তথ্য সচেতনতা আনা সম্ভব হয়নি। সাধারণ মানুষ সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধি বর্তমানে প্রাথমিক কাজ। রাজ্যের সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এলেই একাজে সফলতা আসবে।

আজকের যুগে দেশকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার জন্য উন্নতমানের গবেষণা প্রয়োজন। সমস্ত গবেষকদের জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। প্রশাসনের সর্বস্তরে তথ্য সরবরাহ থাকা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণ মানুষের কাছে সব ধরনের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি, সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নের বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

পরিষদ গ্রন্থপ্রেমী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষের কাছে বর্তমান বছরে (২০০৬) ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান যথা সভা, আলোচনা চক্র, মিছিল, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার আবেদন জানাচ্ছে। কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতার মৌলালীতে অবস্থিত রাজ্য যুবকেন্দ্রে ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৬ বিকেল ৩ টেয় এক কেন্দ্রীয় সভা ও আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। আলোচ্য বিষয় হল "সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিষেবার ভূমিকা।" গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল কাজ হচ্ছে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে, বিশেষ করে সমস্ত স্তরের প্রশাসক, সামাজিক আন্দোলনের কর্মীদের কাছে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার এবং মানোন্নয়ন করার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলতে হবে। সমস্বরে সকলকে বলতে হবে—

বই পড়ার জন্য, বই পড়ুন
তথ্য ব্যবহার করার জন্য, তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন
গ্রন্থাগার গড়ে তুলুন, গ্রন্থাগারে আসুন
সকলকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসুন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্নততর গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হলে, সাধারণ মানুষ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন সার্থক হবে।

সদস্যদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলুটোলা স্ট্রীট পোস্ট অফিস ও কলকাতা জিপিও থেকে পাঠানো হয়। ঠিকানায় পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কাজের সুবিধা হয় বলে জানা গেছে। পরিষদের অফিসে সদস্যদের পিন কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়া না থাকলে তা জানান। চাঁদা বকেয়া থাকলে গ্রন্থাগার পাঠানো হয় না। সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম স্থানীয় পোস্ট অফিসে জানান — পরে প্রয়োজন হলে Post Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Avenue, Kol - 700 012-র নিকট জানিয়ে আমাদের জানান।

— কর্মসচিব।

সাধারণ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা : মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের ভূমিকা

শমীক বর্মন রায়
গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ

তথ্য প্রাপ্তি আজ আর ভিক্ষা নয়। প্রত্যাশাও নয়। এখন এটি আইনি অধিকার। তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আমার, আপনার —সকলের। আমরা চাই এই অধিকার আইনের আঙিনা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ুক রাষ্ট্রজীবন, সমাজজীবন এবং অনুস্তরে ব্যক্তিজীবনেও।

বুৎপত্তিগত দিক থেকে তথ্য শব্দটির মূল অর্থ বলা যায় 'তথা' বা 'যা তা-ই' বা "যেমনটা তেমনই"। তথ্যের স্বরূপ কি হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়: তা হবে যথাযথ, প্রয়োগমুখী এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাকথিত 'মন্ত্রগুপ্তি' বা 'ষট্‌কর্ণাশ্চিদ্যতে মন্ত্র'-র (অর্থাৎ চার কান পেরিয়ে ছয় কানে গেলেই মন্ত্রের দফারফা) দিন আর নেই। এখন মুক্ত বাতাস। মুক্ত চিন্তার যুগ। মানবাধিকারকে সু-উচ্চে প্রতিষ্ঠা করবার যুগ। তাই তথ্য প্রাপ্তির এই স্বীকৃতি। যদিও আমলাতন্ত্র বা অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট, ১৯২৩ আজও বর্তমান! এর সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ জনসাধারণের নিজ অধিকারের প্রতি অজ্ঞানতা, উদাসীনতা; সঙ্গে দোসর নিরক্ষরতা। তাই তথ্য প্রাপ্তি স্বীকৃতির সঙ্গে বাস্তবে তথ্য প্রদানের সংঘাত সহজে মোছার নয়।

আবার 'তথ্য প্রাপ্তি'র এই অধিকারের সঙ্গে 'তথ্য জ্ঞাপন'এর মহান কর্তব্যের বিষয়টিও জড়িয়ে আছে। এই দুইয়ের সঠিক সংমিশ্রণ ঘটলেই ঘোল কলা পূর্ণ হবে, নচেৎ নয়।

তথ্য আজ প্রযুক্তির হাত সুদূরের পিয়াসী। দেশ-কাল-সময়ের বেড়াজাল টপকে আপনার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। অবশ্য, তা যে সব সময় যথার্থ ও প্রকৃত হয়ে ধরা দিচ্ছে তা নয়। 'অন-লাইন'-র সঙ্গে 'ভুল লাইন'-এর দ্বন্দ্ব ও বিরহ মাঝে মধ্যেই দৃষ্ট হচ্ছে। মহাভারতের যুগের 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বা হাল আমলের 'গনেশের দুগ্ধপান' জাতীয় বিকৃত বা পরিকল্পিত তথ্যের ভুলভুলাইয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমাদের প্রায়শই। আসলে তথ্য নিজেই এখন পণ্য। আর শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যে কোন পণ্যের পিছনে থাকে শ্রম ও শোষণের গল্প।

বিশ্বায়ণ ও তথ্য প্রযুক্তির এই পাল্টে যাওয়া বসন্তের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয়টিকে। সমবেত প্রচেষ্টায় পথ খুঁজে নিতে হচ্ছে ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকাকে।

একটা কথা প্রথমেই স্পষ্ট জানাই — অন্যান্য ক্ষেত্রে 'তথ্য' বা 'তথ্য প্রযুক্তি' নিয়ে আজ যতই হৈ-চৈ হোক না কেন, গ্রন্থাগারের দৃষ্টিতে 'তথ্য' অতি পুরাতন বস্তু। গ্রন্থ গ্রন্থাগারের প্রাণ ভোমরা। গ্রন্থ হচ্ছে মানব মনের জানালা। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় মূল চালিকা শক্তি হিসাবে যে জ্ঞান ও তথ্য কাজ করেছে, গ্রন্থ তারই প্রকাশক। অর্থাৎ বলা যায় গ্রন্থাগার মানব সংস্কৃতির উদ্বোধক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "গ্রন্থাগারে নানা মুনির নানা মত নানা অভিজ্ঞতা শত শত ঘাত-প্রতিঘাত, বাদ-প্রতিবাদ, সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার দেহে দেহে লগ্ন হয়ে থাকে।" "লাইব্রেরী সহস্র পথের চৌমাথা"।

যুগে যুগে কালে কালে গ্রন্থাগার তার স্বরূপ ও ভূমিকাকে রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত করেছে। গ্রন্থাগার কোন অনড় বা অচল সত্ত্ব নয়। ব্যক্তিমনন ও চৈতন্যের শক্তিতে আবিষ্ট হয় — নানা সামাজিক ওঠাপাড়ায় সংবেদ জ্ঞাপন করে। অনুস্তরে ব্যক্তির গণ্ডি অতিক্রম করে ব্যষ্টিস্তরে সামাজিক কল্যাণে ব্রতী হয়। নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় সংগৃহীত পরিমাণগত শক্তিতে সঞ্চিত ও সংহত করে সমাজের গুণগত পরিবর্তনে পরোক্ষে অংশ নেয়।

ইউনেস্‌কো-র 'সাধারণ গ্রন্থাগার ইস্তেহার ১৯৭২'-তে সাধারণের গ্রন্থাগারের কার্যাবলী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

১) সংবাদ ও শিক্ষার উৎসমুখের প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করবে, ২) প্রথা বহির্ভূত ও জীবনভর স্বশিক্ষায় উৎসাহ দান করবে, ৩) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে, ৪) স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপকরণ সংগ্রহ করবে, ৫) চিন্তা শক্তিকে উদ্দীপিত করবে ও বোধশক্তির বিকাশ ঘটাবে, ৬) গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও আবহাওয়াকে জোরালো করবে।

এককথায়, সাধারণ গ্রন্থাগার কোন এক সামাজিক কাঠামোয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও তথ্যের চালিকা শক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে যার মৌল নীতিটি দাঁড়িয়ে থাকবে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুরক্ষার দায়বদ্ধতার উপর। "সাধারণ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা" শীর্ষক আলোচনার প্রেক্ষিতেই এই আলোকে দেখতে হবে। তাই যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগারকে আজ সাংস্কৃতিক ঐহিত্য, শিল্পের বোধ, বিজ্ঞানের উন্নতি ও অধিকার সংক্রান্ত ধ্যান ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মযজ্ঞে প্রবিষ্ট হতে হবে।

এই আলোচনাটিকে মুর্শিদাবাদ জেলার সামাজিক চিত্র এবং জেলা গ্রন্থাগার মুর্শিদাবাদের কার্যকলাপের পরিধির উপর রাখতে চাইছি।

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিচিতি এক নজরে—

১) **আয়তন** - ৫৩২৪ বর্গকি.মি. ২) **লোকসংখ্যা** - ৪৭৪০১৪৯ জন. (১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী) ৩) **মহকুমা** - ৫টি. ৪)**গ্রাম** - ১৯১৮টি. ৫) **ব্লক** - ২৬টি. ৬) **গ্রাম পঞ্চায়েত** ২৫৫টি. ৭) **থানা** - ২৬টি. ৮) **শিক্ষিতের হার** - ৫৫.০৭ (২০০১ অনুসারে). পুরুষ-৬১.৪০%. মহিলা-৪৮.৩৩%

৯) শিক্ষাচিত্র —

প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩০১৯টি. মধ্য ১০০টি. ছঃ হাইস্কুল ২৩১৮টি. উচ্চ বিদ্যালয় ২২০টি. হাই মাদ্রাসা ৪৩টি. সিনিয়র হাই মাদ্রাসা ১৬টি. মহাবিদ্যালয় ১৯টি. ল'ইন কলেজ ১টি. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২টি. কারিগরী শিক্ষা ১০টি (ডিগ্রী-৩. ডিপ্লোমা-৩. সার্টিফিকেট-৬). সাক্ষরতা কেন্দ্র-২৪০৫টি. সাক্ষরোত্তর কেন্দ্র-৮৮৪৮টি

প্রবাহমান শিক্ষা কর্মসূচী—

সাধারণ কেন্দ্র ২১৮৯টি. মুখ্য কেন্দ্র-১৫৬টি

জেলার গ্রন্থাগার মুর্শিদাবাদ, পরিসেবার চালচিত্র—

সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা (১৯৮৯-র পূর্বে) ৪০টি. এ পর্যন্ত মোট ১৫৯টি। সক্রিয়-১৪৩টি শতবর্ষ. প্রাচীন-২টি. পঞ্চাশোর্ধ-১৬টি। জেলাস্তরে ১টি. শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার-১১টি. গ্রামীণ/প্রাইমারি ইউনিট-১৩১টি. সি.এল.আই.সি-২১টি।

বে-সরকারি/সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার-৩৫টি। মোট সদস্য সংখ্যা ৭৫.১৭৬ জন (ডিসে-২০০২-২০০৩ সাল) পুরুষ-৪৪.২২০ জন. মহিলা-৩০.৯৫০ জন। বাৎসরিক ব্যবহারকারী-১২.৪০.৫৩৬। বাড়ীতে বই নিয়ে গেছেন-১১.৪৩.৬৪০।

জেলা গ্রন্থাগার মুর্শিদাবাদ একনজরে —

স্থাপিত - ১৯৫৫. অন্ধকার দশা ১৯৮২-১৯৯২. নতুন উদ্যমে নতুন ভবনে নতুন ভাবে পথ চলা শুরু ১৯৯৬। পুস্তক সংখ্যা ৩৬.২৭৮টি. সদস্য সংখ্যা ৫৭৪৭ কর্মী সংখ্যা-৮জন।

সাধারণ পরিসেবিত বিভাগ সমূহ ঃ

পুস্তক লেনদেন (শিশু/কিশোর ও সাধারণ শ্রেণী). সংবাদপত্র পাঠ কক্ষ. বৃত্তি সহায়তা কেন্দ্র. পাঠ্যবই বিভাগ (সম্মিলিত ভাবে). অনুলয় সেবা. নিউজপেপার ক্লিপিং (মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক). প্রতিলিপি পরিসেবা (সীমায়িত). গ্রন্থপঞ্জীগত পরিসেবা. পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

বিশেষ পরিসেবা ঃ

চাকুরী পরীক্ষার কাউন্সেলিং. কম্পিউটার শিক্ষাক্রম পরিচালনা. রিডার্স ব্রিগেড গঠন. প্রদর্শনী. সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন. স্মরণীয় দিবস উদযাপন. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান. দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি।

বর্তমান গ্রন্থকার বিগত ২০০০-২০০১ থেকে এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে আসীন আছেন। জেলা গ্রন্থাগারের তথ্য পরিসেবা প্রদান সম্পর্কে বলা যায় যে, পরিসেবা গ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান তথা বয়সের পরিধিতে এক উল্লেখযোগ্য ফারাক নজরে আসছে, বিশেষতঃ বৃত্তি সহায়তা বিভাগের পত্তনের পর থেকেই। দেখা যাচ্ছে. ১৮-৩৫ বছর বয়সী গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে (দ্রষ্টব্য চিত্র-১)

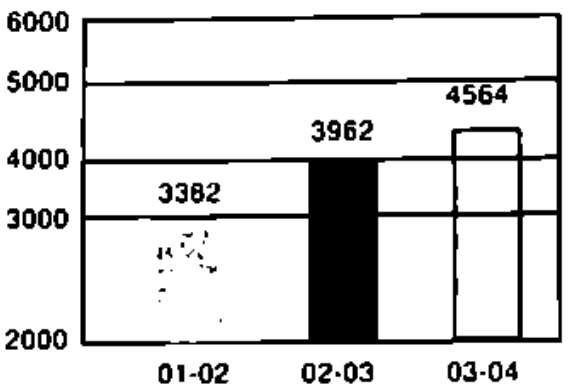

চিত্র - ১

এরই সাথে যদি আমরা উক্ত সময়কালের (২০০১-০২ থেকে ২০০৩-০৪) মধ্যে বই-ইস্যু এবং বৃত্তি সহায়তা কেন্দ্র তথা পাঠকক্ষের হিসাব পর্যালোচনা করি তাহলে সহজেই দেখতে পাবো যে গ্রন্থাগারে এসে বৃত্তিমূলক নানানক্ষেত্র থেকে এবং তথ্যমূলক নানান চাহিদার দিক থেকে পাঠকের স্পৃহা আশাতীত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে, কোন পরীক্ষা ইত্যাদি সময়ে ঐ প্রবণতা তথা তথ্যপ্রাপ্তির প্রাবল্য মারাত্মক বৃদ্ধি পাচ্ছে। (চিত্র নং ২ ও ৩)।

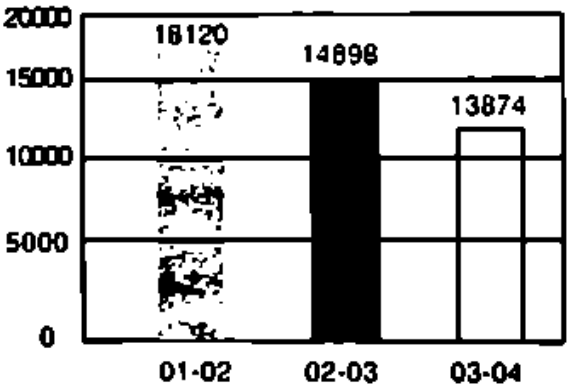

চিত্র - ২

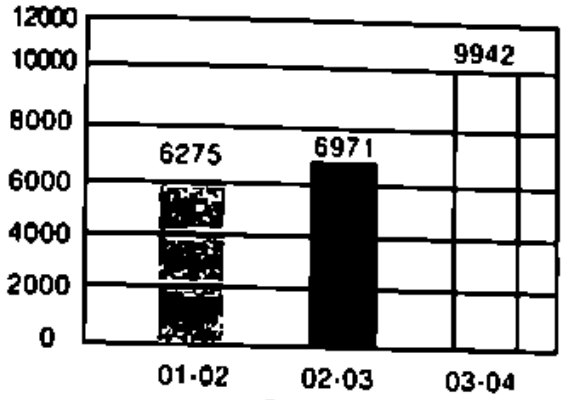

চিত্র - ৩

এই আলোকময় অংশটিকে গ্রন্থাগারের চার দেওয়ালে স্থায়ী ভাবে ধরে রাখার জন্য আমরা সীমিত সামর্থ্য ও সীমিত কর্মী সংখ্যার উপর ভর করেই নিরন্তন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই সদস্যভুক্তির সময়কালেই পাঠকের তথ্য চাহিদা বা কোন বিষয়ের উপর বই পড়তে আগ্রহী তা জেনে নেওয়া হয়। নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজস্ব ঘরানায় ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগারে কম্পিউটারে পাঠকদের যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করা হয়ে গেছে। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থাগারে নিজস্ব জেরক্স মেশিন বসানো হচ্ছে যা তথ্য পরিসেবা প্রদানে আরো উজ্জ্বল ভূমিকা নেবে বলে আশা রাখি। বাদ নেই ইন্টারনেটও। অনতিবিলম্বে এই পরিসেবা চালু করা যাবে বলে আশারাখি। কেরিয়ার কাউন্সেলিং-এর প্রশ্নে দু-একটি অগ্রণী বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে এবং দু-একটি প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীনে আছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় বৃত্তিমূলক তথ্য পাঠ্যবইয়ের চাহিদা আজ গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোতেও এসে যাচ্ছে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই তাদের সাধের সঙ্গে সাধ্যের বিস্তর ফারাক। এই শূণ্যস্থান পূরণ করতে জেলা গ্রন্থাগার চাইছে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে। মোবাইল পরিসেবা (যা বর্তমানে প্রায় মৃত এবং বিগত কয়েক বছর যাবৎ আর্থিক অনুদানও বন্ধ) পুনরুজ্জীবিত করে গ্রামীণ স্তরের বেকার যুবক-যুবতীদের কাছে বৃত্তিমূলক পরিসেবা পৌছে দেওয়া সম্ভব। তবে এতে এল.এল.এ. তথা কর্মী সমিতি-দ্বয়ের সক্রিয়তা দরকার। আশাকরা যায় তা তারা দিতে কার্পণ্য করবেন না।

সময়ের চাহিদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার পরিসেবার সার্বিক অভিমুখ ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা এই মুহূর্তে আমাদের জেলার কয়েকটি সম্ভাবনা ও কয়েকটি বিপজ্জনক প্রবণতাকে চিহ্নিত করে এগোতে চাইছি। বিপজ্জনক প্রবণতা বলতে আমরা ধরতে চাইছি যে ক্ষেত্রগুলি সেগুলি হল : নদী ভাঙন ও নারী পাচার, সীমান্ত অর্থনীতি ও ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, নদী ভাঙন এ জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে একটি বিশেষ মাত্রায় দাঁত করাচ্ছে এবং সাথে সাথে অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতা যুক্ত হয়ে শিশু শ্রম, নারী পাচার ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। জেলা গ্রন্থাগার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে 'ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট' (Disaster management) সংক্রান্ত তথ্যাবলী, সামাজিক সচেতনতা এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সরকার - বেসরকারি উদ্যোগগুলির তথ্যাবলীকে সংহত করতে চাইছে। এ প্রসঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি, জবালা, নবদিশা, পরিবেশ ও আমরা প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছি। পাশাপাশি সীমান্ত অর্থনীতির কু-প্রভাব এ জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ছাপ ফেলছে জেলা গ্রন্থাগার সে নিয়েও ভাবতে চাইছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠন, ক্লাব, এবং সরকারী স্তরে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, এন.ওয়াই.কে. প্রভৃতি-দের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগেও যাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি কতকগুলি সম্ভাবনার দিকগুলিকেও আমরা চিহ্নিত করতে চাই—যেমন, নির্মিয়মান সাগরদিঘী তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে যে শিল্প সম্ভাবনা ও তার বিপনন সম্ভব তা সংক্রান্ত তথ্য উপযুক্ত ভাবে সংগ্রহ ও যথাযথভাবে বিতরণ করতে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি। এছাড়াও জেলায় কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের যে প্রয়াস চলছে তার সঙ্গে সংহতি রেখে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বাজার ইত্যাদির যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌছে দিতে পারলে এক বিশাল ভূমিকা পালন করা যাবে বলেই আমরা মনে করি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে লালগোলার মুক্ত কারাগার। বোধকরি রাজ্যের মধ্যে এটি প্রথম যেখানে অপরাধীদের মুক্ত পরিবেশে রেখেই তাদের সংশোধনের সাথে সাথে নানাবিধ সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। জেলা গ্রন্থাগারের নেতৃত্বে এই অংশের মধ্যেও তথ্য পরিসেবা বিস্তার ঘটানো যেতে পারে। জেলাগত মানব উন্নয়নের তালিকায় আমরা বোধকরি ১৫তম স্থানে আছি। তাই এখান থেকে উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ জেলাকে আরোও সমৃদ্ধতর স্তরে পৌছে দেওয়া সম্ভব বলে বিশ্বাস আছে।

যে পদক্ষেপগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরী :—

যে কোন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে প্রথমেই দরকার উপযুক্ত পরিবেশ এবং ক্ষেত্র তৈরী করা এবং তার যথার্থ প্রয়োগ করা। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগার

নির্ভর তথ্য পরিসেবার কাজকে বিকশিত করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার বলে মনে করি।

১) প্রতিটি গ্রামভিত্তিক তথ্য ফাইল প্রস্তুতিকরণ। এই ফাইলে লোক সংখ্যা ও জনবিন্যাস — অতীত ইতিহাস — ভূমি ও প্রকৃতি — অর্থনৈতিক কার্যাবলী (ভূমি ও ভূমি সংস্কার-কৃষি-সেচ-মৎস চাষ-প্রাণী সম্পদ - শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি) — আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ঋণ ও সঞ্চয়) — পরিবহন — শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য — জনস্বাস্থ্য ও চেতনা — জন প্রশাসন — ক্লাব/স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন — রাজনৈতিক তথ্যাদি প্রভৃতি নানান শীর্ষক-এ ঐ তথ্য ফাইল গড়ে তোলার প্রয়োজন।

২) জেলার সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক বই পত্রাদির সম্মিলিত সূচী প্রস্তুতিকরণ।

৩) আন্তঃগ্রন্থাগার তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা।

৪) শুধুমাত্র গল্প/উপন্যাস নির্ভর নয় — বইমেলাগুলোতে তথ্যমূলক/বৃত্তিমূলক/পাঠ সহায়ক ও রেফারেন্স ধর্মী বইপত্রাদি যাতে বেশী করে পাওয়া যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

৫) শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজ নয় — সার্থক লাইব্রেরী নেটওয়ার্কিং (networking) গড়ে তোলার জন্য এল.এল.এ.কে নেতৃত্ব দিতে হবে।

৬) তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, জনশিক্ষা দপ্তর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর প্রভৃতির সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলোর সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে সরকারী উদ্যোগ নিতে হবে।

৭) পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর থেকে প্রকাশিত তথ্যাদি যথাযথ ভাবে এবং সঠিক সময়ে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলোতে পাঠাবার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৮) জেলা থেকে প্রকাশিত বই/পত্রাদি/সুভেনির (souvenir) ইত্যাদির একটি করে কপি সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ/শহর/জেলা গ্রন্থাগারে প্রেরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৯) চলতি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও শূণ্যপদগুলির পূরণের প্রয়োজন।

১০) বার্ষিক আর্থিক মঞ্জুরী বৃদ্ধি করা ও নিয়মিতকরণ প্রয়োজন।

১১) জেলা গ্রন্থাগার যেহেতু এই নেটওয়ার্কিং-এর নেতৃত্ব দেবে তাই জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নইলে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' বা 'ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার' জাতীয় বাক্যাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

হাসান যাদের ধান্দা, পড়ান তাদের ধান্দা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্তমান লেখকগণ।

বুক স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

দাম: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

98300 52182
92315 59717

১০ কে, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72871

বিবলিওমেট্রিক স্টাডি ঃ দি বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স

মোঃ এনামুল হক, সিনিয়র ডকুমেন্টেশন অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
ও বিধান চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

"দি বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স" শীর্ষক জার্নালটি আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে বছরে দুটি সংখ্যা (জুন - ডিসেম্বর) প্রকাশিত হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান উন্নয়ন শীর্ষক ও বিশুদ্ধ গবেষণা প্রবন্ধ, টীকা (short note), গবেষণামূলক টীকা (research note) বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় এই জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে মূলতঃ ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স এর বিবলিওম্যাট্রিক স্টাডি করা হয়েছে। এখানে প্রধানত পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত প্রবন্ধের বৎসরভিত্তিক (Year-wise), প্রতিষ্ঠানভিত্তিক (Institute-wise), দেশভিত্তিক (Country-wise), লেখকের ধরন (Authorship pattern), প্রবন্ধে ব্যবহৃত রেফারেন্সের (Citation of references) সংখ্যা, অ্যাপেন্ডিক্স (Appendix) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা (Introduction)

Bibliometric শব্দটি সাম্প্রতিক ও নতুন মাত্রার ধারণা যা শিক্ষা ও গবেষণায় তথ্যানুসন্ধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। The British Standard Institute এর মতে বিবলিওমেট্রিক্স হলো - "the use of documents and patterns of publication on which which mathematical and statistical methods have been applied [1]" [Bibliography শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে মূলতঃ Biblion এবং Graphian এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে। Biblion শব্দের অর্থ বই এবং Graphian শব্দের অর্থ লেখা। তাহলে Bibliographia শাব্দিক অর্থ হল বই লেখা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে Bibliography বলতে বোঝায়, বইয়ের লেখা চিত্র বা Graphia of book, অর্থাৎ অল্প কথায় বইয়ের পরিচয় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বিবরণী। তাছাড়া Oxford English Dictionary এর মতে "Bibliography is a list of books of a particular author, printer of country, or of those dealing with any particular theme; the literature of subject [2]".]

উৎস পত্রিকা (Source Journal)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর ৬টি অনুষদের একটি অনুষদ কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ। এই অনুষদের অধীনে আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো একটি সংগঠন (organisation)। কৃষি অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ও সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ১৯৬৫ সালে ব্যুরো প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৭ সাল থেকে তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো নামে নতুন কলেবরে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের আর্থ সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের লক্ষ্যে তাদের গবেষণাকর্মের উপর প্রশিক্ষণ, সমন্বয় সাধন, যোগাযোগ স্থাপন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা প্রভৃতিই এই ব্যুরোর মূল কাজ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ক্যাম্পাসে আর্থ-সামাজিক ব্যুরোটি ১৯৬৫ সালে স্থাপিত এবং তারাই ১৯৭৮ সাল থেকে "দি বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স" শীর্ষক জার্নালটি প্রকাশ করে আসছে। কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের সকল বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক এই ব্যুরোর সদস্য হতে পারেন।

পরিধি (Scope)

দি বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মোট ২৮টি ইস্যু প্রকাশ করেছে। (Vol. 13 No. 1 & 2 to vol. 25 No. 1 & 2)। এই গবেষণা কর্মে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার প্রতি বৎসরে কতগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, প্রতিটি প্রবন্ধ একক/একাধিক লেখকের কিনা, কি ধরনের রেফারেন্স ব্যবহার করেছেন, কি বিষয়ের উপর লেখা, প্রবন্ধগুলোর আকৃতি, কোন কোন দেশ লেখায় অংশগ্রহণ করেছে, কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান হতে অংশগ্রহণ করেছে, প্রবন্ধের শেষে পরিশিষ্ট আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives)

১) বৎসর ভিত্তিক (Year-wise) প্রবন্ধ প্রকাশের পরিমাপ নির্ণয়।
২) প্রবন্ধ লেখকের ধরন বা প্যাটার্ন (Authorship pattern) নির্ধারণ।
৩) প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থপঞ্জী বা রেফারেন্সের (Citation of

references) সংখ্যা ও ধরন সনাক্তকরণ।

৪) কোন কোন বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত তাহা নির্বাচন।

৫) প্রবন্ধের পরিধি (Length) নির্ধারণ।

৬) অংশগ্রহণকারী দেশের তালিকা।

৭) অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের ধরন এবং

৮) প্রবন্ধ শেষে অ্যাপেন্ডিক্স (Appendix) ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করাই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি (Methodology)

সংশ্লিষ্ট গবেষণায় প্রথমে ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সবগুলো জার্নাল বাছাই করে প্রয়োজনীয় অংশগুলো জেরক্স (ফটোকপি) করা হয়েছে। তাছাড়া উদ্দেশ্যভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি, টেবিল প্রণয়ন ও লেখকের প্রকৃতি, তাঁরা কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সেটি নির্ণয় ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা হয়েছে। কৃষি অর্থনীতি ও অর্থ সামাজিক গবেষণার জন্য এটি একটি জনপ্রিয় পত্রিকা। উপাত্তভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি - ১ ঃ বৎসর ভিত্তিক (Year-wise) প্রবন্ধের পরিমাণ।

সাল	প্রকাশিত প্রবন্ধ	শতকরা হার %
১৯৯০	০৮	৪.৯৭
১৯৯১	১৩	৮.০৭
১৯৯২	১৬	৯.৯৪
১৯৯৩	১৫	৯.৩২
১৯৯৪	০৯	৫.৫৯
১৯৯৫	১৬	৯.৯৪
১৯৯৬	০৯	৫.৫৯
১৯৯৭	১৫	৯.৩২
১৯৯৮	০৮	৪.৯৭
১৯৯৯	১৫	৯.৩২
২০০০	০৮	৪.৯৭
২০০১	০৮	৪.৯৭
২০০২	১৩	৮.০৭
২০০৩	০৮	৪.৯৭
মোট প্রবন্ধ	১৬১	১০০%

সারণি নং - ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯০ - ২০০৩ পর্যন্ত (ভল্যুম ১৩ হতে ২৬ এবং প্রতি ভল্যুমে ২টি সংখ্যা) মোট ১৬১ টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি সংখ্যায় গড়ে ৬টি করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে ১৯৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৭ ও ১৯৯৯ সনে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যখন কোন সংখ্যা (ভল্যুমের) ১ ও ২ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়েছে তখনই প্রবন্ধের সংখ্যা কম হয়েছে।

সারণি - ২ ঃ লেখকের প্রকৃতি ও ধরণ (Authorship pattern)

বিভিন্ন ধরনের লেখক			
সাল	একক লেখক	দ্বৈত লেখক	তিন বা তার অধিক লেখক
১৯৯০	০৫	০২	০১
১৯৯১	০২	০৩	০৮
১৯৯২	০৮	০৫	০৩
১৯৯৩	০৬	০৭	০২
১৯৯৪	০৩	০৩	০৩
১৯৯৫	০৪	১০	০২
১৯৯৬	-	০৭	০২
১৯৯৭	০১	০৯	০৫
১৯৯৮	০২	০৫	০১
১৯৯৯	০৫	০৫	০৪
২০০০	০১	০৫	০২
২০০১	০১	০৫	০২
২০০২	০১	০৮	০৪
২০০৩	০২	০৪	০২
মোট	৪২	৭৮	৪১
শতকরা	২৬.০৯%	৪৮.৪৫%	২৫.৪৬%

সারণি নং - ২ তে প্রবন্ধ লেখকের ধরন অর্থাৎ প্রবন্ধগুলো এককভাবে, দুইজনে অথবা দুয়ের অধিক লেখকের দ্বারা রচিত কি না তাহা সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। মোট প্রবন্ধের প্রায় অর্ধাংশ প্রবন্ধ দুইজন লেখক কর্তৃক রচিত। বাকী ২৬.০৯% একক লেখক ও ২৫.৪৬% তিনজন বা তিনের অধিক লেখকের রচিত প্রবন্ধ। সারণি - ২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশে প্রবন্ধই (৭৩.৯১) যৌথভাবে রচিত ও প্রকাশিত।

সারণি - ৩ : গ্রন্থপঞ্জী বা রেফারেন্সের পরিমাণ (Citation of references)

সন	রেফারেন্সের পরিমাণ				
	০	১-১০	১১-২০	২১-৩০	>৩০
১৯৯০	-	০৩	০১	০৩	০১
১৯৯১	-	০৫	০৪	০২	০১
১৯৯২	-	০৫	০৭	০১	০১
১৯৯৩	-	০৭	০৭	-	০১
১৯৯৪	-	০৪	০২	০১	০২
১৯৯৫	-	০৯	০৩	০৬	০১
১৯৯৬	-	০৪	০৪	০১	-
১৯৯৭	-	০৭	০৩	০২	০৩
১৯৯৮	-	০৪	০৪	-	-
১৯৯৯	-	০৪	০৭	০২	০২
২০০০	-	০৪	০৩	০১	-
২০০১	-	০৩	০২	০৩	-
২০০২	-	০৬	০৫	০২	-
২০০৩	-	০২	০১	০২	০৩
মোট	-	৬৭	৫৩	২৬	১৫

সারণি নং - ৩ : বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স জার্নালে লেখক তাঁর প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কোন ধরনের এবং কি পরিমাণ সহায়ক লিটারেচার / তথ্যউৎস্য বা রেফারেন্সের সহায়তা নিয়েছেন তার পরিমাণ সারণি ৩ তে প্রকাশ পেয়েছে। ১৬১ টি প্রবন্ধের ৬৭ টিতে ১ থেকে ১০টি, ৫৩ টিতে ১১ থেকে ২০টি, ২৬ টিতে ২১ থেকে ৩০টি এবং ১৫টি প্রবন্ধে ৩০টির অধিক রেফারেন্সের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোন প্রবন্ধই রেফারেন্স ছাড়া রচিত হয়নি।

সারণি - ৪ : বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ (Subject-wise distribution)

সন	কৃষি অর্থনীতি	কৃষি	কৃষি প্রকৌশল	মাৎস্য বিজ্ঞান
১৯৯০	০৫	০২	০১	-
১৯৯১	০৮	০৪	০১	-
১৯৯২	১২	০৩	০১	-
১৯৯৩	১২	০২	০১	-
১৯৯৪	০৭	০২	-	-
১৯৯৫	১০	০৪	০১	০১
১৯৯৬	০৬	০৩	-	-
১৯৯৭	১০	০৪	-	০১
১৯৯৮	০৫	০২	০১	-
১৯৯৯	১০	০৩	০১	০১
২০০০	০৬	০২	-	-
২০০১	০৭	-	০১	-
২০০২	১০	০৩	-	-
২০০৩	০৮	-	-	-
মোট	১১৬	৩৪	০৮	০৩

সারণি নং - ৪ : বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স কৃষি অর্থনীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশনাই এর মূল উদ্দেশ্য। ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ১৬১টি প্রবন্ধের মধ্যে ১১৬টি প্রবন্ধই জার্নাল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ কৃষি অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ। নগণ্য সংখ্যক প্রবন্ধ কৃষি, কৃষি প্রকৌশল ও মাৎস্য বিজ্ঞান বিষয়ে রচিত। তবে সেখানেও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট আংশিক আলোচনা রয়েছে। সারণি-৪ এ উপস্থাপিত বিষয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জার্নালটি তার উপস্থাপনার উদ্দেশ্য অব্যাহত রেখে যাচ্ছে।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য।

সাইজ	:	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অফসেট	:	৮"×৭.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	:	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	:	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য)।

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

• প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা • বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন। এজেন্সির দশ কমিশন পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অতিরিক্ত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

সারণি - ৫ : প্রবন্ধের বিস্তৃতি (Length of articles)

সন	১-৫	৬-১০	১১-২০	২০ এর অধিক
১৯৯০	-	০২	০৩	০৩
১৯৯১	০২	০৪	০৩	০৪
১৯৯২	-	০৫	০৯	০২
১৯৯৩	০১	০২	০৭	০৫
১৯৯৪	০১	০১	০৭	-
১৯৯৫	০১	০২	১১	০২
১৯৯৬	-	০১	০৭	০১
১৯৯৭	-	০৩	১০	০২
১৯৯৮	-	০৩	০৪	০১
১৯৯৯	-	০৮	০৪	০৩
২০০০	-	০২	০৪	০২
২০০১	-	০২	০৫	০১
২০০২	-	০৪	০৭	০২
২০০৩	-	০১	০৫	০২
মোট	০৫	৪০	৮৬	৩০

সারণি নং - ৫ : সারণি - ৫ এ প্রকাশিত প্রবন্ধের বিস্তৃতি অর্থাৎ প্রবন্ধটি কত পৃষ্ঠায় রচিত তাহা প্রকাশ পেয়েছে। অর্ধেকেরও বেশী প্রবন্ধ ১১ থেকে ২০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশিত। মাত্র ৫টি প্রবন্ধ ৫ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আবার ২০ এর অধিক পৃষ্ঠায় মাত্র ৩০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ প্রকাশের পরিধি এত বিস্তৃত হয়নি। তবে মান (Standard) বজায় রাখতে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

সারণি - ৬ : জার্নালে অংশগ্রহণকারী দেশ ও প্রবন্ধের সংখ্যা (Participant Countries and Number of articles)

দেশের নাম	প্রবন্ধের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশ	১২৮	৭৯.৫১
ভারত	১৪	০৮.৭০
ইউ. কে	০৩	০১.৮৭
কানাডা	০২	০১.২৪
ইউ.এস.এ	০১	০.৬২
মালয়েশিয়া	০২	০১.২৪
নরওয়ে	০১	০.৬২
পাকিস্তান	০২	০১.২৪
জার্মানি	০১	০.৬২
থাইল্যান্ড	০১	০.৬২
অষ্ট্রেলিয়া	০২	০১.২৪
নাইজেরিয়া	০১	০.৬২
শ্রীলঙ্কা	০১	০.৬২
ফিলিপাইন	০২	০১.২৪
মোট	১৬১	১০০

সারণি নং - ৬ : বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স জার্নালে ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাড়াও ১৩টি দেশের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। শুধুমাত্র ২০০০ সালে কোন বিদেশী লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়নি। ১৬১টি প্রবন্ধের মধ্যে বাংলাদেশ ১২৮টি প্রবন্ধ, ভারতের ১৪টি প্রবন্ধ, ইউকে এর ৩টি প্রবন্ধ, ৫টি দেশের দুই এবং ৬টি দেশের একটি করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে দেশী লেখক ছাড়াও বিদেশী লেখক লেখায় অংশগ্রহণ করেছেন।

সারণি - ৭ : প্রবন্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type of organisation participating in the article)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রবন্ধের সংখ্যা	শতকরা হার
কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয় / একাডেমিক প্রতিষ্ঠান	৯৭	৬০.২৫%
গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৫১	৩১.৬৮%
অন্যান্য	১৩	০৮.০৭%
মোট	১৬১	১০০%

সারণি নং - ৭ : এই সারণিতে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে তাহা প্রকাশ পেয়েছে।

সারণি - ৭ এ দেখা যাচ্ছে একাডেমিক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশী সংখ্যক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছে। ৩১.৬৮% প্রবন্ধ গবেষনা প্রতিষ্ঠানে গবেষক কর্তৃক উপস্থাপিত। এছাড়া মাত্র ৮.০৭% প্রবন্ধে দেশের প্রশাসনিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। অধিকাংশ প্রবন্ধই (৬০.২৫%) কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক কর্তৃক রচিত।

সারণি-৮ : প্রবন্ধের শেষে অ্যাপেন্ডিক্স (Appendix at the end of the article)

সন	হ্যাঁ	না
১৯৯০	০৫	০৩
১৯৯১	০৭	০৬
১৯৯২	০৮	০৮
১৯৯৩	০৬	০১
১৯৯৪	০২	০৭
১৯৯৫	০৪	১২
১৯৯৬	০২	০৭
১৯৯৭	০১	১৪
১৯৯৮	০৮	০৫
১৯৯৯	০৯	০৬
২০০০	০৩	০৫
২০০১	০৩	০৫
২০০২	০৩	১০
২০০৩	০৪	০৪
মোট	৬০	১০১

সারণি - ৮ ও ১৬১টি প্রবন্ধের মধ্যে ৬০টি প্রবন্ধের শেষে এপেনডিক্স (Appendix) দেওয়া আছে বাকি ১০১ টির মধ্যে এপেনডিক্স দেওয়া নেই। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবন্ধের এপেনডিক্স নেই।

উপসংহার ঃ

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

ক) প্রতিটি সংখ্যায় (ভল্যুমে) বিদেশী লেখক অংশগ্রহণ রয়েছে। যাহা একটি জার্নালকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌছে দিতে সক্ষম। আলোচ্য পর্যবেক্ষণে ১৩টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ইউ.এস.এ., ভারত ও ইউ. কে-এর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

খ) ১৬১ টি প্রবন্ধের কোনটিতেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement) নেই। এতে দেখা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট জার্নালে লেখকগণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement) চর্চা করেন না।

গ) অধিকাংশ প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য (Length) ০১-০২ পৃষ্ঠার মধ্যে। এটিও একটি আশার বিষয় যে, প্রবন্ধগুলো অধিক তথ্যসমৃদ্ধ ও গবেষণামূলক। তাছাড়া প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশ জার্নালের নামকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ঘ) প্রতিটি প্রবন্ধের শেষেই অধিক সংখ্যক গ্রন্থপঞ্জী (রেফারেন্স) উল্লেখ রয়েছে। যাহা গবেষণামূলক প্রবন্ধের সাক্ষ্য বহন করে।

Reference :

1. British standard Institution, British standard documentation terms (London : BSI, 1976) p.7.
2. Hakim, Md. Azizul, Bibliography & Documention, Dhaka, Dhaka, University Publication Sangstha, 1994, p. 15.

বই তুমি কার ?

অঞ্জন ব্যানার্জী

৩/সি ডোভার টেরেস, কলকাতা-৭০০ ০১৯

আমি যদি প্রশ্ন করি — 'বই তুমি কার'?
বই কিছু বলার আগেই
যত বিজ্ঞের দল, ঘটিয়ে সমাহার,
'বই যে সবার' — এটা বলবেই!
তবুও যদি ফিস্‌ফিসিয়ে, জিজ্ঞেস কর কানে,
শুনবে, 'সেই আপনার যে আমার মর্ম জানে'।
কজন জানে বলো তো - গাছের সঙ্গে আমার কত মিল?
গাছ যেমন ছায়া দেয় পথিক হলে পরে কাহিল,
আমার ছায়া তেমনি ঘনায় পাঠকের মনে—
অভ্যাসবশতঃ, প্রয়োজনে বা অবসর বিনোদনে।
গাছ আর আমি-কেউই চলতে পারি না,
গাছের তবুও প্রাণ আছে, আমি যে স্পন্দনহীনা।
হাতের ছোঁয়ায় আমাতে ফিরে আসে প্রাণ,
স্পর্শই মোর জিওনকাঠি — বলেছেন ভগবান।
তফাৎ শুধু এইখানে—
টাটকা ফুল বা নতুন বইয়ের পাতার সুবাস,
যা সবচেয়ে বেশী মন টানে—
তারপর যখন ফুরায় গন্ধ, ফুলের হয় বনবাস,
আমার কিন্তু কেউ ভাবে না বাসী!
আমি যে চিরকালীন, প্রয়োজনে আশ্বাসী।
যেখানে পাই আমি ভালবাসা উজাড়,
সেই ঠিকানার নামই 'গ্রন্থাগার'।
পারিনা তবু রবিঠাকুরের মত আত্মঘোষণা করতে!
শতেক বছর পরে আমায় পারবে তো পড়তে?
তখনও শুধু শুনতে চাই সেই প্রশ্নটা আবার—
সত্যি করে বলো, 'বই তুমি কার?"

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলন ১৯৬৬

বিগত ৩ জুলাই ১৯৬৬ কলকাতার কলেজ স্কোয়ার স্টুডেন্টস হলে পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সমিতির উদ্যোগে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ডঃ আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদার।

সভায় এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রস্তাবিত বেতনক্রম প্রবর্তনের জন্য, শিক্ষকদের সমান মহার্ঘভাতা, কাজে যোগদানের সময় গ্রন্থাগারিকদের নিকট হতে জামানত গ্রহণের প্রথার বিলুপ্তি, সকল প্রকার গ্রন্থাগারকর্মীর জন্য উপযুক্ত বেতন, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা প্রভৃতি এগারো দফা দাবীর উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, গ্রন্থাগারিকদের এই দাবী সমর্থন করে সভায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থাগারিক বলেন, গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক এঁরা একে অন্যের পরিপূরক। অতএব গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদা শিক্ষকদের অনুরূপ হওয়াই উচিত।

অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসু বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীদের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা যেন সরকার স্বীকার করতে চাইছেন না। তাই গ্রন্থাগারিকদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দিষ্ট বেতন দেওয়ার ব্যাপারে এখনো মনোযোগ দিতে পারেন নি।

সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫০টি কলেজ, ২৫০০ বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্রছাত্রী চাকুরী পাচ্ছেন না, কারণ সব জায়গায় গ্রন্থাগার নেই।

অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী এম-এল-সি বলেন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পিছনে অবশ্যই জনসমর্থন থাকা চাই।

পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী গ্রন্থাগারিকদের আন্দোলনে তাঁদের সংগঠনের সমর্থন জানান।

আন্দোলনের পন্থা সম্বন্ধে প্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, নিয়মতান্ত্রিক পথেই গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ও অন্যান্য দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সক্রিয় আন্দোলন করা প্রয়োজন।

সভাপতি ডঃ ওহ্‌দেদার তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ এবং এগারো দফা প্রস্তাবের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রস্তাবগুলি গৃহীত হবার পর সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ রায় সমিতির পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শিল্পী যামিনী রায়ের সম্বর্ধনা

প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের ৭৯তম জন্মদিবসে শিল্পীর বাসভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বহু শিল্পী, শিল্পরসিক ও সুধীজন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয় এবং পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদ প্রকাশিত 'রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার' গ্রন্থ এবং পুষ্প স্তবক দিয়ে শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বাংলাদেশের যে সব শিল্পী বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছেন যামিনী রায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর শিল্পের মধ্যে সাধারণ মানুষ এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার অপূর্ব প্রতিকৃতি কমনীয় সুষমায় মন্ডিত হয়ে রূপময় হয়ে উঠেছে। শিল্পীর সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে তাঁর শিল্প সাধনার গভীরতার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা কমিশনের সফর

বিগত ২২-২৮ আগস্ট ১৯৬৫ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ডি. এস. কোঠারীর সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন।

কমিশন জাতীয় স্তরে একই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার মান পর্যালোচনা করে দেখছেন। এঁরা আসাম, উড়িষ্যা, কেরল ব্যতীত অন্য সব রাজ্য ইতিমধ্যেই সফর করে এসেছেন। ১মার্চ ১৯৬৬-র মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এঁদের রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

কলকাতায় কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তন পরিদর্শন করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গত ২৮ আগস্ট কমিশনের সঙ্গে দেখা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্মারকপত্র পেশ করেন। এই

স্মারক পত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গ্রন্থাগারসমূহের সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরির সম্পর্ক, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজের সময়, আসবাবপত্র, গৃহ, পুস্তক সম্ভার, কর্মী সমস্যা, পুস্তক নির্বাচন, পুস্তক উৎপাদন প্রভৃতি ছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্নটিও স্মারকপত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কমিশনের রিপোর্ট যাতে কার্যকরী করা হয় তার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এই সাক্ষাৎকারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রমীল চন্দ্র বসু, বিমলেন্দু মজুমদার, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

বিগত ৮ জুন ১৯৬৯ পরিষদ ভবনে (পি-১৩৪ সি.আই.টি স্কীম নং ৫২, কলিকাতা-৫৪) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদ ভবন নির্মাণের পর এই প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রারম্ভে গত এক বছরে দেশের যে সব সুসন্তান প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।

অতঃপর ১৯৬৮ সালের বার্ষিক বিবরণী পেশ করেন পরিষদের কর্মসচিব সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। আলোচ্য বিবরণী সম্পর্কে সুনীল বিহারী ঘোষের এক লিখিত প্রশ্নে বার্ষিক বিবরণী বাংলায় প্রকাশ করার প্রস্তাবের উত্তরে ফণিভূষণ রায়ের প্রস্তাবক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় সংক্ষিপ্তসারে প্রকাশ করা হবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগ ও পরিষদ প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনীর বিস্তারিত বিবরণ বার্ষিক বিবরণীতে দেওয়া হবে এই মর্মেও সভা প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরিষদ ভবন নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার এক বিবরণী পেশ করে কর্মসচিব পরিষদের বর্তমান দুরবস্থার এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। এই সমস্যার আশু সমাধানে তিনি পরিষদ সদস্য ও বৃত্তিকুশলীদের নিকট মুক্ত হস্তে পরিষদ তহবিলে দান করতে অনুরোধ জানান।

পরিষদের বার্ষিক বিবরণী পেশ করা ও তা সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হবার পর পরিষদের ১৯৬৯ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন শেষে বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুষ্ঠুভাবে সভা পরিচালনার জন্য এবং পরিষদের কর্মধারাকে কার্যকরী করার জন্য কর্মসচিব সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী উৎসব পালনের জন্য এক বিশেষ প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হোক এবং এই সম্পর্কে কাউন্সিল সভা সিদ্ধান্ত নেবেন বলে ঠিক হয়। ১৯৬৯ সালের মধ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে হবে — এজন্য একত্রিত হয়ে পরিষদের কার্যবিবরণীর সঙ্গে একসঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তুষারকান্তি সান্যাল।

সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেবলমাত্র গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হবে না। এজন্য প্রয়োজন প্রতিটি অধিবাসীকে গ্রন্থাগারমুখী করা। গ্রন্থাগার চেতনা বৃদ্ধির জন্য তিনি বলেন, বাংলাদেশে এমন কোন গ্রন্থাগার নেই যা মানুষের মনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার সম্যক রূপকে তুলে ধরতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেন, অবিলম্বে কলকাতার একটি আদর্শ সার্বজনীন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হোক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে বলেন।

সরোজকুমার হাজরা গ্রন্থাগারিকগণকে গ্রন্থাগার ব্যতীত ও সমাজের প্রতি কর্তব্যশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

ফণিভূষণ রায় বলেন গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। কারণ কোন উন্নতির কথা চিন্তা করতে গেলে গ্রন্থাগার আইনই হবে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বৃত্তিগত কুশলতা দুইয়ের সমতা রক্ষার জন্যও তিনি প্রস্তাব করেন।

উপস্থিত সকলকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে ৩৪শ বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ শেষ হয়।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও প্রবীর রায়চৌধুরী কর্মসচিবরূপে নির্বাচিত হন। অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন অনাথবন্ধু দত্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলচন্দ্র বসু, ফণিভূষণ রায় ও সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই পাঁচজন সহ-সভাপতি, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক, তুষারকান্তি সান্যাল, সহ-সম্পাদক, অরুণকুমার রায়, গ্রন্থাগারিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ এবং বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, গ্রন্থাগার। ব্যক্তিগত সদস্যদের মধ্যে কুড়িজন কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হন। এর মধ্যে ৭ জন কাউন্সিল সভায় কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হন। জেলাগুলি থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য কাউন্সিলে নির্বাচিত হন।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা যথেষ্ট কিনা

অনেকেরই ধারণা, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে গ্রন্থাগারের হয়তো অভাব নেই। এ ধারণা যে সত্য নয় এটা সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন। এই পরিসংখ্যান তিনি নিয়েছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ১৯৪২ সালে এবং ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী থেকে। প্রবন্ধটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বর্ষ ১৬ (১৩৭৩)এর ১৬৪-৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। চিত্রটি ইংরাজি ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এমনই ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিন্যাস

জেলা	১৯৪২		১৯৬৩	
	শিক্ষিত লোকের সংখ্যা (হাজার)	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	শিক্ষিত লোকের সংখ্যা (হাজার)	গ্রন্থাগারের সংখ্যা
বাঁকুড়া	৯৪.৬	২৬	৩৮৪	১৮৪
বীরভূম	৬৫.৬	১১	৩১৯.৪	২২২
বর্ধমান	১৬৮.৭	৩৪	৯৯২	৩৮৮
কলকাতা	৪৭৩.৫	২১৬	১৭৩৫.৫	৫৩৩
কুচবিহার	—	—	২১৪	৬৬
দার্জিলিং	৩৪.৩	১৩	১৭৯	৮৮
হুগলী	১৫৫.৭	৬৩	৭৭৩	৩২১
হাওড়া	১৯৭.৭	৭৩	৭৫২	৩৪৭
জলপাইগুড়ি	৪৭	৭	২৬১	৫৪
মালদহ	৩৩	১৫	১৬৮	৬৪
মেদিনীপুর	৪২৪	৫০	১১৮৪	৪০০
মুর্শিদাবাদ	৭১	২১	৩৬৭	২০১
নদীয়া	৯০	১৯	৪৬৬	২০১
চব্বিশ পরগণা	২৯৬	২৬	২০৩৯	৭০২
পুরুলিয়া	—	—	২৪১	১০৮
পশ্চিমবঙ্গ দিনাজপুর	—	—	২২৫	১০২
পশ্চিমবঙ্গ	২২৫১	৫৭৪	১০২২৫	৩৯৮১

পশ্চিমবঙ্গের এককোটির উপর শিক্ষিত লোকের জন্য মাত্র প্রায় চার হাজার। এগুলির অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে এবং তাদের অবস্থা শোচনীয়। কলকাতায় তুলনায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা কম হলেও গ্রন্থাগারগুলি অপেক্ষাকৃত সুসমৃদ্ধ। আর একটি তালিকায় তিনি কয়েকটি জেলার গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান দিয়েছেন।

	বর্ধমান	চব্বিশ পরগণা	হাওড়া	হুগলী	মেদিনীপুর
১। প্রতি লক্ষ লোকে গ্রন্থাগার সংখ্যা	১৩	১১	১৭	১৪	৯
২। প্রতি লক্ষ শিক্ষিতলোকে গ্রন্থাগার সংখ্যা	৪২	৩৪	৪৬	৪১	৩৪
৩। প্রতি দশ বর্গমাইলে গ্রন্থাগার সংখ্যা	১	১	৬	৩	১
৪। প্রতি দশটি গ্রামে গ্রন্থাগার সংখ্যা	৭	৫	৭	৮	৮
৫। প্রতি শহরে গড় গ্রন্থাগার সংখ্যা	৩	৬	১৯	৬	২

গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক আয়, সভ্য সংখ্যা, পুস্তক সংখ্যা ও পুস্তকের ব্যবহার দেখানো হয়ে নীচের কয়েকটি তালিকায় :

বার্ষিক আয় টাকা	গ্রন্থাগার সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা	গ্রন্থাগার সংখ্যা
২৫০ পর্যন্ত	১৩	১০০ পর্যন্ত	১৮২
৫০০ পর্যন্ত	৮০	২০০ পর্যন্ত	৮৪
১০০০ পর্যন্ত	৬৪	৫০০ পর্যন্ত	৪৮
২০০০ পর্যন্ত	৪২	১০০০ পর্যন্ত	৭
৫০০০ পর্যন্ত	৩২		
১০,০০০ পর্যন্ত	১০		

পুস্তকের সংখ্যা	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	বার্ষিক পুস্তক ব্যবহারের সংখ্যা	গ্রন্থাগার সংখ্যা
১০০০ পর্যন্ত	১২৮	৩০০০ পর্যন্ত	১১৫
২০০০ পর্যন্ত	১০৬	৬০০০ পর্যন্ত	৮০
৫০০০ পর্যন্ত	৩৩	১৫,০০০ পর্যন্ত	৬৪
১০,০০০ পর্যন্ত	৩৮	৩০,০০০ পর্যন্ত	৪২
৩০,০০০ পর্যন্ত	১৬	৫০,০০০ পর্যন্ত	২০

জেলাগুলির ৭৪ ভাগের মাসিক আয় ১০০ টাকার কম, ২৯ ভাগের মাসিক আয় ২০ টাকার মত। বই কেনা, বই বাঁধানো এবং অন্যান্য খরচ বর্তমানে ২০ টাকায় চালানো কিভাবে সম্ভব?

পুস্তক সংগ্রহও শতকরা ৪০ ভাগে ১০০০ এর নীচে, মাত্র শতকরা ১৭ ভাগের ৫০০০ এর বেশী। এই সীমাবদ্ধতাই গ্রন্থ ব্যবহারের দৈনিক গড় ৩০ এর মধ্যে রেখেছে। এদের গড় সভ্য সংখ্যা ১০০-র মধ্যে। শতকরা ৫৭ ভাগের সভ্য সংখ্যা ১০০-র মধ্যে। প্রতি ২৫০০ শিক্ষিত লোকে একটি গ্রন্থাগার। সুতরাং শিক্ষিত লোকের শতকরা মাত্র ৬ জন গ্রন্থাগারের সদস্য।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার পত্রিকার বর্ষ ৫৬, সংখ্যা-৮ (অগ্রহায়ণ, ১৪১৩) (November, 2006)-এর ENGLISH ABSTRACT অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল না। পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। — সম্পাদক।

ভ্রমসংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকার বর্ষ ৫৬, সংখ্যা-৭ (কার্তিক, ১৪১৩) (Vol. 56, No. 7, October, 2006)-এর চতুর্থ কভারে CONTENTS-এ অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। — সম্পাদক।

যা প্রকাশিত হয়েছে	যা প্রকাশিত হবে
Inportance of inter library co-operation (Editorial)	Importance of inter library co-operation in West Bengal (Editorial)

গ্রন্থাগার সংবাদ

ভামুরিয়া উদয়িনী পাবলিক লাইব্রেরী, পুরুলিয়া
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ১৯শে আগষ্ট '০৬ শনিবার রঘুনাথপুর মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং ভামুরিয়া উদয়নী পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালনায় স্বাধীনতার ৫৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভামুরিয়া উদয়নী পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। অঙ্কন, গান, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতাগুলিতে ১০৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। কচি-কাঁচাদের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডঃ তৌহিক হুসেন তাঁর বক্তব্যে ভামুরিয়া গ্রন্থাগার ও তথ্যওসংস্কৃতি দপ্তরকে সাধুবাদ জানান এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গতি গ্রন্থাগারে আরো বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে তিনি বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে দেবাশীষ দত্ত, প্রধান অতিথি ও উপস্থিত গুণীজন সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মন্ডল

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির
কোচবিহার জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৪শে জুন পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কোচবিহার জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনার জন্য দুলাল পাইন, মোহনলাল মন্ডল ও প্রবীর পালকে নিয়ে সভাপতিমন্ডলী গঠন করা হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার, আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন কোষাধ্যক্ষ দেবাশিষ গুহ মজুমদার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ১০ জন প্রতিনিধি। সভা থেকে আগামীদিনে জেলাগত ও রাজ্যগত বিভিন্ন দাবী পেশ করা হয়।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখা

গত ২৭ শে আগষ্ট, ০৬ জগদ্দলে অবস্থিত গোলঘর শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে প. ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার ২২তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম নেতৃত্ব অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রামপ্রসাদ কুন্ডু, হরিমোহন নাথ, প্রবীর দে এবং অন্যান্য গনতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার তার উদ্বোধনী ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে ভবিষৎ কর্মপন্থাও নির্দিষ্ট করেন। সময়ে হাজিরার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে তিনি বিশেষভাবে কর্মীদের এবং কর্মীসমিতিকে আহ্বান জানান। অন্যান্য বক্তারাও তাদের বক্তব্যে পরিষেবার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন।

সভার দ্বিতীয় পর্বে ১২০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জেলা সম্পাদক তরুণ বসু সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন এবং মোট ৭ জন সদস্য প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। মূলতঃ বিভিন্ন সমস্যা ও দাবীদাওয়ার উপরেই আলোচনা হয়। সর্বশেষে উদ্যোক্তা এবং সহযোগী সংগঠনগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার কাজে পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক — তরুণ বসু

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৮ই জুন স্থানীয় রেবতীরমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহকুমার বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে ৩০ জন গ্রন্থাগারিক ও জুনিয়র লাইব্রেরী অ্যাটেনডেন্ট উপস্থিত ছিলেন

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

নাদনঘাট শাস্ত্রী স্মৃতি সংঘ গ্রামীন পাঠাগার
গ্রাম ও পোঃ নাদনঘাট, জেলা : বর্ধমান, পিন-৭১৩৫১৫

গত ২৫ শে সেপ্টেম্বর ২০০৬, সকাল ১০ ঘটিকায় নাদনঘাট শাস্ত্রী স্মৃতি সংঘ গ্রামীন পাঠাগার ভবনের "ভিত্তি প্রস্তর" স্থাপনের শুভ উদ্বোধন করেন শ্রী উদয় শংকর সরকার, সভাধিপতি, বর্ধমান জেলা পরিষদ। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী শশাঙ্কশেখর প্রামানিক, প্রধান, নাদন ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, প্রধান, বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী, লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির প্রতিনিধি, সকল পঞ্চায়েত সদস্য, শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ, এলাকার অভিভাবক ও পাঠাগারের সদস্যবৃন্দ। গত ২০শে সেপ্টেম্বর, ০৬, ডঃ সুব্রত গুপ্ত, জেলা শাসক, বর্দ্ধমান এই উপলক্ষে পাঠাগার ভবন পরিদর্শনে আসেন। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব লাভ, সাক্ষরতা ও সর্বশিক্ষা অভিযান প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকাও গুরুত্ব বিষয়ে বলেন। পাঠাগার ভবনের উদ্বোধক তার ভাষণে বলেন যে সব বয়সের মানুষের কাছে গ্রন্থাগার খুবই প্রয়োজন। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তাঁর মূল্যবান ভাষণে বলেন, গ্রন্থাগারকে একটি তথ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। পাঠাগারের সম্পাদক-এর স্বাগত ভাষণের জবাবে তিনি শুধুমাত্র বই দেওয়া নেওয়া নয়, শিশু, কিশোর, বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য যে বয়স্কশিক্ষা পরিচালিত হয়ে আসছে তার জন্য গ্রন্থাগারে আলাদা ও নির্দিষ্ট বিভাগ খোলার কথা বলেন। এই বিষয়ে গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাদের ২টি নতুন স্কীমের জন্য প্রজেক্ট করে আবেদন করতে বলেন।

সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে মনোজ্ঞ ও সুরুচিসম্পন্ন করে তুলতে নাদনঘাট রামপুরিয়া হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা "গার্ড অফ অনার" দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয় এবং সংস্থার নান্দনিক শাখার শিল্পীরা নাচ, গান ও আবৃত্তি পাঠ করেন।

প্রতিবেদক — সুশান্ত মণ্ডল

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার (সরকার পোষিত)
কামারপাড়া রোড, চুঁচুড়া, হুগলী

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগারে অন্যান্য বছরের মত এবছর ৪ঠা অক্টোবর ২০০৬, বুধবার, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে "রূপান্তর দিবস" পালিত হল। আসলে এটি বর্ষপূর্তি দিবস। ২৪তম রূপান্তর দিবসে পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি শ্রী অমিয় নন্দী।

সমবেত উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রী সুকুমার নন্দী, সম্পাদক, রূপান্তর দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। লাহা পরিবারের দানকৃত জমির উপর প্রস্তাবিত নতুন গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণে সাংসদ শ্রীরূপচাঁদ পালের দেড় লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষণা করেন এবং উৎসাহী শহরবাসী ও গ্রন্থাগারপ্রেমিক মানুষের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানান। ৫০০০ টাকা দিয়ে গ্রন্থাগারের আজীবন সদস্য হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান।

সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন

প্রতিবেদক — অমিয়কুমার দত্ত

বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদ

করুণাময়ী, বিধাননগর, পিন ঃ ৭০০০৯১

১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদ-এর গত ২৩শে জুলাই, '০৬ রবিবার, বিধাননগর পৌরবিদ্যালয় সভাগৃহে একবিংশতিতম বার্ষিকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক শ্রী সত্যব্রত নাগ এবং পরে অন্যতম সহ-সম্পাদক শ্রী রঞ্জিত কুমার চন্দ। জবাবী ভাষণ দেন অপর সহ-সম্পাদক শ্রী সুনীল বরণ চক্রবর্ত্তী।

ইতিপূর্বে গত ২রা জুলাই, ২০০৬ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় বিদ্যুৎভবন প্রেক্ষাগৃহে কৃষ্টি সংসদ-এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত অষ্টম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধাননগর পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রী বিশ্বজীবন মজুমদার। পাঠাগারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পৌরসভার চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে গত বছরের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত "বসে-আঁকো" ও "আবৃত্তি" প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তারপর আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

নজরুল সন্ধ্যা ঃ গত ৩০ শে জুলাই, ২০০৬-এ বিদ্রোহী কবি নজরুল-কে স্মরণ করতে এমনি একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। একই ভাবে পাঠাগারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রজয়ন্তী, আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে।

বিগত ৬ই আগষ্ট, রবিবার করুণাময়ী আবাসনের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী-কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সাইন্স ইউনিভারসিটি-র প্রাক্তন উপাচার্য্য শ্রী অমলজ্যোতি সেনগুপ্ত-এর সংক্ষিপ্ত ভাষণ ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে।

এই অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে পুস্তক দেওয়া ছাড়াও "স্টার" পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের পাঠাগারের প্রতি আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে পাঠাগারের প্রাথমিক সদস্যপদ দেবারও ব্যবস্থা আছে।

প্রতিবেদক — সত্যব্রত নাগ

কোচবিহার জেলা পাবলিক লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি

গত ২০-৮-২০০৬ তারিখে কোচবিহার পাবলিক লাইব্রেরি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় জেলাপরিষদের সভাকক্ষে। সভার শুরুতে বিগত বছরে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গ্রন্থাগার কর্মী প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় জেলার বিভিন্ন মহকুমার ও ব্লকের থেকে ১৭৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৫২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

গোসাইরহাট জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগার
কোচবিহার

গত ২২শে শ্রাবণ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগারের পরিচালনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারগৃহে রবীন্দ্র সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন, সাহিত্যচর্চা ও কাব্যচর্চা নিয়ে আলোচনা করেন জেলার এল.এল.এ. সদস্য তথা গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতির সদস্য বিশ্বনাথ প্রামাণিক এবং গ্রন্থাগারের সম্পাদক বিল্লবদেব রায়। অনুষ্ঠানের উপস্থিত গ্রন্থাগারের সদস্য ও সদস্যারা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি, গল্পপাঠ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে স্থানীয় নৃত্যকলা গোষ্ঠীর শিল্পীদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। গ্রন্থাগারের সকল সদস্য/সদস্যা ও স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ পায়।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের কর্মশালা

সম্প্রতি বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৮/০৯/২০০৬, ১৯/০৯/২০০৬, ২০/০৯/২০০৬) তিনদিন ব্যাপী 'গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামলকুমার সান্যাল। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের সম্পাদক ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। তিনদিন ব্যাপী এই কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী শ্যামকৃষ্ণ সাহা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা চৈতালী দত্ত, অধ্যাপক সুবর্ণ দাস, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী বিনোদবিহারী দাস, অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্ত্তী, ডঃ সৌমিত্র সরকার, অধ্যাপক সলিল খান, শ্রী অরুণ ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মহাধিকর্তা ডঃ স্বপ্না রায়। বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে পরিচালিত লাইব্রেরী অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মশালায় যোগদান করেন।

প্রতিবেদক — সৈকতকুমার গিরি

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা, বালুরঘাট

গত ৬.৮.২০০৬, রবিবার পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, মন্ত্রী সমাজকল্যাণ ও কারা দপ্তর, পঃ বঙ্গ সরকার। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, পাঠকদের আরও বেশি করে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলবার জন্য সরকারের পাশাপাশি গ্রন্থাগারকর্মীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে গ্রামেগঞ্জে গ্রন্থাগার খুলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানান কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যত বেশি মানুষকে গ্রন্থাগারে আনা যাবে দেশ থেকে ততই অজ্ঞতা দূর হবে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী নারায়ন বিশ্বাস, রাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর, পঃ বঙ্গ সরকার। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারগুলির হাল ফেরাতে ও মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সেমিনারের মাধ্যমে আলোচনা করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করতে হবে। এই সাধারণ সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — অনুপকুমার মণ্ডল

জাতীয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ—একটি কনভেনশন

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার-এর দীর্ঘদিনের উপেক্ষা আর উদাসীনতার ফলে এর ভবিষ্যৎ আজ খুবই অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। এটি কোন হঠাৎ বা আচমকা ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়।

স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের বিকাশ ও উন্নতির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল দু'দশকের মধ্যে সেই ধারাটি ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করে। এটি সম্ভব হয়েছিল জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবে এবং তার দায়বদ্ধহীনতায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের জাতীয় গ্রন্থাগার বিষয়ে যে সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারিত হয়েছে, আমাদের দেশে সরকারের ভাবনায় তার কোন প্রভাব পড়েনি। বরং গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি আঁকড়ে ধরছে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের ভাবনাকে। জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি নির্ধারণে আমাদের দেশেও কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু সেই কমিটির সুপারিশ গৃহীত হয়নি। স্বাভাবিক কারণে তত্ত্বভাবনার ভাঁড়ারে

শূন্য থাকলে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও চলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা আর দুর্নীতি। জাতীয় গ্রন্থাগার এই বিভ্রান্তির পথে বর্তমানে একেবারে দিশাহারা, দিগভ্রান্ত।

এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য গ্রন্থাগারপ্রেমী, শিক্ষাবিদ এবং সমাজের অন্য অংশের মানুষ প্রতিবাদ করেছেন, সংবাদপত্র সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সার্বিক নীতি প্রণয়নের মধ্যে না গিয়ে তাৎক্ষণিক সমাধানের সূত্র খুঁজেছেন দায়সারাভাবে, দায়িত্ব এড়ানোর অজুহাতে। ঠিক এই কারণেই স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বর্তমান সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯টি কমিটি গঠন করেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে। জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে এই অনীহা এবং অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গী নিদারুণ দুর্ভাগ্যজনক।

আরেকটি বিষয় খুবই উদ্বেগের যে বিগত দশ বছর ধরে অত্যন্ত অস্থায়ীভাবে এবং খুব স্বল্পকালীন সময়ের জন্য অধিকর্তা নির্বাচন করার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ নিয়েই শুধু ছিনিমিনি খেলেননি, তার প্রশাসন ও প্রতিদিনের পরিচালন ব্যবস্থাকে টালমাটাল ও বিপর্যস্ত করে তুলেছেন। এই দশ বছরে নয় বার অধিকর্তা বদল করা হয়েছে। পরিকল্পনাহীন খামখেয়ালীপনা এখানকার স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করেছে এবং দুর্নীতি কায়েম করেছে এবং তা ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

দায়হীন, দায়িত্বহীন সরকারী কাজের অস্থিরতার প্রমাণ হিসাবে দেখা যায় যে, জাতীয় গ্রন্থাগারের শতবর্ষপূর্তি উদযাপনের ঘোষণা করছেন একজন অধিকর্তা; শতবার্ষিকী উদযাপনের মূল অনুষ্ঠান পালন করছেন আরেকজন অধিকর্তা আর শতবর্ষের স্মারক প্রদান করছেন তৃতীয় একজন অধিকর্তা। স্বাভাবিকভাবে তাই জাতীয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ নিয়ে সকলেই আতঙ্কিত।

এইরকম অস্থির ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গ্রন্থাগারে স্টাফ ইনস্পেকশন ইউনিট (SIU) পাঠিয়েছে। অনেকের ধারণা এর পিছনে একমাত্র লক্ষ্য কর্মী সংকোচনের নামে জাতীয় গ্রন্থাগারকেই সংকুচিত করে দেওয়া। এই (SIU) তাদের প্রস্তাবে ২১৯টি পদ অবলুপ্তির কথা জানিয়েছে এবং ব্যাপকহারে চুক্তির মাধ্যমে বহিরাগতদের দ্বারা কাজ করার পরিকল্পনা করেছে। অনেকের মতে বিষয়টি শুধুমাত্র কর্মী সংকোচনের নয়, তার চেয়েও গুরুতর উদ্বেগের বিষয় যে জাতীয় গ্রন্থাগারের ডানা ছেঁটে দিয়ে তাকে ছোট করে দেশের শীর্ষ গ্রন্থাগার হিসাবে তার ভূমিকাকে নষ্ট করে দেওয়াই এই সুপারিশের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অনেকে মনে করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় গ্রন্থাগারের দেহ থেকে জাতীয় তকমাটা সরিয়ে নেওয়া। আমরা চাই জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান এবং সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থাগার যাতে তার নিজস্ব গুরুত্ব ও মর্যাদা নিয়ে আগামী দিনে দাঁড়িয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭ই নভেম্বর ২০০৬ একটি গণ কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়। ঐ কনভেনশনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট জননেতা শ্রী বিমান বসু। এই কনভেনশনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে লোকসভা এবং রাজ্যসভার বিভিন্ন সাংসদ, গণসংগঠন, বুদ্ধিজীবি, গ্রন্থাগার-প্রেমী, পাঠক সম্মতি জানিয়েছেন যে এই কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী পৌঁছে দিতে যে জাতীয় গ্রন্থাগারের জাতীয় গুরুত্ব কিছুতেই খর্ব করা যাবে না।

তাই আজ জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্ত স্তরের বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মী, পাঠক এবং গ্রন্থাগার-প্রেমীদের সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে ব্যক্তিস্বার্থ বা সাংগঠনিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় সম্পদ রক্ষা হয় আমাদের শ্রম ও অর্থে, সেই সম্পদ রক্ষার চেষ্টায় সকলের সচেষ্ট হতে হবে। এই জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য সমস্ত বর্গের মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রয়োজন।

প্রতিবেদক — শান্তনু ভৌমিক

"সংকলন"

'গ্রন্থাগার সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাবনা'

"লাইব্রেরি"

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহা-শব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে! অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিক ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থানপতনের শব্দ শুনিতেছ। এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ' সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই। মানবসমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই। জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না। আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না। আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই। সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

দেশ-বিদেশ হইতে, অতীত-বর্তমান হইতে, প্রতিদিন আমাদের কাছে মানব-জাতির পত্র আসিতেছে; আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব। সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে। জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ-কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপিল চালাইতে থাকিব। বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।"

[সংকলন—রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশখণ্ড, পৃ: ৭২৭-৭২৯ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)]

পরিষদ সংবাদ

• গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

আগামী ২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৬ বুধবার বিকাল ৩টায় কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার রাজ্য যুব কেন্দ্র (মৌলালী)-র অডিটোরিয়ামে। আলোচ্য বিষয় : সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন। আজ থেকে আশি বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ-এর যাত্রা শুরু হয়। নানা বাধা বিঘ্ন, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পরিষদ এতগুলি বছর পার হয়ে এসেছে।

গ্রন্থাগার দিবস শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম তারিখ নয়, এই দিনটি হ'লো অবিভক্ত বঙ্গদেশে সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাতের দিন। এই আন্দোলনের শরিকরা জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চালনের জন্য সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। যাঁরা গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, এই দিনটি তাদের কাছে নতুন করে শপথ গ্রহণ করার দিন—ধনী, গরীব, শিশু, কিশোর, নারী-পুরুষ, শক্ত-অশক্ত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জ্ঞান ও তথ্য পাওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে তাঁদের গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার আহ্বান জানানোর দিন।

আমরা সকলেই জানি যে প্রতিটি সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে, তাকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতে হয়—সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশের জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকতে হয় আজীবন শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটলেও লক্ষ্য করা গেছে যে দেশের কোটি কোটি মানুষই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে। যদিও সংবিধানে ৬০-এর দশকের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি। দুই একটি রাজ্য পূর্ণ সাক্ষর হলেও অধিকাংশ রাজ্য তার থেকে অনেকটাই দূরে।

আমাদের রাজ্যে আজও বহু মানুষ নিরক্ষর। সাক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হলেও গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নামমাত্র। পঞ্চাশের দশকে গঠিত বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগার পরিষেবার ভূমিকা ও গুণগতমান সুনির্দিষ্ট করেছিলেন। বিগত পঞ্চাশ বছরে সেই সব সুপারিশ বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ দেখা যায় নি। পাশ্চাত্য দেশগুলি বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারকে খুবই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় চলছে গ্রন্থাগার ব্যতিরেকেই। যেগুলি আছে তাদের অধিকাংশেরই দৈন্যদশা। আমাদের রাজ্যে ছাত্রসমাজে এগিয়ে চলেছে প্রাইভেট টিউশন নির্ভর পরীক্ষাকেন্দ্রিক মুখস্থ পন্থা অবলম্বন করে। ফলে তাদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠছে না। অভিভাবকরাও পুত্র-কন্যাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করেন না। বিচারশক্তি সম্পন্ন স্বাধীনচেতা আত্মবিশ্বাসী ছাত্র সমাজ গড়ে তুলতে গেলে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমেই ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য ব্যবহার করার দক্ষতা সৃষ্টি হবে। এজন্য প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হলেও কার্যতঃ তাদের আকর্ষণী ক্ষমতা কম। আধুনিক সমাজের প্রয়োজনে আধুনিকীকরণের কাজে পরিকল্পনাহীনতার ছাপ স্পষ্ট। ছাত্ররা গ্রন্থাগার ব্যবহারে পরাঙ্মুখ।

গ্রন্থাগারিকরা দীর্ঘদিন দাবী করলেও কেন্দ্রীয় স্তরে আজও কোন জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতি গ্রহণ করা হয় নি। নব্বই-এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলি গড়ে উঠছিল তার কোনটা হয়ত ধ্বংসে প্রাপ্ত হয়েছে, আবার কোনটা ধ্বংসের মুখ। INSDOC-কে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ রাজ্যেই গ্রন্থাগার আইন নেই। মাত্র ১৪টি রাজ্যের গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। যেখানে আইন বিধিবদ্ধ আছে এমন রাজ্যেও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বা আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে না। রাজ্যে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার অবহেলিত। লক্ষ লক্ষ বই সূচীকরণ করা হয় নি, কর্মী সংখ্যা হ্রাস করা হচ্ছে। সম্প্রতি

২১৯টি কর্মী পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। আধুনিকীকরনের কাজ শুরু। অনেকগুলি কমিটি জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য গঠিত হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলির গবেষণার মেরুদণ্ড হলো গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার কেন্দ্রগুলি। গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা উন্নত করেই বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা তাদের গবেষণার মান ক্রমাগত উন্নত করতে পারছে এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকছে।

সারা দেশে শিল্পায়নের যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে তার ফলে যে শিল্পসমাজ ও তথ্য সমাজ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে—তার জন্য আপামর জনসাধারণকে তথ্য পরিষেবার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা একান্ত জরুরী। ই-গভর্ন্যান্স, নেটওয়ার্কিং প্রভৃতি পরিকল্পনা যাই নেওয়া হোক না কেন তার জন্য দরকার তথ্য সচেতনতা গড়ে তোলা। এই কাজ অসমাপ্ত থেকে গেলে ইপ্সিত ফললাভ থেকে আপামর জনসাধারণ বঞ্চিত হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধি প্রাথমিক কাজ। রাজ্যের সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগারগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এলেই একাজে সফলতা আসবে।

আজকের যুগে দেশকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে উন্নতমানের গবেষণা প্রয়োজন। সমস্ত গবেষকদের জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। প্রশাসনের সর্বস্তরে তথ্য সরবরাহ থাকা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণ মানুষের কাছে সব ধরনের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি, সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নের বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল কাজ হচ্ছে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে বিশেষ করে সমস্ত স্তরের প্রশাসক, সমাজ আন্দোলনের কর্মীদের কাছে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার এবং মানোন্নয়ন করার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলতে হবে। আসুন আমরা সমস্বরে বলি—

বই পড়ার জন্য, বই পড়ুন

তথ্য ব্যবহার করার জন্য, তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন

গ্রন্থাগার গড়ে তুলুন, গ্রন্থাগারে আসুন

সকলকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসুন

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে
কেন্দ্রীয় সভা ও আলোচনাচক্র
আলোচ্য বিষয় : সামাজিক ও অর্থনৈতিক
উন্নয়নে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা
স্থান : রাজ্য যুবকেন্দ্র, মৌলালী, কলকাতা
বিকেল : ৩ টেয়
বক্তা : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

•৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন :

আগামী ২৯-৩১ শে ডিসেম্বর, ২০০৬ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর রবীন্দ্রভবনে ৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান : ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০০৬, বিকাল ৪টায়।

উদ্বোধন স্থান : বহরমপুর রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহ

- **৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :**
  ১. **গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য সচেতনতা**
  ২. **বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা**

সদস্যদের কাছে প্রবন্ধ আহবান করে ইতিপূর্বে গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আলোচ্য প্রথম বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য নীচে কয়েকটি সূত্র দেওয়া হলো। আগামী ১০ই ডিসেম্বরের (২০০৬) মধ্যে প্রবন্ধগুলি পরিষদ অফিসে জমা পড়লে মুদ্রণ করা সম্ভব হবে।

সূত্রগুলি হলো :

ক) তথ্য সচেতনতা ও তথ্য সাক্ষরতা — সংজ্ঞা নির্ধারণ।

খ) আধুনিক সমাজে তথ্য সচেতনতার গুরুত্ব।

গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যের গুরুত্ব।

ঘ) সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে, নিরক্ষর, সদ্যসাক্ষর মানুষের মধ্যে তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম।

ঙ) সাধারণ মানুষ বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য ব্যবহার পদ্ধতি।

চ) বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণকারী গোষ্ঠী যথা প্রশাসক, পঞ্চায়েত, পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পদ্ধতি নির্ধারণ।

ছ) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের তথা সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম— যথা : পাঠক প্রশিক্ষণ ও অন্য তথ্যের অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা।

জ) জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য সঞ্চালনের স্বরূপ বা প্রক্রিয়া।

ঝ) সরকারি ও বেসরকারি তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো।

৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় :

ক) সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থানুরাগী মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পরিষদের সদস্যদের ২০.০০ (কুড়ি টাকা) এবং যাঁরা সদস্য নন তাঁদের প্রত্যেককে ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) করে পরিষদকে নাম তালিকাভুক্তিকরণের জন্য জমা দিতে হবে। পরিষদের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ২ জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন।

খ) আহারাদি, জলখাবার, ব্যাগ ইত্যাদির জন্য জনপ্রতি ২০০.০০ (দুইশত টাকা) করে অভ্যর্থনা সমিতিকে দেয়। প্রতিনিধিদের থাকার বন্দোবস্ত করবেন অভ্যর্থনা সমিতি।

গ) প্রতিনিধিদের বিছানা, মশারী ও কম্বল আনতে হবে।

ঘ) যাঁরা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে চান তাঁদের সম্মেলন শুরুর দুইদিন আগে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাতে হবে।

ঙ) সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করার স্থান : পরিষদ কার্যালয়, পি. ১৩৪ সি.আই.টি স্কীম ৫২, কলকাতা-৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬। সম্মেলন অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানা ও ফোন নং : শ্রী মদন মণ্ডল, সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি, ৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার, পো: অ: বহরমপুর, বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার পশ্চিম, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০০, দূরভাষ : (০৩৪৮২) ২৫৩৫৬৭, (ব্যক্তিগত) ৯৪৩৪৬৩৭৬১৭।

চ) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারবেন; কিন্তু অন্যান্য অধিবেশনে কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ছ) সমাপ্তি অধিবেশনের পরে সম্মেলনে যোগদানের সার্টিফিকেট (সংশাপত্র) দেওয়া হবে।

যাতায়াত :

★ শিয়ালদহ থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার, ভাগীরথী এক্সপ্রেস-এ বহরমপুর কোর্ট স্টেশন।

★ বাসে যেতে হলে বহরমপুরগামী বাসে বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডে নামতে হবে।

★ হাওড়া-ফরাক্কা লাইনে খাগড়াঘাটি স্টেশনে নামতে হবে।

শোক সংবাদ

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ও পাঠাগারের জুনিয়র লাইব্রেরী অ্যাটেনডেন্ট যতীন্দ্র নাথ বর্মন-এর গত ১৯শে আগস্ট সকাল ১১-৩০ মিনিটে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটির সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মর্মাহত। পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কোচবিহার জেলা কমিটি ও মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটি গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ জেলার সকল জনসাধারণের কাছে ছিল বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। তাঁর এই কবিতার মাধ্যমেই তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রয়াত বর্মনের পরিবারবর্গকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

GRANTHAGAR

Vol 56 : No. 6 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso Editor Nirmalya Roy September, 2006

ENGLISH ABSTRACTS

by Rupashri Chaudhuri

EDITORIAL : Public Library and Information service

The editorial upholds the value of public library and opines about improving it's use-value to society at large. A rich collection in all the necessary media that can cater the various strata of society is a must. Inclusion of latest information and discarding the non-useful, proper storage and timely retrieval are some of the most important functions, which are if done in the right spirit, public library can contribute much to the society. P.135

Role of Information kiosk for information transmission at district level – Partha Pratim Roy

With the acceptance of the principle of democratic decentralization, district has become the nodal point of development as it is responsible for the general administration and welfare of the people of the district. With the creation of District Planning Committee (DPC) focus of development planning has been shifted from macro to micro level planning considering district as basic administrative unit. Success of development plan and its implementation largely depends upon proper flow of information, as 'Knowledge is a necessary prelude to action'. The present article attempts to focus how information kiosks can be of immense help to people at district level by providing all kinds of information relating to socio-economic, educational, cultural information and also in creation of information database to help district administration for district planning. P.136-140

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association – Nirmalendu Mukhopadhyay

In this serialised article the author narrates in detail significant events of the 60's Bengal library movement. P.141

Association News. P.145

1. Representatives of BLA met Prof Sudarshan Roychowdhury, MIC of Higher Education, Govt of WB on 28.8.2006.

2. District Committees of BLA and WBPLEA of Birbhum district gave a reception to the newly elected MOS of Mass Education and Library Services. On the occasion, Certificates of Workshop cum Seminar, which was held during 13-18th Feb. 06 were distributed.

3. Librarian's Day was observed by the District Committee of the Bengal Library, South Dinajpur District at Gangarampur on 13th August, 2006.

4. Result with list of successful candidates of Certificate in Library Science Exam. for the erstwhile non-trained librarians has been published.

5. Librarians' Day was observed on 13.8.2006 jointly by Bengal Library Association, IASLIC and WBPLEA in Rabindra Bhavan, Bali. The topic of the seminar was Public library and information services.

Special News

Dr. Barun Mukherjee, M.P. Vice-President, Bengal Library Association, requested to formulate library and Information Policy and to promulgate Library Laws in all the States in Rajya Sabha.

Library News **P.151**

a) **Memari (Burdwan) Milan Sangha Town Library** organised a farewell programme for Dhirendranath Bishoyee.

b) **Shanti Sansad, Sonarpur (24-Pgs(S)), Jheel Park** organised Rabindra-Najrul Sandhya.

c) **Chupi Akinchan Kutir and Akshay Granthagar, Purbasthali, Burdwan,** observed birth day of Poet Satendranath Dutta.

d) **Pallisri Pathagar, Hirapur, Howrah,** observed birthday of Rabindranath Tagore and Kaji Najrul Islam.

e) 11th Annual General Meeting of the **WBPLEA**, Uluberia Subdivisional Committee, Howrah was held at Uluberia on 18.6.06.

f) 11th Annual General Meeting **WBPLEA**, Howrah Sadar Sub-divisional Committee was held at Duila Milan Mandir Granthagar on 24.6.06.

g) **BLA and WBPLEA of Cooch Behar district** gave reception to Sri Gnanendra Chandra Chanda on 24.6.06.

h) 97th Annual General Meeting of the **Boys' Own Library and Young Men's Institute** was held on 26th August, 06.

i) **Palli Bharati** of Mugkalyan, Howrah observed Rabindra-Najrul Sandhya on 17th June, 06.

j) **Dainhat Sahar Jitendranath Mitra Smriti Pathagar, Dainhat, Burdwan,** remembered Rabindranath and Kali Najrul Islam.

Obituary **P.154**

1. **Sm Bijaya Bandopadhya**, Former librarian of Netaji Nagar College passed away on 5th August.

2. **Sri Goutam Bikash Chakravarty,** former secretary of BLA, Murshidabad District passed away on 9.8.06

GRANTHAGAR

Vol. 56 : No 7 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso Editor : Nirmalya Roy October. 2006

ENGLISH ABSTRACTS

by Rupashri Chaudhuri

EDITORIAL : Importance of interlibrary cooperation in West Bengal.

Author emphasized the necessity of mutual cooperation among libraries in the present West Bengal scenario and discusses about making it a success. Achieving better service with limited resources calls for interlibrary cooperation and brings with it, economy of time and money. This cooperation can specifically take place in acquisition, technical processing, reference service, preservation, conservation etc, to name a few although, what is needed most is the spirit of cooperation between the administrations, the managements, library workers and the users. P.163

Standards for the organisation and Information services of health science library in 21st century and its proper application in the digital era–Nitai Chandra Ghatak.

The author suggests that, though there exist numerous standards for the Health Science Library and Information Services, we whould follow the one that is prescribed by the National Library of Medicine, Washington DC, USA. The author also stressed that we must maintain the internet medical standards as per PICS. P.165

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association–Nirmalendu Mukhopadhyay

In this part of the serialised article, the author narrates some significant events in the history of Bengal Library Association and Bengal library movement. The author talks at length about B. S. Kesavan and his farewell speech, S.R. Ranganathan's visit to Kolkata, about the history of Calcutta

University Library, joining of Nirmal Chandra Chowdhury in Taki Cental Library, the death of Sachidulal Dasgupta etc. P.169

Mridulkumar Mitra–Public library and information services.

The author identified different areas of public library services in West Bengal. (1) Present condition of information services in public library, (2) areas of information services, (3) information about library profession (4) prospects of education and learning, (5) on employment and livelihood, (6) Administrative departments of the state (7) information about travel (8) about industry, (9) about sources of information. Lastly he deall with transfer of information. P.172-74

Association News P.175

1) Workshop cum seminar in Darjeeling district was held during 11-16th September, 2006 in Udayan Memorial Library in Siliguri.

2) Reception of newly elected LLA members in Cooch Behar District by BLA and WBPLEA.

Library News P.176

Burdwan

1) **A training camp of the organisers** of **public libraries** was held in **Udaychand District Library** in Burdwan, with the assistance from Library Directorate, Govt of West Bengal and RRRLF. The said camp was organised by the District Committee of Bengal Library Association and WB Public Library Employees' Association of Burdwan during 22-23rd July, 2006.

2) Book Exhibition in Purbasthali Kalna, Burdwan.

3) Executive Committee of **Cossipur Institute** was formed.

4) Foundation Day of Sougata Smriti Pathagar was observed on 2nd September, 06.

Chinsura Kishore Pragati Sangha

A discussion was held in **Chinsura Kishore Pragati Sangha** on Consumer Rights on 10th September, 06.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে নেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/CW/P-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : RNP-2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 56 : No. 3 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy November 2006

CONTENTS

	Page
Bengali Dalit Literature (Editorial)	183
Samik Bandyopadhyay Public Library and Information Service Role of Murshidabad District Library	185
Md. Enamul Hoque and Bidhan Chandra Biswas Bibliometric Study on The Bangladesh Journal of Agricultural Economics	189
Sanjay Kumar Bhowmick SUBIP Calcutta Where you are?	193
Nirmalendu Bikash Chattopadhyay Library Movement in Bengal and History of the Bengal Library Association	194
ERRATA	197
LIBRARY NEWS	198
ASSOCIATION NEWS	202
OBITUARY	206
ENGLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 3 [Sl-5, No-7])	207

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. Phone : 2241-6866. E-mail : info@blaca.org, Website : http://www.blaca.org. Printed at Calcutta World, P-4A C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. Phone : 2283-2365.

Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Associate Editor : Nirmalya Roy

ISSN 0017-314X

পশ্চিমবঙ্গ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬ ...

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
তথ্য সচেতনতা ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)	২১৫
অসিতাভ দাশ	২১৬
অদ্রি ও প্রভাতে রবির ...	
অরুণকান্তি দাশগুপ্ত	২২১
গ্রন্থাগারিক রঙ্গনাথন	
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়	২২৯
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	
গ্রন্থাগার সংবাদ	২২৬
পরিষদ সংবাদ	২২৯
শোক সংবাদ	২২৯, ২৩০
চিঠিপত্র	২৩২
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 56, No. 8)	২৩৩

বেলুড় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে আগামী ১৭ই নভেম্বর ২০০৬ জাতীয় গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বর্তমানে উদ্ভূত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতিকারের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে (এ্যানেক্স বিল্ডিং) বেলা ১টায় এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও গবেষকরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। গ্রন্থাগারপ্রেমী সবাইকে উক্ত কনভেনশনে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইয়াসলিক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার
কর্মী সমিতি

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৯ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় পৌষ, ১৪১৩

সম্পাদকীয়

তথ্য সচেতনতা ও গ্রন্থাগার

এবার ৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বহরমপুরে। বহু বছর পর ঐ শহরে আবার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মূল আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য সচেতনতা। আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠক্রমে বিষয়টি নেই। তা সত্ত্বেও পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি আলোচনার জন্য সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ইতিপূর্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করলে, গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ ও কর্মী দিয়ে পরিপুষ্ট করলে গ্রন্থাগারগুলি জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারবে। বিগত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতায় কয়েকটি বিচিত্র বিষয় নজরে আসে। বেশ কিছু মানুষ যাঁরা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা বর্তমানে বেতনভুক গ্রন্থাগার কর্মীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অপসৃত। যদিও এটাই সামগ্রিক চিত্র নয় কারণ অনেক গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব নিয়ে ভোটের লড়াই চলে। এমনকি পুলিশের উপস্থিতিতে ভোট করতে হয় এরকম ঘটনাও বিরল নয়। কিন্তু পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাঠস্পৃহা হ্রাস পেয়েছে-বহু গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। পুরানো পাঠকদের রুচি বদল ঘটেছে। নতুন পাঠকরা আর বিনোদনমূলক বই, পত্র-পত্রিকা পাঠে অনৎসাহী। আমরা অনেকক্ষেত্রেই টেলিভিশনকে দায়ী করে থাকি তবে এ সম্পর্কে ব্যাপক অনুশীলন ভিত্তিক তথ্যের অভাব রয়েছে। ওপর ওপর আরো যে কারণগুলি নজরে আসে তা হলো নিয়মিত গ্রন্থাগার না খোলা, গ্রন্থাগার কর্মীদের ধাত্রিক মনোভাব, সাধারণ মানুষের বই পড়ার আগ্রহের অভাব, ভিডিও পার্লারের প্রাদুর্ভাব, ছাত্রদের মধ্যে পড়ার চাপ, বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার না থাকা, উপযুক্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাব ইত্যাদি। এছাড়াও বড় কারণ যা অনুশীলনের দাবী রাখে তা হলো তথ্য সচেতনতার এবং জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তথা পুস্তকের অভাবজনিত কারণের বিষয়টি। যে কোন সাধারণ মানুষ এ প্রশ্ন তুলতেই পারেন আমার গ্রন্থাগারে যাওয়ার প্রয়োজন কি? আমরা যদি গ্রন্থাগারে না গিয়ে জীবনের চলার পথে অসুবিধা না হয় তবে গ্রন্থাগারে যেতে হবে কেন? আমার যখন দরকার হবে তখন গ্রন্থাগারে যাবো, বই পড়বো। মূল প্রশ্ন এখানেই যে বই পড়ার সঙ্গে, গ্রন্থাগারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার যোগসূত্র কতটা? গ্রন্থাগারে গেলেই যে জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর মিলবে এরকম অবস্থা আছে কি? গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা কি তথ্য পরিষেবা দেওয়ার অবস্থায় আছে? বই আমার জ্ঞানের চাহিদা মেটাতে পারে যদি আমি সেটা চাই—কিন্তু তথ্য চাহিদা যা প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে তার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংযোগ ঘটানোর ব্যবস্থা আছে কি? গ্রন্থাগার কি মেটাতে পারবে? এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা গণমাধ্যম যত দ্রুত জীবন ও জীবিকার জন্য তথ্য চাহিদা মেটানোর জন্য তথ্য পরিবেশন করছে গ্রন্থাগার কি তার সমকক্ষ হতে পারবে?

আজ শেষের প্রশ্নগুলি নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই চিন্তাই কাজ করেছে যে মানুষকে পরিশীলিত বা বিশ্লেষিত তথ্যের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টির গুরুত্ব পর্যালোচনা করা। পাশাপাশি পদ্ধতি খুঁজে বার করা। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য বা বার্ষিক একটা সম্মেলনের অনুষ্ঠানের জন্য এই বিষয় নির্বাচন করা হয় নি—এটা পথ খোঁজার বিষয়। এজন্য আলোচনার জন্য কয়েকটি সূত্র গ্রন্থাগারের গত সংখ্যায় ছেপে দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার সংগঠকরা এগুলি বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করে দিক নির্দেশ করতে পারবেন।

পাশাপাশি মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত নেয়—সে ছোট বিষয়ের সিদ্ধান্তই হোক বা বড় বিষয়ের সিদ্ধান্তই হোক। যে সিদ্ধান্তই সে নিক না কেন তার পরিণাম ক্ষুদ্রমাত্রায় যেমন হতে পারে আবার তার মাত্রা বৃহৎ হতে পারে, এমন কি অপরিণামদর্শি সিদ্ধান্তের ফলে জীবন সংশয় হতে পারে। তথ্য মানুষকে যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে তা জানা কথা। কিন্তু আমাদের যা জানা দরকার তা হলো গ্রন্থাগারের কর্মধারা কিভাবে পুনর্গঠিত করলে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আজি এ প্রভাতে রবির .....

অসিতাভ দাশ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১৯২৫ সালের ২০ শে ডিসেম্বর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ৫ই পৌষ), রবিবার ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনে একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত অ্যালবার্ট ইন্‌স্টিটিউটের সভামন্ডপে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছিল। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল অবিভক্ত বঙ্গে একটি গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটিকে স্মরণ করে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়।

এই স্মরণীয় দিনটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেও একটি কথা বলতে চাই অবিভক্ত বঙ্গে এটাই প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন নয়। ১৯২৫ সালের ২৮ ও ২৯ শে মার্চ হুগলী জেলায় অবস্থিত বাঁশবেড়িয়ায় প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যে সম্মেলনটিকে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

যদিও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বঙ্গীয় গ্রন্থমালা সিরিজের ১ম গ্রন্থ ও কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় লিখিত 'গ্রন্থাগার' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯২৫ সালের ৮ই ও ৯ই মে বাঁশবেড়িয়ার সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়ায় বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। ঐ সালের ২৮ ও ২৯ শে মার্চ বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা ঘটেছিল। মনে হয় কোন কারণে তিনি সঠিক তারিখটি উল্লেখ করতে সক্ষম হননি।

পূর্ববর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৪ সালে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাঁওতে ২৬-২৭ ডিসেম্বর ভারতের ৩৯তম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালীন ১৯২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর বা ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১১ই পৌষ বিজয়নগর ক্যাম্পের (কংগ্রেস নগর) মিউজিক্যাল কনসার্ট হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগারের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহীশূরের শ্রী ভরদ্বাজ এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯১৯ সালে বা ১৩২৬ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম গঠিত হয় ও সক্রিয়ভাবে সংগঠনকার্যে যুক্ত থেকে কর্মকর্তারা সম্মেলন আহ্বান করতেন। বেলগাঁওতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় দেড়শত প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। তখনকার দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অন্যান্য বহু রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রন্থাগার আন্দোলনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই আন্দোলন প্রতি শহর ও প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে। কর্মব্যবস্ততার দরুণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্মেলনে সভাপতির অনুষ্ঠান কার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন তুলসীচরণ গোস্বামীর হস্তে। রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর পুত্র তুলসীচরণ গোস্বামী ছিলেন স্বরাজ দলের অন্যতম নায়ক, কেন্দ্রীয় বিধানসভার সদস্য, প্রখ্যাত বাগ্মী ও তার্কিক, গ্রন্থাগারপ্রেমী এবং বাংলার তৎকালীন বিখ্যাত পাঁচজনের একজন।

কিশোরীলাল গোস্বামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান চলার সময় বঙ্গের প্রতিনিধি সুশীলকুমার ঘোষ (যিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক) প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন ও তাকে সক্রিয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। তিনি প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের প্রস্তাব আনতে গিয়ে বলেন, জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বৃদ্ধির জন্য চাই ব্যাপক সমাজ শিক্ষার আয়োজন এবং গ্রন্থাগারই সে কাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী মাধ্যম।

সুশীলকুমার ঘোষের প্রস্তাবানুসারে প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদের স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হলে অবিভক্ত বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গদেশে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও অবিভক্ত বঙ্গে প্রথম গ্রন্থাগার

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ায় ১৯২৫ সালে ২৮ ও ২৯শে মার্চ। এই তারিখে অনুষ্ঠিত বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে প্রথম হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় মহাশয়।

১৯২৫ সালের ২৮শে মার্চ বিকাল ৪টায় (শনিবার) একটি সুদৃশ্য বৃহৎ মন্ডপে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৫০ জন প্রতিনিধি ও অগণিত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতি এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শকদের জন্য কোনরকম চাঁদা বা প্রতিনিধি ফি ধার্য করেননি। এই সম্মেলনের সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে তুলসীচরণ গোস্বামী ও কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়। আনুষ্ঠানিকভাবে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় মহাশয়। তিনি তাঁর ইংরেজি ভাষণে গ্রন্থাগারের সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন ও সংক্ষেপে বাঁশবেড়িয়ার সাধারণ গ্রন্থাগারের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ও অঙ্গ হিসেবে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, গ্রন্থাদি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির পরিপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) থেকে এই প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রেরণ করা হয়েছিল গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বিদেশী ও দেশীয় পুস্তক এবং হুগলী জেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা। বরোদা থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল বরোদা রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে নানারকম চিত্র, বিবরণী, আধুনিক গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় পত্রপত্রিকা ও পুস্তক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত কাঠের টাইপে ছাপা 'দিগ্দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রথম দিককার সংখ্যাগুলো। হুগলী জেলার রাধানগর থেকে আনা হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিপত্র ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক যা প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। বৈদ্যবাটি থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও চন্দননগর থেকে হরিহর শেঠের পাঠানো সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা চিঠিও এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল। এছাড়া এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Eastern Voice' ও 'The United Bengal'-এর পুরানো সংগ্রহ ও স্থানীয় পত্রিকা 'পূর্ণিমা'। শুধুমাত্র গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছিল হুগলী জেলার লেখকদের তালিকা ও পরিচয়, জেলার ৬০টি গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা, হুগলী জেলার একটি মানচিত্র যে মানচিত্রে কোথায় কোথায় গ্রন্থাগারগুলি অবস্থিত এবং হুগলী জেলার দর্শনীয় ও বিখ্যাত স্থানগুলি উল্লেখ করা ছিল।

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক জে এ চ্যাপম্যান। প্রদর্শনী উদ্বোধন করার পর তিনি ইংরেজিতে একটি আকর্ষণীয় বক্তৃতা দেন। যে বক্তৃতার সিংহভাগ ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির অজানা ইতিহাস। তাঁর বক্তৃতাটি ছিল এইরকম "ভারতবর্ষে আমাদের একটিও এমন সুন্দর গ্রন্থাগার নেই যাকে এই দেশের সমান বৃহৎ কোনও একটি দেশের প্রধান গ্রন্থাগারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সমান অর্থে আমি বোঝাতে চেয়েছি দেশের আকৃতি ও গুরুত্ব। এমন কি সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতির মত ছোট ছোট দেশের যে প্রধান গ্রন্থাগারগুলি আছে· তাদের সাথেও এখানকার গ্রন্থাগারগুলির তুলনা চলে না। শুধু তাই নয়, আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি সেখানকার গ্রন্থাগারগুলির গৃহ, পুস্তক সংখ্যা, সূচীকরণ ও নির্ঘণ্ট থেকে ভারতবর্ষে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এর কারণ পাশ্চাত্য দেশে বডলিয়ান (Bodleian) বা দি বিবলিওথেক ন্যাশনাল (The Bibliotheque Nationale)-এর মত এত সুন্দর সুন্দর গ্রন্থাগার আছে বা এদের থেকে ছোট যেগুলি আছে সেগুলিও আমাদের ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারগুলি থেকে অনেক অনেক গুণ ভাল। এর কারণ কিন্তু এই নয় যে সেখানকার শাসকশ্রেণী এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা গ্রন্থাগারগুলি স্থাপন করেছেন।

আসলে ওই সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষ যারা এই দেশের আপনার আমার মতই সাধারণ শ্রমজীবি মানুষ তাঁরাই গ্রন্থাগারের জন্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলেছেন—"আমরা পড়তে চাই, শিখতে চাই-আমাদের পড়ার জন্য বই চাই, পড়া লেখার জন্য শিক্ষক চাই।" তাঁরা এই দাবি তুলতে পেরেছেন বলেই সেইসব দেশের সরকার গ্রন্থাগার তৈরি করতে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজকের ভারতবর্ষে নামী দামী গ্রন্থাগার নেই তার জন্য দায়ী এই দেশের জনগণ। কারণ আপনারা, এই দেশের নাগরিকেরা বিধানসভা ও আইনসভার কাছে আন্তরিকতার সাথে এই দাবি পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পারেননি যে গ্রন্থাগার স্থাপনের মত মহৎ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে বা যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা বৃদ্ধি

করতে হবে।

"আপনারা ভাবছেন যে আমি একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করে অপরাধীতে পরিণত হচ্ছি। কারণ এখানে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির মত মূল্যবান গ্রন্থাগার আছে। আমি স্বীকার করছি যে সঠিক কথা বলিনি। কিন্তু এই গ্রন্থাগারের জন্য আপনারা কার কাছে ঋণী? এই গ্রন্থাগারটি কি আপনাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার ফসল? না, এই ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সঠিক তথ্য হল এই যে আপনারা এমন একজন মানুষকে ভাইসরয় হিসেবে পেয়েছিলেন যাঁর চরিত্র অন্যান্য ভাইসরয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর মনের মধ্যে বিশেষ কিছু চিন্তাভাবনা ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতবর্ষে উন্নতমানের গ্রন্থাগার নেই। তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি। শুধু প্রতিষ্ঠা করেই তিনি থেমে যাননি। তিনি লন্ডনে পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের তালিকা পাঠিয়ে, সেগুলি সরবরাহ করতে বলতেন। শুধু তাই নয় সমস্ত বইয়ের দাম তিনি নিজের আয় থেকেই দিতেন এবং বইগুলি গ্রন্থাগারে উপহার দিয়ে দিতেন। তবে তিনি শর্ত করে নিয়েছিলেন যে এই বইগুলি পাঠকক্ষে বিশেষ সংরক্ষিত স্থানে রক্ষিত হবে এবং তাঁর নাম লেখা থাকবে। এটা কিন্তু তিনি আত্মমহিমা প্রচারের জন্য করেননি। এর কারণ তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, এই সংরক্ষিত স্থানে রক্ষিত বইগুলো দেখে অন্যান্য ভাইসরয়েরা "অবশ্যই গ্রন্থাগারে যাবেন ও ওনার মতই কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।"

"লর্ড কার্জনের চিন্তার অতীত ছিল যে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি তাঁর উত্তরসূরী হবে না। এই গ্রন্থাগারটি ছিল তাঁর প্রিয় সন্তান-কারণ তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ মনের মানুষ। তাঁর মন অন্যান্য মানুষের মনের মত সমভাবাপন্ন ছিল না। কিন্তু ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি তাঁর উত্তরসূরী কোনও ভাইসরয় বা বাংলার কোনও গভর্নরের কাছেই তাঁদের প্রিয় সন্তান হয়ে উঠতে পারেনি। তাই লর্ড কার্জনের পরে কোনও ভাইসরয় এই গ্রন্থাগার পরিদর্শনে আসেননি। কেবলমাত্র একজন বাংলার গভর্নর গ্রন্থাগার পরিদর্শনে এসেছিলেন। কেননা তিনি পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি কেবলমাত্র এসেছিলেন ও দেখে, ঘুরে, ফিরে চলে গিয়েছিলেন।

"আপনাদের মনে হতে পারে কেন আমি এইসব বিষয়ের এত গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ আপনারা যাতে সহজে বুঝতে পারেন যে আপনারা কখনই ভাইসরয়, গভর্নর বা প্রশাসনিক কর্তাদের বিশ্বাস করবেন না — কারণ এঁরা কখনই ভারতবর্ষকে তার প্রাপ্য গ্রন্থাগার দেবেনা। আমি বিশ্বাস করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আপনাদের সোচ্চার হতে হবে। আপনারা কি করে চিন্তা করেন যে বই না পড়ে আপনারা বড় দেশগুলির সমকক্ষ হতে পারবেন? আপনারা কি করে আশা করেন জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার—যে দেশের গ্রন্থসংগ্রহ অতুলনীয় বিশেষতঃ প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সংগ্রহ যাদের অসংখ্য। এমন কি অষ্ট্রেলিয়া, যে দেশকে বয়সে নবীনই বলা চলে, যার জনসংখ্যা স্বল্প এবং যাদের অধিকাংশ জীবিকা মেষপালন, সেই দেশেও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের চেয়েও অন্ততঃ ছটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার আছে। ভারতবর্ষ পুণ্য বেদভূমি, শিক্ষার দেশ। বিদ্বৎজনের দেশ—বহু শতাব্দী ধরে যার মূল্যমান আজও অম্লান।

"যদি ভারতবর্ষের জনসাধারণ আত্মসজাগ হন এবং অন্যান্য দেশের সাধারণ জনগণের মতই গ্রন্থাগার আন্দোলনে (বর্তমানের ভাষা) অংশীদার হতে পারেন, ততখানি মূল্য আপনাদের দিতে হবে না। আপনারা খুব শীঘ্রই দেখতে পাবেন বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচীতে একটি করে নিজস্ব বৃহৎ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে এবং জনসংখ্যার আধিক্য যেখানে কম সেখানেও গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে। কিন্তু সেই গ্রন্থাগারগুলিতে সবই পুরোনো বই থাকবে, কাজেই নূতন বই ও তার প্রকাশনার প্রশ্ন থেকেই যায়।

"গ্রন্থাগার বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন বই প্রকাশ হলে জনগণের বৃহদংশে উপকৃত হবে এবং এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কমবেশি অবদান থাকবেই। ক্ষুদ্রমাত্রা ব্যতিরেকে পুস্তক প্রকাশনা নির্ভর করবে ভারতবর্ষের জনগণের বৃহদংশের পুস্তক ক্রয় করার ওপর। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রচুর সংখ্যক বই কেনার মানুষ রয়েছেন। সেখানকার সাধারণ মানুষের বিরাট অংশের এটা একটা নিয়ম এবং অভ্যাস যে আয়ের কিছু অংশ বই কেনার জন্য ব্যয় করা। ইংলেন্ডে আমার নিজের বোনেরা যারা কেউই বড় মানুষ বা ধনী নয়—তারা প্রতি বছরই অন্ততঃ কিছু বই কেনে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই অভ্যাস প্রায় নেই বললেই চলে। আপনাদের কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত বই কেনার জন্য কিছু খরচ করা আনন্দদায়ক বলে মনে হবে না, ততক্ষণে ভারতবর্ষে নূতন বই প্রকাশের হার বৃদ্ধি পাওয়া কষ্টকর হবে। বিশেষতঃ গুণগত মানের বই কমই প্রকাশ হবে। যেগুলি হবে সেগুলি নিকৃষ্ট মানেই পরিণত হবে এবং প্রকাশনার

বাজার বর্তমানের মতই চলবে।

"আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এই ধরনের কঠিন (দয়া করে কর্কশ বলবেন না) কথা বলার জন্য। কিন্তু আমি চাই আপনারা সত্যিকারের পুরুষ হবেন, সত্যকে ভয় করবেন না আর মুখের গল্পের ওপর নির্ভর করে থাকবেন না।"

জে এ চাপম্যানের মনোজ্ঞ এই বক্তৃতার পর সভাপতি তুলসীচরণ গোস্বামী এই সভায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সুধীজন ব্যক্তিগতভাবে সভায় যোগদান করতে না পারার জন্য যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা পাঠ করে শোনান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন একই ব্যক্তি। এরপরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় তাঁর বক্তৃতা পাঠ করে শোনান। সভার সভাপতি তুলসীচরণ গোস্বামী বিশেষ কারণে সভায় থাকতে না পারার জন্য খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালিন সহ-সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের হাতে সভা পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁর বক্তৃতায় আশা করেন আগামী বৎসর সমগ্র বঙ্গের গ্রন্থাগার সম্মেলন এই জেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে।

এরপরে এই সম্মেলনে আকর্ষণীয় বক্তৃতা দেন চন্দননগরের তথা বঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজসেবী হরিহর শেঠ এবং মহানায়ক রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী মন্ত্রদাতা ও বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রদূত চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়। এরপরে দিনের শেষে প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী লণ্ঠনের আলোর সাহায্যে বিখ্যাত সমাজসেবী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী 'গ্রন্থাগার আন্দোলন' সম্বন্ধে একটি অসাধারণ বক্তৃতা দেন যা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হয় ২৯শে মার্চ (রবিবার)। প্রতিনিধি সম্মেলন সকাল ১০টা থেকে আরম্ভ হলেও দুপুর ১২ টায় প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয়। এই প্রকাশ্য অধিবেশনে যে সমস্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় সেইগুলিই বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রস্তাবগুলি ছিল নিম্নরূপ :

১) (ক) এই সভা প্রস্তাব করছে যে বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপন করা হোক এবং এর শাখা হিসেবে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা হল এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে উপসমিতি গঠন করা হল যাঁরা হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের প্রয়োজনীয় নিয়ম ও আইনের খসড়া প্রস্তুত করবেন :

১) তুলসীচরণ গোস্বামী (শ্রীরামপুর)
২) হরিহর শেঠ (চন্দননগর)
৩) মুনীন্দ্র দেবরায় (বাঁশবেড়িয়া)
৪) গুরুদাস রায় (বলাগড়)
৫) সতীশচন্দ্র মোদক
৬) দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলী)
৭) হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় (বৈদ্যবাটি)
৮) বঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায় (রাধানগর)
৯) সম্পাদক, মনীন্দ্রনাথ রুদ্র, বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগার।

সর্বশেষ নামটি প্রস্তাবিত হয় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক রূপে।

খ) হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ সর্ব ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (All India Library Association) সদস্যপদের জন্য আবেদন করবে।

গ) হুগলী জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার ও সাহিত্য সংস্থাকে অনুরোধ করা হবে তারা যেন জেলায় অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি ও সংস্কারে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করে।

ঘ) ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন হুগলী জেলায় অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি ও সংস্কারে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করে।

ঙ) গ্রন্থাগারগুলির প্রাথমিক কর্তব্য তাদের এলাকায় সমাজসেবামূলক কার্য ও শিক্ষাবিস্তার করা এবং ঐ এলাকার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় সেইদিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া। সমস্ত গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে একটি ছোট কমিটি গঠন করতে যারা এই সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধান করে জেলা সম্মেলনের এক মাস পূর্বে পরিষদকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট দেবে।

চ) হুগলী জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারের একটি ডাইরেক্টরি (Directory) প্রস্তুত করা হবে এবং গ্রন্থাগারগুলিকে বলা হচ্ছে তারা যেন তাদের বার্ষিক রিপোর্ট ও অন্যান্য পরিসংখ্যান এই ডাইরেক্টরি প্রণয়নের ব্যাপারে সাহায্য করেন।

ছ) এই জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করা হচ্ছে গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েরা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সে ব্যাপারে যেন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয় এবং পৌরসভা, স্থানীয় সংস্থা ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে প্রস্তাব দিতে যাতে

প্রতিটি গ্রামে যেন ২টি বা ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

ঙ) হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যেন পারস্পরিক আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থা করে।

ঝ) প্রতিটি গ্রন্থাগার যেন কয়েকজন সুদক্ষ কর্মী তৈরি করে এবং বিনা চাঁদায় অভাবী ছাত্রদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সরবরাহ করা ছাড়াও অন্যভাবে সাহায্য করে।

ঞ) গ্রন্থাগারগুলি যেন হুগলী জেলার ঐতিহাসিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়।

ট) এই জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে একটি 'Librarians Club' গঠন করা হবে। খুব শীঘ্র এই জেলায় অবস্থিত কোন একটি গ্রন্থাগারে এই ক্লাবের সভা আহ্বান করা হবে, যে সভায় আলোচিত হবে গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারিক ও ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতা ও গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদার উন্নতির বিষয়গুলি।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় উপরোক্ত বিষয়গুলির অনুলিপি এই জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার ও সংবাদপত্রগুলিতে প্রেরণ করা হবে যাতে প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত করা যায়।

এইভাবেই হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আনুষ্ঠানিক পত্তন এবং বঙ্গে প্রথম সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা ঘটে। সবশেষে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে প্রখ্যাত বাগ্মী, তার্কিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী তুলসীচরণ গোস্বামীর ভাষণে। সম্মেলনের সভাপতি ও অক্সফোর্ডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রী গোস্বামী বাংলা ভাষায় একটি অসাধারণ ভাষণ প্রদান করেন।

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৫ সালের ১৪ জুন (১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৩১ জ্যৈষ্ঠ), রবিবার হুগলি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়মাবলী প্রণীত হয়। এর সদর কার্যালয় ছিল বাঁশবেড়িয়াতে। প্রথম যে কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তাতে যে সমস্ত ব্যক্তিরা পদাধিকারবলে ছিলেন তাঁরা হলেন সভাপতি - তুলসীচরণ গোস্বামী, সম্পাদক - মনীন্দ্রনাথ রুদ্র, যুগ্ম সম্পাদক - তিনকড়ি দত্ত ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, হিসাব পরীক্ষক - যদুগোপাল রায় এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পনের জন প্রতিনিধি সভ্য।

পরবর্তী পর্যায়ে এদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের সংযুক্ত রেখেছিলেন। ১৯২৫ সালের ২৮ ও ২৯শে মার্চ হুগলি জেলায় অবিভক্ত বঙ্গের প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলনে যে ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারপ্রেমীদের নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপন করা হোক তারই ফলস্বরূপ ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম। ২০শে ডিসেম্বর পালন করা হয় গ্রন্থাগার দিবস রূপে যে পুণ্য দিবসে আমরা সবাই মিলে সঙ্কল্প করি বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থ :

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার। (গ্রন্থাগার, ডি এম. লাইব্রেরী, পৃঃ ২১৬-২২৪)।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন। গ্রন্থাগার, ১৩৭৪ ব.

Chapman, J.A. – Public libraries and National progress. Indian Library Journal, Vol. 1, No. 4.

হাসতে যাদের মানা, পড়তে তাদের মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে কাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র
প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, আদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "আচলপত্র"র বর্তমান লেখকগণ।

পত্রপাঠ

বুকস্টলে পাওয়া যাচ্ছে
দাম: মাত্র ৮ টাকা

☎ 98300 52182
92315 59717

১০ জে. কার্ল রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

গ্রন্থাগারিক রঙ্গনাথন

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত

রঙ্গনাথনের নাম শুনলে আমাদের প্রথমেই মনে আসে যে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক — যে বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র হ'ল Five Laws of Library Science। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তাঁর অনেক অবদানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল Faceted Classification নীতি প্রনয়ণ এবং এই নীতীর ভিত্তিতে Colon Classification-এর সৃষ্টিকর্তা, Classified Catalogue Code-এর প্রণয়ন এবং তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ Chain Indexing-এর প্রবর্তন। কিন্তু গ্রন্থাগারিক হিসাবে তাঁর অবদান কি? এ সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায়না। আমরা জানি যে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রন্থাগারিক। তবে শুধু প্রথম গ্রন্থাগারিক নন — বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের মর্যাদা প্রাপ্ত প্রথম গ্রন্থাগারিক। মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কার্যকাল ১৯২৫ থেকে ১৯৪৫। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে তিনি প্রায় দুবছর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তাঁকে আর গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব নিতে হয়নি। জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত শুধু অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজেই নিমগ্ন ছিলেন। প্রথমে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক অধ্যাপক, পরে ব্যাঙ্গালোরস্থ Documentation Research and Training Centre (DRTC)-র প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা ও অধ্যাপক এবং সর্বশেষে (১৯৬৫) জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্তি। রঙ্গনাথনের কর্মজীবনের শুরু ১৯১৭ সালে সরকারী কলেজের গণিত শাস্ত্রের সহ-অধ্যাপক হিসাবে। তখন ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতনশ্বেতকায় অধ্যাপকদের বেতন থেকে অনেক কম ছিল। ১৯২৩ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় একটি গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করে। বেতন ও পদমর্যাদা কলেজ অধ্যাপকের থেকে অনেক বেশী। তখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সহ-অধ্যাপক। মুখ্যতঃ তাঁর সহকর্মীদের চাপে পড়ে তিনি আবেদন পত্র জমা দেবার শেষ দিনে তা দাখিল করেন। এই পদের জন্য তাঁর কোন আগ্রহ ছিলনা কারণ অধ্যাপনাই তিনি ভালবাসতেন। তখন গ্রন্থাগারিকের কাজ ছিল গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ, বই কেনা, বইয়ের লেনদেন, ও বইয়ের হিসাব রাখা। এ কাজে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিলনা। ১৯২৪ এর চৌঠা জানুয়ারী অপ্রত্যাশিত নিয়োগপত্র তাঁর হাতে এল। শুরু হ'ল গ্রন্থাগারিকতার পথ চলা।

কাজে যোগদান করার অব্যবহিত পরেই (সেপ্টেম্বর ১৯২৪) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠায়। নয় মাসের মধ্যেই সেই শিক্ষা সমাপ্ত করে রঙ্গনাথন ১৯২৫ সালের ১৯শে জুলাই গ্রন্থাগারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে যাবার কিছুদিন আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা শুধু তাঁর বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিল। হয়তো আক্ষেপও করেছিলেন যে কেন তিনি এই পদের প্রার্থী হয়েছিলেন! তবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেই তিনি গ্রন্থাগারের আমূল পরিবর্তন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি প্রথমেই যে ব্যবস্থার প্রচলন করলেন তার মধ্যে অন্যতম হ'ল :

(১) গ্রন্থাগার সংগ্রহের জরিপ; (২) গ্রন্থাগার সংগ্রহের বর্গীকরণ ও সূচীকরণ; (৩) গ্রন্থাগারে অনলয় সেবার প্রবর্তন; (৪) বারোমাস সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা; (৫) গ্রন্থাগার সংগ্রহকে আরো ব্যাপক এবং শক্তিশালী করা; (৬) গ্রন্থাগারের দ্বার শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নয়, মাদ্রাজ শহরের অধিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত করেন; এবং (৭) চালু করেন মাদ্রাজ শহরের বাইরে পাঠকদের জন্য ডাকযোগে বই লেন-দেনের ব্যবস্থা।

বর্তমান প্রজন্মের গ্রন্থাগারিকদের কাছে এ সবের মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। কিন্তু তিনি এই সব কাজ করেছিলেন এমন সময়ে যখন গ্রন্থাগারিককে শুধু একজন "গ্রন্থপ্রহরী" হিসাবে দেখা হ'ত। রঙ্গনাথন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন তখন গ্রন্থাগারটি "কোন্নেমারা ভবনের" একটি অংশে অবস্থিত ছিল। এই ভবনেই Connemara Public Library যা এখন তামিলনাড়ুর রাজ্য গ্রন্থাগারের মর্যাদা পেয়েছে। মুখ্যতঃ তারই উদ্যোগে গ্রন্থাগারটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে স্থানান্তরিত করণ হয়। এখানেই তিনি Open Access প্রথা চালু করেন। সে সময়ে এটি ছিল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষদের কাছে এই ব্যবস্থা ছিল ভীতিপ্রদ — কারণ ছাত্ররা বই চুরি করতে পারে! নতুন গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয় ১৯৩৬ সালের তেসরা সেপ্টেম্বর। কার্যভার গ্রহণ করার পর নানারকম বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যে তিনি যে গ্রন্থাগারে পাঠকদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন তা গ্রন্থ লেন-

দেনের এই পরিসংখ্যান থেকে কিছু আভাস পাওয়া যাবে : ১৯২১-২৭-৯২০; ১৯২৫-২৭-৬২৯; ১৯২৬-৪২-৩৩৬; এবং ১৯৩০-১১০-৩২১

ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক এবং গবেষকদের সাহায্য করবার দায়িত্ব পালন করেও তিনি যে "অতি সাধারণ" পাঠকদের প্রয়োজনের প্রতি সমান নজর দিতেন তার প্রমাণ মিলেছে সম্প্রতি প্রকাশিত **Fragments of Life** শীর্ষক জীবনচরিতে। এক রক্ষণশীল তামিল পরিবারের কন্যা ও পরে গৃহবধূ সুকেলক্ষ্মীকে কিভাবে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে সাহায্য করেছিলেন এই জীবন চরিতে তাঁর পৌত্রী মৈথিলী শিবরমণ তা বিবৃত করেছেন[১]।

এবার তাঁর গ্রন্থ-সংগ্রহ গড়ে তোলার প্রচেষ্টার একটি নজিরের উল্লেখ করছি। Internet-Digital বিপ্লবের যুগে গ্রন্থাগারিক মহলে এই বিষয়টি খুব বেশী গুরুত্ব পায়না। কয়েক বছর আগে রাশিয়ার গোপন সরকারী নথিপত্র গবেষণার কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বিষয়ক নথিপত্রের একটি সংকলন কলকাতার The Asiatic Society প্রকাশ করেছেন[২]। এই সংকলনে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার Cultsvaz সংগঠনের মস্কোস্থ International Book Exchange Department-কে রঙ্গনাথনের লেখা দুটি চিঠি এবং সেই চিঠি দুটির জবাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (পরিশিষ্ট দেখুন)। চিঠিগুলির আদান প্রদান হয় ১৯৩১ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে লেনিনগ্রাড থেকে প্রকাশিত **Bibliotheca Buddhica**-র একটি অসম্পূর্ণ সংগ্রহ ছিল। রঙ্গনাথন জানতে চান যে খণ্ডগুলি নেই প্রকাশক সেগুলি সরবরাহ করতে পারবে কিনা। যদি পারে তবে তার মূল্য কি? চিঠিটি লিখেছিলেন ১৯৩১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী। চিঠির জবাব না পেয়ে ১০ই সেপ্টেম্বর আর একটি চিঠি দেন। নভেম্বরের ৫ তারিখের জবাবে International Book Exchange Department জানায় যে **Bibliotheca Buddhica**-র প্রকাশক Leningrad Academy of Science-এর Library রঙ্গনাথনকে ২৯শে সেপ্টেম্বর জানিয়েছে যে প্রয়োজনীয় খণ্ডগুলি তারা সরবরাহ করতে পারবে। তবে Academy মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে এগুলি সরবরাহ করার পক্ষপাতী।

এই পত্রালাপ হয়তো তেমন কিছু চমকপ্রদ নয় — তবে গ্রন্থাগার পরিচালনায় রঙ্গনাথন যে খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন, এই চিঠিপত্রে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। এইসব কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'তে পেরেছিলেন। উপরন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গবেষণাগার হিসাবেও ব্যবহার করেছিলেন। গ্রন্থাগারে কাজ-কর্মের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং গ্রন্থাগারে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল হ'ল অন্ততঃ এই সাতটি বই :

(1) Five Laws of Library Science (1931); (2) Colon Classification (1933); (3) Classified Catalogue Code (1934); (4) Prolegomena to Library Classification (1937); (5) Theory of Library Catalogue; (6) Reference Service and Bibliography. Vol 1 – Theory (1940); এবং (7) Dictionary Catalogue Code (1945). এগুলি রচিত হয়েছিল যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। এছাড়া গ্রন্থাগারিকতা জীবনের দু দশকে (১৯২৫-১৯৪০) বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় চারশর বেশী লেখা প্রকাশ করেছিলেন। মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সংগ্রহের বর্গীকৃত (কোলন পদ্ধতি অনুসারে) দশটি মুদ্রিত গ্রন্থসূচী তাঁর কার্যকালেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বানচাল করে দেবার লোকের অভাব ছিলনা। তাঁর সঙ্গে যাঁরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁর নাম কে. এম. শিবরমন[৩]।

১৯৪৪-৪৫ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ দ্বন্দ্ব এবং গ্রন্থাগারের কয়েকজন সহকর্মীর অসহযোগিতায় তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ১৯৪৫ সালের পয়লা মার্চ তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। রঙ্গনাথন প্রথম Madras Library Association-এ গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন থেকেই তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিমগ্ন থাকার বাসনা তীব্রতর হয়ে ওঠে। তাই যখন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে আমন্ত্রণ করেন তিনি তাতে সাগ্রহে সাড়া দেন এবং গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানেও তাঁকে অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। প্রায় দুবছর পর তিনি পদত্যাগ করেন। পরে ১৯৫০ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার Sir Maurice Gwyer তাঁকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের

জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান। এখানে তাঁকে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নিতে হয়নি। ভারতবর্ষে তিনিই হলেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যাপক। এই সময় থেকে শুধু অধ্যাপক-গবেষক হিসাবে তাঁর পথ চলা শুরু এবং সে পথযাত্রা শেষ হ'ল ১৯৭২ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর।

পরিশিষ্ট

(১) রঙ্গনাথনের চিঠি (তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১) :

The following Tomes of Bibliotheca Buddhica (Place of Publication Leningrad) are available in our library – Tomes 1-4, 8, 9, 11-14, 18 Fas. 1-2, 19, 20, 21, 23 to 26 & 28.

I shall be obliged if you kindly enquire at the publishing society and tel me know whether the remaing volumes are available for sale and if so at what prices.

Kindly also let me know the correct address of the agency publishing the series.

(২) রঙ্গনাথনের চিঠি (তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১) :

I have to invite your attention to the official letter No 1851 date 26th Feb 31 to ..... reply thereto. Requesting enquire and let me know whether certain volumes of the publication "Bibliotheca Buddhica" are available for sale and if so requesting you to give the price and address of the agency of the said publication.

(৩) চিঠির জবাব (তারিখ ৫ নভেম্বর ১৯৩১) :

Hereby we are hasten to inform you that both your letter of 26th Feb and 10th Sept have duly received our attention.

Being now in receipt of letter sent by the Leningrad Academy of Science Library we take the pleasure in communicating you that on the 29/IX, they sent you a letter stating that the required copies of Bibliotheca Buddhica can be obtained either for payment or on exchange account for your publications, the latter means being preferable.

Believing their letter has reached you at the present time, we remain,

টীকা

(১) সুকুমলক্ষ্মী সম্বন্ধে আমার একটি রচনা — "সুকুমলক্ষ্মী — এক গ্রন্থপ্রেমী গৃহবধূর কথা" "গ্রন্থাগার" ভাদ্র ১৪১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে (পৃঃ ১২৪-১২৬)।

(২) এই চিঠি তিনটি The Asiatic Society প্রকাশিত **Indo-Russian Relations : 1917-1947 – Select Documents from the Archives of the Russian Federation**, Vol. 2 (2000) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন পূরবী রায়, শোভনলাল দত্ত গুপ্ত এবং হরি বাসুদেবন। এই চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অনুজপ্রতিম গ্রন্থাগারিক বন্ধু শ্রী অরুণ ঘোষ এবং সেগুলির জেরক্স কপি আমাকে পাঠিয়েছেন।

(৩) কে এম শিবরমন রঙ্গনাথনকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সহায়তা করেননি, Madras Library Association-এর দায়িত্ব ভারও গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম রঙ্গনাথনের একটি রচনাপঞ্জী সংকলন করেছেন — "Bibliography of the Writings by and Sri Rao Sahib Ranganathan" (Modern Librarian 1943, 13, 106-134)। আমি যখন রঙ্গনাথনের রচনাপঞ্জী **An Essay in Personal Bibliography** (Bombay, Asia Publishing House, 1967) সংকলন করছিলাম তখন শিবরমণ আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন।

With Best Compliments from :–

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Naphthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম সি চাগলার জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন

১৯৬৬ সালের ১১ জুলাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম সি চাগলা কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁকে ১৯৩০ সালে সার তেগ বাহাদুর সাপ্রুকে লেখা তাঁর নিজেরই একখানি চিঠির মাইক্রোফিল্ম কপি উপহার দেওয়া হয়। মূল চিঠিখানি গ্রন্থাগারে রয়েছে। সে সময়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের উদ্দেশ্যে সাপ্রু কমিটি গঠিত হয়েছিল। বোম্বাইয়ের তরুণ ব্যারিস্টার শ্রী চাগলা তার জন্য কাজ করবেন জানিয়ে সার তেজ বাহাদুরকে এই চিঠি লেখেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সার তেজবাহাদুরের এক গোছা পত্রের মধ্যে এই পত্রটি ছিল।

শ্রী চাগলা জাতীয় গ্রন্থাগারের সব বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য বিদেশ থেকে সরঞ্জাম আনানোর ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার জাতীয় সংহতির প্রতীক বলে উল্লেখ করেন। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রন্থাগার ঘুরিয়ে দেখান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর সারা দেশে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির মাইক্রোফিল্ম গ্রহণের এক বছরের এক পরিকল্পনা নিয়েছেন। এজন্য ইউনেস্কো থেকে একটি ব্রিটিশ মাইক্রোফিল্ম ইউনিট পাওয়া গেছে এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের (রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে) একজন বিশেষজ্ঞ এসেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের কিছু কর্মীকে মাইক্রোফিল্ম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি শিক্ষা দেবেন। গত ২৪ জুন জাতীয় গ্রন্থাগারে এই কাজ শুরু হয়। পরে এসিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে কাজ চলবে।

পুস্তক পঠন সম্বন্ধে বিবরণ

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (শিলিগুড়ি) প্রস্তাব গৃহীত হয় যে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার অন্ততঃ তিনটি করে গ্রন্থাগারের পুস্তক লেনদেনের বিবরণ বাংলা দেশের পুস্তক পঠন সম্বন্ধে বিবরণ রচনা করতে হবে। এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে কয়েকটি গ্রন্থাগার তাঁদের গ্রন্থাগারের পুস্তক পঠন সম্বন্ধে বিবরণ পাঠান। নীচে এগুলি দেওয়া হল :

পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগার, চেতলা, কলিকাতা-২৭

১৯৬৪ সালে এই পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা হল ২১৫২ টি। গত এক বছরের পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৬ টি। পাঠাগারের জন্য মাসিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এই পারিশ্রমিকের কিছু অংশ পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ স্বেচ্ছায় বহন করেন। আলোচ্য বৎসরে পাঠাগারের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ৬৬৪.৭১ টাকা ও ৫২৩.৩৮ টাকা।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ১৫০ টাকা সাহায্য বাবদ দিয়েছেন। (পুস্তক পঠনের অবশ্য কোন বিবরণ নেই)। বর্তমানে মণি সান্যাল সভাপতি, অমল কুমার গোস্বামী কর্মসচিব ও অশোক দাস গ্রন্থাগারিক।

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগর।

দশম বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী (১৯৬৪-৬৫) থেকে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে পুস্তক সংখ্যা স্থানীয় বিভাগে ১১,২২৩টি এবং ভ্রাম্যমান বিভাগে ৬,৪৯৫ টি বই আছে। মোট ১৭,৭১৮টি পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে। গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯,৯০৩ ও ৬,২২৮ মোট ১৬,১৩১।

সদস্য সংখ্যা : প্রতিষ্ঠান সদস্য ১০০ জন, পদাধিকার বলে ৯ জন, আজীবন ৩ জন, এবং সাধারণ সদস্য ৩২১ জন মোট ৪৩৩।

পুস্তক আদান-প্রদান : স্থানীয় বিভাগে বাড়িতে পড়বার জন্য ১৯,৩৯২ টি পুস্তক দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৫,৪৪৫টি গল্প ও উপন্যাস এবং ৩৯৪৭টি অন্যান্য শ্রেণীর। পাঠাগারে পঠিত পুস্তক সংখ্যা ৫৮৯৩, পত্রপত্রিকা ১২৪৩। ভ্রাম্যমান বিভাগে আলোচ্য বৎসরে মোট ৩৫,৭০৮টি পুস্তক, পত্রপত্রিকা আদান-প্রদান করা হয়। পূর্ব বৎসর এই সংখ্যা ছিল ৩৭,২৩০টি। প্রতিষ্ঠান সদস্যদের ৯১৮০ টি পুস্তক ঋণ দেওয়া হয়েছে।

জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এ বৎসর নিখিল ভারত সমাজশিক্ষা দিবস, সদ্য সাক্ষরদের জন্য লিখিত পুস্তকের প্রদর্শনী, সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ের চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে বোর্ড-ডিসপ্লের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি পাঠকদের নিয়মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গ্রন্থাগারের জন্য ১,৩৭০ টাকা ব্যয়ে স্টীল র‍্যাক ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগার ছাড়া নদীয়া জেলার নবদ্বীপে একটি শহর

গ্রন্থাগার ও রাণাঘাটে একটি মহকুমা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ফুলিয়ায় বাংলা রামায়ণকার জাতীয় কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিসৌধ ও সংশ্লিষ্ট জনমিলন কেন্দ্র ভবনের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত প্রায়। এছাড়া এ জেলার সরকারী সাহায্য পুষ্ট মোট মঞ্জুরীকৃত ২৭টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৯টির কাজ পূর্ণভাবে চালু হয়েছে। জেলা সমাজশিক্ষা অধিকর্তা জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের সম্পাদক।

ত্রিবেণী হিত সাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী, ত্রিবেণী

পাঠাগারের ৪৫তম এবং ৪৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী যথাক্রমে ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৪-৬৫ সালের তুলনামূলক সংখ্যাতত্ত্ব নীচে দেওয়া হল :

১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫
সভ্য সংখ্যা — ৫৭৫	৩৬৮
পুস্তক সংখ্যা — ৩৭৯৯	৪১০৫
ইংরাজী পুস্তক — ৩৬০	৩৬৬
বাংলা পুস্তক — ৩৪৩৯	৩৭৩৯
বাঁধানো পত্র পত্রিকা — ৩৫০	৩৫০
সাময়িক পত্রিকা — ১১২১	১৬৫৭
সভ্যগণকে প্রদত্ত পুস্তক — ২১৮১৩	১৮৯৮৮
পাঠক সংখ্যা — ৮০০	৬০০
পাঠগৃহে দৈনিক উপস্থিতি — ২২	১০
নূতন পুস্তক ক্রয় — টা. ৮৯৭.৯৫	টা. ৮৮২.৬৯
মোট আয় ৪৩১৯.১১	৩৫৬২.০৯
(আয়ের উৎসে সভ্যের চাঁদা, ভর্তি ফি ও জমার টাকা, পৌরসভা ও সরকারী সাহায্য এবং অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত)	
মোট ব্যয় ৪৩০১.৯৮	৩২৯৫.৮৯
পৌরসভার সাহায্য ২৫০.০০	৮০০.০০
সরকারী সাহায্য (১৯৬২-৬৩) ৩০০.০০	×

পাঠাগারে ১ খানি ইংরেজী ও ৩ খানি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র ৫ খানি সাপ্তাহিক, ৫ খানি পাক্ষিক ও ১৩ খানি মাসিক পত্র মোট ২৩ খানা সাময়িক পত্র রাখা হয়।

গত দুই বৎসরে পাঠাগারে মোট সংগৃহীত বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা পুস্তকের সংখ্যা এ সংযোজনের বিবরণ দেওয়া হল।

শ্রেণী	১৯৬৩-৬৪ সালে মোট	১৯৬৪-৬৫ সালে মোট	১৯৬৪-৬৫ সালে সংযোজন
উপন্যাস	১২৯০	১৪৪০	১৫০
গল্প	১৫৮	১৬৪	৬
ভ্রমণ	৯৩	১০০	৭
প্রবন্ধ ও আলোচনা	২৫৯	২৬৩	৪
কাহিনী ও রম্য রচনা	১০০	১০৭	৭
জীবনী ও স্মৃতিকথা	১১১	১১৮	৭
ইতিহাস	৫৮	৫৯	১
কবিতা ও গীতিনাট্য	১৩৩	১৩৫	২
নাটক	১৫৪	১৫৪	×
ধর্ম	৮৫	৮৭	২
রহস্য উপন্যাস	২১৫	২৪৫	৩০
গ্রন্থাবলী-রচনাসংগ্রহ	১৬৬	১৭৪	৮
বিজ্ঞান	৪৫	৪৫	×
সঙ্গীত	১৫	১৫	×
স্বাস্থ্য ও খেলাধূলা	১২	১২	×
দর্শন	১১	১১	×
অর্থনীতি	৪	৪	×
বক্তৃতাবলী	৪	৪	×
ভূগোল	২	২	×
কিশোর ও শিশুসাহিত্য	৩৮৮	৪৫৮	৭০
কোষগ্রন্থ ও অভিধান	১০	১০	×
বিবিধ	১২৬	১৩২	৬
মোট	৩৪৩৯	৩৭৩৯	৩০০

বার্ষিক সাধারণ সভা ছাড়া সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা, পাঠাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বভারতীয় সমাজশিক্ষা দিবস, গ্রন্থাগার দিবস, প্রতিষ্ঠা দিবস, নেতাজী জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, বাংলা নববর্ষ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নজরুল জয়ন্তী, জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকী, ও সরস্বতী পূজা বৎসর অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠাগারের বর্তমান সভাপতি ব্যোমকেশ মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গ্রন্থাগারিক অসীম কুমার বিশ্বাস।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বেলডাঙ্গা প্রসন্নকুমার মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরী
বেলডাঙ্গা ঃ জেলা - মুর্শিদাবাদ

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর যৌথ আর্থিক সহায়তায় লাইব্রেরীর নবনির্মিত তিনতলা ভবন অর্থাৎ পাঠকক্ষ ও প্রশাসনিক কক্ষ-এর দ্বারোদ্ঘাটন ২৮শে অক্টোবর ২০০৬ অনুষ্ঠিত হল। দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রী তপন রায়, মন্ত্রী, গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সরকারের 'রাজা' রামমোহন রায় লাইব্রেরীর ফাউন্ডেশন এর সহ অধিকর্তা শ্রী বিশ্ববরণ গুহ, মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এস.এল.সি সদস্য শ্রী রাধামাধব সরকার, এল.এল.এ. সদস্য তপন ঘোষ, দুলাল দত্ত, মদন মণ্ডল, বেলডাঙ্গার বিধায়ক মহঃ রেফাতুল্লাহ ও পৌর প্রধান প্রিয়রঞ্জন ঘোষ মহাশয়।

অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক মোহাঃ নবীসুদ্দিন ২০০৫ সালের শ্রেষ্ঠ, আদর্শবান বেশী বই পড়ুয়া সদস্যদের (সাধারণ, শিশু-কিশোর, নব-সাক্ষর, বৃত্তিসহায়তা, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ সমূহের) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারিগণের নাম ঘোষণা করেন।— মোহাঃ হাসানুজ্জামান সর্বোচ্চ ১২৯টি বই পড়েন ও প্রথম শিরোপালাভ করেন। এছাড়া লাইব্রেরীর নিজস্ব পত্রিকা "অনির্বাণ"—শারদীয়া ১৪১২ বর্ষের শ্রেষ্ঠ লেখক শিরোপা লাভ করেন—সন্তোষরঞ্জন দাস। ১৪১৩ সালের শারদীয়া "অনির্বাণ" আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন বি. গুহ। শ্রেষ্ঠ, আদর্শবান ও বেশী বই ..... স্থান অধিকারিগণকে পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করেন মন্ত্রী তপন রায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী অমরনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক — এম. নবীসুদ্দিন

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন
কোচবিহার

গত ১৮ই অক্টোবর '০৬ ইং তারিখে পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে কোচবিহার জেলায় পালন করা হয়। কোচবিহার জেলায় পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার। প্রতিষ্ঠা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ ও অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ। অনুরূপভাবে জেলার সমস্ত মহকুমা ও ব্লকস্তরেও প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

দি ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন
শেওড়াফুলি, হুগলী

হুগলী জেলার শেওড়াফুলিতে অবস্থিত দি ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন (নগর গ্রন্থাগার)-এর ২০০৬-২০০৮ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী সমিতির সভাপতি হয়েছেন শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ সিংহ এবং সম্পাদক হয়েছেন শ্রী জীবেশ চক্রবর্ত্তী

প্রতিবেদক — অভিজিৎ কুমার

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের শিলান্যাস

কামারপাড়া রোড, চুঁচুড়া, হুগলী

গত ২৫ শে অক্টোবর ২০০৬ বৈকালে চুঁচুড়া চাঁপাতলায় পার্ব্বতী চরণ লাহা পরিবার প্রদত্ত গৃহসংলগ্ন ভূমির উপর চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগারের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন শ্রী তপন রায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী : জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

স্বাগত ভাষণে সম্পাদক শ্রী সুকুমার নন্দী ঐতিহ্যপূর্ণ চুঁচুড়া শহরে শিক্ষাবিস্তারে স্কুল-কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং জনশিক্ষাপ্রসারে ভ্রাতৃ প্রতিম কিশোর প্রগতি সংঘ সহ গ্রন্থাগারগুলির অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

শহর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হবার পর দুই যুগ ধরে বিভিন্নক্ষেত্রে সাধারণ পাঠক, ছাত্রছাত্রী, গবেষক, পাঠকক্ষ ব্যবহারকারী ও জীবিকা সহায়ক পরিষেবা দানের পাশাপাশি জন্মদিনে মনীষীদের স্মরণ, শিক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-স্বাস্থ্য প্রভৃতি বহুমুখী বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রম এই গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য। পুস্তক সংখ্যা ও সদস্যসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান আরও সুষ্ঠু ও কার্য্যকরী সহায়তাপ্রদানের লক্ষ্যে বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন হওয়ায় এই নতুন ভবন নির্মাণের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে — যা নির্মাণে সাংসদ শ্রী রূপচাঁদ পালের কাছ থেকে সাংসদ কোটায় দেড়লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং অনুমিত খরচ সাড়ে ছয়লক্ষ টাকা সঙ্কুলানে সরকারী, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন, স্থানীয় বিধায়ক ও পুস্তকপ্রেমী মানুষের আর্থিক সাহায্য ও অনুদান একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার মন্ত্রী তাঁর ভাষণে তরুণ প্রজন্মের গ্রন্থাগারমুখী হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আগেকার দিনে মা, কাকীমা, জেঠীমায়েরা পাঠাগার থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়ে সময় কাটাতেন। আমরাও ছাত্রজীবনে টেক্সট বুক বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করেছি। কিন্তু বর্তমান সমাজে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও পারিপার্শ্বিক নানাচাপে ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে কিঞ্চিৎ গ্রন্থাগার বিমুখতা দেখা যাচ্ছে। এটা দূর হওয়া দরকার কারণ বইয়ের কোন বিকল্প নেই। জন্মদিনে বই উপহারের পুনঃপ্রচলন আবশ্যক। সরকার গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থসাহায্য করছে। গতানুগতিক গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের বই ছাড়াও নানারকম বৃত্তিসহায়ক বই, Reference & Text Book, কর্মসংস্থান বিষয়ক পত্রপত্রিকা আজকাল গ্রন্থাগারে জায়গা করে নিয়েছে। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য (১) মনটাকে তৈরী করতে হবে, (২) সচেতনতা বাড়াতে হবে, (৩) সাক্ষরতার প্রসার ঘটাতে হবে, (৪) নবসাক্ষরদের জায়গা দিতে হবে, (৫) টি.ভির কুপ্রভাব থেকে যুবক-যুবতীদের মুক্ত করতে হবে।

জনশিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের অপরিসীম প্রভাবের কথা উল্লেখ করে শ্রীরায় বলেন — গ্রন্থাগারের দরজা সবার জন্য খোলা; মানুষকে ভালবাসার আবেদন বইয়ের মধ্যেই আছে। গ্রন্থাগার হল এক আলোকস্তম্ভ বিশেষ।

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগারের সদস্যসংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে জেনে গ্রন্থাগারমন্ত্রী আনন্দপ্রকাশ করেন এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠান সহ বিবিধ কর্মকাণ্ডের বিবরণে সন্তোষ প্রকাশ করে গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শ্রী রায় সংস্কৃতি সম্পন্ন মন নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য লাহা পরিবারের বদান্যতার প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের উপ-অধিকর্তা শ্রী তরুণ ভদ্র সম্ভাব্য সকলরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

লোকসভা সদস্য শ্রীরূপচাঁদ পাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পেরে এক শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন : 'চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার চুঁচুড়া ও সংলগ্ন অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকায় পাঠকদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।'

প্রধান অতিথি কৃষি ও ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী শ্রী নরেন দে লাইব্রেরীর প্রতি তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করার আবেদন জানিয়ে বলেন, নতুন ভবন তৈরীর মাধ্যমে বিশেষ করে ছাত্রদের কাছে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

সভাপতির ভাষণে শ্রী অমিয় নন্দী প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাপ্রসারে শহর গ্রন্থাগারের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো বেশী পুস্তক মনস্ক হওয়ার অনুরোধ জানান।

প্রতিবেদক — অমিয় কুমার দত্ত

দেশবন্ধু পাঠাগার, কলকাতা : নতুন ভবনের দ্বারোঘাটন

গত ৫ই নভেম্বর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মদিন এবং দেশবন্ধু পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবসে পাঠাগারের নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। নতুন ভবনের দ্বারোঘাটন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামল কান্তি সান্যাল।

প্রতিবেদক : পূরবী সেন

বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সেনের জন্মশতবর্ষ পালন

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মী বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইন্দু মতী সভাগৃহে। ঐ উপলক্ষে বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সেনের জীবনালেখ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু নথিপত্র নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ড: প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। বইটির রচনা করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী বিনোদ বিহারী দাস ও প্রফুল্ল কুমার সেনের কন্যা শ্রীমতী পূরবী সেন

প্রতিবেদক : শুভেন্দু ঘোষাল

বিদায় সম্বর্ধনা সভা

পুরুলিয়া জেলার 'পুথিঘর' খুকড়ামুড়া গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সহায়ক অক্ষরচন্দ্র মাহাতো ৩০.০৯.২০০৬ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছেন। তার বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে অক্টোবর।

প্রতিবেদক : মৃণাল কান্তি মন্ডল

হিড়বাঁধ কল্যাণ সমিতি পাঠাগার, বাঁকুড়া সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বিগত ৪ঠা-৫ই নভেম্বর হিড়বাঁধ কল্যাণ সমিতি পাঠাগারের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন হয়। ১৫ই জুলাই ঐ গ্রন্থাগারে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৪ঠা-৫ই নভেম্বর ১২০০ জন শিশু বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী শ্রীমতী দেবলীনা হেমব্রম।

প্রতিবেদক : সুশান্ত কুমার পাত্র

পুঁথি সম্পদ সমীক্ষা অভিযান- বর্ধমান জেলা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে ১৪-১৮ অক্টোবর সারা জেলাব্যাপী পুঁথি সম্পদ সমীক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্যে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার আয়োজক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের, প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। বর্ধমান জেলা শাখা

গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-বর্ধমান জেলা

বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগে ব্লক ও পৌরসভা স্তরের কর্মীদের নিয়ে ৬ দিন ব্যাপী এক আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল ৬-১২ই নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদক: সজয় চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থমেলা — বীরভূম জেলা

বিগত ৫-১১ ডিসেম্বর সিউড়ি শহরের জেলা স্কুল মাঠে বীরভূম জেলা গ্রন্থমেলার রজত জয়ন্তী বর্ষের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন উপলক্ষে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। মেলার ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বীরভূম জেলা শাখা।

পরিষদ সংবাদ

ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের ১১৪-তম জন্মজয়ন্তী পালন

গত ১২ই আগষ্ট ২০০৬ কাটোয়ার রবীন্দ্র পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে এবং কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ডঃ এস.আর.রঙ্গনাথনের ১১৪-তম জন্ম জয়ন্তী এক আলোচনা সভার মাধ্যমে উৎযাপন করা হয়। বিষয় — "তথ্য কেন্দ্র হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা"। মুখ্য আলোচক — বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন সভাধিপতি, বর্ধমান জেলা পরিষদ শ্রী রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়। সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার সহ-সভাপতি সুনীল মন্ডল, সম্পাদক হরনাথ ঘোষ, পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বর্ধমান জেলা শাখার সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য মৃদুল মিত্র ও অশোক গোস্বামী, কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী তুষার পন্ডিত, কর্মী সমিতির কাটোয়া মহকুমার সম্পাদক সুখেন মুখার্জী। সমিতির জেলা কমিটির সদস্য জাকিরুল ইসলাম, স্বপন সেখ, কবিতা কুন্ডু, প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সক্রিয় সদস্য গুরুদেব মুখার্জী প্রমুখ।

প্রতিকৃতিতে মাল্য দানের মধ্যে দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন পরিষদের জেলা শাখার সহ-সভাপতি সুনীল মন্ডল। ডঃ রঙ্গনাথন গণিতবিদ হয়েও কিভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান জগতে আকৃষ্ট হন এবং আত্ম নিয়োগ করেন এই বিষয়ে কিছু স্মরণীয় কথা বলেন। পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদক তথা এল.এল.এ. বর্ধমান জেলার সদস্য হরনাথ ঘোষ বলেন—অতি সম্প্রতি তথ্য অধিকার বিল সংসদে পাশ হয়েছে। যেটি সাধারণ মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি। যাকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষ তার প্রয়োজনীয় যে কোন সরকারি তথ্য বিস্তারিত জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তাই আগামী দিনে গ্রন্থাগারে আগত পাঠক বর্গের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং আরও বেশী করে গ্রন্থাগার পরিসেবার কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন "প্রিন্ট মিডিয়ার" বিকল্প অন্য কোন মিডিয়া হতে পারে না।

কর্মী সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্ত্তী ডঃ রঙ্গনাথন কে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন—তাঁর জন্মদিন পালন একটি প্রতীকি দিনের ঘটনা নয়। তাঁর কর্মজীবনের নানান দিক কে দৈনন্দিন পরিসেবার কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটাতে হবে। তিনি সর্বস্তরের কর্মী বন্ধুদের কাজের প্রতি আরও দায়বদ্ধতা এবং মানসিকতার পরিবর্তনের কথা বলেন। ডঃ রঙ্গনাথনের পঞ্চ সূত্রের পথ যে সর্বস্তরে আজও বাস্তবায়িত হয়নি এবং তা কিভাবে করা যায় তার প্রতি নজর দেওয়ার আহ্বান জানান।

জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, বর্ধমান শ্রী সুমন্ত বন্দোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন — প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী কে তাঁর এলাকার মানুষের সহিত পরিচিতি লাভ করতে হবে, গ্রন্থাগার পরিষেবার মাধ্যমে। এলাকার প্রত্যেকটি মানুষ গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করছেন কিনা তা দেখা। অতীতে সাধারণের গ্রন্থাগার গুলিতে পাঠকরা আসতেন মূলতঃ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইত্যাদি পড়ে মনের আনন্দ পেতে, বর্তমানে আসেন জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে এবং নানান তথ্য সংগ্রহের জন্য। তা সে চাকুরী সংক্রান্ত হতে পারে, উচ্চশিক্ষার জন্য হতে পারে, কৃষি বিকাশের জন্য হতে পারে, স্বনিযুক্ত প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করার জন্য হতে পারে ইত্যাদি। তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের স্থানীয় মেধা, চাহিদা এবং সম্পদ সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা থাকতে হবে। ফলস্বরূপ যুগ-উপযোগী লক্ষে গ্রন্থাগারটি পরিসেবা দানে সক্ষম হবে।

আলোচনায় সভার মূল বক্তা প্রাক্তন সভাধিপতি বর্ধমান জেলা পরিষদ, শ্রী রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় বলেন—মানুষের সভ্যতার বিকাশে—গ্রন্থাগারগুলির কি ভূমিকা তা আমরা যারা উচ্চবর্ণের মানুষ বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত থাকি তারা জানি, তা সে স্কুল গ্রন্থাগার, মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি থেকে উপকৃত হই এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সুযোগ পাই। কিন্তু স্বাধীনতার ৬০ বৎসরের পরেও যারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত তাদের কি করে গ্রন্থাগার আঙ্গিনায় আনা যায় তার দায়িত্ব অতীতের গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায় বর্তমানদের নিতে হবে। আমার বিশ্বাস গ্রন্থাগার কর্মীরা সে দায়িত্ব পালন করেন। তা না হলে আজকের

আলোচনা সভায় এত মানুষ আসতেন না। ডঃ রঙ্গনাথন কি ভাবে গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদান করতে হবে তার পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন তাঁর রচিত পঞ্চ সূত্রের মাধ্যমে। এখন দরকার আন্তরিকতার সহিত অনুধাবন করে তার বাস্তব রূপ দেওয়া। আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুরা যদি গ্রন্থাগারে না আসে, যুবক-যুবতীরা যদি গ্রন্থাগারে না আসেন তবে কাদের পরিষেবা আমাদের গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধুরা দেবেন? কারণ বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রন্থাগারে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় না। তিনি বলেন — T.V দেখে একটি গল্প বা উপন্যাস কে সাময়িক ভাবে বোঝা গেলেও, নিজে না পড়া পর্যন্ত তা আমাদের উপলব্ধিতে আসেনা যা বিজ্ঞান সম্মত সত্য। তাই পাঠক কুল কে গ্রন্থাগারে আনার জন্য সময় উপযুক্ত উপযুক্ত বই, পত্র-পত্রিকা, দৃষ্টি নন্দন গ্রন্থাগার গৃহ, আসবাবপত্র, জীবন জীবিকার উপযোগী তথ্য ভান্ডারে পরিপূর্ণ রাখতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মী ও পরিচালন সমিতির সদস্যগণ এই দায়িত্ব পালন করবেন সমাজ বিকাশের স্বার্থে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা বলেন—আগামী দিনে কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রবেশ করবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন—অতীতে মানুষ তার চাহিদার মেটানোর জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন, আগামী দিনেও করবেন তবে, চাহিদার ধরনের নানান পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এমন মানুষ প্রতিযোগিতার মধ্য জীবন বিকাশের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছেন। সেই সংগ্রামের ফসল কিভাবে বাস্তবে তোলা যায় তার জন্য গ্রন্থাগারগুলিতে ভীড় করছেন, সঠিক এবং দ্রুত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এর জন্য গ্রন্থাগার গুলিতে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। এই বিষয়টির প্রতি গ্রন্থাগার কর্মীবন্ধুদের গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। পরঃ সরকার নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রন্থাগারগুলিতে কিভাবে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পরঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি নানান কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পরিচালিত করছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভার আয়োজনের ব্যবস্থার উপর জোর দিচ্ছেন। তথ্য কেন্দ্র হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়টি সামনে রেখে আপনারা যে আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন তা অত্যন্ত সময় উপযোগী। কারণ সাধারণ গ্রন্থাগার গুলিতে গ্রন্থসংগ্রহ, গ্রন্থপরিসেবা পাশাপাশি গোটা বিশ্বে যে প্রতিনিয়ত তথ্যের আদান-প্রদানচলছে তার স্রোতের ঢেউ এসে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে নিশ্চিত পড়বে, তাই আমাদের উন্নত মানের পরিষেবা দেওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হবে। সমাজ বিকাশের উপযুক্ত কেন্দ্র রূপে গুরুত্ব পাবে এলাকার গ্রন্থাগারটি।

কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগারের সম্পাদক তথা এল.এল.এ. বর্ধমান সদস্য শ্রী তুষার পন্ডিত তাঁর ভাষণে বলেন—গ্রন্থ রসের উন্মোচনের দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের। তাই তাদের গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস থাকতে হবে। তবেই গ্রন্থাগারগুলিতে ভালো বই-এর সংগ্রহ বাড়বে। একটি গ্রন্থাগারের গুণগত মান নির্ভর করে তার সংগৃহীত বই, পত্র-পত্রিকা ও পরিষেবা দানের উপর।

পরিষদের বর্ধমান জেলার সহ-সভাপতি তথা আলোচনা সভার সভাপতি শ্রী সুনীল মন্ডল বলেন—ডঃ রঙ্গনাথনের কর্মময় জীবন আমরা কিভাবে গ্রন্থাগার গুলিতে প্রয়োগ করছি, তা আজকের দিনে নিজেদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে হবে। তিনি আমৃত্যু গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা সকলে মিলে তাঁর ১১৪তম জন্ম-জয়ন্তীতে আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন করি। তাঁর পঞ্চ সূত্রের পথ আমরা গ্রন্থাগার পরিষেবা কাজে প্রকাশ ঘটার এই শপথ নিই। সভায় ২০০ শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

প্রতিবেদক — সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

শোক সংবাদ

সত্যব্রত সেন-এর জীবনাবসান

বিগত ২৮শে নভেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্বতন কোষাধ্যক্ষ, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক, সহ-সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সত্যব্রত সেনের ব্যারাকপুর নিজ গৃহে জীবনাবসান ঘটেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার কন্যাদ্বয়কে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
আরামবাগ মহকুমা উপসমিতি

বর্গীকরণ ও সূচীকরণ বিষয়ক কর্মশালা

আরামবাগ মহকুমার সমস্ত গ্রন্থাগারে একইরকম ভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করার জন্য সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির কর্মকর্তাদের নিয়ে ব্লক পর্যায়ে কর্মশালা সংগঠিত করার এক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আরামবাগ মহকুমা উপসমিতি। ২৯-১০-০৬ তারিখে এই কর্মসূচির প্রথম কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় খানাকুল ২নং ব্লকের রাজহাটির আনন্দ আসর পাবলিক লাইব্রেরীতে। এই কর্মশালায় খানাকুল ২নং ব্লকের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীগণ অংশগ্রহন করেন। একমাত্র কলপাই দৌলতচক পাবলিক লাইব্রেরীর কোন প্রতিনিধি এতে উপস্থিত হয় নি। এতে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের হুগলি জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী সাত্যকি চৌধুরী, সহসম্পাদক শ্রী তপন রায় প্রমুখ।

আরামবাগ মহকুমা উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রী তপন রায় প্রথমে কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। এর পর জেলা সম্পাদক এই কর্মশালার সাফল্য কামনা করে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। কর্মশালাটির পরিচালনা ও প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সত্যেন্দ্রনাথ কুন্ডু।

এখানে প্রথমে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলি যে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। তার পর এ. এ. সি. আর. কে ভিত্তি করে ছোট জনগ্রন্থাগারের উপযোগী সরলীকৃত সূচী প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় যতিচিহ্ন কি হবে, কি কি তথ্য সূচীতে রাখা হবে সেই সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ডাক সংখ্যা নির্মাণ করার পদ্ধতিও ঠিক করা হয়। এর পর কর্মশালার দ্বিতীয় পর্যায়ে ডি.ডি.সি অনুসারে বর্গসংখ্যা নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলিকে লিপিবদ্ধ করে একটি ম্যানুয়াল প্রস্তুত করে সকল গ্রন্থাগারে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই কর্মসূচির দ্বিতীয় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় ১২-১১-০৬ তারিখে রমাপ্রসাদ পাবলিক লাইব্রেরীতে। যেখানে একটি ছাড়া খানাকুল ১নং ব্লকের সব গ্রন্থাগারই অংশগ্রহণ করে। এই কর্মশালাটির সূচনা করেন শ্রী তপন রায় ও পরিচালনা করেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী। পরবর্তী পর্যায়ে মহকুমার বাকি চারটি ব্লক যথাক্রমে পুরসুরা, গোঘাট-১নং, গোঘাট-২নং ও আরামবাগে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিবেদক — শ্রী তপন রায়

শোক সংবাদ

পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কোচবিহার জেলার সদস্য তথা মাথাভাঙ্গা মহকুমার প্রেমেরডাঙ্গা ভারতী গ্রন্থাগারের জুনিয়র লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট খোকন রাজভর-এর গত ২৪শে অক্টোবর '০৬ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান ঘটে। পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে তার মৃত্যুতে পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। শ্রী রাজভরের পরিবদ প্রয়াণে পরিষদ মর্মাহত। তাঁর পরিবারের সকলকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মাননীয় সম্পাদক সমীপেষু
গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মহাশয়,

"পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯"- এর ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গ্রন্থাগার পত্রিকার মাধ্যমে দু-চার কথা প্রকাশ করতে চাই। আমাদের রাজ্যে জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের অধীনে এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চলছে। আমরা গ্রন্থাগার মন্ত্রী পেয়েছি। গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের স্বয়ং সম্পূর্ণ দপ্তর পেয়েছি। প্রতিটি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তর পেয়েছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে পেয়েছি। জেলা থেকে রাজ্য পর্যায়ে দপ্তরের কাজকর্ম এবং বেতন-ভাতাদি বাবদ পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় হচ্ছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন-ভাতাদি ছাড়াও প্রতিটি গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দ অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৪৬১টি। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭টি, জন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩১১টি এবং সরকারি গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১২টি। এছাড়াও আরও অনেক কর্মসূচি নিয়ে আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে। এক কথায় বলা যায় আমাদের রাজ্যে এখন এক স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এক সময় গ্রন্থপ্রেমী জনগণ নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের দান সংগ্রহের মাধ্যমে গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। পরবর্তীতে এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে থেকে বাছাই করে সরকার পোষিত গ্রন্থাগার হয়েছে। স্থায়ীপদে বেতনভুক্ত কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তর গ্রন্থাগারগুলি দেখভাল করেছে।

শুরু থেকেই কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার রুগ্ন অবস্থায় থেকে গেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বাছাই করার ক্ষেত্রেই হোক বা কর্মীর যোগ্যতার প্রশ্নেই হোক বা ঠিকমত নজরদারী না করার জন্যই হোক রুগ্নতা কাটিয়ে ওঠেনি। এছাড়াও বর্তমানে অনেকে বলেছেন যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির ফলে পাঠক সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বই থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রতি পাঠক কেন ঝুঁকে পড়েছেন কেন পাঠকদের ধরে রাখা যাচ্ছে না- পাঠকের সাথে পাঠাগারের দূরত্ব তৈরী হচ্ছে কেন- ঘাটতি কোথায়?

কর্মীদের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক বা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মিছিল-মিটিং প্রচার অভিযান করে জনমত সংগঠিত করেছেন। কর্মসূচি সফলতা লাভ করেছে। কিন্তু.....?

বর্তমানে সাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি করতে - গ্রন্থাগার মুখী মানসিকতা তৈরী করতে জনমত সংগঠিত করতে চাই দায়বদ্ধতা এবং প্রচার অভিযান। প্রচার অভিযানের ফলে জনগণ আজ শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। শিশুদের সামনে রেখে আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে।

নমস্কারান্তে-
শ্যামল খাসনবিশ
বালুরঘাট

GRANTHAGAR

Vol. 56 : No. 6 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy December, 2006

ENGLISH ABSTRACTS

by Rupashri Chaudhuri

Celebrating Library Day (Editorial) (p 183)

The 20th of December has been selected as the Library Day as it marks the establishment of the Bengal Library Association and the initiation of the organised library movement in Bengal in the year 1925. Celebration of this day will be effective, when the Indian library scenario would reach a competent standard. Some of the causes of this state of affairs are lack of awareness and apathy of the decision makers towards library and information services, lack of initiatives among library workers, ignorance of the users on the potentiality of library and information services etc. The need of the hour is to take more initiative to generate awareness among the policy makers and public in general regarding the value of library and information services.

Public Library and Information service: Role of Murshidabad District Library by Samik Barman Roy (p185)

The author discussed that, promulgation of the Right to Information Act, is though a positive step towards social development, a complementary system of information dissemination is very necessary. The author emphasised on information about Murshidabad district, role of Murshidabad District Library on information services and suggested several steps for construction of local history, development of local information file , establishment of library network, collection of local official publications, preservation of documents related to Murshidabad District.

Bibliometric Study: The Bangladesh Journal of Agricultural Economics by Md. Enamul Hauque and Bidhan Chandra Biswas (p 189)

Through this article the authors defined a newly emerged concept termed 'Bibliometry' and did a research on the articles of The Bangladesh Journal of Agricultural Economics of 1990-2003, using the Bibliometric method. The articles were analysed. Parameters used year wise publication pattern, authorship pattern of documents, citation pattern and subject wise distribution on agricultural literature.

A poem on Book by Anjan Banerjee (p 193)

In poet's words, books are for all but their real home and hearth is where they get due love and respect.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association by Nirmalendu Mukhopadhyay (p 194)

In this serialised article the author narrates significant events in the history of Bengal Library Association and Bengal library movement. The events recounted College and University Librarians. Conference in 1966, reception of Artist Jamini Roy, visit of Education Commission to West Bengal in the year 1965, and report on 34th Annual General Meeting of Bengal Library Association. The author also depicted library scenario of West Bengal referring to Sri Sunil Kumar Chattopadhyaya.

Library News (Page 198- 201)

1) Bhamuria Udayani Public Library of Purulia celebrated 59th year of Indepence on the 19th of August 2006 through cultural programmes and competitions.
2) The Annual General Meeting of the West Bengal Public Library Employees' Association of Cooch Behar district was held on the 24th of June 2006.
3) The 22nd Annual General Meeting of West Bengal Public Library Employees' Association of North 24th Parganas, was held at Jagaddal on the 27th of August .
4) The Annual General Meeting of the WB Public Library Employees' Association of Mathabhanga Subdivision was held 18th June in The Town Library.
5) This year on the 25th of September Nadanghat Shastri Smriti Sangha Library of Burdwan district laid their foundation stone.
6) Chinsura Kishore Pragati Sangha Library, Hoogli observed their 'Transformation Day' on the 4th October 2006.
7) Brindaban Smriti Pathagar and Krishti Sansad, Salt Lake organised their 21st AGM on the 23rd July.
8) The AGM of Coch Behar Public Library Employees' Co-operative Credit Society took place this year on the 20th of August.
9) In memory of Rabindranath Tagore, Gosairhat Jagriti Sangha and Granthagar has arranged a cultural evening of various programmes on the day of the poet's demise.
10) By the initiative of the Bengal Industrial Training Centre, a 3-day workshop (18.9.06- 20.9.06) on 'Library and Information Science' was arranged at the Jadavpur University. Many key figures of this field and students took part in the workshop.
11) The Annual General Meeting of the West Bengal Public Library Employees' Association of Dakshin Dinajpur, Balurghat was held on 6.8.06

Future of National Library – A convention (p 201-2)

A report on how various Central govt. policies has contributed to the present unfortunate condition of the National Library.

Exerpts from of Rabindranath Tagore's article on Library (p 203)

Association News (p 204)

1) The 20th of December 2006 Wednesday 3 pm, central meeting of the **Library Day** will be held in the State Youth Centre, Kolkata. The topic for discussion will be: Role of library in social and economic development. Noted educationists will present their views.

2) **48th Bengal Library conference** will be held at Baharampur Rabindra Bhaban , at Baharampur on 29th to 31st December 2006.Themes for discussion will be : Information awareness through libraries and Problems of various libraries and librarians.

Obituary (p 206)

On the 19th of August the Sri Jatindranath Barman, Jr. Library Attendant of Shikarpur Agradut Club and Library passed away at the age of 55. He has left his wife, three daughters and a son.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র নামিত পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

UBLISHED ON 25TH OF EVERY
NGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

56 : No. 8 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy [illegible], 2006

CONTENTS

Page

formation awareness and library service (*Editorial*) 215

sitabha Das
Today's morning..... 216

runkanti Dasgupta
Ranganathan as a librarians 221

irmalendu Mukhopadhyay
Library Movement in Bengal and History
of the Bengal Lib[illegible] 224

BRARY NEWS 226

SSOCIATION 229

BITUARY 229-230

ETTERS TO THE EDITOR 232

NGLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 8) 233

SUBIR SARKAR
Calcutta University Central Library, Journal Section,
3rd Floor, Kolkata – 700073

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. Phone : 2284-8265.
Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury *Associate Editor* : Nirmalya Roy

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১০ সম্পাদক ঃ ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মাল্য রায় মাঘ, ১৪১৩

সূচীপত্র

12/1/07.

	পৃষ্ঠা
জাতীয় জ্ঞান কমিশন এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা (সম্পাদকীয়)	২৩৯
পীযূষকান্তি জানা বইমেলা ও জনগ্রন্থাগার ঃ কিছু না জানা তথ্যের খোঁজে	২৪১
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	২৪৫
শোক সংবাদ	২৪৯
বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের সাংবিধানিক অবস্থানের অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে কনভেনশন ঃ একটি প্রতিবেদন	২৫০
পরিষদ সংবাদ	২৫৩
ENGLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 9)	২৬১

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  বইঁদ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার; ১৯৮১
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  বইঁদ্রনাথ ও গ্রন্থাগার; ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- **ডঃ অদিতা ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬২.০০ টাকা
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অলোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ
  ইংরেজী-বাংলা ১৯৮৮
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০৩-১৯১৪। ১৯৯৩
  মূল্য : ৩২.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993. Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994. Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume: 1998. Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989. Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules. 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

• ৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ • (পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১০ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় মাঘ, ১৪১৩

সম্পাদকীয়

জাতীয় জ্ঞান কমিশন এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যপরিসেবা

গত ১৩ই জুন, ২০০৫ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং জাতীয় জ্ঞান কমিশন (National Knowledge Commission) গঠন করেন। এর চেয়ারপার্সন হলেন যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ শ্রী শ্যাম পিত্রোদা (Sam Pitroda) এবং ডাইস-চেয়ারপার্সন হলেন ডঃ পি.এম.ভার্গব (Dr. P.M. Bhargava)। অন্যান্য সদস্যরা হলেন ইনফোসিস-এর নন্দন নিলেকানি (Nandan Nilekani), দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দীপক নায়ার (Deepak Nayyar), করপোরেট নেতৃত্ব শ্রী অশোক গাঙ্গুলী এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ডঃ জয়তী ঘোষ (Dr. Jayati Ghosh)। এছাড়া অন্য দুই সদস্য ডঃ আন্দ্রে বিটেইল্লে (Dr. Andre Betaille) এবং ডঃ প্রতাপভানু মেহতা ২০০৬ সালে বিশেষ কারণে কমিশনের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। স্থাপনের সময় স্থির হয়েছে এই কমিশন জ্ঞান উৎপাদন, জ্ঞান ব্যবহার এবং জ্ঞান প্রসার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে। কমিশনের আদেশ বা ম্যানডেট (mandate) হোল ভারতবর্ষের জ্ঞানের কিনারা বা পরিধি (Knowledge edge) আরও ধারালো বা তীক্ষ্ণ (Sharpen) করা অর্থাৎ ভারতবর্ষে জ্ঞানসমাজ (Knowledge Society) প্রতিষ্ঠার দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। উচ্চস্তরের উপদেষ্টা পরিষদ এই জাতীয় জ্ঞান কমিশনের কাজের মেয়াদকাল তিন বৎসর, অর্থাৎ ২০০৫ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ২০০৮ সালের ২রা অক্টোবর পর্যন্ত। কমিশনের প্রধান কাজ হবে নীচে উল্লিখিত বিষয়গুলির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া। (ক) একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য ভারতবর্ষ শিক্ষাপদ্ধতির চরম উৎকর্ষতা আনার দিকে কিভাবে অগ্রসর হবে। (খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণাগারে জ্ঞান সৃষ্টির কাজ কিভাবে অগ্রসর হবে। (গ) মেধাসত্ত্ব সম্পত্তি বা মনন সংক্রান্ত সম্পত্তি (intellectual, property) সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব হবে এবং (ঘ) কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব হবে প্রভৃতি। ২০০৫ সালে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা গঠিত শ্যাম পিত্রোদার নেতৃত্বাধীন জাতীয় জ্ঞান কমিশন সম্প্রতি (২০০৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর) প্রধান যে সব সুপারিশগুলো প্রাথমিকভাবে পেশ করেছে বলে জানা গেছে সেগুলি হোল : (ক) গ্রন্থাগার-এর উপর একটি জাতীয় কমিশন (National Commision) গঠন করা, (খ) ভাষান্তরিত বা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে প্রেরণা দেওয়া, (গ) বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকেই প্রথম ভাষার সঙ্গে ইংরাজীকে ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া চালু করা (ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫০০০টি নোড (node) কে সংযুক্ত করার জন্য একটি জাতীয় জ্ঞান নেটওয়ার্ক (National Knowledge Network) তৈরি করা, (ঙ) শিক্ষার অধিকারকে (Right to Education) সুনিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় আইন (Central Legislation) থাকা প্রয়োজন, (চ) বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে (Vocational education) সম্পূর্ণভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (Human Resource Development) অধীনে আনা, (ছ) আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা অর্থাৎ বর্তমান মোট ৩৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃদ্ধিকরে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট ১৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা। ৫০টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, (জ) উচ্চশিক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী ও পদ্ধতির পরিবর্তন করা (ঝ) নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে প্রস্তাবের জন্য একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান ফাউন্ডেশন (National Science and Social Science Foundation) গঠন করা, (ঞ) সরকারী প্রক্রিয়াগুলি

কম্পিউটারভুক্তকরণের (Computerize) আগে পুনরায় মূল্যায়ন করা এবং পরিসেবার জন্য এবং নাগরিকদের মধ্যে পরিসেবা আদানপ্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণমান (Common Standards) স্থির করা প্রভৃতি।

জাতীয় জ্ঞান কমিশন বিদ্যালয় শিক্ষা সহ উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সম্প্রতি আলাদা আলাদা সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিস্তারিতভাবে পেশ করেছে। সম্প্রতি এই সুপারিশ পেশ করার আগে বিগত এক বছর ধরে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সমীক্ষা, বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা প্রভৃতি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। জানাগেছে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীচে উল্লিখিত সুপারিশগুলি পেশ করার আগে গ্রন্থাগারে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। ঐ ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারপার্সন হলেন শ্রীমতী কল্পনা শাস্ত্রগুপ্ত। অন্যান্য সদস্যরা হলেন ডঃ এস. অরুণাচলম, RRRLF এর ডিরেক্টর কে কে ব্যানার্জী, কে. জয়াকুমার (K. Jayakumar), জয়েন্ট সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তর, ডঃ এইচ কে কাউল, মিঃ কে কে কচ্ছেশী, মিঃ মনোজ কুমার, প্রফেসর সুরেন্দু মন্ডল, অধ্যাপক পি. বি. মল্লা, ডঃ টি.এ.ভি মূর্তি, ডঃ হর্ষ পারেখ, ডঃ এ. আর. ডি প্রসাদ।

গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা সংক্রান্ত বিষয়ে যে সুপারিশগুলো পৃথকভাবে কমিশন পেশ করেছে সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল (১) গ্রন্থাগার-এর উপর একটি স্থায়ী স্বাধীন এবং আর্থিকভাবে অটোনমাস জাতীয় কমিশন/মিশন (National Mission/Commission on Library and Information Services, NMLIS) স্থাপন করা, (২) সারাদেশের সমস্ত গ্রন্থাগারের একটি জাতীয় সেনসাস বা আদমসুমারী (National census) করা। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তর নির্ধারিত টার্গেট ফোর্স ১ বছরের মধ্যে সমীক্ষা করে যাতে এটা করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও পরিচালনগত সমর্থন দেওয়া, (৩) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষা, শিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সুবিধার বৃদ্ধি করা। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে উচ্চতমানের শিক্ষণ দেওয়ার জন্য ও গবেষণার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। এর নাম প্রস্তাবিত হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লাইব্রেরী অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (Indian Institute of Library & Information Science (ILIS) (৪) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে কর্মী সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয় পুনঃমূল্যায়ন করা। জাতীয় গ্রন্থাগার সহ বিভিন্ন স্তরের জনগ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে কিধরনের কর্মী বা পদ থাকা প্রয়োজন, সেই পদের কর্মীদের দায়িত্ব কি হবে প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। (৫) একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার তহবিল (Central Library Fund) গঠনের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থাগারের জন্য যে জাতীয় মিশন/কমিশন (National Mission / Commission) গঠিত হবে তার দ্বারা এই গ্রন্থাগার তহবিল পরিচালিত হওয়া উচিত বলে বলা হয়েছে, (৬) গ্রন্থাগার পরিচালনা ব্যবস্থা আধুনিক করতে হবে (Modernizing Library Management) (৭) গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে জনসমষ্টির অংশগ্রহণে উৎসাহদান প্রয়োজন। প্রস্তাব করা হয়েছে জনগ্রন্থাগার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের (Local Self Government) মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং এর বিভিন্ন কমিটিতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা থাকবেন। স্থানীয়ভাবে জনগোষ্ঠীভিত্তিক তথ্য পদ্ধতি তৈরী করতে হবে। এজন্য গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় অঞ্চলের অন্যান্য জ্ঞানভিত্তিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। গ্রামীণ পর্যায়ে, গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা জনগোষ্ঠী জ্ঞানকেন্দ্র (Community Knowledge Centre) গুলির দায়িত্ব পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত থাকবে। (৮) সব ধরনের গ্রন্থাগারে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির (Information Communication Technology, ICT) প্রয়োগ করতে হবে। (৯) বিভিন্ন বেসরকারী ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ দান হিসাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করতে হবে। (১০) গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্পপতি ও প্রাইভেট এজেন্সিরা যাতে এগিয়ে আসেন সে ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে।

সুপারিশগুলো প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ছাড়াও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী অম্বিকা সোনী ও প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার কাছেও দেওয়া হয়েছে। আশাকরা যায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ও সেগুলি কার্যকরী করা হবে। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকলাম।

বইমেলা ও জনগ্রন্থাগার ঃ কিছু না জানা তথ্যের খোঁজে

পীযূষ কান্তি জানা
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রস্তাবনা

পশ্চিমবাংলায় প্রতিবছর কলকাতা বইমেলা সমেত প্রতি জেলার সরকারী বইমেলা ছাড়াও স্থানীয় উদ্যোগে আরও অনেক বইমেলা সংগঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু মেলায় বিক্রীত বই-এর সংখ্যা কিংবা বই-এর সমূহ মূল্য নিরূপণ করা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তবে জেলায় জেলায় সরকারী বইমেলায় যে বই বিক্রী হয় তার সিংহভাগই যে সরকারপোষিত গ্রন্থাগারগুলি ক্রয় করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সরকারী প্রয়োজনে পোষিত গ্রন্থাগারগুলি সর্ব্বমোট কতগুলি বই ক্রয় করেছে কিংবা সর্ব্বমোট কত টাকার বই ক্রয় করে থাকে তা জানা সম্ভব হলেও এ ব্যাপারে অনেক বিষয় অজানাই থেকে যায়। সে সব বিষয়গুলি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যই এ লেখার অবতারণা। সংক্ষেপে এ লেখার উদ্দেশ্যগুলি হল :

ক) বইমেলা থেকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহ ও গ্রন্থের দামের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থ সংগ্রহের ধরন।

খ) পৃথকভাবে প্রতিটি গ্রন্থাগার কত সংখ্যক বই ক্রয়ের জন্য কত টাকা খরচ করেছে তার বিবরণ।

গ) গ্রন্থমূল্যের বিভিন্ন সীমায় গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক সংগ্রহের ধরন।

ঘ) পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি গ্রন্থাগারের এবং সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থপিছু গড় দামের পরিমান ইত্যাদি।

পদ্ধতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তৃতীয় বইমেলা থেকে জেলার ১৪০ টি গ্রামীন, এরিয়া ও প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৩৯ টি গ্রামীন গ্রন্থাগার সরকারী অনুদানের টাকায় যে সব বই ক্রয় করেছে বিভিন্ন দিক থেকে তার বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে খড়গপুর শহরে অবস্থিত একটি হিন্দি গ্রন্থাগার উক্ত বইমেলা থেকে পুস্তক ক্রয়ে বিরত ছিল।

ক) বইমেলায় উপস্থিত প্রকাশক বা পুস্তক বিক্রেতা প্রতিটি গ্রন্থাগারে যে পুস্তক বিক্রয় করেছে তার রেকর্ড সংগ্রহ।

খ) প্রাপ্ত রেকর্ড থেকে ক্রীত পুস্তক সম্ভারের প্রতিটি পুস্তকের নাম ছাপানো দামের নিরীখে প্রতিটি গ্রন্থাগারের পৃথক পৃথক রাশিমালা প্রণয়ন।

গ) প্রতিটি গ্রন্থাগারের পৃথক পৃথক রাশিমালার একত্রীকরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যের অন্বেষণ।

ঘ) উপরিউক্ত রাশিমালার সাহায্যে তথ্যের বিশ্লেষণ ও তার উপস্থাপন।

সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ

জেলার তৃতীয় বইমেলা থেকে গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি যে সব পুস্তক ক্রয় করেছে সে বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য প্রথমেই পৃথক পৃথক সারণির সাহায্যে সংগঠিত করা হয়। পরে ঐ সমস্ত সারণিগুলিকে একত্রীকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে নিম্নে একে একে পরিবেশন ও বিশ্লেষন করা হল।

ক) সর্ব্বমোট পুস্তক সংগ্রহ : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ১৪০ টি গ্রামীন, এরিয়া ও প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৩৯ টি গ্রন্থাগারের ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে জেলার তৃতীয় বইমেলা থেকে সর্ব্বমোট পুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা ১৩৩০১ টি।

খ) পুস্তকের মুদ্রিত মূল্যের বিভিন্ন সীমার নিরীখে গ্রন্থাগারগুলি সংগ্রহের চিত্র :

পুস্তকের মূল্য (টাকায়)	সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা	শতকরা হিসাব
২৫ টাকার কম	১৪৯১	১১.২১
২৫-৫০	৪২৯৪	৩২.২৮
৫০-৭৫	৪১৯৫	৩১.৫৪
৭৫-১০০	১৪৬৬	১১.০২
১০০-১২৫	১১১৬	৮.৩৯
১২৫-১৫০	১৭৪	১.৩১
১৫০-১৭৫	৩৫৩	২.৬৫
১৭৫-২০০	৫৮	০.৪৪
২০০ টাকার বেশী	১৫৪	১.১৬
মোট	১৩,৩০১	১০০.০০

উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগারগুলিতে ২৫ টাকার কম দামের বই-এর সংগ্রহ মাত্র ১৪৯১ টি, যা সমগ্র সংগ্রহের ১১.২১ শতাংশ। সাধারণভাবে বলা যায় যে এই সংগ্রহের বেশিরভাগ পুস্তকই নবসাক্ষরদের কিংবা শিশুদের জন্য লেখা। সারণি থেকে আরও দেখা যায় যে ২৫ টাকা থেকে ৭৫ টাকার মধ্যে সংগৃহীত বই এর সংখ্যা ৮৪৮৯ টি, যা সমগ্র সংগৃহীত বই এর ৬৩.৮২ শতাংশ। আবার ১২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকা ও ১৭৫ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৪টি (১.৩১%) ও ৫৮টি (০.৪৪%) যা ঠিক তার পরবর্তী সীমার পুস্তক সংগ্রহের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

গ) পুস্তক সংখ্যার নিরীখে গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহের চিত্র :

সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	শতকরা হিসাব
৫০-৭৫	৫	৩.৬০
৭৫-১০০	৯০	৬৪.৭৪
১০০-১২৫	৩৮	২৭.৩৪
১২৫-১৫০	৪	২.৮৮
১৫০-১৭৫	২	১.৪৪
মোট	১৩৯	১০০.০০

সারণি থেকে দেখা যায় যে বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের (৯০টি) পুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা ৭৫ থেকে ১০০টির মধ্যে। যদিও তার পরেই আছে ১০০ থেকে ১২৫টি পুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা বিশিষ্ট ৩৮টি গ্রন্থাগার। ৭৫-এর কম কিংবা ১২৫টির বেশী পুস্তক সংগ্রহ করেছে এরূপ গ্রন্থাগারের সংখ্যা মাত্র ১১টি। আবার প্রাপ্ত রাশিতথ্যের বিশ্লেষণে এও দেখা যায় যে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুস্তক ক্রয়ের সংখ্যা ১৫৯টি এবং সর্বনিম্ন সংগ্রহের সংখ্যা মাত্র ৫৯টি। আবার গড়ে গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা ৯৬টি।

ঘ) নিম্নোল্লিত তহবিলের নিরীখে গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক সংগ্রহের চিত্র :

নিম্নোল্লিত তহবিল (টাকায়)	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	শতকরা হিসাব
৩০০০-৩৫০০	১	০.৭২
৩৫০০-৪০০০	২	১.৪৪
৪০০০-৪৫০০	৮	৫.৭৬
৪৫০০-৫০০০	৭২	৫১.৮০
৫০০০-৫৫০০	৪১	২৯.৪৯
৫৫০০-৬০০০	১১	৭.৯১
৬০০০-৬৫০০	১	০.৭২
৬৫০০-৮৫০০	-	-
৮৫০০-৯০০০	১	০.৭২
৯০০০-৯৫০০	১	০.৭২
৯৫০০-১০০০০	১	০.৭২
মোট	১৩৯	১০০.০০

সংগৃহীতপুস্তকের মোট মুদ্রিত মূল্য থেকে কমিশন (১০%) বাদ দিয়ে সারণিটি প্রস্তুত করা হয়েছে। উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে ১৩৯টি গ্রন্থাগারের মধ্যে ৭২টি (৫১.৮০%) গ্রন্থাগার ৪৫০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকার মধ্যে পুস্তক ক্রয় করেছে। আবার ৪১টি (২৯.৪৯%) গ্রন্থাগারের বই ক্রয়ের পরিমান ৫০০০ টাকা থেকে ৫৫০০ টাকার মধ্যে। অর্থাৎ ১১৩টি (৮১.২৯%) গ্রন্থাগারের বই ক্রয়ের পরিমান ৪৫০০ টাকা থেকে ৫৫০০ টাকার মধ্যে। সারণি থেকে আরও দেখা যায় যে ৪০০০ টাকার কম কিংবা ৬০০০ টাকার বেশী বই ক্রয় করেছে মাত্র ৭টি গ্রন্থাগার। আবার বইমেলা থেকে কোন একটি গ্রন্থাগারের সর্বোচ্চ টাকার বই ক্রয়ের পরিমান প্রায় ৯৭০০ টাকা ও সর্বনিম্ন টাকার বই ক্রয়ের পরিমান মাত্র ৩৪০০ টাকা। বইমেলা থেকে গ্রন্থাগারগুলির গড় বই ক্রয়ের পরিমান ৫৫৫৬ টাকা।

ঙ) গ্রন্থাগারভিত্তিক সংগৃহীত পুস্তকের গড় মূল্যের চিত্র :

পুস্তকের গড়মূল্য (টাকায়)	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	শতকরা হিসাব
৩৫-৪০	১	০.৭২
৪০-৪৫	৩	২.১৬
৪৫-৫০	৭	৫.০৪
৫০-৫৫	২৯	২০.৮৬
৫৫-৬০	৪৪	৩১.৬৫
৬০-৬৫	৩৩	২৩.৭৪
৬৫-৭০	১৭	১২.২৫
৭০-৭৫	৪	২.৮৮
৭৫-৯০	-	-
৯০-৯৫	১	০.৭২
মোট	১৩৯	১০০.০০

পুস্তকের মুদ্রিত মূল্য ধরেই সারণিটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকাশক বা পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্ত কমিশন বাদ দিলে পুস্তকের গড় মূল্য যে আরও ১০ শতাংশ কমবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সারণি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিন চতুর্থাংশের অধিক গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তকের গড়মূল্য ৫০ টাকা থেকে ৬৫ টাকার মধ্যে। আবার পুস্তকের গড়মূল্য ৫০ টাকা থেকে ৭০ টাকার মধ্যে হলে গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে একটি গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তকের গড়মূল্য ৯০ টাকার বেশী। আবার অপর একটি গ্রন্থাগারের কমিশন বাদে পুস্তকের গড় মূল্য প্রায় ৩৩ টাকায় নেমে আসে। তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে গ্রন্থাগারগুলির সংগৃহীত পুস্তকের গড় মূল্য প্রায় ৫৮ টাকা।

চ) নিম্নোল্লিখিত তহবিল ও পুস্তকের গড় মূল্যের নিরিখে পুস্তক সংগ্রহের চিত্র :

০	৩০-৪০	৪০-৫০	৫০-৬০	৬০-৭০	৭০-৮০	৮০-৯০	৯০-১০০	মোট
৪০০০-৪৫০০			১					১
৪৫০০-৫০০০			১	১				২
৫০০০-৫৫০০			৭	১				৮
৫৫০০-৬০০০	১	৭	৩৩	২৩	৪		১	৭২
৬০০০-৬৫০০		৩	১৩	১৩				৩১
৬৫০০-৭০০০			৪	৭				১১
৭০০০-৭৫০০			১					১
৭৫০০-৮০০০	-	-	-	-	-	-	-	-
৮০০০-৯০০০				১				১
৯০০০-১০০০০				১				১
মোট	১	১০	৭৩	৫৩	৪	০	১	১৩৯

উল্লিখিত দ্বি-মাত্রিক সারণি থেকে দেখা যায় যে ৪৫০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা খরচ করেছে এরূপ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি করে গ্রন্থাগার সবচেয়ে কম আবার সবচেয়ে বেশী দামের বই ক্রয় করেছে। আবার ৪৫০০ টাকা থেকে ৫৫০০ টাকা খরচ করে ৫০ টাকা থেকে ৭০ টাকা দামের বই ক্রয় করেছে এরূপ গ্রন্থাগারের সংখ্যাই সর্বাধিক (২৭টি)। আরও দেখা যায় যে ৮৫০০ টাকার উপর খরচ করেছে এরূপ গ্রন্থাগারের সংখ্যা মাত্র ৩টি এবং সেগুলির গড় পুস্তকের মূল্য ৬০ টাকা থেকে ৭০ টাকার মধ্যে।

প্রাপ্ত তথ্যাদি

বইমেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্যাদি সারণির সাহায্যে বিষদ বিশ্লেষণ করা হলে মূল যে বিষয়গুলি সমীক্ষা থেকে উঠে আসে তা নিম্নরূপ :

ক) সংগৃহীত পুস্তকের ৬০ ভাগের ও বেশী সংখ্যক পুস্তকের মূল্য ২৫ টাকা থেকে ৭৫ টাকার মধ্যে। অর্থাৎ গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থ সংগ্রহে গ্রন্থের মান-এর পাশাপাশি গ্রন্থসংখ্যার উপরেও যে বেশী প্রাধান্য দেয় তা অনস্বীকার্য।

খ) পুস্তকের মূল্যের বিভিন্ন সীমার নিরীখে গ্রন্থাগারগুলির সংগৃহীত পুস্তকের বিশ্লেষন করতে গিয়ে দেখা যায় যে ১২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকা দামের পুস্তকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এই সীমায় পুস্তক প্রকাশের সংখ্যার স্বল্পতাই যে এর মূল কারণ তা সহজেই পুস্তকের মূল্যের বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায়। যদিও এই অনুমান ১৭৫ - ২০০ টাকার মূল্যের বই এর বেলায় ঠিক প্রযোজ্য নয়।

গ) বইমেলা থেকে বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা ৭৫-১০০ টির মধ্যে হলেও গ্রন্থাগারগুলির গড় পুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা ৯৬টি এবং যা গ্রন্থাগারগুলির সরকারী অনুদানের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘ) গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন সংখ্যক পুস্তক সংগ্রহে যথাক্রমে ১৫৯ ও মাত্র ৫৯টি। যদিও ১৫৯টি পুস্তক ক্রয়ের কারণ হল বিগত বছরের বইমেলায় অনুপস্থিতির দরুণ গ্রন্থাগারটি দু-বছরের বই একসঙ্গে ক্রয় করা। কিন্তু ঠিক তার পরের গ্রন্থাগারটির বই ক্রয়ের সংখ্যা ১৫৫ টি এবং তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারটি পুস্তক ক্রয়ের জন্য নিজস্ব তহবিল খরচ করেছে। আবার যে গ্রন্থাগারটি মাত্র ৫৯টি পুস্তক ক্রয় করেছে তার পুস্তক

ক্রয়ে নিয়োজিত টাকার পরিমান কম নয়, বরং বেশী দামের পুস্তক ক্রয়ের সংখ্যাই বেশী।

৬) পুস্তক ক্রয়ের জন্য গ্রন্থাগারগুলির গড় নিয়োজিত টাকার পরিমান ৫৫৫৬ টাকা। অবশ্য কমিশন বাদ দিলে প্রকৃত টাকার পরিমান প্রায় ৫০০০ টাকায় দাঁড়ায়। আরও দেখা যায় যে একটি গ্রন্থাগার সর্বনিম্ন ৩৪০০ টাকার বই ক্রয় করেছে। বই ও পত্র পত্রিকা ক্রয় বাবদ গ্রন্থাগার পিছু বাৎসরিক সরকারী অনুদানের পরিমান ৮০০০ টাকা। গ্রন্থাগারগুলির গড় পুস্তক ক্রয়ের পরিমান ৫০০০ টাকা হলে বাকি টাকা পত্র পত্রিকা ক্রয় বাবদ খরচ হয়। যদিও অনেক গ্রন্থাগারই বইমেলা ছাড়াও স্থানীয় ভিত্তিতে বই ক্রয় করে থাকে। তবে এই খাতে সরকারী অনুদানের পরিমান প্রায় ৯ বৎসর অপরিবর্তিত আছে। পরিস্থিতির বিচারে যা বিবেচনার দাবি রাখে। (২)

৮) বই মেলা থেকে সংগৃহীত পুস্তকের কমিশন বাদে গড় মূল্য প্রায় ৫২ টাকা। দ্রব্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও গড়ে প্রায় ৫২ টাকা মূল্যের বই-এর দ্বারা সাধারণ গ্রন্থাগার যে পরিসেবা দিয়ে যাচ্ছে তাতে লেখক, প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা সমেত আরও বহুশ্রেনীর মানুষের সহযোগিতার ফলেই যে তা সম্ভব হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উপসংহার ঃ

জেলা বইমেলা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত ১৩৯ টি গ্রামীন গ্রন্থাগার যে পুস্তক ক্রয় করেছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ এতক্ষন দেওয়া হল। কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে সংগৃহীত পুস্তকের বিশ্লেষণ কোথাও বা পুস্তকের মুদ্রিত মূল্যের উপরই করা হয়েছে। কমিশন বাদ দিয়ে পুস্তকের ক্রয় মূল্যের উপর করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুস্তকের ক্রয়মূল্য কিংবা গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ে নিয়োজিত টাকার পরিমানে কিছুটা তারতম্য থেকেই যাবে। আবার বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশক বা পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে সংগৃহীত পুস্তক বা ম্যাগাজিনের তথ্য ও অপ্রতুল হওয়ায় তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। যদি ও তার প্রভাব তথ্যের বিচার বিশ্লেষণে কিছুটা হলেও পড়বে। চেষ্টা থাকলেও গ্রন্থাগারগুলির সদস্য সংখ্যার হিসাব সংগ্রহ করতে না পারায় উক্ত বছরের সদস্যের মাথাপিছু নতুন পুস্তক সংগ্রহের চিত্রও দেওয়া সম্ভব হল না। আশা করছি পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আরও নতুন তথ্যের সন্ধান মিলবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

শ্রী তাপস কুমার মন্ডল, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, পশ্চিম মেদিনীপুর ও শ্রী পার্থসারথী সাহু, ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক, বালিচক বাড়েশ্বর সিং স্মৃতি টাউন লাইব্রেরী।

তথ্যসূত্র ঃ

১) বইমেলায় উপস্থিত প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের বই বিক্রীর রসিদ।

২) Department of Mass Education Extension. Annual Report of the Directorate of Library Services, West Bengal. 1998-99 to 2003-04. Kolkata.

হাসতে হাসির ধারা, পড়তে হাসির ধারা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, ছাপুকর শি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

পত্রপাঠ

দাম: মাত্র ৮ টাকা

98300 52182
92315 59717

১০ ডে, কার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মেলন

বিগত ৯ মার্চ ১৯৬৩ হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মেলন জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব এবং এই উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার। জেলা গ্রন্থাগারের সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গ্রন্থাগার আন্দোলন আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার আবেদন জানান।

সমাজসেবিকা পারুল ভট্টাচার্য বলেন, গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র গল্প-উপন্যাস সংগ্রহ না করে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি স্তরের নানা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রাখলে ছাত্রছাত্রীদের অশেষ উপকার হয়।

সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি তিনকড়ি দত্ত ও সহঃ সভাপতি সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন একথাও জোরের সঙ্গে বলেন।

পরিষদে দুজন বিদেশী গ্রন্থাগারিককে সম্পর্ধনা জ্ঞাপন

সম্প্রতি পরিষদে দুজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক কলকাতা এসেছিলেন। এরা হলেন সুইডেনের পরমাণু সংস্থার গ্রন্থাগারিক ডঃ বি ডি টেল এবং আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ দপ্তরের পরিচালক ডঃ লেস্টার এশিয়িম।

ডঃ টেল একজন ডকুমেন্টেশন বিশেষজ্ঞ। তিনি দিল্লীর ইনসডকে সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত ডকুমেন্টেশন শিক্ষণ কোর্সের শিক্ষক হিসাবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত উদ্যোগে ডঃ টেলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

ডঃ এশিয়িম ১৯৪৭ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণকালে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বারানসী, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর এবং কলকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। মধ্যাহ্নকালীন এক ভোজ সভায় জাতীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং কলকাতার অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকগণ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তিনি আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে বলেন এবং উপস্থিত গ্রন্থাগারিকদের নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে আগ্রহের সঙ্গে অনেক প্রশ্ন করেন। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রগতি সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের এ বিষয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক।

মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবীতে হাজরা পার্কে জনসভা

গত ২১ মার্চ ১৯৬৪ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় হাজরা পার্কে মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

কলকাতা শহরে মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও পৌরসভার এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা বিশ্লেষণ করে আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে সভার বক্তৃতা করেন বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, ফণিভূষণ রায়, অনাথবন্ধু দত্ত ও বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।

সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, নাগরিকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাহিদাকে তৃপ্ত করার জন্য অবিলম্বে কলকাতায় সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। কলকাতার পৌর প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত হবেন।

এ বিষয়ে সভায় একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহনির্মাণে রাজ্য সরকারের সাহায্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের এক চিঠিতে জানা গেছে পরিষদের গৃহ নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৭,০০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হলে ঐ টাকার ২৫% প্রথমে দেওয়া হবে। তারপর বাকী টাকাটা কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়া হবে। ইতিপূর্বে পরিষদের পক্ষ থেকে ৯০,০০০ টাকার একটি পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করা হয়।

সাহিত্যিক ও যাযাবর মহাত্মবিবের জীবনাসান

১৩ অক্টোবর '৬৪ কলকাতায় বাংলা সাহিত্যের মহাত্মবির

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জীবনাবসান হয়। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বহুদিন ধরে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। তাঁর রচিত মহাস্থবির জাতক বাংলা সাহিত্যের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রকাশের পর 'মহাস্থবির জাতকের' মত এমন ঘটনাবহুল চরিত্র চিত্রণ বাংলা ভাষায় আর দেখা যায়নি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর যাযাবর জীবনের অপূর্ব অভিজ্ঞতার নিদর্শন এ বইয়ের ছত্রে ছত্রে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমা পরীক্ষা থেকে তৃতীয় শ্রেণীর অবসান

আগামী ১৯৬৫ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমা পরীক্ষায় আর তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবেনা। ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৩৬০ নম্বর অর্থাৎ ৪৫% পেলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে ধরা হবে। আর যাঁরা মোট ৪৮০ অর্থাৎ ৬০% নম্বর পাবেন তাঁরা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হবে। কোন একটি পেপারে পাশ নম্বর বলে কিছু থাকবে না। তবে একটি পেপারে ২৫% এর কম নম্বর পেলে সে পেপারের নম্বর মোট নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হবে না অর্থাৎ সে নম্বর বাতিল হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে ফলাফল ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী না হয়ে গুণানুসারী হবে। বর্তমানে ৩২০ নম্বর পেলেই পরীক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

তমলুকে গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা ১৯৬৪

গত ২৭ জুন ১৯৬৪ মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সমাজশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অন্যতম সদস্য সুশীলকুমার ধাড়ার সভাপতিত্বে স্থানীয় গ্রন্থাগারকর্মীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে সমস্ত গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষা কর্মীদের নিয়ে একটি সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার সঙ্ঘ নামে একে অভিহিত করা হয়। নব প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের সভাপতি হন সুশীল কুমার ধাড়া। সুভাষচন্দ্র ধাড়ার উপর সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মেদিনীপুর জেলার সমাজ শিক্ষা প্রসার ও উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার কর্মী, সমাজসেবী ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মীবৃন্দের একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য এই সঙ্ঘ একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করেছেন।

মেদিনীপুর জেলার সমাজ শিক্ষাধিকারিক সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, তমলুক ও মেদিনীপুরের জেলা গ্রন্থাগারিকদ্বয় যথাক্রমে রামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও মুরলীমোহন সেন প্রভৃতি এই সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক।

পরিষদের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯৬৪

গত ২৭ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ফণিভূষণ রায়। কর্মসচিব বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং তা ঐ সভায় অনুমোদিত হয়। বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব ঐ সভায় গৃহীত হয়। আগামী বৎসরের জন্য শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও কর্মসচিব নির্বাচিত হন। চঞ্চলকুমার সেন ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে যুগ্ম-কর্মসচিব ও সহ কর্মসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রন্থাগারিক (অবৈতনিক) নির্বাচিত হয়েছেন নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়।

পরিষদের সার্ট লিব পরীক্ষার ফল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্ট-ইন-লিব পরীক্ষার (১৯৬৪) ফল নিম্নরূপ : সম্মান সহকারে উত্তীর্ণ ৪; সাধারণ ভাবে উত্তীর্ণ ৯৪ জন)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-ইন-লিব পরীক্ষার ফল, আগষ্ট, ১৯৬৪

এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ ইন লিব পরীক্ষার ফল : প্রথম শ্রেণী দুজন, দ্বিতীয় শ্রেণী ৩৩ জন এবং তৃতীয় শ্রেণী ২১ জন। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ দুজন : এ বি শামওদৌলা ও অসিত ভঞ্জ।

পুরুলিয়া জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের এক বিবরণ থেকে পুরুলিয়া জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। পুরুলিয়া জেলা ১৯৫৬ সালে বিহার প্রদেশের মানভূমের অংশ ছিল। ঐ মানভূমের কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ অঞ্চল পুরুলিয়া জেলা নামে অভিহিত। ১৯৫০ সালে বিহার সরকার যে রাজ্য পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশ বলে তা পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হয়।

স্বাধীনতার পূর্বে এই জেলায় মাত্র পঁচিশটি গ্রন্থাগার ছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দির স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই জেলায় আরও ৪৫টি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার গুলির সংখ্যা নিম্নরূপ : গ্রামীণ গ্রন্থাগার (গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড) ৩৪ টি; সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগার ৭২টি; সরকারী সাহায্য বিহীন গ্রন্থাগার ৫০টি; পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র ১৫টি এবং জেলা গ্রন্থাগার ১টি।

জেলার ২১টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে বলরামপুর ও বান্দোয়ান ব্যতীত প্রতিটি ব্লকেই গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। যানবাহনের অভাব, উন্নত রাস্তাঘাটের অভাব ও অন্যান্য কয়েকটি কারণবশতঃ বান্দোয়ান, বাগমুন্ডি, আরাবা উন্নয়ন ব্লকগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেনি। বান্দোয়ান ব্লকে এখনো পর্যন্ত একটিও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়নি। বলরামপুরের মত স্থানে, যা পাকা রাস্তার উপর অবস্থিত, যেখানে স্কুল, হাসপাতাল, রেলওয়ে স্টেশন, যানবাহনের সবরকম সুবিধা আছে সেখানেও আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়নি। এছাড়া আদ্রা ও আমাডাঙে গ্রন্থাগার স্থাপন করা উচিত। এখানে বলা উচিত বান্দোয়ান ও বলরামপুরে কবরাল লাইব্রেরী নেই কিন্তু কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার আছে। পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের দুটি বিভাগ আছে - স্থিতিশীল ও ভ্রাম্যমান। স্থিতিশীল বিভাগ তিনভাগে বিভক্ত সাধারণ, মহিলা ও শিশু বিভাগ। স্থিতিশীল বিভাগের গ্রাহক হতে ভর্তি ফি বা মাসিক চাঁদা লাগেনা। তবে জমানত (ফেরৎযোগ্য) কিছু টাকা রাখতে হয়। ভ্রাম্যমান বিভাগের গ্রাহক কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। গ্রাহক হতে ২৫ টাকা জমানত, ১ টাকা ভর্তি ফি ও বাৎসরিক দশ টাকা চাঁদা দিতে হয়। স্থিতিশীল বিভাগের সদস্যসংখ্যা ৬৭০ ও ভ্রাম্যমান বিভাগের সদস্য সংখ্যা ৯০। স্থিতিশীল ও ভ্রাম্যমান বিভাগ নিয়ে এই গ্রন্থাগারে মোট ১৪,০০০ বই আছে। বর্তমানে ১১টি দৈনিক পত্রিকা, ৪৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগারের পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি আছে। সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক এর সম্পাদক এবং জেলাধীশ সভাপতি। অন্যান্য জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়েছে; কিন্তু এখানে কমিটির সদস্য পর্যন্ত করা হয়নি।

জেলা গ্রন্থাগারে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে অনার্স ও এম এ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী কিছু কিছু বই আছে। জেলা গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তক গ্রন্থযানের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিকে ভ্রাম্যমান শাখার পুস্তক ঋণ দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের জেলা গ্রন্থাগার থেকে এককালীন ৪০টি করে পুস্তক ঋণ দেওয়া হয়। বর্তমানে গ্রন্থযানটি ৭টি রুটে চলাচল করে। যে সমস্ত পল্লী গ্রন্থাগার রুটগুলি থেকে দূরে অবস্থিত তাদের কবরাল লাইব্রেরীর সাইকেল পিয়ন মারফৎ পুস্তক ঋণ দেওয়া হয়।

জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে মোট পুস্তক সংখ্যা ৯০,০০০, পত্রিকা ৬৫০০, বাৎসরিক বই ইস্যু হয় ১,৮৫,০০০। কেবলমাত্র জেলা গ্রন্থাগারেই গত বৎসর পাঠককে সাময়িক পত্রিকা ব্যতীত ৩০,০০০ মত পুস্তক ইস্যু হয়। এই জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার গুলিতে পাঠকের সংখ্যা প্রায় চার হাজার।

জেলা গ্রন্থাগারে ও পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগার গুলিতে প্রায়ই শিক্ষা ও কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠান হয়। পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য সময় সময় অল্পদিনের ট্রেনিং কোর্স জেলাগ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত হয়।

সরকারী অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগার গুলির মধ্যে হরিপদ সাহিত্য মন্দির উল্লেখযোগ্য। নিজস্ব পাকা বাড়ি সহ প্রায় দুই বিঘা জমি এর রয়েছে; এটা ৺হরিপদ দাঁ মহাশয়ের দান। ৩০ ।৩৫ জনের একসঙ্গে বসে পড়ার মত পাঠকক্ষ আছে। এখানে প্রায় ১১ হাজার বই আছে। ৭টি ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক, ২০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। শিশু ও মহিলাদের কোন পৃথক বিভাগ নেই। একটি ভ্রাম্যমান শাখা ও গ্রন্থযান আছে কিন্তু তার কাজ পুরুলিয়া সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্রাহক গ্রাহিকার বর্তমান সংখ্যা ৪০০। তাঁদের তিন টাকা জমানতস্বরূপ রাখতে হয় এবং মাসিক ২৫ পয়সা চাঁদা দিতে হয়। পাঠকক্ষে বসে সংবাদপত্র সাময়িক পত্রিকা ও অন্য যেকোন গ্রন্থ পাঠ করা যায় তার জন্য চাঁদা লাগেনা। পুরুলিয়া শহরের যাবতীয় কৃষ্টিমূলক কার্যাবলী এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এ বৎসর একটি পাঠ্যপুস্তক বিভাগ খোলার জন্য তিনহাজার টাকা দিয়েছেন। প্রয়াত জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি বিরাট হলঘর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রস্তর মূর্তি, ছৌনৃত্যের পোষাক, মুখোশ, আদিবাসীদের তীর ধনুক, ব্যবহারের প্রাচীন বাসন, অস্ত্রশস্ত্র, কাঠের তৈরী খেলনা এবং প্রাচীন গয়না একটি ছোট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এক কথায় গ্রন্থাগারটিকে পুরুলিয়া জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র বলা যায়।

পুরুলিয়া শহরে ১৯৩৭ সালে মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত 'মুস্লিম লাইব্রেরী' টির অবস্থা এখন শোচনীয়। মুস্লিম লীগ এই জেলায় যখন রাজনৈতিক দল গঠন করে তখন এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই তার সকল কাজ হত। এখন এটা উপেক্ষিত ও অবহেলিত। এখানে প্রায় আড়াই হাজারের মত উর্দু বই আছে। দুই একটি পত্রিকাও আছে। কিন্তু পাঠক নেই; কচিত দু চার জন পড়তে আসেন। পুরুলিয়া মিনিষ্ট্রিয়েল স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের গ্রন্থাগারটি ছোট হলেও উল্লেখযোগ্য। এর এক ভাল নাটকের সংগ্রহ আছে। পল্লী অঞ্চলের অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের মধ্যে স্বামী অসীমানন্দ প্রতিষ্ঠিত নেতাজী গ্রন্থাগার অন্যতম। পুস্তক সংখ্যা, গ্রাহক সংখ্যা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা সন্তোষজনক। বানিদার হরিজন পাঠাগার, গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাগার, কোতকার পাঠাগার, কাশীপুরের পাঠাগার মুরারি প্রসন্ন সাহিত্য মন্দির, দলদলি, ভামুরিয়া উদয়নী পাঠাগার, বড়বাজার রুরাল লাইব্রেরী, নৌনাড়া জনপদ পাঠাগার, বীনাপানি পাঠাগার, গোবিন্দপুর পাঠাগার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জেলার বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা শোচনীয়। ২৩টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ও সৈনিক স্কুল ব্যতীত অন্য কোন স্কুলেই শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট তো দূরের কথা ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী পর্যন্ত নেই। জেলার কয়েকটি স্কুল গ্রন্থাগারে যেমন জেলা স্কুল, মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট, রাজকীয় উচ্চবালিকা বিদ্যালয়, শান্তিময়ী বালিকা বিদ্যালয়, বানিদা সত্যভামা বিদ্যাপীঠ, নৌলাড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, রঘুনাথপুর ও লক্ষ্মণপুর ইত্যাদি বিদ্যালয়ে কিছু বই আছে। তন্মধ্যে জেলা স্কুলের পুস্তক সংগ্রহই বেশি। কিন্তু কোন স্কুলেই গ্রন্থাগার গৃহ নেই এবং ছাত্ররা বই নেবার সুযোগ পায়না।

এই জেলার তিনটি কলেজ জে কে কলেজ, নিস্তারিনী মহিলা কলেজ ও রঘুনাথপুর কলেজেই গ্রন্থাগার আছে। জে কে কলেজ লাইব্রেরীতে প্রায় ছয় হাজার বই আছে। নিস্তারিনী কলেজের বইয়ের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার, রঘুনাথপুর কলেজ নূতন হলেও প্রথম থেকেই এখানে গ্রন্থাগার হয়েছে এবং একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছেন। এখানে পুস্তকের সংখ্যা তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার। জে কে কলেজে গ্রন্থাগার গৃহ বা গ্রন্থাগারিক নেই। নিস্তারিনী কলেজে অবশ্য একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা গ্রন্থাগারিক আছেন।

পুরুলিয়া পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারটিও বেশ সুন্দর। এখানে একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং একজন মাট্রিকুলেট গ্রন্থাগার কর্মী আছেন। এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ভাল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। (পুরুলিয়ার তদানীন্তন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি নেওয়া হয়েছে গ্রন্থাগার অগ্রহায়ন ১৩৭১ এ প্রকাশিত সুশান্ত কুমার হাজরার 'পুরুলিয়া জেলা ও তাহার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' শীর্ষক লেখাটি থেকে)।

১৯৬৪-১৯৬৫ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংক্রান্ত কয়েকটি সংবাদ নীচে দেওয়া হল ঃ ১৯৬৫ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্ লিব পরীক্ষা থেকে তৃতীয় শ্রেণীর অবসান করা হয়। ৩২০ নম্বর পেলেই এই পরীক্ষায় এতকাল পরীক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হতেন। এখন তৃতীয় শ্রেণী উঠে যাবার ফলে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা বেড়ে গেল। মোট ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৩৬০ অর্থাৎ ৪৫% পেলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে ধরা হবে। আর যাঁরা ৪৮০ অর্থাৎ ৬০% নম্বর পাবেন তাঁদের প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে ধরা হবে। কোন একটি পেপারে পাশ নম্বর বলে কিছু থাকবেনা; তবে ২৫% এর কম পেলে সে পেপারের নম্বর মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হবেনা অর্থাৎ সে পেপারের নম্বর বাতিল হয়ে যাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পরীক্ষায়ও অনুরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬২ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পরীক্ষায়ও তৃতীয় শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটেছে।

সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন প্রত্যাগত প্রমীলচন্দ্র বসুর পরিষদে ভাষণ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সভাপতি প্রমীলচন্দ্র বসু সম্প্রতি ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ৩৯তম সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে গ্রন্থাগার শাখার সভাপতি রূপে যোগদান করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। শ্রীযুক্ত বসু শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, ক্রমবিকাশ ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার উপর এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন পদে নিযুক্তি

জাতীয় গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত রিডিং রুম সুপারিন্টেনডেন্ট অমিয়কুমার রায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগে শিক্ষক রূপে যোগদান করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ও বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থার সম্পাদক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের রিডার

নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রাক্তন শিক্ষক এবং কয়েকটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের বিশিষ্ট লেখক।

পরিষদের বিশিষ্ট কর্মী, প্রাক্তন শিক্ষক, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক অরুণকান্তি দাশগুপ্ত সম্প্রতি নয়াদিল্লীর INSDOC এর ডকুমেন্টেশন অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কর্মী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন শিক্ষক ও বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের বর্তমান ইংরাজীর অধ্যাপক কামাখ্যা গোবিন্দ চোংদার সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে পার্ট টাইম শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক ডঃ পীযূষ মহাপাত্র সম্প্রতি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের পার্ট টাইম শিক্ষক রূপে যোগদান করেছেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সহকারী গ্রন্থাগারিক বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক রূপে যোগদান করেছেন। শ্রী সেনগুপ্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সহঃ সভাপতি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থের রচয়িতা।

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারের গ্রন্থাগারিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব বিমলেন্দু মজুমদার সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের সর্বক্ষণের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।

সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক ও ইংরেজীর পার্ট টাইম লেকচারার মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগে সর্বক্ষণের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।

শোক সংবাদ

গত ১২ই জানুয়ারী ২০০৭, পরিষদের আজীবন সদস্যা হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী মঞ্জরী বসু-র জীবনাবসান হয়েছে। শ্রীমতী বসুর প্রয়াণে পরিষদ মর্মাহত। তাঁর পরিবারের সকলকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য :

সাইজ	:	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঞ্চল	:	৬" × ৯.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	:	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	:	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (1/4 পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্ধ কোয়ার্টার (1/8 পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

• প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা • বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন। এজেন্সিং দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের সাংবিধানিক অবস্থানের অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে কনভেনশন : একটি প্রতিবেদন

বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের সাংবিধানিক অবস্থানের অবমূল্যায়ন করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গত ১৭ নভেম্বর ২০০৬ জাতীয় গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে (অ্যানেক্স বিল্ডিং) জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরিস অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার (ইয়াসলিক)-এর সহযোগিতায় এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কনভেনশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, অধ্যাপক রঞ্জিত সেন, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সভাপতি রথীন্দ্রচন্দ্র দাস, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি অরুণ রায় এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক আশিস নিয়োগীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী।

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক শান্তনু ভৌমিক সংগঠনের তরফে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে এবং এই গ্রন্থাগারকে সর্বতোভাবে উন্নীত করার সপক্ষে।

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট জননেতা বিমান বসুকে কনভেনশন উদ্বোধন করার আহ্বান জানান। অধ্যাপক রায়চৌধুরী স্মরণ করিয়ে দেন যে ১৯৭২ সালে যখন জাতীয় গ্রন্থাগারকে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছিল তখন এস.এফ.আই-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক হিসাবে বিমান বসু জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে এর বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

বিমান বসু কনভেনশন উদ্বোধন করে বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে সারা ভারতের চিন্তার জগতের, বুদ্ধির জগতের মানুষের প্রতিবাদ করা উচিত। জাতীয় গ্রন্থাগারের সাংবিধানিক মর্যাদাকে কখনই কেড়ে নেওয়া যাবে না। জাতীয় গ্রন্থাগার কোথায় অবস্থিত সেটা বড় কথা নয়। আঞ্চলিকতাবাদের শিকার না হয়েও বলা যায় ভারতের সব জায়গাই মূল্যবান। কিন্তু কতগুলি ঐতিহাসিক বিষয় অস্বীকার করা যায় না। শুধু এদেশেই নয়, বিদেশেও স্বীকৃত যে ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাই, প্রশাসনিক রাজধানী দিল্লি এবং সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রযুক্তির উন্নতি দরকার। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখানকার সমস্ত গ্রন্থতালিকার সন্ধান পেলে ভারতের সব জায়গার মানুষেরই সুবিধা হবে। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়ে সকলেই জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। সংবিধানের সপ্তম তফসিলে দেওয়া জাতীয় গ্রন্থাগারের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কেড়ে নেবার চক্রান্ত চলছে। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ কার্যকর করা হয় নি। বারবার অবমূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছে। একজন ভারতীয় হিসাবে তিনি সাংসদদের কাছে সংসদের মধ্যে এই অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে গঠনমূলক যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করতে বলেন। তিনি বলেন, বহু মনীষীর জ্ঞানভান্ডার দানে জাতীয় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁরা তাঁদের অমূল্য গ্রন্থসম্ভার এখানে দান করেছেন এই গ্রন্থাগারকে উন্নত করার জন্য, এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য নয়। বহু মনীষী, বিশিষ্ট জনের পদধূলি এখানে পড়েছে, তাঁদের অনেকে এর পরিচালনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পরিশেষে তিনি কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে জাতীয় গ্রন্থাগারের অবমূল্যায়নের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য এবং এই গ্রন্থাগারের আরও উন্নতি ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সমস্ত স্তরে উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি অরুণ রায় ১৫ দফা দাবি সহ কনভেনশনের প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে ইউনেস্কো ও ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় রিভিউ কমিটির (১৯৮৭) সুপারিশ কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীসংখ্যা ৭১২। এর সংখ্যা না বাড়িয়ে ২১৯টি পদের অবলুপ্তির সুপারিশ করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

যে ১৫ দফা দাবি এই প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল :

- ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালের ইউনেস্কোর সুপারিশ কার্যকর করা।

- ডি. বি. অ্যাক্ট কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।
- ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় কমিটির (১৯৮৫) পরামর্শ মত গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার উপর জাতীয় নীতি গ্রহণ করা।
- ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় কমিটির (১৯৮৭) সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগারকে একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা।
- জাতীয় গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রেখে ভারতে গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
- ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগারের রক্ষিত তথ্য/দলিল পাঠকবৃন্দের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা।
- বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ নির্বাচন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা।
- প্রত্যেক ভাষার প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকা, মাইক্রোফিল্ম ও বাঁধাই করার মাধ্যমে উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- পত্র-পত্রিকা, মুদ্রিত রচনাদির সূচীকরণ ও ব্যাপক গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করা।
- বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগের উন্নীতকরণ করা।
- জাতীয় গ্রন্থাগার ও সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরির সংযুক্তিকরণ করা।
- কর্মী সম্পর্ক উন্নতির জন্য জে.সি.এম. (ডিপার্টমেন্টাল কাউন্সিল, অফিস কাউন্সিল গঠন করা)।
- স্টাফ ইন্সপেক্শন কমিটির রিপোর্ট বাতিল করা ও এই কমিটির আওতা থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারকে রেহাই দেওয়া।
- সমস্ত শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ করা।
- ভাষা ভবন নির্মাণের সময় বহিরাগত/বিদেশী গবেষকদের ব্যবহার্য যে হস্টেলটি ভাঙ্গা হয়েছিল তা পুনর্গঠন করা।

সভাপতিমণ্ডলী এরপর বক্তাদের আহ্বান করেন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার জন্য। বক্তারা সকলেই প্রস্তাবের সমর্থনে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা মন্ত্রী তপন রায় উদ্যোক্তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন, ইউনেস্কোর মতানুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগারকে একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। এই কনভেনশনের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হল তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। যতই চক্রান্ত হোক না কেন জাতীয় গ্রন্থাগারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

সাংসদ বরুণ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে বলেন যে তিনি রাজ্যসভায় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অম্বিকা সোনীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারকে শীর্ষ গ্রন্থাগার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য একটি জাতীয় নীতি ঘোষণা করা অবশ্যই প্রয়োজন। ডি.বি.অ্যাক্ট কার্যকর করা, দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, কিছু কিছু মহল থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারকে স্বশাসিত করার চেষ্টা চলছে বহুদিন ধরে। অথচ ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লাইব্রেরি অব কংগ্রেস কিন্তু সরকারী গ্রন্থাগার হিসাবেই কাজ করে চলেছে।

সাংসদ সুজন চক্রবর্তী প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন, কলকাতায় অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের অবমূল্যায়ন হবে এটা কিছুতেই মানা যায় না। এখানকার কর্তৃপক্ষ, কর্মচারী — সবাইকেই মিলিতে গিয়ে ঠিকমত কাজ করিয়ে আনতে হবে। বারবার অধিকর্তা পরিবর্তনের ফলে তাঁরা নিজেদের দায়িত্বের জায়গা থেকে সরে যাচ্ছেন। ম্যানেজমেন্ট বোর্ড মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন মাত্র। সকলে মিলে বসে জাতীয় গ্রন্থাগারকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক পীযূষ রায় প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন, কো-অর্ডিনেশন কমিটি সর্বত্র যেভাবে আন্দোলন সংগঠিত করছে, জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও সবাইকে আন্দোলনে যুক্ত করে এর মর্যাদা হানি প্রতিহত করে এগিয়ে যাবে; কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের উপর যেন আঘাত না এসে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ অমিয় বাগচী বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থার জন্য যাঁরাই দায়ী থাকুন তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বোঝেন নি। তিনি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি মাইক্রোফিল্ম, ল্যামিনেশনের মাধ্যমে সংরক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেন। কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে কর্মীবৃন্দ — সবাইকেই গবেষক-পাঠকদের সঙ্গে সবসময় সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা তিনি বলেন। অর্থনীতিবিদ্ হিসাবে তিনি দাবি করেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারকে উন্নীত করার জন্য এখনি ১০০ কোটি টাকা এই গ্রন্থাগারকে দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অনুপ সরকার প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন, এই কনভেনশন জাতীয় গ্রন্থাগারের

অবমূল্যায়ন করার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত মাত্র। এই গ্রন্থাগারের জাতীয় গুরুত্ব কমানোর প্রয়াস চলছে। একে ঠেকানো দরকার। জাতীয় গ্রন্থাগার শুধু কলকাতার নয়, সারা ভারতের। ডি. বি. অ্যাক্টকে উন্নত করা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিষেবার উন্নতিবৃদ্ধি করার কথা তিনি উল্লেখ করেন। আউটসোর্সিং-এর নামে কর্মী ছাঁটাই-এর প্রচেষ্টা চলছে। গ্রন্থ বাড়ছে, পাঠক বাড়ছে, অথচ কর্মী বাড়বে না! তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন যে এটা জাতীয় গ্রন্থাগারকে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা নয় তো! কর্মী নিয়োগ না করে আউটসোর্সিং করলে গ্রন্থাগার কখনোই বাঁচতে পারে না।

কলকাতা বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট লেখক পি.টি.নায়ার প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগার বর্তমানে বিদেশী গ্রন্থ সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারছে না। ইউনেস্কো প্রকাশিত পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারে আসার বদলে দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরিতে জমা পড়ছে। তিনি বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ইয়াসলিকের যুগ্ম সম্পাদক সলিল খান প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন, সাধারণ জনগণের কাছে জাতীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানানোর প্রয়োজন আছে। ইয়াসলিকের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জাতীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব হ্রাসের বিষয়ে জানানো হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি ঠিক করা হলে, নলেজ কমিশনে এই গ্রন্থাগারকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে এর গুরুত্ব বাড়বে।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে ও বিভিন্ন বক্তাদের সমর্থন জানিয়ে বলেন, সকলে মিলে এরকম কর্মসূচী নেওয়া উচিত যাতে আগামী দিনে প্রয়োজন হলে জাতীয় গ্রন্থাগারের বিষয়ে পথে নামা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের নিয়ন্ত্রক শক্তি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলে মিলে এই কর্মসূচীকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অধ্যাপক চিন্ময়ত পালিত প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের একজন দীর্ঘদিনের পাঠক হিসাবে তিনি এর আগে তিনটি কমিশনে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে, স্বশাসিত হলে সংস্থা আঞ্চলিক হয়ে যায়, অর্থের যোগান কমে। জাতীয় গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকাই উচিত। এর আরো উন্নতি প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগার যেন জাতীয় মর্যাদাপূর্ণই থাকে এই কামনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

ইয়াসলিকের সহ-সভাপতি যতীন্দ্রনাথ শতপথি জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে আই.এস.এস.এন. ও আই.এস.বি.এন. দেওয়া, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আলাদাভাবে গ্রন্থাগার দপ্তর গঠন এবং পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন।

পরিশেষে, সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী প্রস্তাবটিকে সম্মতির জন্য সভার মতামত চান। সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিলাভের পর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হল বলে তিনি ঘোষণা করেন। বিমান বসুর বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারকে জাতীয় মর্যাদা দিতে হবে, স্বশাসিত করা চলবে না, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সর্বতোভাবে নিতে হবে। তিনি বলেন, সমস্ত সাংসদদের কাছে এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের কাছে প্রস্তাবের প্রতিলিপি পাঠাতে হবে। ১৯৭২ সালে ব্যাপকভাবে জমায়েত, সভা ইত্যাদি করা হয়েছিল স্বশাসনের বিরুদ্ধে। সংসদে প্রশ্ন উঠেছিল। ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তাই সরকারকে বিরত করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই প্রস্তাবকে নিয়ে সকলে মিলে একযোগে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, সাংসদ, সাধারণ জনগণের কাছে যেতে হবে, ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সবশেষে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান কনভেনশন সফল করার জন্য, বিশেষভাবে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে ধন্যবাদ জানান এই কনভেনশনের আয়োজন করার জন্য।

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে অধ্যাপক রঞ্জিত সেন বলেন যে, তিনি না থাকলে আজ এই কনভেনশন এতখানি সার্থক হয়ে উঠত না।

এই কনভেনশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী, মাননীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল, সাংসদ শমীক লাহিড়ী, সাংসদ শান্তশ্রী চ্যাটার্জী, সাংসদ গুরুদাশ দাশগুপ্ত এবং প্রাক্তন সাংসদ মালিনী ভট্টাচার্য। এছাড়া, কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষা মমতা রায়, ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, অধ্যাপক গৌতম ভদ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৭০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০০৪-২০০৫)
তাং ২৮.৫.০৬, সময় বেলা ১টা, স্থান ঃ পরিষদ ভবন

আলোচ্য বিষয়সূচী

১। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

২। ২০০৪-২০০৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন।

৩। ২০০৪-২০০৫ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন

৪। গ্রন্থাগার পত্রিকায় ১৪১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান

৫। সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মানুগভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা

৬। বিবিধ।

সভায় মোট ৮৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা।

শোক জ্ঞাপন

সভার শুরুতে বিগত বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে এ পর্যন্ত যে সকল জ্ঞানীগুণী এবং পরিষদের সদস্য, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক জ্ঞাপন করা হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এঁদের মধ্যে আছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল, হিন্দী সাহিত্যিক মুলুক রাজ আনন্দ, লেখিকা ও সমাজসেবী কনক মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অনিল বিশ্বাস, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গনিখান চৌধুরী ও ডাঃ রণজিৎ কুমার পাঁজা, লোকসভার সদস্য মেহমুদ জাহেদী, বিশিষ্ট যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পি ডি. বালসারা, উত্তর দিনাজপুর হরেকৃষ্ণ কোঙার গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ভবতোষ দাস, পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব ও প্রাক্তন সহসভাপতি ও শিক্ষক প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক সুশীল কুমার চ্যাটার্জী, পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক শান্তিপদ ভট্টাচার্য, বাঁকুড়া জেলার বীনাপাণি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক করুণাকেতন ভট্টাচার্য কুচবিহারের সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগারিক মনোরঞ্জন দে, নদীয়া জেলার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ও বীরনগরের সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক অলক দত্ত, পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রী চৈতালী দত্ত প্রমুখ। এছাড়া এই সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রয়াত, দেশ রক্ষার কাজে নিহত, বিজ্ঞানী, জ্ঞানীগুণী, ব্যক্তিবর্গ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

১। কর্মসচিব বিগত বার্ষিক সাধারণ (২০০৩-২০০৪)র কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভায় সর্বসম্মতভাবে ঐ কার্যবিবরণী গৃহীত হয়।

২। এর পর কর্মসচিব ২০০৪-০৫ সালের বার্ষিক মুদ্রিত প্রতিবেদন পাঠ করেন।

এই প্রতিবেদনের উপর ৮ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় (বর্ধমান) ঃ প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন যে স্পনসর্ড বা Sponsored এবং ননস্পনসর্ড গ্রন্থাগারে অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ বই, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য খরচ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুল গ্রন্থাগারে একজন সহকারী প্রয়োজন। স্কুলের জন্য Book Bank Fund-এর ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল গ্রন্থাগারকে সর্বশিক্ষা অভিযানের সঙ্গে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। Sponsored Library and School Library র গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে এবং শূণ্য-পদে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে। Annual Report সময়মতো পাওয়া গেছে। গ্রন্থাগার পত্রিকা উন্নত হচ্ছে, তবে পাতার সংখ্যা বাড়াতে হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মনীষীর জন্ম মাস কে কেন্দ্র করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলে ভাল হয়।

শ্রী অশোক কুমার রায় (হুগলী) ঃ প্রতিবেদন সমর্থন করে কাউন্সিল সভা আরো বেশী করার কথা বলেন। বিভিন্ন জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিকরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ

করেছেন। বাস্তবে কর্মক্ষেত্রে তা কতটা সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন তা দেখা দরকার। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সরকারী আদেশনামাসমূহ গ্রন্থাগারে প্রকাশ করা দরকার। বিদ্যালয় Managing Committee-তে কিভাবে গ্রন্থাগারিকরা আসতে পারেন সেটা জানানো দরকার।

শ্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য (উঃ ২৪ পরগণা) ঃ প্রতিবেদন সমর্থন করে প্রতিবেদন সময়মত পাওয়া এবং পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান। কাউন্সিল সভা বাড়ানোর কথা বলেন। নদীয়া জেলা সম্মেলন হয়ে গেছে। এটা Report-এ কেন আসবে? সাক্ষরতা আন্দোলনকে জোর দেওয়া প্রয়োজন। জেলার Report-এ সব জেলায় কর্মসূচী সমান নয়। মিনিটস্ ঠিকমত লেখা হয়েছে। কিন্তু Action কতখানি নেওয়া হয়েছে তা জানা যায়নি। Staff Pattern সম্পর্কে জানতে চান। বর্ধমানে প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা কিভাবে বাড়ছে, তা জানতে চান। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রান্টের টাকা থেকে পরিষদের পত্রিকার চাঁদা বা সদস্য চাঁদা কেটে নেওয়া হোক। জেলাগুলির কর্মসূচী কি হচ্ছে। কর্মশালা হচ্ছে কিন্তু তার প্রতিফলন কি সেটা জানতে চান। সাংগঠনিক অবস্থা ভাল করবার জন্য কিছু দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। জেনারেল মিটিং দেরী হচ্ছে কেন? বর্তমানে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা কি রকম?

অসীমকুমার পুজারী (বাঁকুড়া) ঃ প্রতিবেদন সমর্থন করেন। তিনি বলেন কর্মী নিয়োগ না হওয়ার জন্য বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে একজন কর্মীকে গ্রন্থাগার চালাতে হচ্ছে। গ্রন্থাগারে মুসলিম পাঠক বাড়ছে। কিন্তু তাদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ভাল বই পাওয়া যাচ্ছে না। শনিবার পাঠক-পাঠিকা কম হচ্ছে। আগে সর্বশিক্ষা আন্দোলনে গ্রন্থাগার জড়িত ছিল। এখন নয় কেন? মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সার্টিফিকেট কোর্স পড়তে পারে সেটা দেখা দরকার। বাঁকুড়া জেলার DLO যে গ্রন্থাগার পরিকাঠামো তৈরী করেছেন সে জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান। ঐ জেলায় মহকুমাভিত্তিক শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থাগার নির্বাচন করে। তাদের অনুদান বৃদ্ধির কথা বলেন।

কেশবলাল চক্রবর্তী (নদীয়া) ঃ প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন যে প্রতিবেদনে ২০০৫-২০০৬ সালের বিশেষ বিশেষ কাজের বর্ণনা থাকলে ভাল হোত। পরিষদের নতুন Building-এর অবস্থা কি হোল? অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকরা Pension, Ex-gratia কিভাবে পাচ্ছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা Circulation বৃদ্ধি করা দরকার, কর্মী নিয়োগের অবস্থা, চাকুরীকালীন মৃত্যু জনিত নিয়োগ (Die in harness)। Sponsored Library-এর অনুদান বৃদ্ধি করা দরকার। R.R.R.L.F এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে কেনা বই Sponsored Library-কে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে Aided Library কে যুক্ত করা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (নদীয়া) ঃ নদীয়া জেলায় সম্মেলন হওয়ার জন্য সদস্য বেড়েছে, কিন্তু গ্রন্থাগার পত্রিকা ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না। Directorate of Library Service-এর Seminar-এ জেলা নেতৃত্বদের ডাকা দরকার। গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী নিয়োগ না হলে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে না।

গোপাল পাল (বাঁকুড়া)—গ্রন্থাগার পত্রিকা সব লাইব্রেরীতে যাওয়া দরকার। জেলায় ১৩০টি লাইব্রেরীর মধ্যে কতগুলি সক্রিয় তা জানা দরকার।

সুনীল মণ্ডল (বর্ধমান) ঃ- বর্ধমানে আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য করা সম্ভব হচ্ছে। PLEA, BLA, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, সভাপতি, সম্পাদক-দের যৌথ উদ্যোগে এটা সম্ভব হচ্ছে। বর্ধমান জেলায় বইমেলায় উৎসব আকারে হয়। বইমেলায় PLEA, BLA র যৌথ উদ্যোগে ক্যাম্প করে সদস্য করা হয় এবং সদস্যপদ নবীকরণ করা হয়। Non-sponsored লাইব্রেরীগুলিকেও সদস্য করা হয়। গ্রন্থাগারকে জনমুখী করতে সর্বস্বাস্থ্য আন্দোলন সহ জন আন্দোলনের সঙ্গে গ্রন্থাগারকে যুক্ত করতে হবে। CLIC-কে যুক্ত করতে হবে।

কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার উত্তরে জানান যে ঃ কাউন্সিল সভা একাধিক করার কথা উঠেছে। একা ঠিক যে কাউন্সিল সভা কম হয়েছে। ৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং বিভিন্ন জেলায় কর্মশালা পরপর থাকার জন্য কাউন্সিল সভা করতে অসুবিধা হয়েছে, সাধারণ সভা সময়মত করা যায় না। সব জেলায় পূর্ণ সময়ের জন্য DLO নেই। সম্প্রতি DLO পদের জন্য Interview হয়েছে। নিয়োগ হলে সমাধান হয়ে যাবে। গ্রন্থাগার পত্রিকায় সংবাদের রিপোর্ট ছাপাতে দেরী হচ্ছে। প্রত্যেক মাসের ১৮ তারিখের মধ্যে গ্রন্থাগার ছাপতে চলে যায়। ফলে Report দেরী করে আসলে ছাপতে দেরী হয়। বিশেষ সংখ্যা ছাপতে হলে আমাদের সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কর্মশালা হচ্ছে কিন্তু কতটা প্রয়োগ হচ্ছে তা দেখা দরকার। গ্রন্থাগার পত্রিকা সব গ্রন্থাগারে পাঠানোর বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা সব সাধারণ গ্রন্থাগারে ঠিক মত যায় কি? নিয়োগের ক্ষেত্রে সব জেলার DLO-দের উদ্যোগ সমান নয়। এজন্য পরিষদের জেলা শাখার উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের দাবী হবে শূন্য পদের এক তৃতীয়াংশ পদে নয়; সকল

শূণ্য পদে নিয়োগ করতে হবে। DLO অফিসের পরিকাঠামো যথাযথ হওয়া দরকার। লোকবলের অভাবে অনেক DLO অফিস ঠিক কাজ করে উঠতে পারছে না। সাধারণ গ্রন্থাগারকর্মীরা ঐ কাজ করছেন। ফলে গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। সম্মেলন ২০০৫-২০০৬ সালে হয়েছে, ফলে এই প্রতিবেদনে এর উল্লেখ নেই। পরিষদের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ এখন ঠিকমত এগোনো যায় নি। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়েছে, এখনও অনেক সমস্যা আছে। গ্রন্থাগারগুলিতে আর্থিক অনুদান বাড়ানো দরকার। কারণ পাঠ্যপুস্তক ও চাকুরী সংক্রান্ত পুস্তকের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। জেলায় সদস্য সংখ্যা কিভাবে বাড়ানো যায়, এ সম্পর্কে সুনীল মণ্ডল মহাশয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

আলোচনান্তে প্রতিবেদন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

৩। ২০০৪-২০০৫ সালের আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সভায় পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ পুলক কর।

আলোচনায় **অমিতাভ ভট্টাচার্য**, ২৪ পরগণা বলেন :— Investment এ কোন Year mark নেই। তিনি বলেন Investment অনুযায়ী না করার জন্য, ফলে Year mark নেই। **বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** : গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাবদ কম অর্থ আদায় হয়। এজন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া ও পরিষদের বই বেশী করে কেনার কথা বলেন।

৪। ১৪১১ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য অধ্যাপক গৌতমচন্দ্র রায়কে তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক দেওয়ার জন্য নাম ঘোষণা করা হয়। শ্রীরায় উপস্থিত না থাকায় পদক দেওয়া যায়নি। পরে দেওয়া হবে।

৫। সদস্যগণ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব :

ক) পরিষদের সদস্য **বিশ্বজিৎ দাস**-এর একটি প্রস্তাব কর্মসচিব পাঠ করেন—ঐ প্রস্তাবে তিনি গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানকে SLET-এর অন্তর্ভুক্ত করার কথা; এম.ফিল ও পি এইচ ডি থাকলে কলেজে গ্রন্থাগারিক পদে NET-এর বাধ্যতা রদ করা এবং কলেজ গ্রন্থাগারে নিয়োগের জন্য Special CSC পরীক্ষা গ্রহণ, সরকারী কলেজে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ ত্বরান্বিত করার কথা এবং স্কুল লাইব্রেরীতে Libranian নিয়োগের কথা বলেন।

খ) হেমচন্দ্র পাঠাগারের পক্ষ থেকে **অচিন্ত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়** ২০০৭ সালে গ্রন্থাগার সম্মেলন করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬। বিবিধ : সভায় ডঃ বরুণকুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্য সভায় সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং ডঃ বিনয়ভূষণ রায়, রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

২৪শে জুন, ২০০৬ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের শ্রী তপন রায় এবং নবনির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য ডঃ বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়কে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

কৃষ্ণপদ মজুমদার-জানান আগামী ৫ই জুন, ২০০৬, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগে মঙ্গলপ্রসাদ সিনহা হলের উদ্বোধন হবে। তিনি সকলকে বেলা ১২টায় উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানান। উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অশোকনাথ বসু এবং সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী।

সভায় সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পুরুলিয়া জেলা শাখার ৩৩তম সম্মেলন

গত ২৩ শে ডিসেম্বর '০৬ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পুরুলিয়া জেলা শাখার ৩৩তম সম্মেলন, পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বি.এল.এর আজীবন সদস্য ও শিক্ষানুরাগী শ্রী প্রদীপ রায়। উদ্বোধনী ভাষণে গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস ও আর্থসামাজিক প্রয়োজনে তথা পরিবেশনের কাজে গ্রন্থাগারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অন্যান্য আজীবন সদস্যদের মধ্যে সতীশ মাহাতো, হেমন্ত গোস্বামী গ্রন্থাগারের পরিসেবা ও গ্রন্থাগারকে জনমুখী করার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিদায়ী সম্পাদক সুনীল মাহাতো সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন তুলে ধরেন। প্রতিবেদনের উপর ৫জন প্রতিনিধি গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। সম্মেলন থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরোও জোরদার করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও কর্মশালা করার আলোচনা হয়।

সম্মেলন থেকে নিখিল মুখার্জীকে সভাপতি, সুনীল মাহাতকে সম্পাদক ও দিলীপ সেনকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৪ জনের জেলা কমিটি সর্বসম্মতি ক্রমে নির্বাচিত হয়। সম্মেলনে ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষে শ্রী সুপান্ত কুমার হাজরা উপস্থিত প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সম্মেলনের কাজ সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মণ্ডল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২০ ডিসেম্বর, ২০০৬

গ্রন্থাগার দিবস

আলোচ্য বিষয় : সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা

স্থান : মৌলালী যুবকেন্দ্র সভাকক্ষ, সময় নির্ধারিত - ৩.০০

বক্তা : অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ডীন, কলা অনুষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামাণিক, উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক রাজকুমার রায়চৌধুরী, এমিরেটাস, অধ্যাপক, ফিজিক্যাল স্যায়েন্স ও পণ্ডিত, আই.এস.আই, অধ্যাপক রঞ্জিত সেন, ইতিহাস বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপতি : রামকৃষ্ণ সাহা, সভাপতি, বঃ গ্রঃ পরিষদ।

অনুপ সরকার - কর্মসচিব, বঃ গ্রঃ পরিষদ — গ্রন্থাগার দিবস সম্পর্কে বলেন :

৮২ বছরে পা দিয়েছে আমাদের পরিষদ — গ্রন্থাগার সম্পর্কে গুরুত্ব বাড়ছে; সামাজিক অবক্ষয় ও ভোগবাদী মানসিকতা মানুষের চিন্তা, সৃজনশীলতা নষ্ট, প্রতিবাদী কণ্ঠ রুদ্ধ করছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া তার কাজ ঠিকমতো করছেনা। এই অবস্থায় গ্রন্থাগার ব্যবহার ও তথ্য আহরণে আরও যত্নশীল হওয়ার আবেদন জানাই।

সভাপতি বলেন — তথ্যপ্রযুক্তি চালু হবার পর তথ্য শব্দটির বহুল ব্যবহার হচ্ছে। অথচ গ্রন্থাগারে তথ্য পরিষেবা বহুদিন থেকে দেওয়া হয়ে আসছে। বক্তারা বিভিন্ন শাখার সঙ্গে তথ্য পরিষেবার সম্পর্কটি বলবেন।

অধ্যাপক স্বপনকুমার প্রামাণিক বলেন : সভ্যতা জ্ঞানবিজ্ঞান ভিত্তিক সভ্যতা। যার আবাস হল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বর্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বলে পরিচিত। এক ঔপনিবেসিক সাহেব বলেছিলেন পাশ্চাত্যের একটা গ্রন্থাগার শেলফের সম্মিলিত জ্ঞান - সমস্ত প্রাচ্যের জ্ঞানের চেয়ে বেশি। এই বক্তব্য চূড়ান্ত ভ্রান্ত বলে পরিগণিত।

শিল্প বিপ্লবের পর তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে চালিকাশক্তি কেবলমাত্র গ্রন্থাগারে নেই তা আরও গভীরে আছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। মানুষের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রটি পর্যালোচনার জন্য আনতে হবে। উন্নয়নের নিরিখে ১৫৩ দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৫। নিরক্ষরতার হার পৃথিবীর মোট নিরক্ষরের সাপেক্ষে ৩৫%। এই পরিস্থিতিতে তথ্য পরিষেবা কিভাবে কাজে লাগতে পারে সেই আলোচনা প্রাসঙ্গিক করতে হবে। আমার অঞ্চলে পশ্চিমবাংলার প্রথম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তথ্যভিত্তিক সমাজ : সমাজে সুনির্দিষ্ট আদান প্রদানে তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অধিকার করে আছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে, আর্থসামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে, আমরা ১০-২০ বছরে অনেকটা এগিয়েছি। কিন্তু তা কতজন মানুষের মধ্যে তার সুফল আমরা ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। উন্নত দেশের তুলনায় তথ্য প্রযুক্তিতে আমরা অনেক পিছিয়ে। তথ্য সচেতনতা কতটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি, সিদ্ধান্তগ্রহণে তথ্যের ব্যবহার কতটা কার্যকারিতা সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে, অতিমুষ্টিমেয় মানুষ এটা পারছেন। Digital Device - Computer, Internet যুক্ত পৃথিবী ও লেখাপড়া জানা অথচ তথ্যপ্রযুক্তি না জানা নতুন করে নিরক্ষর সমাজ তৈরী হচ্ছে। মূল সমস্যা সমাধান না করে তথ্য প্রযুক্তিকে খুব বেশি এগোনো যাবে না। বাস্তব অবস্থা বুঝে তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করানো ও পাশাপাশি মূল আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো পাশাপাশি চালানো প্রয়োজন।

আগের দিনের গ্রন্থাগারিকের কাজ ছিল সাংগঠনিক ও পরিচালনগত। এখন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তথ্য পরিষেবা পরিব্যাপ্ত করার কাজ গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব। সমাজ আগের জায়গায় নেই। স্থিরীকৃত চাহিদা নেই। বিভাজন হচ্ছে চাহিদার। চাহিদা পূরণ করতে পারলে আকর্ষণ করা যায়। কল্যাণ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক, প্রাযুক্তিক তথ্য চাষীদের দিতে হবে। চাষ সংক্রান্ত, বিপণন, বাজারদর ইত্যাদি তথ্য গ্রহণযোগ্যভাবে ক্যাপসুল form এ দিতে হবে। 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী' সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া যেতে পারে। সমাজের প্রতিটি ধরনের মানুষের জন্য এভাবে তথ্য দেওয়া যেতে পারে। গ্রন্থাগারগুলি যদি এলাকার মানুষের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে

পারে - কাজ হবে।

সুস্থ সংস্কৃতি তৈরি করা দরকার—গ্রন্থাগার এই চেতনা পরিব্যাপ্ত করতে পারে। সুনির্দিষ্ট স্বার্থভিত্তিক তথ্যগোষ্ঠী স্থানীয় ভিত্তিতে সংগঠিত করা দরকার। Organised Library System, Institutional Library System সত্ত্বেও মানুষের পড়ার অনাগ্রহ আছে। পড়াশুনা করার মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটছে। সস্তা বিনোদন-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাজটা কঠিন। একটা ভালো সমাজ Civil Society-গড়ার কাজ গ্রন্থাগার কর্মীরা করতে পারেন। তবে এটা শুধু তাদের কাজ নয়। INFLIBNET evaluation করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে-গ্রন্থাগারের ব্যবহার কম। মাষ্টারমশাইদের বড় অংশ Chalk and talk-method এ আকর্ষিত। Xerox করার প্রবণতা-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা possesion হিসাবে কাজ করছে। পাঠাভ্যাস কমছে। মাষ্টারমশাইরা, গ্রন্থাগার কর্মীরা এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারেন। আমার ছাত্র জীবনে গ্রন্থাগারিক না থাকলে আমি শিখতে পারতাম না। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন।

গ্রামীন ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে বিভিন্ন কিন্তু সমন্বয়নেই। গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে এগুলোকে nodal agency হিসাবে কাজ করিয়ে এই সব scheme গুলোকে user friendly ভাবে দেওয়া দরকার। গ্রন্থাগার কর্মীদের proactive হতে হবে। বহুমুখী সমাজ ব্যবস্থায় বহুমুখী চাহিদা পূরণে আমরা কাজ করতে পারলে গন্ডী ছাড়িয়ে বের হতে পারব।

অধ্যাপক রাজকুমার রায়চৌধুরী। সমাজ যখন এগোয় তখন তার জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থাকে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে গ্রন্থাগারে একটা পরিবর্তন আসছে।

১৮৪৪ সালে স্যামুয়েল মর্স - নিঃশব্দে Bible থেকে উক্তি প্রেরণ করেন।

১৮৭৬ সালে গ্রাহাম বেল - শব্দ প্রেরণ করেন

১৯৭১ - রে-টমলিংসন - ই-মেল ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেন।

চীনদেশে মুদ্রণ ছিল। কিন্তু বিপ্লব এল গুটেনবার্গ এর হাত ধরে। আজ ভারতবর্ষে উত্তরকাশী/যোশীমঠেও সাইবার কাফে আছে।

মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জ্ঞান থাকলে দেশকে খুব জ্ঞানী বলা যায় না। যেমন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে টাকা থাকলে দেশটাকে ধনী বলা যায় না। গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে। Xerox একটা পরিবর্তন আনে ৮ এর দশকে। এর পর Computer Technology-Internet এল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Thermodynamics দুটো বই পড়লে কাজ চলে, কিন্তু ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে জানতে গেলে অনেক বই পড়তে হবে। বিজ্ঞানের লোকেদের মতো অনেকে মনে করেন যে বইটা তাকে paper তৈরিতে সাহায্য করবে না সেটা তিনি পড়েন না। ফলে তাদের Rational Mind তৈরি হয় না।

যখন-আমি আমার সব বইকে যখন Binary তে Convert করতে পারব হাইজেনবার্গ-এর মূল প্রবন্ধ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম কিন্তু প্রচুর খরচ লাগে। জ্ঞান/তথ্য কিন্তু বিক্রয়যোগ্য-পণ্য; এভাবেই ধনীদেশ কিন্তু তথ্য বিক্রি করে।

কম্প্যুটার ব্যবহার করার জন্য একটা mindset পরিবর্তন করা দরকার। লাইব্রেরী আধুনিক হয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে UGC টাকা দিতে চাইছে, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উৎসাহ নেই। জ্ঞান কুক্ষিগত করা যায় না, জ্ঞান ও তথ্য বেশিরভাগ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে বিশেষ উপকার হবে না।

অধ্যাপক ডঃ রঞ্জিত সেন : বিষয়টি বহুমাত্রিক — তথ্য থেকে আসে জ্ঞান। জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞা আসে - সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি। এখন তথ্য প্রযুক্তির যুগে এটা খুব দ্রুত হয়। ছাত্রছাত্রীদের level বুঝতে প্রশ্ন করে থাকি। কেউ উত্তর দিতে পারছিল না বা ভুল উত্তর দিচ্ছিল। একজন বলল স্যার একদিন সময় দিন - Google Search করে আসব।

একটি আন্তর্জাতিক ইন্টারভিউ-এর জন্য আমার কাছে তথ্য চাইল— ১২ ঘন্টা সময় চাইলাম। যে কম্পিউটার ঘেঁটে অল্প সময়ে সেটা পেল সে সফল হয়েছে, তার কারণ সে কম্পিউটারটা অত্যন্ত ভালো জানে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় নিজে পড়া Self Cultivation, অনুশীলনের মধ্যদিয়ে পরিশীলন এটা আজ আর নেই।

তথ্যের পূর্ণতা জ্ঞানাভিমুখী সে তথ্য পাচ্ছি না - প্রয়োজনীয় অংশটুকু আহরণ করে বাকিটা পড়ে না—। অর্থাৎ তথ্য গ্রহণ -বিতরণ সামাজিক পরিবেশের আবহে অদ্ভুত পাল্টে গেছে - অসম্ভব দ্রুত একটি পদ্ধতি এসে গেছে। বর্তমান প্রজন্মে থাইরয়েড এর সমস্যা বেশি। সামাজিক অস্থিরতা, দ্রুততা এর একটা কারণ হতে পারে। গ্রন্থাগারে যদি পাঠক গিয়ে তথ্য/বই এবং আধুনিক বই না পায় তাহলে সে যাবে কিনা সন্দেহ।

আজ ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে যা বলছি কালকে তা বললে হবেনা—কারণ তার মধ্যে হয়তো চার পাঁচটা অন্য বই বের হয়েছে—যাতে আগের তথ্য পাল্টে যাবে। National Library-কে যে treatment করা হয়েছে তা ঠিক নয়।

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় : তথ্যের প্রতি অনীহা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আছে। তারা অচল হয়ে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব সত্ত্বেও অনেক তথ্য ব্যবহার হয়না বা এমনভাবে ব্যবহার হয় যে তাতে পূর্ণ জানাটা হয়না। Money is power পাল্টে হয়েছে Knowledge is power। জ্ঞান আমরা ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ভাবে কুক্ষিগত করি পুরোটা বলিনা অর্থাৎ তথ্য ধরে রাখা হয়।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে 'India is Shining'—বিজ্ঞপ্তিতে Growth rate বাড়ছে বলা হত। কিন্তু সময়/বা area বলা হয়না। শিক্ষকদের মধ্যে এ প্রবণতা অত্যাধিক বেশি ছিল।

E-journal/e-book পাওয়া যায় মাত্র গত ৫/৬ বছরের কিন্তু বহু পুরনো পত্রিকার e-version পাওয়া যায় না। বা পেলেও প্রচুর টাকার প্রয়োজন।

তথ্য বাড়ছে — তবে দুভাগে ভাগ করা দরকার - এক জ্ঞানকে সহায়তা করে আরেক ধরনের তথ্য যা বিকৃত তথ্য। রক্ষার দিকটি নতুন পরিস্থিতিতে অন্যভাবে ভাবতে হবে।

বৌদ্ধিক সম্পত্তি এই ধরনের তথ্যগুলোর বিস্তার রোধ করা দরকার। Verification দরকার কোন তথ্য কতটা দরকারী।

তথ্য সর্বসাধারণের হাতের মধ্যে আসেনি। নিখরচায় পাওয়া যায়না এবং সম্পূর্ণ নয়, বিকৃত এবং ব্যাপ্তি খুব সীমাবদ্ধ। 'Digital Device'-তৈরি হচ্ছে। Rural Library-অনেকগুলোতে বিদ্যুত নেই। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও internet নেই। যেমন বিশ্বভারতীতে সবে শুরু হয়েছে; যারা বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের জন্য গ্রামের পঞ্চায়েতগুলোর মাধ্যমে যদি সহজে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তবে ভাল হয়। আগে যেখানে তথ্য জানতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত সেখানে এখন অনেক সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা যে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নয়। যেমন একটা নতুন বীজ সম্পর্কে তথ্য internet থেকে পাওয়া গেলেই সেই বীজকে কৃষক কিনতে পারবেন তা নয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র তথ্য পরিবেষার উন্নতিই যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাবে তা নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি একটা হাতিয়ার হতে পারে। জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না দিলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারগুলোকে সে কাজে যথেষ্ট উন্নত করা দরকার। সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়া সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাপারে আমাদের ভাবনা চিন্তা করা দরকার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে Digital library তৈরি হলেও কতজন তা ব্যবহার করেন তা জানা নেই।

সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে :

- তথ্য আটকে রাখা হয় সরকারি ও বেসরকারি স্তরে
- তথ্য পরিবেষার সুযোগ সকলের জন্য নেই
- যাদের ক্ষেত্রে আছে তারা কতটা ব্যবহার করছেন তা জানা যায় না
- e-journal - European / American – / Humanities / Social Sc. এর ক্ষেত্রে ভারতীয় তথ্য কোথায়?
- তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নেই।
  বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গবেষণালব্ধ নিবন্ধ/বই গ্রন্থাগারে জমা হয়না
- বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ — তাদের সংগ্রহ ডিজিটাইজ করার ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক।
- ভারতে বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যয় হয় ৬ বিলিয়ন ডলার, আর শুধু একটি আমেরিকার জেনারেল মোটর কোম্পানী Research এ ব্যয় করে ১০ বিলিয়ন ডলার।

সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার।

প্রতিবেদক — মধুসূদন চৌধুরী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা শাখার সম্পাদকের প্রতি

পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদকদের ২৪শে মার্চ, ২০০৭-এর পর পরিষদ সংক্রান্ত কোন অর্থ সংগ্রহ না করে বিল বই এবং সংগৃহীত অর্থ পরিষদের অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অডিটের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এটি একান্ত জরুরী।

অনুপ সরকার—কর্মসচিব

সত্যব্রত সেনের স্মরণ সভা

বিগত ২৮শে অক্টোবর ২০০৬ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ ও প্রাক্তন সম্পাদক, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতির প্রাক্তন সভাপতি, পঃবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা সত্যব্রত সেনের দীর্ঘ রোগভোগের পর জীবনাবসান হয়েছে। সত্যব্রত সেনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পরিষদ ভবনে পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ২৩শে ডিসেম্বর ২০০৬ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা। সভায় প্রথমে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়—

শোক প্রস্তাব

"বিগত ২৮শে নভেম্বর ২০০৬ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা সত্যব্রত সেন প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত সেন দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রয়াত সেন রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই সভা গভীর দুঃখের সঙ্গে প্রয়াত সত্যব্রত সেনের মৃত্যুতে সভার শোক জ্ঞাপন করছে ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে সহমর্মীতা প্রকাশ করছে।"

শোক প্রস্তাব পেশ করেন রামকৃষ্ণ সাহা। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় প্রথমে সত্যব্রত সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী তপন রায়। তিনি বলেন বিগত ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময় কালে মন্ত্রী থাকা কালীন সত্যবাবু গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তরের উপ-অধিকর্তা ছিলেন। ঐ সময় তিনি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উচ্চপর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। কোনদিন তিনি ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনার কথা আমাদের বলেন নি। তিনি শুধু উপ-অধিকর্তাই ছিলেন না, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। সরকারি কাজে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। রাজ্যের গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সভাপতি শ্রী বীরেন্দ্রকুমার চন্দ বলেন সত্যবাবু পরিণত বয়সেই প্রয়াত হয়েছেন। একটি মানুষ পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৬৪ সালে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির গতিশীলতা আনার কাজে তাঁর দান অনস্বীকার্য। তিনি জেলায় জেলায় ঘুরে গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠিত করেছেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের সংগঠনের অন্যতম পথ প্রদর্শক। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তরুণ রায়, বীরেন চন্দ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে কিভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে তা বারবার বলেছেন। অনেক সময়েই তিনি তার পরিবারের প্রতি নজর না দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রভূত সময় ব্যয় করেছেন। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন সত্যবাবু বেশ কয়েক বছর ধরেই অসুস্থ ছিলেন। সত্যবাবুকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও দেখতে যাওয়া হল না। উনি প্রথমে রেলওয়ে কোঅপারেটিভ-এ চাকুরী করতেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পাশ করে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগ দেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে কিছু স্পনসর্ড পাবলিক লাইব্রেরি গঠিত হয়েছিল। সেখানে কর্মী নিয়োগ হয়। নানা কারণে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হতে থাকে। ১৯৬৪ সালে কুচবিহারের জীতেন নন্দীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ঐ সংগঠনকে রাজ্যব্যাপী সংগঠনে পরিণত করা ও জেলাভিত্তিক কমিটি তৈরি করার পিছনে সত্যবাবুর অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের পর থেকেই রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী ওঠে। নবদ্বীপে, উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গ্রন্থাগার আইনের দাবী জোরদার হয়। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার গণআন্দোলনের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন যুক্ত হয়। নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে BLA পদযাত্রা সংগঠিত করে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি যুক্ত হয়। এর পিছনে সত্যব্রত বাবুর সদর্থক ভূমিকা ছিল। প্রথমদিকে কর্মীদের দাবীদাওয়া নিয়ে সমিতি আন্দোলন শুরু করলেও পরে গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগার পরিসেবার আন্দোলনের সঙ্গে সমিতি যুক্ত হয়। এতে সত্যব্রত বাবুসহ অনেকেরই অবদান রয়েছে। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন খসড়া কমিটি গঠিত হয় তাতে সত্যবাবু সদস্য ছিলেন। ঐ কমিটি যে খসড়া পেশ করে সরকারের তরফ থেকে তা পাল্টানো হয়। আমরা যেগুলি মানতে চাইনি-এটা বিধানসভার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর চেষ্টা হয়। সত্যবাবু মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে আসতেন অনেক বিতর্কের পর পরিষদ ও সমিতির যৌথ সভায় স্থির হয় যে সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি না পাঠিয়ে সরাসরি বিধানসভায় সরাসরি পেশ করার চেষ্টা করা হয়। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ বিধানসভায় গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়।

সত্যবাবু বাস্তববাদী ছিলেন। উনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে

কর্মী আন্দোলনের যোগসূত্র রচনা করেছিলেন। আবার পরিষদের সম্পাদক, সহসভাপতি, কোষাধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। তার সম্পাদক থাকাকালীন ১৯৭৫ সালে পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তিনি ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে যেতেন। তাঁর সরল, অনাড়ম্বর জীবন ছিল, কোনদিন ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বলেননি, তিনি কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

অমলাংশু সেনগুপ্ত

সত্যবাবুর রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগ দেন। উনি আমার লাইব্রেরি বিদ্যানগরে আসতেন। আমরা একযোগে কর্মী সমিতিকে শক্তিশালী করার কাজ করি। উনি আমাকে রহড়ায় পড়ানোর কথা বলেন। ওঁর পরিবারের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। ১৯৭৭ সালের পর ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি সারা রাজ্য ঘুরে ঘুরে সংগঠন করতেন। কিভাবে গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নয়ন করা যায় তার জন্য সত্যবাবু সদা সচেষ্ট ছিলেন। রাজ্যের প্রয়াত মন্ত্রী প্রভাস রায় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন-সেখানেও সত্যবাবু সংযোগসাধনের কাজ করেছেন। তাঁর উপ-অধিকর্তা পদে যোগ দেওয়ার পর কর্মী সমিতি দুর্বল হয়ে যায় বলে আমার মনে হয়। তিনি উপ-অধিকর্তা পদে খুব একটা সফল হননি নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে। আমার অসুস্থতার কারণে সত্যবাবুর সঙ্গে শেষের দিকে কথা হয় নি।

প্রদীপ চৌধুরী

সত্যবাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁর কথা বলতে গেলে নিজের কথা বলতে হয়। সত্যবাবু একসময় 'সমীপেষু' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে আমি তার যুগ্ম সম্পাদক হই। রামকৃষ্ণ যুক্ত ছিলেন। বহু নামীদামী লেখক এই পত্রিকায় লিখেছেন। সত্যবাবু ছোট গল্প লিখতেন। তাঁর একটা গল্পের বইও আছে। তার সুনাম ছিল যে তিনি লেখকদের বাড়ীতে যেতেন সকালে। আমি তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি সান্ত্বনা জানাচ্ছি।

অশোক দাস

সত্যবাবু আমার শিক্ষক। প্রায় ৩০ বছর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। অসুস্থ থাকার কারণে সংগঠনের সঙ্গে আর যোগাযোগ ছিল না। আমরা তাঁকে দেখতে গেছি কিন্তু তিনি চিনতে পারছেন না কিন্তু বেদনাহত হয়েছেন। তিনিই আমাকে PLEA ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে আনেন। তাঁর অখিল মিস্ত্রি লেনের বাসায় যেতাম সেখানেই আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্র ছিল। আমাদের কোন পৃথক অফিস ছিল না। সত্যব্রত বাবুর স্মৃতি রক্ষার জন্য কিছু করা যায় কিনা তার জন্য দুটি সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

অমলেন্দু রায়

আমি এম লিব এসাস ক্লাসে সত্যবাবুর সংপাঠী ছিলাম। একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি। তিনি অসম্ভব পরিশ্রমী ছিলেন। স্পষ্ট বক্তা ছিলেন এজন্য অনেকে তাঁকে পছন্দ করতেন না। তাঁকে আমরা স্মরণে রাখবো।

সভাপতির ভাষণে রামকৃষ্ণ সাহা বলেন সত্যবাবুর কাছে আমি ব্যক্তিভাবে ঋণী। তিনি ১৯৪৯ সালে ১৫ বছর বয়সে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। অত্যন্ত গরীব ঘরের ছেলে মামার অর্থানুকূল্যে সংসার চলতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Dip.Lib পড়ার সময় আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। আমরা যখন স্টাডি ট্যুরে বরোদা গিয়েছিলাম ১৬ জন, আমরা নিজেদের বরোদা পার্টি বলতাম। হিমানী ঘোষ, কমলেশ ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি কুমারের এর মধ্যে জীবনাবসান ঘটেছে। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর সত্যবাবুও চলে গেলেন। মধ্যে একবার হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম জেলা গ্রন্থাগারিক থাকাকালীনই তাঁর এই অবস্থা ঘটে। তার আগে তাঁর স্ত্রী হেপাটাইটিস্-এ মারা যান।

সত্যবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গভীরতর হয় সমীপেষু পত্রিকাকে ঘিরে। ১৯৬৭ সাল থেকে আমি ৫৩ নং অখিল মিস্ত্রী লেনের ঘরে সত্যবাবুর ভাড়া নেওয়া একটা ঘরে দুবছর থেকেছি। গ্রন্থাগার আন্দোলনে সে একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে গিয়ে পরিবারের প্রতি যত্ন নেয় নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাড় করিয়ে দিয়েছে। সমিতির বর্তমান সংবিধান সত্যবাবুর হাতে করা। মহাকরণের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন সত্যবাবু। তাঁরই উদ্যোগে রহড়াতে মহিলা গ্রন্থাগারিকদের সার্টিফিকেট ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের ডিএ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কর্মী সমিতিকে যৌথভাবে কাজ করানোর জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন তিনি। আমি DRTC তে পড়তে যাওয়ার সময় গ্রন্থাগারের সম্পাদনার দায়িত্ব সত্যবাবুর উপর বর্তায়-ঐ সময়ে নিয়মিত গ্রন্থাগার প্রকাশিত হত। ওর দায়িত্বেই পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার পত্রিকা'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বহুদিক থেকেই ঐ সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকে তাঁর মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণের জন্য পড়তে পারতেন না, অনেককে চিনতে পারতেন না।

তিনি নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবে পরিষদে আসেন। তাঁর শুধু গ্রন্থাগার আন্দোলনই নয়, সামাজিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারে ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তিনি অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন পরে পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ার পর CPI(M)-এ যোগ দিয়েছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে এবং গ্রন্থাগার কর্মী আন্দোলনে তার অসামান্য অবদান সকলেই স্মরণ রাখবে। আমি তাঁকে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রতিবেদক : তাঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

GRANTHAGAR

Vol. 56 No. 9 Editor : Dr Shyamal RoyChoudhury Asso Editor : Nirmalya Roy January, 2006

ENGLISH ABSTRACTS

by Rupashri Chaudhuri

Information awareness and library service (Editorial) Pg.215

In this editorial the author made an analysis of the situation where library is lagging behind in helping to create well-informed individuals and being unable to attract enough involvement of people in general. Also factors that led people away from books and library have been pointed out. The author reiterates that true and timely information is essential for making right decisions and ways need to be envisaged to apply the potential of library in building a better society.

Today's morning, when rays of sun..... by Asitabha Das Pg.216

The author reminisces library conferences of Bengal and other important events that are significant to the library movement in undivided Bengal. He presents excerpts of an inspiring speech from the first library conference in Albert Hall in undivided Bengal on 20th December, 125. The speaker was the librarian of Kolkata's Imperial Library, Mr. J.A.Chapman. The author in described in details the Hooghly District Library Conference held during 28-29th March 1925 in Bansberia.

Ranganathan as a librarian by Arunkanti Dasgupta Pg.221

The author explored S.R.Ranganathan as a librarian and describes his achievements in this role in detail.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association by Nirmalendu Mukhopadhyay . Pg.224

In this serialised article the author describes significant events of the Bengal library movement and Bengal Library Association. The events recollected are central education minister Sri M.C.Chagla's visit to the National Library, the proposals adopted on the 19th Bengal Library conference regarding library use and subsequent responses received.

Library News (Pg.226-228)

1) With the assistance of RRRLF and Dept. of Library Services, Govt. of West Bengal Beldanga Prasannakumar Memorial Town Library of Murshidabad has raised their library building to 3rd floor. This was inaugurated by Sri Tapan Roy, Minister of library services, W.B on the 28th of Oct 2006.

2) On the 18th of Oct 2006 the foundation day of the District Committee of Cooch Behar, of West Bengal Public Library Employees' Association was celebrated.

3) The Young Men's Association at Sheorafuli of Hooghli has formed it's Executive committee for 2006-08. Sri Shailendra Nath Sinha has been nominated as the President and Sri Jibesh Chakrabarti as the Secretary.

4) On the 25th of October 2006 the foundation stone of Chuchura Kishore Pragati Sangha Shahar Granthagar was laid by Sri Tapan Roy, the Minister of library services, W.B., Sri Parbati Charan Laha's family has donated the land for construction.

5) In the occasion of the birth anniversary of Deshbandhu C.R.Das and the foundation day of Deshbandhu Pathagar on 5th of Nov, the library had been transferred to it's new building. The building was opened by Sri S.K Sanyal,

the Vice-chancellor of Jadavpur University.

6) The birth centenary of library professional of a revolutionary Prafulla Kumar Sen has been observed at the Indumati auditorium of the Jadavpur University and National Council of Education. On that day a book on this noted personality, authored by Sri Binod Bihari Das, the chief librarian of Jadavpur University and Smt. Purabi Sen the daughter of Sri Prafulla Kuma Sen was releas.

7) The farewell function of library assistant Sri Aksharchandra Mahato of Puthighar Khukramura Granthagar, Purulia took place on the 27th of October 2006.

8) From 4th to 5th November 2006 the Hirbandh Kalyan Samiti Pathagar had celebrated their golden jubilee. On that day the library organized a sit and draw competition and quiz competition for children. They had also arranged a blood donation camp on the 15th of July of the same year.

9) The Udaychand District Library has arranged a seminar on the 14-16th October 2006 for the purpose of doing a district wide survey on documentary resource. The seminar was organised jointly by the Bengal Library Association and West Bengal Public Library Employees' Association of Bardhaman district.

10)By the initiatives of Bardhaman district committee for literacy a 6-day workshop for the block and municipal workers was organised last year on the 6-12th Nov.

11) Last year on 5th –11th Dec the golden jubilee of Birbhum district book fair was organised at the district school ground of Suri. This was organised by Bengal Library Association and West Bengal Public Library Employees. Association of Birbhum.

Association News (Pg.229-231)

a) On the 12th of August 2006, the 114th birth anniversary of S R Ranganathan was celebrated at the Katwa Rabindra Parishad Bhaban, organised jointly by BLA, West Bengal Public Library Employees' Association, Bardhaman and Katwa Subdivisional Library. A programme of discussion was organised with the topic as –"Role of public library as information centre". Noted educationists, library professional took part in it.

b) Two workshops on library classification and cataloguing were held in Rajhati Ananda Asar Public Library on 29.10.06 and in Ramprasasd Public Library of Khanakul of Arambag subdivision. It was resolved that similar workshops to be organized in all block of Hooghly District. The seminars were attended by members of the managing committee and the library workers.

Obituary

On the 28th of November 2006 the ex-treasurer of Bengal Library Association, the ex-Editor of Granthagar of BLA and ex-President of West Bengal Public Library Employees' Association, Satyabrata Sen has breathed his last. The association fraternity deeply mourns his demise and express condolences to his bereaved family.

A member of West Bengal Public Library Employees' Association, of Coochbehar and Junior Library Attendant of Premerdanga Bharati Granthagar of Mathabhanga subdivision, Sri Khokon Rajbhor has breathed his last on 24th Oct, 2006.

Letters to the Editor

In a letter to the editor Sri Shyamal Khasnobish from Balurghat , expressed his satisfaction on the positive changes that has taken place in the West Bengal library scenario and also pointed out some problematic areas.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার'** প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। **বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ১০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী** ভাষায় রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম** এবং **বাংলা ও ইংরাজী** ভাষায় **৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—**

i) **রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।**

ii) **রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।**

iii) **সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।**

iv) **রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।**

৫. **প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।**

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল এবং সংক্ষেপ (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে।** পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. **গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই।** বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না।** এজেন্সির জন্য **একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. **গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : [illegible]
Licence No : WM & PO/SPM-KOL PMS/WB/RNP-[illegible]
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd No : R N [illegible]

GRANTHAGAR

Vol 56 No. 10 Editor Dr Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy January, 2007

CONTENTS

Page

National Knowledge Commission and Library and Information Service (***Editorial***) 239

Pijush Kanti Jana 241
Book fair and Public Library : In search of some unknown information

Nirmalendu Mukhopadhyay 245
Library Movement in Bengal and History of the Bengal Library Association

Obituary 249

Ballari Bandyopadhay 250
Convention against devaluation of constitutional s of the National Library, India : A report

ASSOCIATION NEWS 253

ENGLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 9) 261

SUBIR SARKAR
Calcutta University Central Library, Journal Section,
3rd floor, Kolkata 700073

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265.**
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Roy**

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১১ সম্পাদক ঃ ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মাল্য রায় ফাল্গুন, ১৪১৩

সূচীপত্র

02.03.07

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার জাতীয় মিশন (সম্পাদকীয়)	২৬৭
রামকৃষ্ণ সাহা গ্রামীণ গ্রন্থাগার তথ্য পরিসেবা	২৬৮
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	২৭৩
পরিষদ সংবাদ	২৭৮
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৮১
সরকারী নির্দেশনামা i) 53/MEE/Sectt. dt. 18.1.2007 ii) F.No. 1-9 / 99-U.II dt. 22.9.2006	
ENGLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 10)	২৯৩

P-24
CALCUTTA UNIVERSITY
BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সংস্কৃতি গ্রন্থাগার: ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।
- **ডঃ স্বাদিতা ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ, ২য় সং : ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৭.০০ টাকা।
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও যশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪
- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume : 1998, Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (দত্ত) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ • (পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১১ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় ফাল্গুন, ১৪১৩

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার জাতীয় মিশন

জ্ঞান-এর সৃষ্টি, প্রচার, সর্বাধিক ব্যবহার এবং সংরক্ষণের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের মত যে কোন দেশের অসম সমাজকে সমতাবাদী, প্রগতিশীল জ্ঞান সমাজে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে এই পরিসেবা খুবই কার্যকরী। বর্তমানে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির (Information Communication Technology, ICT) দ্রুত উন্নয়ন ঘটায় গ্রন্থাগারগুলি সহজেই সকলকে তথ্য পরিসেবা দিতে সক্ষম হচ্ছে এবং স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্বের যে কোন তথ্য আজ সহজেই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে উদাহরণমূলক সামাজিক পরিবর্তনের গতির সঙ্গে সমতা রেখে গ্রন্থাগার ও তথ্যপরিসেবা মডলের পরিবর্তন ঘটেনি। জনগ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার অর্থাৎ সব ধরনের গ্রন্থাগারের দ্রুত গতিতে পরিবর্তন ও উন্নয়ন বর্তমানে খুবই জরুরী। গ্রন্থাগার ও তথ্যপরিসেবা এখন রাজ্যের বিষয় এবং বিভিন্ন সংস্থার আওতাধীন। বর্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার ব্যাপারে কোনও সাধারণ দিকনির্দেশ নেই বা এ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যে কোন সমন্বয়ও নেই। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান মডলের উন্নয়নে যথাযথ দিকনির্দেশের জন্য এমন একটি সংস্থার প্রয়োজন বলে বর্তমানে মনে করা হচ্ছে যেটি এই মডলকে আরও যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে। এখন যে সব কাজ বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা পৃথক ভাবে বা এককভাবে করা হচ্ছে সেগুলি যাতে সর্বস্তরে আরও অনেকের উপকারে লাগে সেইরকমভাবে করার উদ্যোগ নিতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে অবিলম্বে বাস্তবায়িত করার জন্য সম্প্রতি গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে একটি জাতীয় মিশন স্থাপন করার সুপারিশ করেছে জাতীয় জ্ঞান কমিশন। বলা হয়েছে একটি একটি স্ট্যাটিউটারি সংস্থা হবে এবং এর জন্য নিয়মিত বাজেট থাকবে। এর কার্যকাল হবে প্রাথমিকভাবে তিন বছর। বলা হয়েছে পরে এটিকে গ্রন্থাগার ও তথ্যপরিসেবার স্থায়ী জাতীয় কমিশনে রূপান্তরিত করা উচিত যাতে এটি উন্নয়ন মূলক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার জাতীয় কমিশনের ভূমিকা হবে : (ক) গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার উন্নয়ন, (খ) গ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে উপদেশ দান, (গ) গ্রন্থাগার সম্পদ সংগ্রহ, পরিসেবা ও বিভিন্ন প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট মান স্থির করা, (ঘ) সাধারণ মানুষ ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে উৎসাহ দান, (ঙ) রাজ্য সরকারের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া (Interact) করা, (চ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা, (ছ) গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার শিক্ষা এবং চাকুরীরত অবস্থায় এর শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পুনঃনিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা, (জ) গবেষণা ও উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সমর্থন করা, (ঝ) সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্ত বেসরকারি নথি সহ সমস্ত প্রকাশনার সহজলভ্যতা সুনিশ্চিত করা, (ঞ) জন গ্রন্থাগারের কার্যকলাপ দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

বলা হয়েছে এই জাতীয় কমিশনের নেতৃত্বে থাকবেন এমন একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি যিনি সাধারণ মানুষের কাছে সম্মানীয় এবং যাঁর গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান ও আগ্রহ আছে।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা শাখার সম্পাদকের প্রতি

পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদকদের ২৪শে মার্চ, ২০০৭-এর পর পরিষদ সংক্রান্ত কোন অর্থ সংগ্রহ না করে বিল বই এবং সংগৃহীত অর্থ যত শীঘ্র সম্ভব পরিষদের অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অডিটের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এটি একান্ত জরুরী।

অনুপ সরকার—কর্মসচিব

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য পরিসেবা

রামকৃষ্ণ সাহা

উপক্রমণিকা

ইদানিংকালে সমাজে তথ্য শব্দটির বহুল প্রচলন দেখা যাচ্ছে। গ্রন্থাগারের বদলে তথ্য ব্যবস্থা কথাটিরও প্রচলন কম নয়। রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভাগগুলির নাম পরিবর্তন করে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে রূপান্তরিত হয়েছে। বিভাগের পাঠক্রমেরও পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক কারণে গ্রন্থাগারগুলির উপর তথ্য পরিসেবা দেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়েছে। অনেক বিদগ্ধজন বলতে আরম্ভ করেছেন যে গ্রন্থাগারের আর দরকার নেই। অনেক তথ্যবিজ্ঞানী কাগজবিহীন সমাজের কথা বলেছেন। ছাত্রদের বই পড়ার অভ্যাস কমেছে। অবস্থা অনেক দিক থেকেই প্রচলিত গ্রন্থাগারের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও খুব অনুকূল তাও নয়। এমত অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁচার তাগিদেই পথ খুঁজতে হবে। আমেরিকাসহ ইউরোপীয় দেশগুলিও এক সময় এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল- তাঁরা যে পথ ধরে এগিয়েছিল তা হারিয়ে যায় নি- কিন্তু আমরা তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখিয়েছি।

১. আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্তন

প্রত্যেক সমাজই বিবর্তনের পথ ধরে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাজগুলি ক্রমশ: আদিম সমাজ, কৃষিভিত্তিক সমাজ, শিল্পভিত্তিক সমাজ (যার মধ্যে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই রকম সমাজই আছে) থেকে অগ্রসর হয়ে তথ্যভিত্তিক সমাজের পথে যাচ্ছে।

ইউরোপ আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশসমূহ তথ্যভিত্তিক সমাজে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। সমাজগুলির সম্পদ বিভিন্ন রকম। যেমন :

কৃষিভিত্তিক সমাজে জমি হলো সমাজের মূল সম্পদ।

শিল্পভিত্তিক সমাজের মূল সম্পদ হলো পুঁজি।

তথ্যভিত্তিক সমাজের মূল সম্পদ হচ্ছে তথ্য।

শিল্পভিত্তিক তথা পুঁজিবাদী সমাজের কতগুলি প্রগতিশীল দিক আছে। যেমন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, বৃহদীকরণ, কেন্দ্রীভবন, বিশেষজ্ঞতা ইত্যাদি। তথ্যভিত্তিক সমাজের প্রকৃতি গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপরে। এর লক্ষণ হলো বেসরকারী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। উদারীকরণ অন্যতম পদ্ধতি, এছাড়াও তথ্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থাই বিশ্বায়ন করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। উদারীকরণের প্রত্যক্ষ ফল দেশের অর্থনীতিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে—অবাধ আমদানী নীতি কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

২.জাতীয় পরিস্থিতি

আমাদের দেশ মূলত: কৃষিভিত্তিক তথা সামন্ততান্ত্রিক দেশ। এখানে জনজীবনে পুঁজিবাদের প্রভাব কম হলেও বিগত শতাব্দীতে বেসরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্বক্ষেত্রে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সমাজ জীবনে এর প্রভাব কৃষির তুলনায় বেশি নয়। বিগত দশ বছরে তথ্যভিত্তিক সমাজের উপকরণগুলি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এর মূল লক্ষণ হলো কমপিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতি। এখন যা দেখা যাচ্ছে তা হল-

—জনগোষ্ঠীর আকার বাড়ছে,

—প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়ার কারণে প্রশাসনিক জটিলতা বাড়ছে,

—অধিক সংখ্যায় জনসাধারণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন,

—গোষ্ঠীগত ও শ্রেণিগত স্বার্থ বাড়ছে,

—সমাজে নতুন নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটছে নতুন নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের আবির্ভাব হচ্ছে, পাশাপাশি নতুন প্রক্রিয়াও আসছে।

—নতুন নতুন কাজ আসছে, বিশেষ ধরণের নৈপুণ্যের দাবী আসছে

—রাস্তাঘাট ও পরিবহন সম্প্রসারিত হয়েছে ও হচ্ছে,

—ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে।

—পুরাণো ধরনের কর্ম বিনিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ: কমছে,

—শিক্ষাক্ষেত্র বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে ও হচ্ছে, শিক্ষার চাহিদা ক্রমশ: বাড়ছে। বহু অর্থবান ঘরের সন্তান দেশের অন্য রাজ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দিচ্ছেন, এমন কি বিদেশেও যাচ্ছেন উচ্চতর দূরশিক্ষার প্রসার যেমন বাড়ছে, আবার প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্র বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণ বাড়ছে।

—মানুষ ক্রমশঃ স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছে, সাধারণ মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হলেও মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিসেবার চাহিদা বাড়ছে।

—জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি নতুন নতুন ধ্যান ধারণার চাহিদা বাড়ছে ।

৩ সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য

সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য বা মূল কাজ :

১) পুস্তক সংগ্রহ করা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করা

২) ব্যবহারকারীদের সঙ্গে বইএর সরাসরি সংযোগ করে দেওয়া

৩) গ্রন্থাগারের এলাকায় অবস্থিত প্রত্যেক মানুষকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসা বা পাঠক সৃষ্টি করা।

ইউনেস্কো নির্ধারিত সাধারণ গ্রন্থাগারের মূল কাজ হলো :

১ আজীবন শিক্ষা প্রসারের প্রক্রিয়ার সঙ্গে গ্রন্থাগারকে যুক্ত করা।

২ সাধারণ গ্রন্থাগারকে তাবৎ মুক্ত ও ভাবের ব্যবহার ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা।

৩ আইনভিত্তিক জাতীয় গ্রন্থাগার পরিসেবার ব্যবস্থা করা

৪ জনসাধারণের তথা সরকারী অর্থদ্বারা প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

৫ সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা

৬ যে কোন আকৃতিতে, রূপে প্রকাশিত তথ্যসামগ্রীর সংকলন করা

৭ গ্রন্থাগারকে সমাজের স্বাভাবিক মিলনক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা

৮ শিশুদের জন্য বিশেষভাবে পুস্তক নির্বাচন করা এবং ছাত্রদের সম্পূরক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা

৯ বৃদ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা

এই সব কারণে দেশে তথ্য পরিসেবার একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, গ্রন্থাগারকে এর সুযোগ গ্রহণ করার উদ্যোগ নিতে হবে। বহু পরীক্ষিত অনুলয় সেবাকে গ্রন্থাগারের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

৪ অনুলয় সেবার সংজ্ঞা

অনুলয় সেবার সংজ্ঞা অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্মীর জানা থাকলেও আবার মনে করতে দোষ নেই। তা ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী এই বিষয়ের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিলেও মূল সুর একই আছে। সংজ্ঞাগুলি থেকে জানা যায় যে পুস্তক ও পাঠকের মধ্যে বিদ্যা সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগারিকের তরফ থেকে যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সহানুভূতি সম্পন্ন সাহায্য করার নাম অনুলয় সেবা। পাঠককে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সহায়তা দেওয়ার কাজের নাম অনুলয় সেবা। যে যে প্রক্রিয়াগুলি অনুলয় সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে তা হলো—

১ গ্রন্থাগারের নতুন পাঠককে গ্রন্থাগারের সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করা এবং গ্রন্থাগারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার শিক্ষা দেওয়া

২ সাধারণ পাঠককে সাধারণ সাহায্য দান ও বিশেষজ্ঞ পাঠককে দীর্ঘমেয়াদি অনুলয় সেবা দেওয়া

৩ তথ্য সন্ধানীদের জন্য তাৎক্ষণিক অনুলয় সেবা

৫ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা

১৯৭৯ সালে দীর্ঘ আন্দোলনের চাহিদা অনুসারে রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। পাশাপাশি প্রচুর সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারগুলির প্রচুর পরিমাণ অনুদান বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গোড়া থেকেই সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য তথ্য পরিসেবা দেওয়ার জন্য আন্দোলন করে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যতঃ বিনোদনমূলক পরিসেবার মধ্যে আবদ্ধ। বাকী পরিসেবার অধিকাংশই অনুপস্থিত। স্বাভাবিক কারণেই গ্রন্থাগারগুলির পিছনে পূর্বে যে জনসমর্থন ছিল আজকে তা অধিকাংশই হ্রাস পেয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে টেলিভিশনের কারণে বর্তমানে গ্রন্থাগারে বিনোদনমূলক পরিসেবার চাহিদা ক্রমশঃ কমছে। শহরাঞ্চলের অনেক গ্রন্থাগারে পাঠক অনেক কমে গেছে। গ্রন্থাগারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবধান বাড়ার অন্যতম কারণ হলো :

১ গ্রন্থাগারের চাঁদাপ্রথা ও নিয়মাবলী সাধারণ মানুষের অনুকূল নয়, ব্যবধান বাড়াচ্ছে

২ গ্রন্থাগারে প্রয়োজনানুগ বই ও তথ্য সামগ্রীর অভাব

৩ গ্রন্থাগারে বই সন্ধান করার পদ্ধতির দুর্বলতা রয়েছে

৪ গ্রন্থাগারিকের যান্ত্রিক মনোবৃত্তি ও অনিয়মিত পরিসেবার কারণে সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ কমছে। এমন কি গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গেলেও এলাকার মানুষ কিছু বলছেন না। নতুন পাঠক সৃষ্টি করার দিকে উদ্যোগ নেওয়ার

কথা বললেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এ সমস্ত কারণে সাধারণ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণ করতে হবে। এর মধ্যে সফলতম পদ্ধতি হলো অনুলয় সেবার প্রবর্তন করা এবং জনসাধরণের মধ্যে ব্যাপকভাবে নিয়ে যাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - "লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেই হেতু সেই বই গুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। গ্রন্থাগারের একটা আহ্বান থাকবে, গ্রন্থাগারিকের থাকবে অতিথিপরায়ণতার যোগ্যতা।"

রঙ্গনাথন বলেছেন-গ্রন্থাগারের পাঠক সৃষ্টি করা অন্যতম প্রধান কাজ। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হলো— 'লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায় না ।..... যে লাইব্রেরীর মধ্যে তার আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য— সে হলো বড়ো লাইব্রেরি— আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তাই নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে।'

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাশ্চাত্য দেশগুলিও আগে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তাঁরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমেরিকার গ্রন্থাগারিকদের একাংশ প্রথম দিকে ভেবেছিলেন যে, বর্গীকরণ ও সূচিকরণ করলেই জনসমর্থন আসবে, কিন্তু তা আসে নি। অপর অংশের অভিমত ছিল যে গ্রন্থাগারিকদের তথ্য পরিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। পাঠকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক করতে হবে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাহায্য করতে হবে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হয়। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনশিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমেরিকার গ্রন্থাগারিকরা গোড়া থেকেই সমাজকে পরিসেবার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে তাঁরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিসেবা দেন। স্যামুয়েল গ্রীণ লিখেছেন

"One of the best means of making a library popular is to mingle freely with its users, and help them in every way. When this policy is pursued for a series of years in any town, a very large portion of the citizens receive answers to questions, and the conviction spreads through the community that the library is an institution of such beneficient influences that it cannot be dispensed with"– Samuel Green

আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে অনুলয় সেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। অথচ অনুলয় সেবাই গ্রন্থাগারের প্রধান পরিসেবা। গ্রন্থাগারে পাঠক না আসার অন্যতম কারণ হলো, পাঠকের চাহিদা অনুসারে বই পাওয়া যায় না । জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য পাওয়া যায় না। আরেকটি বড় কারণ হলো এলাকার বহু মানুষ জানেন না যে গ্রন্থাগার তাঁকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। অনুলয় সেবার মাধ্যমে তথ্য পেলেই পাঠকরা গ্রন্থাগারে আসার তাগিদ অনুভব করবে। ইদানীংকালে ক্যারিয়ার বিষয়ক বই আনার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগারে আসা শুরু করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির প্রথমিক দায়িত্ব হলো অনুলয় সেবার মাধ্যমে তথ্য পরিসেবা চালু করা এবং পাঠকের সঙ্গে বই এর সম্পর্ক স্থাপন করা।

অনুলয় সেবার ক্ষেত্রে চারটি মূলমন্ত্র কাজ করে থাকে- (১) গ্রন্থাগারকে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা, (২) পাঠকদের সবচাইতে ভাল বই নির্বাচনে সাহায্য করা, (৩) ছাত্রদের পাঠক্রিয়ায় সাহায্য করা (৪) গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অনুলয় সেবাকে ব্যবহার করা।

অনুলয় সেবা হলো ব্যক্তিগত পরিসেবা। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন, তাঁদের পড়া ও তথ্য গ্রহণের ক্ষমতা বিভিন্ন, তাঁদের রুচি বিভিন্ন, তাঁদের আচরণ বিভিন্ন, আগ্রহ বিভিন্ন, কর্মক্ষেত্র ও কর্মধারার বিভিন্নতার কারণে অবস্থা বুঝে পরিসেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এর দুটি ভাগ-(১) পাঠককে গ্রন্থাগারের পরিচয় জ্ঞাপন করা, পাঠককে তথ্যের গুরুত্ব বোঝানো, পাঠকের সামনে গ্রন্থাগারে আসার লাভজনক দিকগুলি তুলে ধরা। পাঠককে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পুস্তকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তথ্য সরবরাহ করা, যিনি পাঠক নন তাঁকে পাঠকে রূপান্তরিত করা (২) পরিকল্পনা মাফিক অনুলয় পুস্তকের সংগ্রহ গড়ে তোলা বা অনুলয় বিভাগ গড়ে তোলা। এর সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে পুস্তক বিনিময় করা। অনুলয় সংগ্রহ গড়ে

তুলতে গেলে শুধু বই ও পত্র-পত্রিকার উপর নির্ভর করলে চলবে না, পাশাপাশি তাকে তথ্য ফাইল গড়ে তুলতে হবে আধুনিক তথ্য ভাণ্ডার তোলার জন্য।

অনুলয় পুস্তক ও তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার আগে এলাকার মানুষের তথ্য চাহিদা নির্ণয় করা প্রাথমিক কাজ। তথ্য চাহিদা জানার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, এখানে তা উল্লেখ করা গেল না। মূলনীতি হলো যে অনুলয় পুস্তকের প্রকারভেদ অনুসারে? গ্রন্থাগারের সংগ্রহে কি কি অনুলয় পুস্তক আছে, আর কি কি চাই। এছাড়া মাতৃভাষায় ঐ ধরনের প্রকাশনা কি পাওয়া যায়, এবং নিজের গ্রন্থাগারে তার কতগুলি আছে? সেগুলি সাম্প্রতিক কি না? আর কোন কোন অনুলয় পুস্তক কিনতে হবে।

৬ অনুলয় পুস্তকের প্রকারভেদ ঃ

গ্রন্থপঞ্জী, অভিধান, বিশ্বকোষ, বর্ষপঞ্জি, হ্যান্ডবুক ও ম্যানুয়াল, প্রতিষ্ঠান কোষ, জীবনীমূলক অভিধান, ভৌগোলিক অভিধান, মানচিত্র, সংবাদ সংক্ষেপ, সরকারি প্রকাশনা, ও অন্যান্য গ্রন্থই প্রচলিত অনুলয় পুস্তক। সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় নানা ধরনের তথ্য পুস্তক, পুস্তিকা, প্যামফ্লেট, ব্রোশিওর, পোষ্টার প্রভৃতি প্রকাশ করে থাকে। গ্রন্থাগারিকের উদ্যোগী হয়ে সেগুলি সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলিকে বর্ণীকরণ ও নির্ঘন্টিকরণ করলে একটি সংগ্রহ গড়ে উঠতে পারে।

৭ অনুলয় ফাইল ঃ

এটা বাস্তব যে অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই অনুলয় পুস্তকের সংগ্রহ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এও স্বাভাবিক যে গ্রন্থাগারিকরা উদ্যোগ নিলেই খুব শীঘ্র আধুনিক অনুলয় সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারবেন এমন নয়। বাংলা প্রকাশনায় আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ অনুলয় পুস্তকের অভাব আছে। এরকম পরিস্থিতিতে অনুলয় পুস্তক,পুস্তিকার পাশাপাশি গ্রন্থাগারে কম খরচে অনুলয় ফাইল সংকলন করা প্রয়োজন। এখানে যা আলোচনা হবে তা হলো অনুলয় ফাইল সংকলনের পদ্ধতি নিয়ে। অনুলয় ফাইল সংকলন পদ্ধতি একটি দৈনন্দিন প্রক্রিয়া। এই কাজে যে যে বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে তা হল :

১. কোন কোন বিষয়ের উপর ফাইল তৈরি হবে তা স্থির করা।

২. কোন কোন তথ্যসূত্র থেকে তথ্য গ্রহণ করা হবে?

৩. ফাইলের রক্ষণাবেক্ষণ কি ভাবে হবে?

১. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাঠকের চাহিদা অনুসারে তথ্য সংগ্রহ হবে। নীচে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হল যেগুলির উপর পুস্তক সংগ্রহ করলে এলাকার মানুষের কাজে আসতে পারে। এই তালিকা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা যেতে পারে।

আইন সংক্রান্ত পুস্তকাদি ঃ যথা : ভূমি সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী, বর্গা বিষয়ক আইন, উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ সংক্রান্ত আইন, মুসলমান ব্যক্তিগত আইন, নারীর অধিকার, পুরুষের অধিকার, শিশুর অধিকার, নাগরিক আইন, ফৌজদারী আইন, পঞ্চায়েত আইন ইত্যাদি। শুধু আইনের বই রাখাই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে নিয়ম, বিধিও রাখতে হবে।

কৃষি বিষয়ক মৌল পুস্তকাদি ঃ যথা : কৃষি, সার, জল, বীজ, কৃষি প্রযুক্তি, সেচ, প্রাণী সম্পদ, পশুপালন ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য বিষয়ক পুস্তকাদি

অনুলয় পুস্তকের সংগ্রহ যে পাঠকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এমন নয় - এজন্যই বিভিন্ন সূত্র থেকে যে যে বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে তা হল—

সরকারী প্রকল্প যোজনা বিষয়ক তথ্য ঃ আয়কর, ব্যাঙ্ক ঋণসহ, অন্যান্য আর্থিক প্রকল্প যথা অন্ত্যোদয়, ইন্দিরা আবাস যোজনা, কাজের বদলে খাদ্য, স্বয়ম্ভর প্রকল্প, তফশিলি ও উপজাতি বিষয়ক প্রকল্প ইত্যাদি।

বীমা বিষয়ক যথা সাধারণ বীমা, জীবন বীমা, সম্পত্তি বীমা, অগ্নি বীমা ও অন্যান্য

বিনিয়োগ বিষয়ক ঃ স্বল্প সঞ্চয়, ব্যাঙ্কে আমানত, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি

স্বায়ত্ত শাসন - পঞ্চায়েত, পৌরসভা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচী

স্বাস্থ্য বিষয়ক — জনস্বাস্থ্য বিষয়ক, প্রতিষেধক ও টীকাকরণ, স্থানীয় ঔষধাদি, হাসপাতাল, নার্সিং হোম, ডাক্তারের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, পরিবার পরিকল্পনা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

আইন-আদালত, উকিল, মুহুরি ইত্যাদি

সরকারি আদেশনামা, বিজ্ঞাপন, কর্মখালি, নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য।

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য বিদ্যালয় শিক্ষা, কলেজ শিক্ষা, কারিগরি, ডাক্তারি শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, ক্যারিয়ার আডভান্সমেন্ট বিষয়ক, সর্বশিক্ষা, স্কলারশিপ, ভর্ত্তি বিষয়ক তথ্য

সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের তালিকা ঃ এলাকার জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে লাগতে পারে এ রকম সংস্থার ঠিকানা ও সংক্ষিপ্ত

বিবরণ

পৌর প্রতিনিধিদের তালিকা, স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের তালিকা

রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক তথ্য— জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সম্পর্কিত তথ্য, শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষুদ্রশিল্প, কুটির শিল্প, মাঝারি শিল্প সংক্রান্ত, ইত্যাদি

ভোটার তালিকা,

গৃহপ্রয়োজনিক সরঞ্জাম ক্রয় ও মেরামতি, ভ্রমণ বিষয়ক, খাদ্যবস্তু, আহারাদি, পুষ্টি, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যা এলাকার মানুষের কাজে লাগে। এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়, গ্রন্থাগার নিজের প্রয়োজনমত এবং এলাকার চাহিদামত ফাইল তৈরি করতে পারে। এর জন্য খুব বেশি অর্থব্যয় হবে তা নয়।

৮ কোন তথ্যসূত্র থেকে এগুলি সংগ্রহ করা যেতে পারে

প্রথমে সন্ধান নিতে হবে সরকার, সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেসব নানা ধরনের বই, প্যামফ্লেট, ব্রোশিওর, প্রকাশ করে থাকে। সেগুলির সন্ধান করা জরুরী। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ পত্র-পত্রিকাও নানা ধরনের তথ্যমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে যে সংবাদপত্রগুলিও মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে থাকে। আমাদের প্রক্রিয়া হল বিশেষ পত্রিকা ও সংবাদপত্রকে ব্যবহার করে কেমন করে কম খরচে, কম পরিশ্রমে তথ্য পরিষেবা দেওয়া যায়। এই কাজ করতে গেলে প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলিতে যে যে সংবাদ নেওয়া হবে সেগুলি দাগ দিতে হবে এবং পাশাপাশি প্রতি সংবাদের জন্য আলাদা আলাদা নির্ঘণ্ট কার্ড করতে হবে এবং কার্ডগুলি বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে রাখতে হবে। এন্ট্রিগুলিতে নিম্নলিখিত তথ্য থাকতে পারে—

সংবাদ শিরোনাম (বিষয় শিরোনাম)

সংবাদ

সংবাদপত্রের আখ্যা, তারিখ

উদাহরণ ঃ

ব্যাঙ্ক ঋণ (বিষয় শিরোনাম)

মেধাবী ছাত্রদের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক ঋণ

(গণশক্তি, ১২ই জুলাই, ২০০৪, পৃঃ ৭; কলম-৫)

এই সংবাদটি কেটে একটা বড় খামের মধ্যে রাখতে হবে। খামের গায়ে 'ব্যাঙ্ক পরিসেবা' এইরকম লেখা থাকবে। বিভিন্ন শিরোনামের জন্য পৃথক খাম থাকবে। খামের মধ্যে কাটিংগুলি পর পর তারিখ অনুসারে সাজিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু নির্ঘণ্ট কার্ডগুলি বর্ণানুক্রমে সাজাতে হবে, পৃথক ট্রেতে রাখতে হবে। রোজ যদি এই কাজ করা যায় তবে কাজের চাপ বেশী থাকবে না। মনে রাখা প্রয়োজন তথ্যগুলির নির্ঘণ্ট প্রতিদিনই করতে হবে। তথ্যগুলি রোজ কেটে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যাঁরা সংবাদপত্র সংরক্ষণ করেন তাঁরা কাটবেন না, যাঁরা মাঝে মাঝে বিক্রয় করেন তাঁরা বিক্রয়ের আগে কেটে নেবেন। তবে সংবাদগুলি প্রতিদিন চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

১০ পাঠককে জানানো

এলাকার অধিকাংশ মানুষের গ্রন্থাগার সম্পর্কে ধারণা ভাল নয়। এই ধারণা কাটাতে গেলে নিয়মিত জনসংযোগ করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার এই পরিষেবা দিতে শুরু করলে জনসাধারণকে জানাতে হবে। প্রথম প্রথম হয়তো বেশী লোক আসবে না, কিন্তু পরে উপকৃত ব্যক্তিরাই জনসাধারণকে জানাবেন। গ্রন্থাগারের বাইরে তথ্য পরিসেবার উল্লেখ করতে পারেন।

১১ উপসংহার

রাজ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবার একটা প্রশাসনিক পরিকাঠামো তৈরী হয়েছে। ভাবা হয়েছিল যে গ্রন্থাগার পরিসেবার মাধ্যমে জনসাধারণের সমস্যা খানিকটা মেটানোর চেষ্টা হবে। পাঠকরা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কার্যতঃ সেদিকে এগোনো সম্ভব হয় নি। প্রশ্ন উঠেছে যে, সাধারণ গ্রন্থাগার কি শুধু বিনোদনমূলক বইই রাখবে? বা বই লেন-দেনের মাধ্যমে পরিসেবা সীমিত থাকবে? বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে আগে যাঁরা গ্রন্থাগারের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন তাঁদেরও অনেকে গ্রন্থাগারে আসা কমিয়ে দিচ্ছেন বা আসছেন না। তাঁদের বিনোদনমূলক চাহিদা টেলিভিশন অনেকটা মেটাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে হতাশ না হয়ে আমাদেরই ঘুরে দাঁড়াতে হবে। এখনো ঘুরে দাঁড়াবার সময় আছে। সব শেষ হয়ে যায় নি। দরকার নতুন চিন্তার, নতুন উদ্যোগের।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন প্রত্যাগত প্রমীলচন্দ্র বসুর পরিষদে ভাষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সভাপতি প্রমীলচন্দ্র বসু সম্প্রতি ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ৩৯ তম সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের গ্রন্থাগার শাখার সভাপতি রূপে যোগদান করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। শ্রীযুক্ত বসু শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, ক্রমবিকাশ ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার উপর এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। তিনি কলকাতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে সেই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ

১৫ জুন ১৯৬৪ থেকে ৩০ জুন ১৯৬৪ তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এবং তমলুক জেলা মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারিকদ্বয়ের পরিচালনায় প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এবার সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ২০ জন গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক যোগদান করেছেন।

বিভিন্ন দিনে নির্ধারিত পাঠ্য বিষয় ছাড়াও গ্রন্থাগার ও সমাজশিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহ্‌দেদার ও অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক দীনেশচন্দ্র সরকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী প্রবীর রায় চৌধুরী, মহাজাতি সদনের গ্রন্থাগারিক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

এছাড়া যুধিষ্ঠির জানা (মালিবুড়ো), সত্যগোপাল চক্রবর্তী, কালোবরণ চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে এই পক্ষকাল শিক্ষা শিবিরের সমাপ্তি হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের উপপ্রধান পরিদর্শক রঘুনাথ রায় মহাশয়। সভারম্ভে জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক মহাশয় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্পাদক রূপে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হল তা বর্ণনা করেন এবং তাঁদের এই কাজে যাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান। সভাশেষে তমলুকের প্রধান শিক্ষাব্রতী ক্ষিতিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের ভাষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অমলানন্দজীর সারগর্ভ উপদেশ অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে।

পরিষদের শুভানুধ্যায়ী তিন বিশিষ্ট বাঙালির জীবনাবসান

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যে তিনজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর জীবনাবসানের কথা বলা হয়েছে পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দিকে থেকে সুশীল কুমার ঘোষকে হয়তো অপর দুজনের সঙ্গে এক করে ফেলা উচিত নয়। অপর দুজনের মত বিদ্বান ও পণ্ডিত না হলেও তিনি ছিলেন এই পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

সুশীলকুমার কলকাতার বীডন স্ট্রীটের এক বনেদি পরিবার কাশীনাথ ঘোষের বংশে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৯ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এণ্ট্রান্স; ১৯১৪ সালে বিএ এবং ১৯১৭ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। ১৯২০ সালে প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পৌত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সুশীলকুমারের পিতামহ বউবাজারের অক্রুর দত্তের বংশের কন্যাকে বিবাহ করায় শ্বশুরকুলের সম্পত্তি লাভ করেছিলেন এবং বউবাজার অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। বউবাজারের সাবিত্রী লাইব্রেরি সে যুগে সুধী সমাজে সমাদৃত এক প্রতিষ্ঠান ছিল। ওখানে সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জন সমাগম হত নানা সভা ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে। এই পরিবেশে মানুষ হয়ে সুশীলকুমার গ্রন্থাগার ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯২১ সালে সুশীল কুমার গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৫ সালে তিনি 'বঙ্গবাণী' বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পৌরসভার শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন।

প্রকৃতপক্ষে সুশীলকুমারের প্রচেষ্টাতেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সঙ্ঘ (যার পরবর্তীকালে নাম হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) স্থাপিত হয় ১৯২৫ সালে। গোড়ার যুগে প্রায় দশ বছর এই পরিষদই

ছিল ঈশ্বর জ্ঞান।

১৯৩৫ সালে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ এগার বৎসর কাল তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী। ১৯৬৪ সালে ৮ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্রন্থাগারের দিক থেকে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী উভয়েই সুপরিচিত।

পরিষদের পক্ষ থেকে যখন 'নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা' প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয় তখন শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন এবং সযত্নে এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। এরপর ১৯৬৩ সালে কাকদ্বীপে বিশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হন নি। ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি সম্মেলনের কার্যাবলী গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর সভাপতির অভিভাষণটিতেও গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহের পরিচয় রয়েছে।

ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিদ্যার ডিপ লিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকাল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি দেশে ফিরে এসে সংস্কৃত কলেজে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার' প্রকাশিত হয়েছিল। সূচী নির্মাণে ভারতীয়দের সঠিক পদ্ধতি নিরূপণের জন্য পরিষদ যে আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন তিনি তাতে সভাপতিত্ব করেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে পাঠকদের জন্য হোস্টেল

সম্প্রতি কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে ৬ জন পাঠকের থাকার উপযোগী ছয় ঘর বিশিষ্ট একটি পাঠক-আবাস বা রিডার্স হোস্টেল খোলা হয়েছে। কলকাতার বাইরে থেকে আসা গবেষণামূলক কাজে লিপ্ত পাঠকদের কাজের সুবিধা হবে এই আবাসটি হওয়ায়।

কালনায় মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কালনায় একটি মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য ৫৩,০০০ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর মধ্যে ৪৫০০০ টাকা গ্রন্থাগারটি তৈরীর জন্য এবং বাকি টাকা বই ও আসবাবপত্রের জন্য খরচ করা হবে। স্থানীয় পৌরসভা এজন্য দশ কাঠা জমি দান করেছেন এবং কালনা মহকুমা শাসক গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। বর্তমানে কালনা মহকুমায় দশটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে। রাজ্য সরকার এই সব গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভবন নির্মাণের ও বই কেনার জন্য টাকা মঞ্জুর করেছেন।

কলকাতা আমেরিকান লাইব্রেরির নতুন ডিরেক্টর

মিস আনাডেলী রাইলীর স্থলে কলকাতার আমেরিকান লাইব্রেরির ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় এসেছেন মিসেস গ্রেস ডব্লিউ ব্যাঙ্কার।

উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার প্রদর্শনী

পশ্চিম বাংলার সুপ্রাচীন গ্রন্থাগার উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুরাতন সাময়িক পত্র, পুঁথি, চিঠিপত্র ইত্যাদির এক উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী গত জানুয়ারী (১৯৬৩) মাসে গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। দর্শকরা আসেন দূর দূর অঞ্চল থেকেও।

এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি জনসভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গ্রন্থাগারের অমূল্য গ্রন্থরাজির সংরক্ষণ ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ইহাকে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত করার দাবি জানান।

প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে সরকার এই গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন কিন্তু যে ভবনটিতে গ্রন্থাগার অবস্থিত উহার উপরিতল ভাড়া দেওয়া আছে বলে উহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত করা যায় নি।

১৮৫১ সালে স্থাপিত এই গ্রন্থাগারটি তদানীন্তন বাংলা তথা ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম গ্রন্থাগার। কবি মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, শ্রী অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রমুখ মনীষী বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থাগারে পদার্পণ করেছিলেন।

দীঘায় পূর্বাঞ্চলীয় কলেজ গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৬৩ ও ১৯৬৪

বৃটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ও আভিমেয়তায় গত মার্চ (১৯৬৪) সালে দীঘায় প্রথম কলেজ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা, বিহার ও আসাম থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। পশ্চিমবাংলার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনে যেসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেগুলি হচ্ছে কলেজ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, কলেজ গ্রন্থাগার পরিকল্পনা, কলেজ গ্রন্থাগার সংরক্ষণ, গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাব্যবস্থা, গ্রন্থ সংরক্ষণ, শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা, গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা ও প্রাপ্য সম্মান ইত্যাদি।

আলোচনায় যাঁরা যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জে বি ফার্গুসন, প্রমীলচন্দ্র বসু, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, আদিত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন কলেজ গ্রন্থাগার নিয়ে ইতিপূর্বে হয়নি। দীঘায় অনুষ্ঠিত দুটি কলেজ গ্রন্থাগার সম্মেলন (১৯৬৩ ও ১৯৬৪) ছিল সুপরিকল্পিত ও অভিজ্ঞ লোকদের নিয়ে পরিচালিত। ১৯৬৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে চারদিনের দ্বিতীয় সম্মেলনটি সম্পর্কে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় লিখেছিলেন শ্রীমতী সুচিত্রা ঘোষ (গঙ্গোপাধ্যায়) ('গ্রন্থাগার' চৈত্র ১৩৭১ দ্রঃ)। দ্বিতীয় সম্মেলনটির উদ্বোধন করেছিলেন পঃ বঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা দপ্তরের মুখ্য পরিদর্শক নিখিলরঞ্জন রায়। উদ্বোধনী ভাষণের পর ব্রিটিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ গার্ডনারের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন মিঃ ম্যাকেঞ্জী স্মিথ। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জানাবার পর প্রথম কার্যকরী অধিবেশন শুরু হয়। প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল 'কলেজ গ্রন্থাগার-তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা'।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রধান গ্রন্থাগারিক মিঃ ফার্গুসন তাঁর প্রবন্ধে কলেজ গ্রন্থাগার গুলির বর্তমান পরিস্থিতির এক সুন্দর বিবরণ দেন। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের আদর্শ ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানান্বেষ সাধন করা বিষয়ে গ্রন্থাগারের যে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে সে বিষয়ে সুবিবেচনার জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি আবেদন জানান; বই ও উপযুক্ত কর্মীর বিভাগটি ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অধীন। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় গ্রন্থাগারিকের কাজে বহু বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক বিমলকুমার দত্ত গ্রন্থাগার কর্মীর কর্তব্যনিষ্ঠার কথাও যোগ করেন। ভাগলপুর টিএনবি কলেজের অধ্যাপক টি এন বি সিংহ শিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেন। বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী ও হরেকৃষ্ণ দত্ত এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল 'কলেজ গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা'। মিঃ ফার্গুসন আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন, কর্ম বৈশিষ্ট্যের জন্য গ্রন্থাগার ভবনটিও নির্মানকালে কিছু বিশেষত্ব দাবী করে। এর জন্য নতুন পরিকল্পনার সময় গ্রন্থাগারিকের এক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। এর সমাধানকল্পে তিনি এক আদর্শ গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। আলোচনায় যোগদান করেন বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বিমল কুমার দত্ত, ও প্রবীর রায় চৌধুরী। তাঁদের ভাষণে ইউ জি সি পরিকল্পনায় কলেজ গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয় বরাদ্দের উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়। গ্রন্থাগারিকদের যথোচিত পদমর্যাদা না থাকায় তাঁদের মতামতের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না সে কথাও ব্যক্ত করা হয়।

রাজা পিয়ারীমোহন কলেজের (উত্তরপাড়া) গ্রন্থাগারিক হরেকৃষ্ণ দত্ত পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগারের সমস্যার বিষয়টি তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল পাঠ্যপুস্তক বলতে পাঠ্যতালিকা ভুক্ত বই বোঝায়। সাধারণ ছাত্রসমাজ পাঠ্যপুস্তকের অভাবে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তাদের অভাব দূরীকরণের প্রশ্নটির আজও কোন সমাধান হয়নি। ইউ জি সি পরিকল্পনায় কলেজ গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আবেদনকারী অনেক কলেজই প্রথম কিস্তির ৫ হাজার টাকা পেয়েছে। কিন্তু একে কার্যকরী করার প্রধান বাধা উপযুক্ত কর্মীর অভাব। গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর এই যে অতিরিক্ত কর্মের ভার এ বিষয়ে অধিকাংশ কলেজ কর্তৃপক্ষ উদাসীন। ইউজিসি পরিকল্পনাতে বই কেনা ছাড়া অন্য কোন সাহায্যের দায়িত্ব নেই। ফলে এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেনি। তারপর পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের প্রশ্নটিও অত্যন্ত জটিল। সাধারণত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পুস্তক নির্বাচন করেন। কিন্তু দেখা গেছে পাঠ্য পুস্তকের তুলনায় অন্যান্য পুস্তক বেশি গুরুত্ব পায়। আলোচনায় রাজা পিয়ারীমোহন কলেজের অধ্যাপক এস কে মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের সহায়তায় পাঠ্যপুস্তক বিভাগটি পরিচালনার পরামর্শ দেন। প্রতিবাদে প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, বর্তমানে বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে চলেনা। এর জন্য উপযুক্ত বেতনভুক কর্মীর প্রয়োজন। তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের Text book loan scheme টির উচ্চ প্রশংসা করেন। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন প্রশ্নে ভদ্রক কলেজের অধ্যাপক এস এস রায় বলেন যে, পাঠ্যপুস্তক অনেক সময়ই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রে পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বই কেনাই বিবেচকের পরিচয়। শ্রীরায়ের মতের বিরুদ্ধে অনেকেই বলেন যে, বর্তমানে গ্রন্থাগারে পাঠ্য পুস্তকের অপর্যাপ্ততা একটি সমস্যা, প্রয়োজনীয় বই-এর কপি বাড়িয়ে ছাত্রদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানে তাদের প্রকৃত উপকার করা হয়। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বই না কেনাই ভাল।

তৃতীয় অধিবেশনের বিষয়—'গ্রন্থাগারিকের সহযোগিতা'। জীবানন্দ সাহা ও ফণিভূষণ রায় বিভিন্ন দিক হতে বিষয়টি আলোচনা করেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলি যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন তার সমাধানের জন্য পরস্পরের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আন্ত-গ্রন্থাগার বই লেনদেন, ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রভৃতি অর্থ ও বই এর পর্যাপ্ততার সমস্যার আংশিক সমাধান করতে পারে। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে বিজয়া নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, প্রতিবেশী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে গ্রন্থ, ফলদানের বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। অনেক সময়ই দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান বইগুলি গ্রন্থাগারভবনে বিশেষ দায়িত্বের সঙ্গে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী গ্রন্থাগারে (যেখানে তাঁর প্রয়োজনীয় বইটি আছে) গিয়ে তার কাজ করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান, সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সব কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তার পাঠকক্ষ ব্যবহারের সুবিধা দেয়। ইউনিয়ন ক্যাটালগ জটিল ও ব্যয় সাপেক্ষ হলেও এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আন্তঃগ্রন্থাগার গ্রন্থ-ঋণ পরিকল্পনার সঙ্গেই ইউনিয়ন ক্যাটালগের প্রশ্নটি জড়িত। অপর গ্রন্থাগারের সম্পদকে জানবার প্রধান উপায় ইউনিয়ন ক্যাটালগ।

পরদিন চতুর্থ অধিবেশনে রমলা মজুমদার 'গ্রন্থাগার সংগঠন ও প্রচার' বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন, সুন্দর মনোগ্রাহী পরিবেশে পাঠকমন সহজে আকৃষ্ট হয়। গ্রন্থাগারিক তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারে সহকর্মীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা লাভ করতে পারেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মকুশলতার উপর গ্রন্থাগারের উন্নতি নির্ভরশীল। গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও যত্ন থাকা দরকার। পাঠকক্ষ সুসজ্জিত হলে পাঠকমন সহজে গ্রন্থের দিকে আকৃষ্ট হবে।

রামকৃষ্ণমিশন আবাসিক কলেজের (নরেন্দ্রপুর) গ্রন্থাগারিক জগদীশ চৌধুরী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকে 'Open access system' এর সুফলতার কথা বলেন। গত ৩ বছর ধরে নরেন্দ্রপুর কলেজ গ্রন্থাগারে Open acess নিয়ম চালু রয়েছে। ছাত্ররা এ ব্যবস্থায় নিজেদের প্রয়োজনানুসারে বই বাছার সুযোগ পায়। তাদের পাঠেচ্ছা ও গ্রন্থাগারের প্রতি দায়িত্ব ক্রমশই বেড়েছে। হিসেবে দেখা গেছে হারানো বইয়ের জন্যও তারা দায়ী নয়। গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা প্রায় ১১০০ আর গ্রন্থাগার কর্মী ১০ জন।

পঞ্চম অধিবেশনের বিষয় ছিল, 'বই ও পত্র-পত্রিকাদি ক্রয়'। মিঃ ফার্গুসন আলোচনার সূচনা করেন। বই এর জন্য বরাদ্দ টাকার যাতে সম্পূর্ণ ব্যবহার হয় সে বিষয়ে মনোযোগ দেবার কথা তিনি বলেন। বই-ই গ্রন্থাগারের প্রধান সম্পদ। সুতরাং নির্বাচন অতি ধীর মস্তিষ্কে পক্ষপাতশূণ্য দৃষ্টিতে করতে হয়। বই-এর বাজার সম্বন্ধেও গ্রন্থাগারিককে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। বিব্লিওগ্রাফি, book news, প্রভৃতি তাঁর আয়ত্তাধীন থাকবে। প্রসঙ্গটি আলোচনাকালে গ্রন্থাগারিকের বই নির্বাচনে ভূমিকাহীনতার কথা বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী অধ্যাপকেরা ক্ষমতাবলে নিজ বিভাগের জন্য বেশি টাকা মঞ্জুর করান। ফলে অন্যান্য বিভাগ দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ গ্রন্থাগারিক সহজেই বই-এর চাহিদা অনুসারে পুস্তক তালিকা তৈরী করতে পারেন। ষষ্ঠ অধিবেশনে এডওয়ার্ড সিডনীর - 'গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি'র উপর রেকর্ড করা ভাষণ শোনানো হয়।

তৃতীয় দিনে সপ্তম অধিবেশনে রমলা মজুমদার 'সূচীকরণ ও বর্গীকরণ' এর উপর আলোচনার সূত্রপাত করেন। উপযুক্ত কর্মীর অভাব সমস্যার সমাধান হিসেবে তিনি সংক্ষিপ্ত সূচীর কথা বলেন। এছাড়া কার্ডের পরিবর্তে সীফ ক্যাটালগ (Sheaf catalogue) এর সুবিধার কথাও বলেন। বর্গীকরণ সম্পর্কে তিনি সুবিধানুযায়ী 'ডিউই স্কিম' এর অদলবদলের পরামর্শ দেন। আলোচনাকালে বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত সূচীর ক্ষেত্রে কেবল লেখক ও বইয়ের নাম যুক্ত করতে বলেন। কিন্তু প্রবীর রায় চৌধুরী ও অন্যান্যরা গ্রন্থ প্রকাশ তারিখটিও এর সঙ্গে যুক্ত করতে বলেন। তাঁরা আরও বলেন, DC Scheme-এর পরিবর্তনের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত হলেও DC কমিটির নিয়মানুযায়ী এ ধরনের পরিবর্তন আইনসঙ্গত নয়।

'পাঠকদের পরিচালনা' এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করেন বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রাবস্থা হতে পাঠের নিয়মানুশীলন প্রয়োজন। একাগ্রতা ও নিষ্ঠা পাঠের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। নীরব পাঠ গ্রন্থাগারের শান্ত পরিবেশের জন্য অত্যন্ত দরকার। কিন্তু বাল্যকাল থেকে এ নিয়মের সঙ্গে অভ্যস্ত না থাকায় কলেজ গ্রন্থাগারে অনেক সময় অন্যান্য পাঠকের অসুবিধা হয়। আবার পাঠ্য তালিকার বাইরেও যে জ্ঞানের জগৎ ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে পাঠক মনের পরিচিত করার চেষ্টাও গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কাজ। নানান বিষয়ের ছবির বইয়ের মধ্য দিয়ে সুকুমার মস্তিষ্কদের সহজে আকর্ষণ করা যায়। এ বিষয়ের উত্তর মজঃফরপুর এম ডি ডি এম কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বসু বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্য পুস্তকের চাপ এত বেশী যে তারপর ছাত্রদের নিজ ইচ্ছামত পড়বার সুযোগ

খুবই কম থাকে। এছাড়া গ্রন্থাগারের সময় ও কলেজের ক্লাস চলাকালীন সময় এক। উপযুক্ত কর্মীর অভাব বা আর্থের প্রতিকূলতার জন্য অতিরিক্ত সময় গ্রন্থাগার খোলা রাখা সম্ভব নয়। এই আলোচনায় প্রদ্যোৎকুমার রায় ও টি এন বি সিংহ অংশগ্রহণ করেন।

অষ্টম অধিবেশনে দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগারিক দধিন্দর চৌধুরী বই নির্বাচনের উপর তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারপর ঐ কলেজের শ্রী চন্দ্র পাঠাভ্যাসের উপর এক সুন্দর বক্তৃতা দেন। তিনি বর্তমান পাঠকদের পাঠরুচিতে পরিবর্তনের উপর জোর দেন। আগে ক্লাসিক বা অ্যাডভেঞ্চারের সাহিত্য রস ও বিষয় বৈচিত্র্য কিশোর মনকে আনন্দ দিত। কিন্তু আজকাল সাধারণ পাঠের অনুপাত বেড়ে গেলেও ছোট বৈজ্ঞানিক উপন্যাস, হালকা কবিতা, গল্পই বেশি সমাদর পায়। ক্লাসিকের প্রতি বিরূপতার প্রশ্নটি তিনি গ্রন্থাগারিকদের দৃষ্টি পথে আনেন। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারিকের স্থায়ী অবদান কি? আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মিঃ ফার্গুসন, ফণিভূষণ রায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত রায় প্রমুখ। ক্লাসিক পাঠের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও সময়ের অভাবের কথা বলা হয়। এর বিকল্পরূপে চিত্র সম্বলিত সংক্ষিপ্ত ক্লাসিকের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা স্বীকৃত হয় যে মূল গ্রন্থের রস সংক্ষিপ্ত বইয়ে পাওয়া যায় না। প্রদ্যোত রায় বলেন, বর্তমানে পৃথিবী হতে 'বিস্ময়' শব্দটি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। চাঁদের রহস্যও আজ আমাদের অবাক করতে পারে না। ইতিহাসের ধারানুসারে সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পাঠরুচির গতি ও প্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকের সামাজিক অবদানের প্রশ্নে ফণিভূষণ রায় বলেন, গ্রন্থাগারিক বিব্লিওগ্রাফি, অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর চিরস্থায়ী অবদান মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারে রেখে যাচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের নাম মুদ্রিত না থাকায় গ্রন্থাগারিকের অবদান প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত থেকে যায়।

নবম অধিবেশনের বিষয় ছিল 'বই সংরক্ষণ'। দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী। তিনি বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের বই সংরক্ষণ বিভাগটি এ বিষয়ে দেশের সকল গ্রন্থাগারকে সাহায্য দিয়ে থাকেন। এরপর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় বিষয়টির উপর প্রবন্ধ পড়েন। এছাড়া 'গ্রন্থাগারিকতা' ও শিশু গ্রন্থাগারের উপর মিঃ এন.আর. ম্যাকলেডিন ও মিস চেম্বার্সের রেকর্ড করা ভাষণ শোনানো হয়। দশম অধিবেশনের বিষয় ছিল, 'কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়নে গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা'। আলোচনার সূত্রপাত করেন বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর রায় চৌধুরী। গ্রন্থাগার পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি। গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করাও পরিষদের অন্যতম আদর্শ। উপযুক্ত কর্মী ব্যতীত পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। কলেজ গ্রন্থাগারের কতকগুলি বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতিতে পৃথক সংগঠন পরিচালনা করা খুবই কঠিন। বৃটেনে এরূপ পৃথক পরিষদ না থাকাতেও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যার সমাধান স্বাভাবিক ভাবেই হচ্ছে। আলোচনাকালে প্রদ্যোতকুমার রায় কলেজ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এরপর ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যবিবরণ ও পরিচয় দেন তাঁদের মুখপাত্রগণ। ইউ জি সির ও পে-কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে সুপারিশগুলির এক বিবরণ দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক প্রমীলচন্দ্র বসু।

একাদশ অধিবেশনে প্রমীলচন্দ্র বসু 'কলেজ' গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা ও পদমর্যাদা'র উপর তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের পূর্ব ইতিহাসের পর তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ দেন। রিফ্রেসার কোর্স (Refresher Course) এর কথাও তিনি বলেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি যোগ্য মর্যাদালাভে বঞ্চিত। ইউ জি সি পরিকল্পনায় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা লেকচারারদের সমতুল্য বলে যে সুপারিশ করা হয়েছে কার্যত তার প্রয়োগ খুবই কম। আলোচনায় বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, প্রদ্যোত কুমার রায় ও এন টি বি সিংহ যোগ দেন। ইউ জি সি পরিকল্পনার সঙ্গে পে-কমিটির সিদ্ধান্তের অমিল দেখা যায়। সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকের ন্যূনতম যোগ্যতার প্রশ্নটিও আলোচিত হয়। গ্রন্থাগারের অন্য কর্মীর স্বার্থও যথোচিত বিবেচনার দাবী রাখে। দ্বাদশ অধিবেশনে সম্মেলনের সমাপ্তি। প্রস্তাব গ্রহণের পর প্রতিনিধিদের পক্ষ হতে প্রমীলচন্দ্র বসু বৃটিশ কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের এই সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে মেলামেশা ও চিন্তার বিনিময় ছাড়াও দৈনন্দিন কাজকর্মে উদ্ভূত টুকিটাকি নানান বিষয়েও আলোচনা হয়। এই ধরনের অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যে সংযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে বৃত্তির দিক থেকে তার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনেক। এই ধরনের সম্মেলন মাঝেমাঝে হওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন অনেকে।

(ক্রমশঃ)

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কাউন্সিল সভার কার্য বিবরণী

তারিখ ১৮ই জুন, ২০০৬, সময় ঃ বেলা ১টা, স্থান ঃ পরিষদভবন

আলোচ্য বিষয়সূচী

১। বিগত কাউন্সিল সাধারণ সভার কার্য বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

২। ২০০৬-২০০৭-এর বাজেট অনুমোদন

৩। ২০০৬-২০০৭-এর কর্মসূচী

৪। ২০০৬-২০০৭-এর জন্য Auditor নিয়োগ

৫। সভাপতির অনুমতি ক্রমে কোন বিষয়ের উপর আলোচনা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। সভার শুরুতে বিগত কাউন্সিল সভা থেকে এ পর্যন্ত যে সকল ব্যক্তিত্ব প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এঁদের মধ্যে আছেন প্রয়াত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হিন্দী সাহিত্যিক মুকুল রাজ আনন্দ ও লেখিকা ও সমাজসেবিকা কনক মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী ভি বালসারা, বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য আন্দোলনের ব্যক্তিত্ব সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অনিল বিশ্বাস, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গণিখান চৌধুরী ও ডাঃ রনজিত কুমার পাঁজা, লোকসভার সদস্য মেহমুদ জাহেদী, পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব ও সহ-সভাপতি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদের প্রাক্তন সহসভাপতি ও শিক্ষক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ গ্রন্থাগারিক শান্তিপদ ভট্টাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক সুশীল কুমার চ্যাটার্জী, বাঁকুড়া বীণাপানি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক করুণকেতন ভট্টাচার্য, কুচবিহার জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও জেলা গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা মনোরঞ্জন দে, নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও জেলার পরিষদ ও কর্মীসমিতির প্রাক্তন সভাপতি অলক দত্ত, মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী আবদুস সামাদ আলী চৌধুরী, পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রী ও স্বেচ্ছাকর্মী চৈতালী দত্ত প্রমুখ। এছাড়া দেশ বিদেশের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রয়াত গুণীজন ও দেশরক্ষায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে শোক জ্ঞাপন করা হয় ও এঁদের সকলের শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

১। এরপর বিগত কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। আলোচনার পর ঐ কার্য বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২। ২০০৬-২০০৭ সালের বাজেট সভায় পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ পুলক কর। এর পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন—

দেবব্রত কুণ্ডু (হাওড়া) ঃ যে জেলা সদস্য বেশী সংগ্রহ করতে পারবে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য Incentive দেওয়া যেতে পারে।

অমল দে (জলপাইগুড়ি) ঃ এই ধরনের Incentive দেওয়া উচিত নয়।

রফিকুল (দঃ ২৪ পরগনা) ঃ Incentive না দেওয়ার পক্ষে কথা বলেন।

সুব্রত ভট্টাচার্য (মালদহ) ঃ Incentive দেওয়ার স্বপক্ষে বলেন।

গৌতমকুমার পতি (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ জেলা কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা দরকার।

নবীনউদ্দীন আহমেদ (মুর্শিদাবাদ) ঃ পরিষদের পক্ষ থেকে সদস্য পদ নবীকরণ করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া দরকার। তিনি জানান যে গ্রন্থাগার কর্মী আবদুল সামাদ আলী নিহত হয় এবং চৌধুরী বদরুল কামাল অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। তিনি জেলার grant বাড়ানোর কথা বলেন।

সুনীল মাহাতো (পুরুলিয়া) ঃ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা যদি জেলার মিটিং-এ বেশী করে যান এবং কাউন্সিল মিটিং যদি বেশী হয় তবে ভাল হয় এবং জেলা গুলির উন্নতি হবে। তিনি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উপর Incentive দেওয়ার কথা বলেন।

সাত্যকী চৌধুরী (হুগলী) ঃ Incentive দেওয়ার বিরোধিতা করেন, এবং জেলা কমিটিগুলির নিজেদের উদ্যোগে সদস্য সংখ্যা বাড়ানো উচিত।

গৌতম কুমার পতি (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ District লাইব্রেরীতে

software uniformly ব্যবহার করছে। এই software সব গ্রন্থাগারে অর্থাৎ সাধারণ গ্রন্থাগার, কলেজ ও University তে ব্যবহার হওয়া দরকার। এখানে বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় software থাকলে ভাল হয়। সাংগঠনিকভাবে উদ্যোগ নিয়ে বর্ধমান জেলা যেভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ঘটাচ্ছে সে ভাবে উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

বিমল চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা) ঃ বাজেটে ২০০৫-২০০৬ দেওয়া হল কেন?

বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ Building Maintainance 75000 টাকা কেন? Telephone Bill দু জায়গায় কেন?

কোষাধ্যক্ষ পুলক কর জানান যে General Maintenance and Computer Education আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

বিমল শুর (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ Salt Lake-এর Building বাজেটে দেখানো নেই।

সুব্রত ভট্টাচার্য (মালদহ) ঃ সদস্য চাঁদা বিগত বার্ষ ১,৩১,০০০ থেকে কম ধরা হল কেন?

পুলক কর (কোষাধ্যক্ষ) ঃ ছাত্রভর্তির কারণে সদস্য চাঁদা ১৫০ টাকা এসেছিল। এবার ১টা session টাকা যোগ হবে, ফলে ১৫০ টাকা হবে।

হরনাথ ঘোষ (বর্ধমান) ঃ গ্রন্থাগার পত্রিকায় নতুন প্রকাশনার খবর থাকলে ভাল হয়।

আশুতোষ পাল (দক্ষিণ দিনাজপুর) ঃ School/College BLA-এর Member হয় না। School-এ লাইব্রেরীও হচ্ছে না। Public Library তে পাঠক কম আসছে। জেলা গ্রন্থাগারে শুধু ছাত্র সদস্য বাড়ছে। School-এ লাইব্রেরী করা দরকার।

দেবব্রত কুণ্ডু (হাওড়া) ঃ গত বছর সদস্য চাঁদা বেশী আদায় হয়েছে। জেলাগুলি উদ্যোগ নিয়েছে। Computer প্রশিক্ষণে ঘাটতি হচ্ছে। মনে হয় যারা চাকুরীহীন তাদের যদি Placement এর ব্যবস্থা করা যায় তবে বেশী লোক পড়তে আসবে।

তমাল দে (জলপাইগুড়ি) ঃ সাংগঠনিক উদ্যোগ ছাড়া সদস্য বাড়ানো যায় না।

হরনাথ ঘোষ (বর্ধমান) ঃ সাংগঠনিক উদ্যোগ ছাড়া সদস্য বাড়ানো যায় না।

সুব্রত ভট্টাচার্য (মালদহ) ঃ যে জেলা যে রকম performance করবে তার উপর ভিত্তি করে grant দিলে ভাল হয়।

৩। **২০০৬-২০০৭-এর কর্মসূচী ঃ** কর্মসচিব ইতিমধ্যে যে অনুষ্ঠানগুলি নির্ধারিত হয়ে আছে সে সম্পর্কে বলেন।

ক) আগামী ২৪ শে জুন ২০০৬ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিকাল ৫টায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে নবনির্বাচিত জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী **শ্রী তপন রায়** এবং রাজ্যসভায় নবনির্বাচিত সদস্য এবং পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি **ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়** কে সংবর্দ্ধনা দেওয়া হবে।

খ) **গ্রন্থাগারিক দিবস, ২০০৬ ঃ** আগামী ১৩ই অগাষ্ট, ২০০৬ মালদহে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঐ জেলার উপনির্বাচন থাকার জন্য ঐ জেলায় অনুষ্ঠান হবেনা। ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়ার সঙ্গে কথা চলছে।

গ) সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের জন্য পূর্ব **মেদিনীপুর জেলায়** আগামী ১৭ই জুলাই, ২০০৬ **Refresher Course** হবে। দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের কোর্স এখনও হয়নি। পরবর্তী বছরের জন্য কর্মসূচী নেওয়া দরকার।

নূতন কর্মসূচী

ক) ৭১তম বার্ষিক সাধারণ সভা।

খ) **৪৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, মুর্শিদাবাদ** জেলায় হওয়ার জন্য কথাবার্তা চলছে।

গ) ২০০৭-এ সম্মেলন করবার জন্য **খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগার** কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে প্রস্তাব দিয়েছেন।

ঘ) পরিষদের নির্ধারিত স্মারক বক্তৃতা যেমন, রাজকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা, তিনকড়ি দত্ত ও নীহাররঞ্জন রায় স্মারক বিশেষ বক্তৃতা করা যেতে পারে।

ঙ) আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৬ গ্রন্থাগার দিবস পালন।

চ) পরিষদ নির্ধারিত বিভিন্ন স্মারক পুরস্কার প্রদান।

ছ) জেলাশাখার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানগত ও ব্যক্তিগত সদস্য সংখ্যা বাড়ানো।

জ) যে সব জেলায় Refresher Course হয়েছে, সে সব জেলায় অগ্রগতি কেমন হয়েছে তার মূল্যায়ণ করা।

ঝ) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা আন্দোলন করা এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে বসা দরকার।

কর্মসূচী সম্পর্কে অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার বলেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিষদের ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা নিয়ে PLEA ও BLA-এর যৌথ convention করা দরকার। গ্রন্থাগার মন্ত্রীর কাছে যৌথভাবে ডেপুটেশন দেওয়া দরকার। জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর

ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মধ্যে কি ভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় সেটা ভাবা দরকার। স্কুল লাইব্রেরীর বিষয়ে কিছু হয় নি। এ বিষয়ে মন্ত্রীর কাছে Deputation দেওয়া দরকার। স্কুলে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে School Service Commission মাধ্যমে করার ব্যবস্থা করা দরকার। কলেজ লাইব্রেরী CSC মাধ্যমে নিয়োগে ব্যবস্থা হচ্ছে। NET এর মত রাজ্যের ক্ষেত্রে SLET-এর ব্যবস্থা করা। এজন্য উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী, West Bengal Higher Education Council. এর সঙ্গে কথা বলতে হবে। জেলাগুলোকে এই সব Programme এর কথা জানানো, জেলায় Metting করে সমন্বয় বৃদ্ধি করা দরকার।

এপ্রসঙ্গে **শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী** বলেন — গত ২৭ জানুয়ারী, ২০০৬ PLEA ও BLA এর যৌথ আলোচনা হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য Job chart এবং সাধারণের গ্রন্থাগারের Function সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার। গ্রন্থাগারিক দিবস হাওড়ায় করা যায় কিনা দেখা হবে। শূণ্য পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। সাধারণের গ্রন্থাগারকে নবসাক্ষরদের উপযোগী করা দরকার। Die in harness-এর চাকরীর ব্যবস্থা করা। সাধারণের গ্রন্থাগারের কর্মীদের ভাঙ্গা মাসের সমস্যা সমাধান করা, ১১৪ টা Primary Unit Library-এর Upgradation হয়েছে, কিন্তু Additional Part দেওয়া হয় নি। DLO অফিস গুলোর যথাযথ পরিকাঠামো নেই। এর ব্যবস্থা করা দরকার।

নিয়োগ এর প্রসঙ্গে কর্মসচিব জানান যে সাধারণ গ্রন্থাগারে সম্প্রতি ৩৪৪ পদে নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এ পদ সমূহে নিয়োগের কাজ ত্বরান্বিত করা দরকার। নতুবা পরবর্তী নিয়োগের কাজটি বিলম্বিত হয়ে যাবে। আসন্ন গ্রন্থাগার দিবসে কি বিষয়ের উপর আলোচনা হবে তা সভার কাছে জানতে চান।

যতীন্দ্রনাথ শতপথী (কলকাতা) সাধারণ গ্রন্থাগারে computerization কেন দরকার এবং তার মান কি হবে।

রামকৃষ্ণ সাহা বলেন তথ্যের অধিকার প্রয়োগে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে একবিংশ শতাব্দীতে তথ্য পরিষেবায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

বিমল চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা) ঃ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আর একটি Council করা যায় কিনা দেখা দরকার।

৪। ২০০৬-২০০৭ সালের আয়ব্যয়ের হিসাব Audit করবার জন্য George Read & Co. এর নাম প্রস্তাবিত হয়। সভায় ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

উপস্থিত সকল সদস্য ও সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সার্ট.লিব.এস সি. ২০০৬ সালের পরীক্ষার ফলাফল

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ সার্ট লিব এস সি পরীক্ষা, ২০০৬-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়। মোট ১২৩ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১১০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৬৯ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং ৪১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে জোনাকি বসু রায়, শোভন চ্যাটার্জী ও গার্গী চৌধুরী।

হাসতে যাদের মানা, পড়তে তাদের মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জামুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্তমান লেখকগণ।

বুক পোস্টে সাত কপি পত্রপাঠ *দাম: মাত্র ৮ টাকা*

98300 52182
92315 59717

১০ ডে, কার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই দেওয়া যায়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

মেমারি মিলন সঙ্ঘ টাউন লাইব্রেরী

মেমারি, বর্ধমান

মিলন সংঘে ভাই ফোঁটার মিলন মেলা

গত ২৪ শে অক্টোবর ২০০৬ মেমারি মিলনসংঘ শহর গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির মেল বন্ধনের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক অনুষ্ঠান ভাইফোঁটা উপলক্ষে শুভকামনায় বোনেরা ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিল।

এই শুভদিনে এক জলুষমুক্ত সামাজিক লক্ষ্যে সমাজের অবহেলিত বঞ্চিত ভাইয়ের কপালে স্নেহ-চন্দন চর্চিত ফোঁটা দেওয়া ও পাওয়ার অনুষ্ঠানটির মূল আয়োজক মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার ও পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, মেমারি শাখা।

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেমারির বিধায়ক। অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০ জন শিশুসহ ১০০ জনের উপস্থিতিতে সকলেই একে অপরকে ফোঁটা দেওয়ার আনন্দে মেতে ওঠেন। সকলের যৌথ প্রয়াসে এই সামাজিক অনুষ্ঠান ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারে করার ভাবনা আলোচিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী রূপনারায়ণ রায়

মেমারি শহর গ্রন্থাগারের পৃথক শিশু বিভাগ উদ্বোধন

মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের উদ্বোধন হল ৩রা সেপ্টেম্বর ' ০৬। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেমারির বিধায়িকা।

প্রায় হাজার খানেক বই, বিজ্ঞানের নানা মডেল, চার্ট, ম্যাপ এই শিশু বিভাগের কক্ষে স্থান পেয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তাঁর ভাষণে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এই শিশু বিভাগ তৈরীর জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। পড়ুয়াদের চাহিদামতো বই সংগ্রহের জন্য তিনি অর্থের যোগান দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন।

শিশু, কিশোর, কিশোরী ও তাদের অভিভাবক / অভিভাবিকা, বিশিষ্ট অতিথিবর্গ, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী, সদস্য, অসংখ্য গুনমুগ্ধ ও সংস্কৃতি রুচিবান মানুষের উপস্থিতিতে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী রূপনারায়ণ রায়

চন্দননগর পুস্তকাগার

বাগবাজার, জি.টি. রোড, পোঃ চন্দননগর, জেলা হুগলী

চন্দননগর পুস্তকাগারের সদস্য কুন্তলা চৌধুরীর 'সবারে করি আহ্বান উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে গ্রন্থাগার দিবসের 'পাঠক সমাবেশ' সভা শুরু হয়। ৫০ জনের বেশী পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত হয়ে গ্রন্থাগার বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। চন্দননগর গোন্দলপাড়া সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী শচীন মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় সংস্থা ELLA (English Language Lovers Association) র সম্পাদক শ্রী শংকর ঘোষ বর্তমান প্রজন্মের গ্রন্থাগার ব্যবহার-এর প্রতি অনীহার কারণ ও তার সমাধানের উপর আলোকপাত করেন। গ্রন্থাগারের সদস্য ক্যামেলিয়া সুর রবীন্দ্রনাথ এর "লাইব্রেরী" প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠ ও দুই জন তরুণ সদস্যের পরিবেশিত সংগীত সভার সকলের প্রশংসা অর্জন করে। চন্দননগর পুস্তকাগারের পরিচালন-সমিতির সভাপতি শ্রী বীরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিজ্ঞ বক্তব্য সকলকে আকৃষ্ট করে।

উল্লেখ্য এই দিন সভার শেষে সভ্য-সভ্যাদের জন্য দেড় শতাধিক নতুন পুস্তক ইস্যু করা হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী স্বপ্না ব্যানার্জী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আরামবাগ মহকুমা, হুগলী জেলা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা উপসমিতির উদ্যোগে ও রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় আরামবাগের রামমোহন মঞ্চে ২০শে ডিসেম্বর ২০০৬ বেলা ১টায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মহকুমার প্রায় সব গ্রন্থাগারের কর্মী এবং কয়েকজন পরিচালন সমিতির সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণ করেন রামমোহন পাঠাগারের কেশকিছু ব্যবহারকারী। অনুষ্ঠানে ব্যবহারকারীদের জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের উপর প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, গ্রন্থাগার কর্মী ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের জন্য কবিতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। ২০০০ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৬ এর নভেম্বরের মধ্যে অবসর নিয়েছেন আরামবাগ মহকুমার এমন ১১ জন গ্রন্থাগার কর্মীকে এই অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বর্তমানে সমাজে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গুরুত্ব ও গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন হুগলী জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অরুণাভ ভৌমিক ও গোঘাটের বিধায়ক শ্রী নিরঞ্জন পন্ডিত।

প্রতিবেদক — শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

কাকদ্বীপে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

গত ২০ শে ডিসেম্বর ২০০৬ কাকদ্বীপে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হল গ্রন্থাগার দিবস। প্রথম অনুষ্ঠানটি হয় স্থানীয় সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমিয় কুমার মাইতি। অনুষ্ঠানে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক অশোককুমার পট্টনায়ক, মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নীহারেন্দু দত্ত, আঞ্চলিক ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক ও সমাজসেবক শ্রী সন্তোষকুমার বর্মণ ও স্থানীয় বিদ্যাসাগর পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী দীপক কুমার মাইতি। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার-দর্শন সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। অধ্যাপক অশোককুমার পট্টনায়ক সরকার পোষিত জন-গ্রন্থাগার গুলি ছাড়াও ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও লাইব্রেরীগুলিও কিভাবে সাধারণ গ্রন্থপিপাসু ও তথ্যানুসন্ধানীদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে সে বিষয়ে তাঁর মনোজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেন। গবেষক শ্রী সন্তোষকুমার বর্মণ-এর বক্তব্যে ছিল পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইতিহাস চেতনা ও বিবিধ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার এক মনোগ্রাহী প্রয়াস। বিদ্যাসাগর পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক ও এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শ্রী দীপক কুমার মাইতি জন-গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তাঁর পাঠাগারের পাঠক-চাহিদা অনুসারী বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন। পূর্ণ-কক্ষ এই সভা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করে।

দিনের দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি হয় স্থানীয় কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন-এ। একটু ভিন্নভাবে পালিত হয় এই অনুষ্ঠান। বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে ঘুরে ঘুরে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয় এবং ধরা বাঁধা পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও পাঠস্পৃহা ও গ্রন্থাগার অভিমুখীনতা জাগিয়ে তোলার দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রী নীহারেন্দু দত্ত, স্থানীয় বিদ্যাসাগর পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী দীপক কুমার মাইতি ও আঞ্চলিক ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক শ্রী সন্তোষ কুমার বর্মণ মহাশয়। দ্বিতীয় পর্বের এই অনুষ্ঠানে প্রতি শ্রেণীকক্ষে সঞ্চালক হিসাবে উপস্থিত ও মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

প্রতিবেদক — শ্রী নীহারেন্দু দত্ত

২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস" উদ্‌যাপন

পুরুলিয়া জেলা

গত ২০ শে ডিসেম্বর'০৬ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ভাবে "গ্রন্থাগার দিবস" উদ্‌যাপিত হয় জেলা গ্রন্থাগার ভবনে। জেলা গ্রন্থাগার থেকে প্ল্যাকার্ড সহ বই হাতে মিছিল পুরুলিয়া শহর পরিক্রমা করে আবার গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে মিছিল শেষ হয়। বই হাতে মিছিলে গ্রন্থাগার প্রেমী, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক, কলেজ গ্রন্থাগারিক, স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী ও গ্রন্থাগারকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে শুরু হয় আলোচনা সভা। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধায়ক তথা বি.এল.এ.র জেলা শাখার সভাপতি নিখিল মুখার্জী। এছাড়াও সম্মানীয় অতিথি ছিলেন বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির রাজ্য কমিটি সদস্য শ্রী প্রদীপ রায়। উভয়ের বক্তব্যে জেলার গ্রন্থাগারে সামগ্রীক উন্নয়ন, গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়ন ও প্রতিটি গ্রন্থাগারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রন্থাগারকে তথ্য সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়াও কর্মী সমিতির সম্পাদক, সভাপতি যথাক্রমে সতীশ মাহাত ও হেমন্ত গোস্বামী এবং বি.এল.এ.র সম্পাদক শ্রী সুনীল মাহাত তাঁর আলোচনায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রসারিত করার কথা তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক গ্রন্থাগার প্রেমী উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী মৃণালকান্তি মণ্ডল

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গার গ্রন্থাগার দিবস পালন

স্তালিন পাঠাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কোচবিহার জেলা কমিটির পরিচালনায় গত ২০ শে ডিসেম্বর ২০০৬ কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্তালিন পাঠাগারে কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৮টায় "সকলের জন্য গ্রন্থাগার" এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও এলাকার গ্রন্থাগারপ্রেমীদের নিয়ে এক কর্মাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, অঙ্কন, সংগীত, ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৪টায় কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র চন্দ প্রদীপ জ্বালিয়ে "গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য" আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে এলাকার মানুষদের গ্রন্থাগারমুখী করতে এই ধরনের অনুষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন। বিধায়ক তমসের আলি স্থানীয় সংস্কৃতি রক্ষায়, প্রচার ও প্রসারের উপর গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তুলতে বলেন। পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার এলাকার মানুষকে আরো বেশী করে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করতে বলেন এবং মনে করেন তাহলেই গ্রন্থাগার দিবস পালনের সার্থকতা হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি তপন রায় বলেন ভবিষ্যতের পাঠক তৈরী করতে হবে এবং শিশুদের গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে হবে। এলাকার সমস্ত গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের সহযোগীতায় ও উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে

প্রতিবেদক — শ্রী জয়ন্ত সাহা

কমলাপুর সংঘ শহর গ্রন্থাগার

৪৮, পশ্চিম কমলাপুর, দমদম, কলিকাতা-৭০০ ০২৮

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

বিগত ২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৬ বুধবার 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে বিকাল ৪-টায় গ্রন্থাগার কক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় : নারীর সমানাধিকার, গণসচেতনতা ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রী অমরেন্দ্রভূষণ বসু। বিষয়টির উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক ডঃ অনিরুদ্ধ চৌধুরী, শ্রী বাসুদেব ব্যানার্জী (গ্রন্থাগারের সম্পাদক), শ্রীমতী শম্ভু হালদার (গ্রন্থাগারিকা), ডঃ শক্তিপদ চৌধুরী (অধ্যাপক), শ্রী মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ), শ্রীমতী নূপুর চৌধুরী দমদম পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক শ্রী পিনাকপ্রতিম কর ও দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য। এই সভায় প্রায় ১৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ৭৮ জন মহিলা ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী বাসুদেব ব্যানার্জী

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ

কামারপাড়া রোড, চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী

গত ২৫/১০/০৬ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সংঘের শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার সংলগ্ন জায়গায় এই স্বতন্ত্র মহিলা-গ্রন্থাগার বিভাগটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন R.R.R.L.F র উপ-অধিকর্তা শ্রী তরুণ ভদ্র। শ্রী ভদ্র তাঁর ভাষণে এই ধরনের প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান সংঘ কর্তৃপক্ষকে।

প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন পঃ বঃ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী তপন রায়। তিনি মানুষকে আরও গ্রন্থাগারমুখী হবার জন্য আবেদন করেন।

বিশিষ্ট অতিথিরূপে ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃসভাপতি অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে এই সংগঠনের সুদীর্ঘ দিনের যোগাযোগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তার জন্য করণীয় অবশ্য কিছু কথাও তিনি তাঁর বক্তব্যে রাখেন।

সভাপতি হিসাবে পঃ বঃ সরকারের কৃষি ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী নরেন দে বলেন যে—এই মহিলা গ্রন্থাগার বিভাগটি এলাকায় একটি নতুন উদ্দীপনা এনে দেবে। তিনি R.R.R.L.F কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জেলার D.L.O শ্রী অরুনাভ ভৌমিক সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

৪ জন মহিলা এই 'গ্রন্থাগারে' স্বেচ্ছাশ্রম দেবেন বলে কথা দিয়েছেন।

প্রতিবেদক — শ্রী গঙ্গেশ নন্দী

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার

ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩

গ্রন্থাগার দিবস ২০০৬ পালন

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারের অন্যান্য বছরের মত এবছর ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৬ বুধবার অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হল। সকালে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নদীয়া জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এরপর গ্রন্থাগারপ্রেমী পাঠকদের নিয়ে একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে।

সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নদীয়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রী মদনমোহন মল্লিক। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অর্ধেন্দু কুন্ডু, প্রভাত মৈত্র, ডাঃ মনীন্দ্রনাথ রায়, নির্মল সান্যাল, অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য, সলিল ঘোষ, সুদর্শন বিশ্বাস, শিবতোষধর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতি শোক প্রস্তাব জ্ঞাপন করলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা সত্যব্রত সেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর ডাঃ মনীন্দ্রনাথ রায় উদ্বোধন করেন ১১তম ফিনান্স কমিশনের অর্থে গ্রন্থাগারে নবক্রিত পুস্তক সমূহের। অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। বিশিষ্ট অতিথি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী অর্ধেন্দু কুন্ডু তাঁর মূল্যবান ভাষণে "সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা" ব্যাখ্যা করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী অতনু দে

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গার গ্রন্থাগার দিবস পালন

রেবতীরমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পাবলিক সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটির পরিচালনায় গত ২০ শে ডিসেম্বর ২০০৬ গ্রন্থাগার দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত স্থানীয় রেবতীরমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগারে পালন করা হয়। সারাদিন ব্যাপী অংকন, আবৃত্তি, সংগীত, আলোচনাসভা ইত্যাদি প্রতিযোগীতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ এবং সাধারণ গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে।

প্রতিবেদক — শ্রী জয়ন্ত সাহা

ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী

৪২/৩, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া-৭১১১০১

গত ২০শে ডিসেম্বর, ০৬ গ্রন্থাগার দিবসে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচী হল :—

ক) তাৎক্ষণিক সদস্যপদ প্রদান

সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তাৎক্ষনিক সদস্যপদ প্রদান করা হয়। সাধারণ বিভাগে ২১ জন এবং কিশোর বিভাগে ৮ জন সদস্যপদ গ্রহন করে।

খ) সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে পুস্তক সম্বন্ধীয় লিখিত প্রশ্নোত্তর পর্ব

সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রায় ৪৫ জন প্রতিযোগী উপস্থিত ছিলেন।

গ) সর্বসাধারণের জন্য পুস্তক সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব

শতাধিক প্রতিযোগীর মধ্যে ৩৪ জন তাৎক্ষণিক সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য পুরস্কৃত হন।

ঘ) স্বরচিত গল্প, কবিতা ও ছড়া প্রতিযোগিতা

গল্পে ৮ জন, কবিতায় ১৪ জন এবং ছড়ায় ১৭ জন অংশগ্রহন করে।

বিভিন্ন বিভাগের বিচারক ছিলেন — কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, কবি সুজিৎ সরকার, শ্রী রাঘবরথি দে, শ্রী বিশ্বনাথ সেন, শ্রী অসিত ঘোষ, শ্রী তপন রায়চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন শ্রী শ্যামল গুপ্ত।

প্রতিবেদক — শ্রী তপন গুপ

তরুণ সমিতি পাঠাগার

কাশীয়াডাঙ্গা, নদীয়া-৭৪১১৬২

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

২০শে ডিসেম্বর '০৬ গ্রন্থাগার দিবসকে স্মরণ রেখে, গত ৬ই জানুয়ারী ২০০৭ তরুণ সমিতি পাঠাগার প্রাঙ্গণে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি ও কুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগীতায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের সম্মানীয় অতিথিদের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়। গ্রন্থাগার দিবস পালন অনুষ্ঠানের আলোচনার শিরোনাম ছিল—"সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা"। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সুধাকর পুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী প্রদীপ রায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন-গ্রন্থাগার হল আত্মশিক্ষা কেন্দ্র। তিনি আরও বলেন মানুষ মানুষকে বেইমানী করে কিন্তু বই মানুষকে বেইমানী করে না। তিনি সকলকে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার আহ্বান জানান। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হবে। তিনি দুটি গ্রন্থের উদাহরণ দিয়ে বলেন মানুষকে গ্রন্থাগার ব্যবহার করা কেন অপরিহার্য। অর্থাৎ বই থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি শক্তি ও জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চী সাহিত্যিক আনছার উদ্দিন মহাশয় ও স্থানীয় বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিবৃন্দ। তাঁরা প্রত্যেকে ক্ষুদ্র বক্তব্যে গ্রন্থাগার মুখী হওয়ার জন্য সকল স্তরের মানুষকে আহ্বান জানান। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদক — সাদিক মন্ডল

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

58, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

চুঁচড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার

কামারপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী

"গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন"

২০শে ডিসেম্বর ২০০৬ চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগারে কিশোর প্রগতি সংঘের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় "শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শিবানীপ্রসাদ মৈত্র, শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জী ও শ্রী কিরণময় দত্ত।

বক্তারা শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য বিদ্যোৎসোহী মানুষদের সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শ্রী গণেশ নন্দী গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শহর গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী সুকুমার নন্দী গ্রন্থাগারের নানারকম সুযোগ, পরিসেবা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলেন। সভাপতির আসনে ছিলেন শ্রী রঞ্জিত দে।

উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে কুমারী প্রিয়াঙ্কা সিনহা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রী অমিয় কুমার দত্ত। শহরের কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলে চোখে পড়ার মত। এছাড়া সহযোগী গ্রন্থাগার, ক্লাব প্রতিনিধি ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী অমিয়কুমার দত্ত

অভিযান সঙ্ঘ গ্রন্থাগার

মহেশমাটি, মালদহ - ৭৩২১০১

নবনির্মিত ভবন ও শিশু বিভাগের শুভ উদ্বোধন

গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৬ পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাইন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার এবং এলাকার শিশুদের গ্রন্থাগার মুখী করার উদ্যেশ্যে নবরুপে সজ্জিত শিশু বিভাগটির শুভ সূচনা করেন রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সহ অধিকর্তা শ্রী বিশ্ববরন গুহ।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রীমতী মনিকা চক্রবর্ত্তী। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রধান অতিথি শ্রী বিশ্ববরণ গুহ এবং ইংরেজ বাজারের বিধায়ক শ্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। গ্রন্থাগার সম্পাদক অধ্যাপক সুব্রত সাহা তাঁর স্বাগত ভাষণে গ্রন্থাগারের তরুণ প্রজন্মকে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের কথা বলেন এবং তরুন প্রজন্মকে গ্রন্থাগারে আসার জন্যে অনুরোধ করেন। প্রধান অতিথি শ্রী বিশ্ববরন গুহ এই গ্রন্থাগারে সবরকম আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বিশেষ অতিথি বিধায়ক শ্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এই গ্রন্থাগারকে আরও জনমুখী করার উপর জোর দেন এবং তার সবরকম সাহায্যের কথা বলেন। পৌর প্রধান নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারী, কাউন্সিলার আশীষ কুন্ডু ও অর্জুন রায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও শিশু বিভাগের উন্নয়নের জন্য পৌরসভার সহযোগিতার কথা বলেন। এল,এল,এ সদস্য শ্রী প্রনব দাস এল, এল, এ আগামী দিনে এই গ্রন্থাগারকে সবরকম সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি মনিকা চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থাগারের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী সুব্রত সাহা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
MASS EDUCATION EXTENSION DEPARTMENT
BIKASH BHAWAN, SALT LAKE, KOLKATA-91

No.53/MEE/Sectt.
SL-58/2005.

Dated, 18th January, 2007.

From : Sri J. Hembram, WBCS (Exe),

Joint Secretary to the Government of West Bengal.

To : The Director of Library Services, West Bengal.

Sub : CHANGE OF DATE OF OPTION OF THE EMPLOYEES OF THE GOVERNMENT SPONSORED PUBLIC LIBRARIES.

The employees of the Government Sponsored Public Libraries were allowed to draw increment on the 1st day of the joining month only from ROPA '90 in terms of G.O.No.33-Edn (B) dt. 7.3.90. But due to inadvertence, the employees of the Government Sponsored Public Libraries were allowed increment erroneously on the 1st day of their month of increment instead of their completion of qualifying service year from the date of joining before the introduction of ROPA ' 90. Accordingly, a large numbers of employees of the Government Sponsored Public Libraries also exercised their options towards fixation of pay under ROPA '81 and ROPA '90 on the first day of their respective joining month instead of .their date of joining. Thus, the fixation of pay of the employees of the Govt. Sponsored Public Libraries in the revised scale of pay under Ropa '81 and Ropa '90 were erroneous resulting in erroneous fixation of pay in revised scale under ROPA'90 also. Moreover overdrawal of pay has occurred for giving increment wrongly before the introduction of ROPA'90.

Owing to the above fact, the rectification of the date of option of the concerned employees was under active consideration of the Government for some time past.

Now after careful consideration of the matter, the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to order that the following procedure will be adopted in regard to the change of date of option for ROPA '81, ROPA'90 (and also for ROPA'98) in respect of the employees of the Government Sponsored Public Libraries:–

a) The concerned District Library Officer, an application of the concerned employees for change of date of option, will allow them to re-exercise option as desired and accept those. In case of the retired employees or the employees who have already expired, the option may be fixed on a date, which is found to be most beneficial to him/her. The concerned District Library Officer will also rectify the fixation of pay created as result of change of date of option for ROPA'81 or ROPA'90, and /or ROPA 98. The District Library Officers are also hereby empowered for the same.

b) An employee of a Government Sponsored Public Library who himself/herself intends to change his/her date of option for some other specific reason, the representation of the employee must be forwarded to this department for further action through the Director of Library Services, West Bengal.

c) If the Directorate of Pension, Provident Fund and Group Insurance raises any objection in regard to the erroneous fixation of pay at any stage in the service life of an employee, the case may be forwarded to the Directorate of Library Services, West Bengal for proper verification and for onward transmission to the Department, if necessary.

d) In case of any policy deviation, the Directorate of Library Services, should always forward the case to the Department of Mass Education Extension for taking necessary action/ decision.

e) Overdrawal, if any, made due to awarding increment wrongly, or due to erroneous fixation of pay under ROPA '81, ROPA '90 (or ROPA '98), as the case may be, should be recovered from the pay or from the admissible element/s of superannuating/retiring benefits etc.of the incumbent concerned and this should be recorded properly in the Service Book.

f) Option now exercised shall be treated as final.

g) The order will obviously have retrospective effect.

h) This order is issued with the concurrence of Finance Department vide their observation dt.3.5.2006. in file No.5L-124/05.

i) This order cancels G.O.No. 638/MEE/Sectt dt. 27.7.2006.

j) All concerned are being informed.

Sd/ Illegible

Joint Secretary

No. 53/1 (50)/MEE/Sectt. Dated, 18th January, 2007

Copy forwarded for information and necessary action to the :–

1) Pr. Accountant General (A&E), W.B. Treasury Buildings, Kolkata-1.

2) Finance Deptt. (Group–'P') Service of this Govt. Writers' Bldgs, Kolkata-1.

3) Director, Directorate of Pension, Provident Fund & Group Insurance, Purta Bhawan, Bidhannagar, Kolkata-91.

4) Pay & Accounts Officer, Kolkata-Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-700012.

5) District Library Officer _____

_____

6) Treasury Officer _____

_____

7) Ground file

Sd/ Illegible

DD Joint Secretary

F.No.1-9/99-U.II
Governmet of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
New Delhi

22nd September. 2007

To
The Secretary
University Grants commission.
Bahadurshah Safar Marg
New Delhi-110 002

Sub (I) Creation of posts of Professors in autonomous colleges
(II) Career Advanceement Scheme for Assistant Librarian/ College'Librarians/ Assistant Director of Physical Education/College Director of Physical Education

Sir,

I am directed to say that the question of creation of posts of Professors in UGC recognized autonomous college and the revision of Career Advancement Schemes for Assistant Librarian/ College Librarians/Assistant Director of Physical Education has been consideration of the Government. In this connection the following decisions have been taken:-

1. Creation of posts of Professors in autonomous college:-

posts of Professor will be created in UGC recognized Autonomous College in the ratio of 1:4:12 for Professor. Readers and Lecturers. The procedure of selection of Professor will be the same as that in the university.

2. Career Advancement Scheme for Assistant Librarian/College Librarians

(i) Every Assistant Librarian in a University and a Librarian in a college, who is in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 will be eligible for placement in a Senior Scale of Rs. 10000-325-15200 if he/she has:

(a) completed 6 years of service as UniversityAsstt. Librarian/College Librarian after regular appointment.
(b) participated in two refresher courses / summer institutes, each of not less than four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programme of comparable quality, as maybe specified bythe UGC; and consistently satisfactory performance appraisal reports.

(ii) Every Assistant Librarian in the universities who has been placed in the Senior Scale will be eligible for promotion on to the post of Deputy Librarian in the scale of pay of Rs. 12000-420-18300 if he/she has:

(a) completed 5years of service in the Senior Scale provided that the requirement of 5 years will be relaxed if his/her total services is not less than 11years:
(b) obtained a Ph.D. degree or has an equivalent published work;
(c) made significant contribution to the development of Library service in the University as evident from self-assessment, reports of referees, professional improvement in the Library services,

etc; as the case may be.

(d) participated in two refresher courses/ summer institutes, each of not less than four week's duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified by the UGC after placement in the Senior Scale; and

(e) Consistently satisfactory performance appraisal reports.

(iii) Promotion to the post of Deputy Librarian will be through a process of selection by a Selection Committee as in the case of promotion to the post of Readers. Post of Deputy Librarians will be created for this purpose by upgrading the post of Assistant Librarian (Senior Scale)

(iv) Those Assistant Librarians in the universities in theSr. Scale who do not have Ph.D.degree or equivalent published work , but fulfill the other criteria, mentioned in para(ii) above, will be placed in the grade 12000-420-16300, subject to the recommendation of the Committee. They will be designated as Assistant Librarian in the Selection Grade.

(v) The College Librarians who have been placed in the Senior Scale will also be eligible for placement in the Selection Grade of 12000-420-1830 if they fulfill the criteria prescribed for UniversityAssistant Librarians (Sr. Scale) as contained in para (ii)&(iii) or (iv) above

(vi) **Then Dy. Librarian / Asstt. Librarian (Sel. Grade)/College Librarian (Selection Grade) with 5 years as on 1.1.1996 shall be eligible for placement at the minimum of Rs. 14940/- as done in the case of Readers.**

3. Career Advancement Scheme for Assistant Director of Physical Education/College Director of Physical Education.

(i) Every Assistant DPE/College DPE who is in the scale of pay of Rs.8000-275-13500 will be eligible for placement in the Senior Scale of Rs.10000-325-15200 if he/she has :

(a) Completed six years of service as University Assistant DPE/College DPE after regular appointment;

(b) Passed the physical fitness test

(c) Consistently good appraisal reports;

(d) Should have attended at least one orientation and one refresher course of not less then four weeks duration each with proper and well-defined evalulation procedure.

(ii) Every Assistant DPE in Universities who have been placed in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of Deputy DPE in the scale of pay Rs. 12000-420-18300,if he/she has:

(a) Obtained a Ph.D.Degree in physical education. Candidates from outside the university system, in addition, shall also possess at least 55% of the marks or an equivalent grade of 'B' in the UGC 7 point scale at the Master's degree level;

(b) Five years experience as University Assistant DPE (Senior Scale)/College DPE(Senior Scale) or in the equivalent post in the same scale(excluding three years of research experience for Ph.D.)

(c) Evidence of organizing competitions and conducting coaching camps

(d) Evidence of having produced good performance teams/athletes for inter-university/combined university and at higher level etc.

(e) Passed the physical fitness test: and

(f) Consistently good appraisal reports

(iii) Promotion to the post of Deputy DPEs will be through a process of selection by a Selection Committee as in the case of promotion to the post of Readers. Posts Deputy DPE will be created for this purpose by upgrading the post of Assistant DPEs(Sr.Scale) .

(iv) Those Assistant DPEs in the universities in the Senior Scale who do not have Ph.D. degree or equivalent published work, but fulfill the other criteria, mentioned in Para(ii)above,will be placed in the grade of Rs.12000-420-18300, subject to the recommendations of the Committee. They will be designated as Assistant DPEs in the Selection Grade.

(v) The College DPEs who have been placed in the Senior Scale will be eligible for placement in the Selection grade of Rs .12000-420-18300 if they fulfill the criteria as prescribed for Assistant DPEs (Senior Scale) in Universities as contained in para (ii) & (iii) or (iv) above. They will be designated as College DPEs in the Selection Grade.

(vi) The Deputy DPEs/Assistant DPEs (Sel.Grade) / College DPEs(Selection Grade) with 5 years as on 1.1.1996 shall be eligible for placement at the minimum of Rs 14940/- as done in the case of Readers.

4. Date of implementation of the revised Career Advancement Scheme

The Career Aevancement Scheme as mentioned above will be effective, for the present, from 27.7.1998, i.e.the date from which the CAS for teachers is applicable under the existing orders, vide this Ministry's letter No.F.1-22/97 U.I dated 27.7.1998.

5. Age of the Superannuation

It has been deen decided that the age of superannuation for Assistant Librarians/College Librarians and Assistant Directors of Physical Education / College Directors of Physical Education would henceforth be 62 years.

It is requested that the above may be brought to the notice of all concerned

Yours faithfully
Sd/- R. Chakraborty
(R. Chakravarty)
Deputy Secretary to Government of India

Copy to,

1. Member-Secretary, AICTE

2. Secretary, Indian Council forAgricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi

Sd/- R. Chakraborty
(R. Chakravarty)
Deputy Secretary to Government of India

डा.(श्रीमती) पंकज मित्तल
Dr.(Mrs) Pankaj Mittal
संयुक्त सचिव
Joint Secretary

दूरभाष Phone कार्यालय Off : 23232055
फैक्स FAX: 2321 9716

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जाफर मार्ग
नई दिल्ली 110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG

No. F.3-1/94 (PS)-7

22nd September, 2006

The Registrar

(All Central/State/Deemed University)

State Education Secretaries of All States/UTs

Sir/Madam

In continuation of this office D.O. No. F.1-1/2002(PS) Exemp dated 14.06.06, I am to inform you that the Commission on its meeting held on 25th August, 2006 approved exemption from NET to M.Phil and Ph.D. Degree holders for appointment to the post of Assistant Librarian & Assistant Director of Physical Education.

The Commission further decided that the candidates holding Ph.D. Degree who are already in the university system and have obtained Master's Degree prior to 1991 be given relaxation of 5% to 50% of marks for appointment to the post of Assistant Registrar, Assistant Librarian and Assistant Director of Physical Education.

This may also be brought to the notice of the Institutions/Colleges affiliated to your University.

Your faithfully,
Sd/ Pankaj Mittal
(Dr. Mrs. Pankaj Mittal)
Joint Secretary

GRANTHAGAR

Vol. 56 : No. 10 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy January, 2007

ENGLISH ABSTRACTS

by Rupashri Chaudhuri

National Knowledge Commission and Library and Information service (Editorial) Pg.239

The establishment of the National Knowledge Commission in India and proposals laid by the same for the betterment of the knowledge-base of the country and the Library and Information service, as an undivided part, has been described. The Commission, with it's purpose to act as advisory body in creating, using and spreading knowledge, enhancement of the infrastructure of Library and Information service in India, naturally is an important area of it's concern. It is expected that this change would be better for the country.

Book fair and Public Library : In search of some unknown information by Pijush Kanti Jana Pg.241

In a novel attempt, the author presents a statistical estimate of the acquisition of books from district book fairs by the rural libraries of Midnapur. The author feels that, the estimate, though not above shortcomings, has provided new light on the district library's pattern of book purchase.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association by Nirmalendu Mukhopadhyay Pg.245

In this serialised article, the author describes significant events of the library movement in the state and Bengal Library Association. He spoke about the Hooghly Library Employees' Convention in the year 1963, felicitation of two noted librarians of foreign origin by the Bengal Library Association, a public meeting held in 1964 at the Hazra Park, with the demand for municipal libraries, Government aid for BLA's building construction. There is also a report on death of great Bengali litterateur Sri Premankur Atarthi, the abolition of the Third Division category from Calcutta University's Diploma in Librarianship examination, Library Employees' meeting at Tamluk in 1964, the 29th Annual General Meeting of the BLA in 1964, the result of the 1964 batch of BLA's Certificate Course in Library science, the result of the 1964 batch of CU's Diploma course in Librarianship, some news related to the teaching of Library science in the year 1964-65, the report of the lecture delivered by the Vice-President of BLA Sri Pramilchandra Basu in 39th All India Educational Conference held in Indore, and recruitment of librarians in various posts. The author spoke at length about the library scenario of Purulia.

Convention against devaluation of constitutional status of the National Library,

Calcutta: A report by Ballari Bandopadhyay. Pg.241

A report on the convention, held in November 2006, with the purpose of addressing the problem of devaluation of constitutional position of the National Library in India. Many noted personalities have expressed their views in this regard and a fifteen-point demand has been adopted in the convention.

Association News Pg.253-260

1) Proceedings of the Association's 70th Annual General Meeting (2004-2005) was held on the 28th of May, 2006.

2) Report on the central meeting of the Library Day, 2006 held in the Moulali State Youth Centre. Prof Rajkumar Roy Chaudhuri, Emeritus Professor, Indian Statistical Institute, Prof Swapan Pramanick, Vice-Chancellor, Vidyasagar University, Prof Ranjit Sen, Professor of History, University of Calcutta, Prof Biswajit Chattopadhyay, Dean, Faculty of Arts, Jadavpur University spoke on the role of information in social and economic development of the country. The meeting was presided over by Sri Ramkrishna Saha, President of the Association.

3) On the 28th of October 2006, a condolence meeting has been arranged by the BLA in the memory of noted library personality late Sri Satyabrata Sen. Several speakers spoke about late Sen's contribution in library movement in West Bengal.

4) 33rd District Conference of Purulia : The 33rd Conference of the Purulia District Committee was held in the District Library Building. A new district committee was formed.

Obituary Pg.249

On 12th of January this year (2007), the formerly librarian of Presidency College and a life member of BLA, Smt. Majari Basu breathed her last. The association fraternity deeply mourns her demise and express condolences to her bereaved family.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার মুদ্রণের তথ্য :

সাইজ	:	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ ক্ষেত্রফল	:	৮" × ৭.৭৫"
মুদ্রণ পদ্ধতি	:	ফি.টি.পি.
মুদ্রণ	:	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	২২০ টাকা

• প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা • বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য সরকারী কর (১০%) কর্তন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য সরকারী কর (২০%) কর্তন। এজেন্সির কর কর্তন পত্রিকার কপে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একক টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অতিরিক্ত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকার স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা নেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 56 : No. 11 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy February, 2007

CONTENTS

Page

National Mission on Library and Information Service (*Editorial*) 267

Ramkrishna Saha 268
Information Service in Rural Library

Nirmalendu Mukhopadhyay 273
Library Movement in Bengal and History of the Bengal Library Association

ASSOCIATION NEWS 278

LIBRARY NEWS 281

GOVERNMENT CIRCULAR 287

i) 53/MEE/Sectt. dt. 18.1.2007

ii) F.No. 1-9 / 99-U.II dt. 22.9.2006

ENGLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 10) 293

SUBIR SARKAR
Calcutta University Central Library, Journal Section,
3rd floor, Kolkata – 700073

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265.**
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Roy**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১২ সম্পাদক ঃ ডঃ শ্যামল কান্তিচৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মালা রায় চৈত্র, ১৪১৩

সূচীপত্র

13/04/2007

	পৃষ্ঠা
জনগ্রন্থাগারে সংগ্রহের উন্নয়ন (সম্পাদকীয়)	২৯৯
শিলাদিত্য জানা তথ্যের অধিকার — কিছু ভাবনা	৩০০
দেবব্রত বিশ্বাস মনিপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ঃ ধ্বংসপর্ব	৩০৪
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	৩০৬
গ্রন্থাগার সংবাদ	৩০৮
পরিষদ সংবাদ	৩১৩
শোক সংবাদ	৩২০
ENGLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 11)	৩২১

C.U. AVENUE 27.3.07 700073

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার, ১৯৮১
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।
- **ডঃ অদিতা গুহঠাকুরতা**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৭-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume: 1998, Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules. 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ • (পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ১২ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহ: সম্পাদক : নির্মালা রায় চৈত্র, ১৪১৩

সম্পাদকীয়

জনগ্রন্থাগারে সংগ্রহের উন্নয়ন

জনগ্রন্থাগার তার বিস্তৃত পরিধির সম্পদ সকলকে সমানভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারীরা এই সম্পদ নিজেদের শিক্ষার জন্য, তথ্য আহরণের জন্য, ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য বা অবসর সময় ভালভাবে কাটানোর জন্য ব্যবহার করেন এবং নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। প্রতিটি জনগ্রন্থাগারে পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা স্বীকৃত সংগ্রহ পরিচালন নীতি থাকা প্রয়োজন। এই নীতির প্রধান লক্ষ্য হবে গ্রন্থাগার সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে সকলকে সমানভাবে সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ দান। জনগ্রন্থাগারে বিভিন্ন মাধ্যমের বিস্তৃত পরিধির উপকরণ থাকা সমীচীন। এই সব উপকরণগুলি সমাজের চাহিদা এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে। জনগ্রন্থাগারের সম্পদ সংগ্রহ এমনভাবে করতে হবে যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সমাজের সংস্কৃতি ঐ সম্পদ সংগ্রহে প্রতিফলিত হয়।

জনগ্রন্থাগারে বিভিন্ন শ্রেণীর উপকরণগুলি থাকা উচিত—যেমন : বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক পাঠিকাদের জন্য উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা, বিভিন্ন আকর গ্রন্থ, সাময়িক পত্র পত্রিকা, স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় সংবাদপত্র, সরকারী তথ্য, সমাজ সম্পর্কিত ও ব্যবসায়িক তথ্য, স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কিত সম্পদ, সমাজে ব্যবহৃত প্রধান ভাষা ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত সম্পদ, পঠন পাঠনের বিভিন্ন উপকরণ প্রভৃতি। জনগ্রন্থাগার যেকোনো আয়তনেরই হোক না কেন, সব মাধ্যমের উপকরণ রাখা প্রয়োজন। জনগ্রন্থাগারের সংগ্রহে যে সমস্ত মাধ্যমগুলি থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল শক্ত বাঁধাই ও কাগজের হাল্কা বাঁধাই-এ মুদ্রিত গ্রন্থ, পুস্তিকা ও ঐ ধরনের ক্ষণস্থায়ী উপকরণ, দৈনিক ও সাময়িক পত্র পত্রিকা এবং পেপার কাটিং ফাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য, অনলাইন ও সিডি-রম ডাটাবেস, সিডি, ডিভিডি, ভিডিও ক্যাসেট, রেকর্ড উপকরণ, ই-বই, অডিও বই প্রভৃতি।

জনগ্রন্থাগারের সংগ্রহ গ্রন্থাগার পরিসেবার পরিপূরক। মনে রাখতে হবে, জনগ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সংগ্রহের আকারের তুলনায় সমাজের চাহিদা পূরণে গ্রন্থাগার সম্পদের প্রাসঙ্গিকতা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সংগ্রহের ক্ষেত্রে কতকগুলি নির্দিষ্ট মাপকাঠিও থাকা প্রয়োজন—যেমন, সংগৃহীত সম্পদ সমাজের চাহিদা পূরণে অবশ্যই সক্ষম হবে। সমাজের সকলে যাতে গ্রন্থাগার পরিসেবা গ্রহণ করতে পারেন তা দেখতে হবে, নতুন গ্রন্থ এবং নতুন আখ্যা বা শিরোনামের গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচনা সংগ্রহ করতে হবে।

জনগ্রন্থাগারে একদিকে প্রতিনিয়ত নতুন উপকরণ আসবে, অন্যদিকে অব্যবহারযোগ্য উপকরণ বাতিলও করতে হবে। এইভাবে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সমাজের কাছে তার উপযোগিতা বজায় রাখতে পারবে। সবসময় দেখতে হবে জনগ্রন্থাগারের সংগ্রহের আকার ও মান-এ যেন সমাজের চাহিদা প্রতিফলিত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা শাখার সম্পাদকের প্রতি

পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদকদের ২৪শে মার্চ, ২০০৭-এর পর পরিষদ সংক্রান্ত কোন অর্থ সংগ্রহ না করে বিল বই এবং সংগৃহীত অর্থ যত শীঘ্র সম্ভব পরিষদের অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অডিটের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এটি একান্ত জরুরী।

অনুপ সরকার—কর্মসচিব

তথ্যের অধিকার ঃ কিছু ভাবনা

শিলাদিত্য জানা
ভারতীয় সংগ্রহালয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

১. ভূমিকা

যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই এখন যথেষ্ট অবহিত। এইকারণেই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তথ্যের অধিকার মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। গণতন্ত্রের মূল সুরটিও একই তারে বাঁধা। কারণ শুধু উন্নয়ন নয়, দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত মানুষই যে কোন দেশের গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'ধরনের অধিকারের কথা উল্লেখ করতে পারি—

- আইনগত অধিকার - যে অধিকার বলে দেশের মানুষ যেকোন সরকারী তথ্য জানার জন্য দাবী জানাতে পারে। এই তথ্য যেকোন ধরনের সরকারী নথি, মানচিত্র, অঙ্কন ইত্যাদি হতে পারে।
- দ্বিতীয় ধরনের অধিকার সরকারী দায়িত্বের প্রতি দিক নির্দেশ করে। সরকারের কোন সিদ্ধান্তের ফলে যদি সাধারণ মানুষের জীবন প্রভাবান্বিত হয়, তবে সেবিষয়ে সরকারের সাধারণ কর্তব্যই হল তার সুবিধা, অসুবিধা উভয় দিকই মানুষের কাছে তুলে ধরা। উদাহরণ হিসেবে আমরা পরিবেশ, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করতে পারি, যা সাধারণ মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

২. কি কারণে প্রয়োজনীয়

২. ১ সরকারী দায়িত্ব

আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করি, যেখানে সরকারের মূল দায়িত্বই হল সমগ্র দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এর মূল কারণ হল গনতন্ত্রে একজন ব্যক্তি বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর থেকে সমগ্র দেশের উন্নয়নই মূল প্রাধান্য পায়। যেকারণে একেবারে পঞ্চায়েত স্তর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যায় পর্যন্ত, সরকারী শাসনব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কাছে তার দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে আইনত বাধ্য। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি যে, এই পুরো ব্যবস্থায় মানুষ ইচ্ছা করলেই সরকারের কাছে যে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবী করতে পারে। ঠিক সে কারণেই তথ্যের অধিকার মানুষকে সরকারী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগগুলিকে সরাসরি যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকার দেবে, যার উত্তর তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

২.২ জনগণের অংশগ্রহণ

গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় আমরা একথা বলে থাকি যে সরকার যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তা সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখেই করে। এখন তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে একথা অনস্বীকার্য যে, দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা সরকারী দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। আর একজন মানুষ তখনই কোন সরকারী কাজের পরিকল্পনা কিংবা উপযোগিতা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে যখন তার কাছে সে বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য থাকে। আগাম তথ্যের বলেই সে কোন সরকারী কাজ কিংবা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন কিংবা পরিমার্জন দরকার কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এর প্রভাবে সরকারী কাজের পরিকল্পনার ব্যয়ভার কমবে এবং মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

২.৩ সরকারী স্বচ্ছতা

এটা ধরে নেওয়া হয়ে থাকে যে, সরকার যা যা পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণ মানুষের উপকারে লাগার জন্যই। যার অর্থ এই যে সরকার যা করে তা সততার সঙ্গে করে যাতে মানুষ সেই সমস্ত পরিকল্পনার সর্বাধিক সুবিধা লাভ করতে পারে। কিন্তু নিকট অতীতের কিছু কিছু ঘটনা এই সমস্ত ধ্যানধারণার বিপরীত দিক নির্দেশ করে। যে কারণে যেকোন সরকারী কাজে স্বচ্ছতা এবং সে সম্পর্কিত তথ্যের বলে সাধারণ মানুষ সৎ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারীদের পৃথক করতে পারবে। শুধু তাই নয়, জনগণের কাছে থাকা এই সমস্ত তথ্যের বলেই সৎ সরকারী কর্মচারীরা মাথা উঁচু করে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজে করতে পারবে।

৩. উপযোগিতা

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা তথ্যের অধিকারের

নিম্নলিখিত উপযোগিতাগুলি নির্দেশ করতে পারি। এইগুলি হল—

ক) এর ফলে সরকারী সংস্থা এবং রাজনীতিবিদরা তাঁদের কাজে আরো দায়িত্ববান হবেন এবং তাঁদের কাজে স্বচ্ছতা আসবে,

খ) এর ফলে সাধারণ মানুষ সরকারী কাজের ত্রুটি গুলি আরো সাহসের সঙ্গে উল্লেখ করতে পারবে;

গ) এর ফলে তথ্যের ধারক এবং বাহকগুলি আরো শক্তিশালী হবে; এবং

ঘ) সাধারণ মানুষ আরো সহজে তাদের দরকারী তথ্যগুলি পেতে পারবে।

৪. আইনগত দিক

৪.১ আন্তর্জাতিক স্তর

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) (1948)

রাষ্ট্রসঙ্ঘ দ্বারা ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে তথ্যের অধিকার। আমাদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা ভারতবর্ষ এই ঘোষণাপত্রের একটি স্বাক্ষরকারী দেশ।

ধারা ১৯ (UDHR) : প্রত্যেকের তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের এবং মতামত প্রকাশের অধিকার আছে; প্রত্যেকে কারও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ছাড়াই যে কোন মাধ্যম ব্যবহার করে এবং দেশের পরিধির সীমানা ছাড়িয়ে যেকোন তথ্য চাইতে, ব্যবহার করতে পারে।

৪.২ জাতীয় স্তর

৪.২.১ ভারতের সংবিধান

তথ্যের অধিকার আমাদের সংবিধানের অন্তর্গত একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। এই অধিকারটি আমাদের সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারা - স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার এর মধ্যেই অন্তর্নিহিত। ধারা ১৯ (১) (ক) : দেশের সমস্ত জনসাধারণের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আছে।

যদিও একথা সত্য যে সংবিধানের ১৯ নং ধারায় তথ্যের অধিকারের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা নেই, তথাপি আমাদের দেশের সুপ্রীম কোর্ট তার বিভিন্ন সময়ের রায়ে একথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে যে তথ্যের অধিকার স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের মধ্যেই নিহিত।

৪.২.২ তথ্যের অধিকার আইন (The Right to Information Act, 2005)

৪.২.২.১ জানার অধিকার

কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে এই আইনের বলে ভারতের যে কোন মানুষের যে কোন সরকারী সংস্থা থেকে তথ্য দাবী করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতিরেকে এই আইন গোটা দেশে প্রযোজ্য।

৪.২.২.২ সংজ্ঞা

এই আইনের 1. Preliminary, 2 (i) তে তথ্য বলতে বোঝানো হয়েছে— "any material in any form, including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, log books, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force." এখানে "record" এর মধ্যে ধরা হয়েছে - (i) any document, manuscript and file, (ii) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document; (iii) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); and (iv) any other material produced by a computer or any other device" 2(i) তথ্য এবং নথির প্রকারভেদে এই সংজ্ঞা দুটি একটি বড় প্রেক্ষাপটকে আইনের মধ্যে সামিল করতে সমর্থ হলেও, এই আইন কিন্তু মূলতঃ সরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্তব্য তথ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা এই আইনের একটি সীমাবদ্ধতার দিক।

আইনে "public authority" বলতে "any authority or body or institution of self-government established or constituted,–

(a) by or under the constitution;

(b) by any other law made by Parliament;

(c) by any other law made by state Legislature;

(d) by notification issued or order made by the

appropriate Government, and includes any–

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate government."

৪.২.২.৩ পদ্ধতি

তথ্য পেতে গেলে যে কোন নাগরিককে লিখিত আবেদন করতে হবে এবং এ বিষয়ে তিনি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে আইনে কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্যস্তরের "Public Information Officer" কে "all reasonable assistance" দিতে বলা হয়েছে। তথ্যের জন্য যে কোন ধরনের অনুরোধ যত দ্রুত সম্ভব উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা যেন কোন অবস্থাতেই ৩০ দিনের বেশী না হয়। আইনের মধ্যে পড়ে এখন যে কোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ গ্রহণ করতে হবে, অবশ্য তা নির্দিষ্ট ফী প্রদান করার পরেই। যদি কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির কোন তথ্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে কেন্দ্র বা রাজ্য স্তরের "public information officer" এর কর্তব্য হল ঐ ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যানের কারণ এবং কতদিনের মধ্যে তিনি এর বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন এবং কার কাছে তা জানানো।

৪.২.২.৪ প্রকাশের দায়িত্ব

এই আইনে সমস্ত "public authority" কে সরকারের নিয়মমতো সময়ের ব্যবধানে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

- "the particulars of its organisation, functions and duties";
- "the powers and duties of its officers and employees";
- "the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability";
- "the norms set by it for the discharge of its functions";
- "the rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;"
- "details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;"
- "the particulars of facilities available to citizens for obtaining information;" and
- "the names, designations and other particulars of the Public Information Officers." 4 (1) (b)

৪.২.২.৫ ব্যতিক্রম

এই আইনে কিছু বিশেষ ধরনের তথ্যকে সাধারণ জনগণের কাছে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল নিম্নরূপ :

- "information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offence;"
- "information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;"
- "information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party";
- "information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes";
- "cabinet papers including records of deliberations of the council of Ministers, secretaries and other officers"; and
- "information which relates to personal information the disclosure of which has not

relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appelate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information." 8 (1)

৪.২.২.৬ জনসনকে অবহতকরণ এবং উৎসাহদান কর্মসূচী

এ বিষয়ে জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য সমস্ত সরকারী সংস্থাকে তথ্য আধিকারিক নিয়োগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য আধিকারিকরা জনসাধারণের তথ্য জানার অনুরোধগুলিকে যাচাই করবেন এবং বাতিক্রমের আওতায় না পড়লে তা তাদের সরবরাহ করবেন। এবং যাঁরা আইনমোতাবেক তথ্য সরবরাহ করবেন তাদেরও সুরক্ষা প্রদান করতে এই আইন তৎপর।

৪.২.২.৭ E-Governance এবং তথ্যের স্বাধীনতা

সঠিক মানুষকে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে e-governance এর গুরুত্ব অপরিসীম। Vijaya Raghavan এবং Nair (2003) এর মতে "E-Governance is the application of ICTS to the processes of government functioning to accomplish simple, accountable, speedy, responsive and transparent government. E-Governance is not merely computerising existing government information, it is, in fact, transforming the existing government. It is the ICT enabled route to achieve good governance. It integrates people, processes, information and technology for meeting governance goals. E-Governance represents a journey from passive information-giving to active citizen involvement."

আশা করা যায় যে "Information Technology Action Plan" এর সুপারিশসমূহ সঠিক এবং পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হলে তা দেশে E-governance ব্যবস্থা চালুতে সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অবশ্য ইতিমধ্যেই এবিষয়ে বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অন্যান্য বেশকিছু রাজ্যের মত আমাদের এ রাজ্যও E-governance চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে।

৪.২.৩ রাজ্যস্তরের প্রচেষ্টা

তথ্যের অধিকারের আইন বলবৎ হওয়ার আগে কিছু কিছু রাজ্য যেমন — গোয়া, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, দিল্লী, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্র তাদের রাজ্যের জন্য তথ্যের অধিকার আইন বলবৎ করেছিল। কিছু কিছু রাজ্যের যেমন মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং কেরালা যদিও কোন নির্দিষ্ট আইন ছিলনা, তবুও তারা বিভিন্ন প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে তাদের রাজ্যের জনগণকে তথ্যের অধিকার প্রদান করেছিল।

৫ সীমাবদ্ধতা

তথ্যের অধিকারের পরিধিও কিন্তু সীমাহীন নয়। তাকেও নির্দিষ্ট একটি পরিধির মধ্যে কাজ করতে হয়। এই পরিধি নির্দিষ্ট হয়েছে বিভিন্ন মেধাসত্ত্ব আইনের মাধ্যমে। মেধাসত্ত্ব আইনের মূল লক্ষ্য হল মানুষের বৌদ্ধিক উদ্ভাবন তথা উদ্ভাবককে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা। এটা করা হয়ে থাকে তাকে তার উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে। মেধাসত্ত্ব আইনের মধ্যে পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, নকশা, ব্যবসা সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য, কপিরাইট ইত্যাদি পড়ে।

(ক্রমশঃ)

With Best Compliments from :-

Gutenberg

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

58, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

মনিপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ঃ ধ্বংস পর্ব

দেবব্রত বিশ্বাস

কিছুদিন আগে মনিপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে গেলো। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ নষ্ট হলো। এনিয়ে খুব বেশী চিন্তিত হয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা কম। এই খবরটি হয়তো অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে। হয়তো বা কেউ দেখেও উদাসীন থেকেছেন। এবং এই ধরনেরই খবরগুলি আমরা যারা নিজেদের প্রগতিশীল ভাবি তাদের অনেকের মনে আবার আলোড়ন তোলেনা। অথচ সারা পৃথিবী ব্যাপী বুর্জোয়া সমাজ প্রভাবিত ধ্যান ধরণাগুলিকে তারাই আবার কত কৌশলে পুষ্ট করে তোলা যায়, সমাজের গভীরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তা নিয়ে খুব বেশী চিন্তা করেন। ইরাকে ধ্বংস হয়ে গেলো সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাগারের অন্যতম নিদর্শন। তাতেও অনেকে চিন্তিত হননি। মনিপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ধ্বংস কান্ড তো সেই তুলনায় খুবই সাধারণ ঘটনা। তবুও প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। এই বাংলাতেও প্রতিবাদ হয়েছে। আর সেটাই আমাদের ভরসার কথা, অন্তত তাদের কাছে যারা এখনও বহুমুখী জিজ্ঞাসার নিরসনে গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হন। ১৪ এপ্রিল, ২০০৫। ঘটলো আরেকটি বই নিধন যজ্ঞ। মনিপুর রাজভবনের পেছনে মাত্র একটি দেওয়ালের ব্যবধানে গড়ে উঠেছিল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি। ঘটনাস্থলের বিবরণ থেকে জানা গেছে ২০ জন সশস্ত্র আক্রমণকারী গ্রন্থাগার অফিস চত্বরের মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে ঢুকে পড়ে এবং নিশ্চিতভাবে এটি রাজভবনের দিকে হওয়ায় এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল বেশ মজবুত। তা সত্ত্বেও এ ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসবাদীরা গ্রন্থাগারের মধ্যে ঢোকার পর পশ্চিমদিকের বিদ্যুত সরবরাহ অফিসটি প্রথমে দখল করে নেয়। প্রশাসনিক বিভাগের কর্মীদের আটক করে। এরপর তারা একে একে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করে ও সেখানে কাগজপত্র যা পায় তার উপর কেরোসিন ঢেলে দেয়। গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার সময় পাঠকক্ষের মধ্যে বহু পাঠক পড়ছিলেন। তাঁরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আক্রমনকারীরা আগুন লাগানোর কাজ সেরে ফেলে। এবং দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। এরপর কর্মী ও পাঠকরা ঘড়োঘড়ি করে কোনমতে নিরাপদ জায়গায় আসতে সমর্থ হন। ততক্ষনে সমস্ত ভবনটি আগুনের গ্রাসে চলে যায়। এই দুর্ঘটনায় দুজন পাঠক অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। গ্রেপ্তার হয়েছে থংগাম আনন্দ ও লেসাঙথেম সুরজিৎ নামের দুই উগ্রবাদী।

মুখ্য গ্রন্থাগারিক হাইগ্রজান দেবেন্দ্র জানিয়েছিলেন ১৯৬৮ সালে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার বই নিয়ে গ্রন্থাগারটির সূচনা হয়। অগ্নিসংযোগের ফলে প্রায় ১০ কোটি টাকার বই পুড়ে ছাই হয়েছে। এছাড়া কম্প্যুটার, তথ্য সংগ্রহের ফাইল, জনসংযোগ কেন্দ্রটিও নষ্ট হয়ে গেছে।

এই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গাঙ্গুমাই কামেই একে রাজ্যের ঐতিহ্যের অপূরণীয় ক্ষতি বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রখ্যাত আইনজীবী কোটেশ্বর সিং গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে তালিবানীয় কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাজ্যের কলা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী পি. এইচ. পারিজাত অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন এই ঘটনায় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যেহেতু তারা আগে ভাগে কোনও সতর্কবার্তা দিতে পারেনি। এই ধরনের একটি জ্ঞান ভান্ডার নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে স্বভাবতই মন্ত্রী বিরক্ত হন। এঘটনা ঘটার পর মন্ত্রী সরাসরি ঘটনাস্থলে পৌছান এবং ইম্ফল পশ্চিমের পুলিশ সুপারকে গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্মী ও অফিসারদের নথিপত্র পরীক্ষা করার নির্দেশ দেন। যদিও জনৈক গ্রন্থাগারিক বলেন ঘটনা ঘটার আগে পুলিশকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ সুপার তা অস্বীকার করেন। বাস্তবে বাদানুবাদ ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

অতিরিক্ত ডি. জি. ওয়াই জয়কুমার দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিলেন 'মেলাল' গোষ্ঠীর সদস্যরা ঘটনাটি ঘটান। এক স্থানীয় গোষ্ঠীর উন্মত্ত তান্ডবে ছাই হয়ে গেলো মনিপুরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারটি। মায়েক ইরোল এডক লয়নামিলন অপুনবা লুপ (Meelal) বা ইউনাইটেড ফোরাম ফর সেফগার্ডিং মনিপুরী স্ক্রীপ্ট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নামে প্রতিষ্ঠানটি আক্রমন চালায়। কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিত অপর একটি গোষ্ঠী এদের সাহায্য করে।

প্রতিবাদকারীদের দাবি রাজ্যে বাংলা লিপি হঠিয়ে মনিপুরের আদিম মায়েক লিপির প্রবর্তন ঘটাতে হবে। উল্লেখ্য গত তিন শতাব্দী ধরে এখানে মৈথিল ভাষার লিপি হিসাবে বাংলা

লিপিতেই লেখার কাজ চলছে। গ্রন্থাগারে যে সমস্ত মনিপুরী বই সংগৃহীত ছিল সেগুলি সবই বাংলা লিপিতে লেখা। তাই উগ্রবাদীরা জ্বালিয়ে দিলেন কয়েক শতাব্দীর সঞ্চিত পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থরাজি। বাস্তবে পুরোনো মনিপুরী হরফ বা মিতেই হরফ এবং বাংলা হরফ দুটিই ব্রাহ্মী লিপির সন্তান।

সারা পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজারের বেশী ভাষা প্রচলিত। ২৫/২৬ টি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত এই ভাষাগুলি। ভারতের ভাষাগুলি প্রধানত চারটি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত যথাক্রমে— ইন্দো ইউরোপীয়, ভোট চীনা, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়। ভোট চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট বর্মী শাখা। ভোট বর্মী শাখার আসাম বর্মী মন্ডলের অন্তর্গত ভাষা হল কুকি চিন। মেইতেই বা মনিপুরী এবং বিষ্ণুপুরিয়া ভাষা এই কুকি চিনের অন্তর্ভূক্ত। মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ব্রহ্মদেশ, মিজোরাম, আসাম, ত্রিপুরাতে মণিপুরী ভাষার চল আছে। ভাষাটি এখনও সজীব অগ্রশীল। হিন্দু, বৈষ্ণবদের গভীর প্রভাব আছে মনিপুরীদের উপর। ভাষাতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'আধুনিক ভারতীয় ভাষাপ্রসঙ্গে' বইতে জানিয়েছেন 'মনিপুরীর নিজস্ব লিপি আছে, যদিও তা ব্রহ্মী থেকে উদ্ভূত। তবে ১৮ শ শতকের মধ্যভাগ থেকে মনিপুরে বাঙলা লিপি গৃহীত হয়েছে।' বাংলা লিপিরও জন্ম ব্রাহ্মী থেকেই।

কিছু উগ্রমানসিকতার মনিপুরীদের হঠকারীতার জন্য নিঃশেষ হয়ে গেলো সভ্যতা সংস্কৃতির এক দীর্ঘ সঞ্চিত ইতিহাস। যে ক্ষতি আর কোন ভাবেই পূরণ সম্ভব নয়। মনিপুরের সাধারণ মানুষ বাঙলা লিপিতেই অভ্যস্ত। হঠাৎ করে প্রাচীন লিপির প্রবর্তনে বিপর্যস্ত হতে পারে মনিপুরের সাধারণ জীবনযাত্রা। সংকীর্ন জাতীয়তাবাদ এবং প্রবল প্রাদেশিকতার শিকার এই বিদ্রোহীদের অত্যাচারে আর কত দিন পিষ্ট হবে জনগণ তা ভবিষ্যতই বলবে।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার মুদ্রিতব্য তথ্য :

সাইজ	:	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ আয়তন	:	৬" x ৯.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	:	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	:	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সংখ্যায় এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

• প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা • বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য সততরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য সততরা কুড়ি (২০%) কমিশন। এজেন্সিতে দশ কমিশন পত্রিকার তরফে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে তত কমিশন অগ্রিম জানাতে হবে। অনিয়মীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

হাসাতে হাসির ধারা, পড়াতে ভাবের ধারা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ভাবানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

নমুনা সংখ্যা পাঠানো হয়

পত্রপাঠ

☎ 9830052182
9231559717

১০ ছে. কার্ল রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুরুলিয়া জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : ১৯৬৪

পুরুলিয়া জেলা ১৯৫৬ সালে বিহার প্রদেশের মানভূমের অংশ ছিল। ঐ বৎসর মানভূমের কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ অঞ্চল পুরুলিয়া জেলা নামে অভিহিত হয়।

১৯৫০ সালে বিহার সরকার যে রাজ্য পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৬ সালে তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশবলে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়।

স্বাধীনতার পূর্বে এই জেলায় মাত্র পঁচিশটি গ্রন্থাগার ছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পুরুলিয়াতে হরিপদ সাহিত্য মন্দির স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জেলায় আরও ৪৫টি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা নিম্নরূপ :

গ্রামীন গ্রন্থাগার (গবর্নমেন্ট স্পনসর্ড)	৩৪টি
সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার	৭২টি
সরকারী সাহায্য বিহীন গ্রন্থাগার	৫০টি
পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র	১৫টি
জেলা গ্রন্থাগার	১টি

জেলার ২১টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে বলরামপুর ও বান্দোয়ান ব্যতীত প্রতিটি ব্লকেই গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। যানবাহনের অভাব, উত্তম রাস্তাঘাটের অভাব ও অন্যান্য কয়েকটি কারণ বশত বান্দোয়ান, বাগমুন্ডি, আরাবা উন্নয়ন ব্লক গুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রসারলাভ করেনি। বান্দোয়ান ব্লকে এখনো পর্যন্ত একটিও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়নি। বলরামপুরের মতো স্থানে, যা পাকা রাস্তার উপর অবস্থিত, যেখানে স্কুল হাসপাতাল, রেলওয়ে স্টেশন যানবাহনের সবরকম সুবিধা আছে, সেখানেও আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়নি। এছাড়া আদ্রা আনাড়াতে গ্রন্থাগার স্থাপন করা উচিত। এখানে বলা প্রয়োজন বান্দোয়ান ও বলরামপুরে কুরাল লাইব্রেরী নেই বটে, কিন্তু কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার আছে। পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের দুটি বিভাগ আছে— স্থিতিশীল ও ভ্রাম্যমাণ। স্থিতিশীল বিভাগ তিনভাগে বিভক্ত : সাধারণ, মহিলা ও শিশুবিভাগ। এই বিভাগের গ্রাহক হতে ভর্তি ফি বা মাসিক চাঁদা লাগেনা। তবে জামানত (ফেরৎযোগ্য) কিছু টাকা রাখতে হয়। ভ্রাম্যমান বিভাগের গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বিশেষ হতে পারেন না। গ্রাহক হতে ২৫ টাকা জামানত, ১ টাকা ভর্তি ফি ও বাৎসরিক দশ টাকা চাঁদা দিতে হয়। স্থিতিশীল বিভাগের সদস্য সংখ্যা ৬৭০ এবং ভ্রাম্যমান বিভাগের সদস্যসংখ্যা ৯০। স্থিতিশীল এবং ভ্রাম্যমান বিভাগ নিয়ে এই গ্রন্থাগারের মোট ১৪,০০০ বই আছে। বর্তমানে ১১টি দৈনিক পত্রিকা, ৪৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি আছে। সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক এর সম্পাদক এবং জেলাধীশ সভাপতি। অন্যান্য জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে যুগ্ম-সম্পাদক করা হয়েছে কিন্তু এখানে কমিটির সদস্য পর্যন্ত করা হয়নি।

জেলা গ্রন্থাগারে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে অনার্স ও এম.এ. পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী কিছু কিছু বই আছে। জেলা গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তক গ্রন্থযানের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির ভ্রাম্যমান শাখায় পুস্তক ঋণ দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের জেলা গ্রন্থাগার থেকে এক কালীন ৪০টি করে পুস্তক ঋণ দেওয়া হয়। বর্তমানে গ্রন্থ যানটি ৭টি রুটে চলাচল করে। যে সমস্ত পল্লী গ্রন্থাগার রুটগুলি থেকে দূরে অবস্থিত তাদের রুরাল লাইব্রেরীর সাইকেল পিয়ন মারফৎ পুস্তক ঋণ দেওয়া হয়।

জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক সংখ্যা ৯০,০০০, পত্রিকা ৬৫০০, বাৎসরিক বই ইসু হয় ১৮,৫০০। কেবলমাত্র জেলা গ্রন্থাগারেই গত বৎসর পাঠককে সাময়িক পত্রিকা ব্যতীত ৩০,০০০ মতো পুস্তক ইসু হয়। এই জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার গুলিতে পাঠকের সংখ্যা প্রায় ৪০০০।

জেলা গ্রন্থাগারে এবং পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায়ই শিক্ষা ও কৃষ্টি মূলক অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য সময় সময় অল্পদিনের শিক্ষণ কোর্স জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত হয়।

সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে হরিপদ সাহিত্য

মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগারের নিজস্ব পাকা বাড়িসহ প্রায় দুই বিঘা জমি রয়েছে। এটা পরলোকগত হরিপদ সে-র দান। ৩০/৩৫ জন একসঙ্গে বসে পড়ার মত পাঠকক্ষ আছে। এখানে প্রায় ১১ হাজার বই আছে। ৭টি ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক, ২০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। শিশু ও মহিলাদের কোন পৃথক বিভাগ নেই। একটি ভ্রাম্যমান শাখা ও গ্রন্থযান আছে কিন্তু তার কাজ পুরুলিয়া শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্রাহক-গ্রাহিকার বর্তমান সংখ্যা ৪০০। তাদের ৩ টাকা জামানত স্বরূপ রাখতে হয় এবং মাসিক ২৫ পয়সা চাঁদা দিতে হয়। পাঠককে বসে সাময়িকপত্র, দৈনিক পত্রিকা বা যেকোন গ্রন্থ পাঠ করা যায়, তার জন্য চাঁদা লাগেনা। পুরুলিয়া শহরের যাবতীয় কৃষ্টিমূলক কার্যাবলী সাধারণতঃ এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।

এই গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এ বৎসর একটি পাঠ্য পুস্তক বিভাগ খোলার জন্য একজন ৩০০০ টাকা দিয়েছেন। প্রয়াত জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি বিরাট হলঘর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রস্তর মূর্তি, ছৌ নৃত্যের পোষাক, মুখোশ, আদিবাসীদের তীর ধনুক ব্যবহারের প্রাচীন বাসন, অস্ত্রশস্ত্র, কাঠের তৈরী খেলনা এবং প্রাচীন গয়না একটি ছোট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এক কথায় গ্রন্থাগারটিকে পুরুলিয়া জেলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র বলা যায়।

১৯৩৭ সালে পুরুলিয়া শহরের মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মুস্লিম লাইব্রেরী' টির অবস্থা এখন শোচনীয়। মুস্লিম লীগ এই জেলায় যখন রাজনৈতিক দল গঠন করে তখন এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই তার সকল কাজ হত। এখন এটা উপেক্ষিত ও অবহেলিত। এখানে প্রায় আড়াই হাজারের মতো উর্দু বই আছে, দুই একটি পত্রিকাও আছে। কিন্তু পাঠক নেই, কচিত দু'চার জন পড়তে আসেন।

পুরুলিয়া মিনিস্ট্রেরেল স্টাফ এসোসিয়েশনের গ্রন্থাগারটি ছোট হলেও উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি ভাল নাটকের সংগ্রহ আছে।

পল্লী অঞ্চলের অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের মধ্যে স্বামী অসীমানন্দ প্রতিষ্ঠিত নেতাজী গ্রন্থাগার অন্যতম। পুস্তক সংখ্যা, গ্রাহক সংখ্যা এবং ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক। কালদার হরিজন পাঠাগার, গড়জরপুর বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাগার, কেন্ডিডার পাঠাগার, কাশীপুরের পাঠাগার, মুবাডি প্রসন্ন সাহিত্য মন্দির, দলদলি আমুরিয়া উদয়নী পাঠাগার, বড়বাজার রুরাল লাইব্রেরি। লৌলাড়া জনপদ পাঠাগার, বীনাপানি পাঠাগার, গোবিন্দপুর পাঠাগার, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জেলার বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা শোচনীয়। ১৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ও সৈনিক স্কুল ব্যতীত অন্য কোন স্কুলেই শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট গ্রন্থাগারিক তো দূরের কথা ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী পর্যন্ত নেই।

এই জেলার কয়েকটি স্কুল গ্রন্থাগারে যেমন জেলা স্কুল, মালভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন, রাজকীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শান্তনয়ী বালিকা বিদ্যালয়, পুরুলিয়া সত্যবামা বিদ্যাপীঠ, কালদা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, লৌলাড়া রঘুনাথপুর ও লক্ষণপুর ইত্যাদি স্থানে কিছু সংখ্যক বই আছে। জেলাস্কুলে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা বেশি এবং এই গ্রন্থাগারে অনেক পুরাতন গেজেট দেখা যায়। কিন্তু কোন স্কুলেই নিজস্ব গ্রন্থাগার গৃহ নেই এবং ছাত্রগণ গ্রন্থাগার থেকে বই নেওয়ার সুযোগ পায়না। গুদাম ঘরের মত বইগুলি হয় প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অথবা শিক্ষক শিক্ষিকাদের কমন রুমে আলনারিতে তালাবন্ধ থাকে। স্কুল গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের গ্রন্থাগারটিই শ্রেষ্ঠ। এই স্কুলটি স্থাপনের পর থেকেই এর গ্রন্থাগারের জন্য একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখনও এমন একজন গ্রন্থাগারিক আছেন। এই গ্রন্থাগারের চারটি বিভাগ দেখা যায়— (১) জুনিয়র বিভাগ (২) সিনিয়র বিভাগ, (৩) টেক্স বুক বিভাগ ও রেফারেন্স বিভাগ (৪) সাধারণ বিভাগ। চতুর্থ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী ছাত্রদের প্রথম বিভাগ, নবম থেকে একাদশ দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ সমস্ত ছাত্রদের জন্য ও শিক্ষকদের জন্য। চতুর্থ বিভাগে ছাত্রদের পড়ার জন্য বই রাখা হয়না। এই বিভাগে শিক্ষক ও স্কুলের অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নানারকম গল্প-উপন্যাস রাখা হয়। এই বিভাগের পুস্তক ছাত্ররা পড়িতে পায় না।

এই জেলার তিনটি কলেজেই গ্রন্থাগার আছে। জে কে কলেজ গ্রন্থাগারে প্রায় ছয় হাজার পুস্তক আছে। গ্রন্থাগারিক নেই, গ্রন্থাগার গৃহও নেই। জানা গেল, একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিককে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে।

নিস্তারিনী মহিলা কলেজের গ্রন্থাগারটি সুষ্ঠুভাবে

পরিচালিত। এখানে একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা গ্রন্থাগারিক আছে। পুস্তক সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। কয়েকটি সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়: ছাত্রী ও অধ্যাপিকারা নিয়মিত এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

রঘুনাথপুর কলেজটি নূতন। তবু কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই এই গ্রন্থাগারটির উন্নতি সাধনে যত্নশীল ও সচেষ্ট। শুরুতেই একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেছেন। যদিও পুস্তক সংখ্যা তিন হাজার মাত্র তবু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক।

পুরুলিয়ার পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারটি বেশ সুন্দর। একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও আরেকজন ম্যাট্রিকুলেট গ্রন্থাগার কর্মী আছেন। গ্রন্থাগার গৃহটি বেশ সাজানো গোছানো। বইয়ের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারটির উন্নতিকল্পে আগ্রহশীল ও গ্রন্থাগার মনোভাবাপন্ন বলে মনে হয়। ছাত্র ও শিক্ষকগণ নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

পুরুলিয়া জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি মোটামুটি চিত্র দেওয়া হল। যদিও জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক নয়, তবু এ জেলায় যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে এবং জনসাধারণ ধীরে ধীরে গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন এটাই আশার কথা।

[এই বিবরণ পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সুশান্ত কুমার হাজরা মহাশয়ের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ (অগ্রহায়ণ ১৩৭১, ২৪০-৪৬) থেকে যথোপযুক্ত বিবেচিত হওয়া বলে গৃহীত হয়েছে। প্রয়োজনে স্থলে স্থলে সামান্য সংক্ষেপ করা ছাড়া আর কোন রদবদল করা হয়নি।]

গ্রন্থাগার সংবাদ

দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগার
পোঃ—দেউলপাড়া, ব্লক—পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১৪
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

দেউলপাড়া ভূধারিনাথ বিদ্যানিকেতন ও দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে, বুধবার, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, ঠিক দুপুর ২ টায়, বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গণে, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে" এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই আলোচনা চক্রে মূল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী বিমল মন্ডল।

প্রায় তিন শতাধিক ভাষাপ্রেমী ছাত্র-ছাত্রী এবং দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে "আমার ভাইএর রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী ....." সংগীতের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। এরপর শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পাঞ্জলী ও মাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

সভায় বিদ্যানিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী এবং পাঠাগারের পাঠক-সদস্য/সদস্যা কর্তৃক সংগীত, আবৃত্তি এবং "ভাষা-দিবস" স্মরণে নিবন্ধ পরিবেশিত হয়।

এদিনের মূল আলোচক শ্রী বিমল মণ্ডল অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের" তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক আজিজুল মল্লিক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন বিকাল ৪টায়।

প্রতিবেদক — পার্থসারথি মিত্র

বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদ

করুণাময়ী আবাসন, বিধাননগর, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

প্রয়াত সত্যব্রত নাগ স্মরণে

শোকসভা

বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সত্যব্রত নাগের স্মরণ সভা গত ১০ই ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে পাঠাগার প্রাঙ্গনে এক ভাব গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠাগারের সভাপতি শ্রী সুনীল মজুমদার সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রয়াত নাগের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান সভার সভাপতি। তারপর তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অন্যতম সহ-সম্পাদক শ্রী রঞ্জিত চন্দ, বিধাননগর পৌরসভার পৌর প্রধান অধ্যাপক শ্রী বিশ্বজীবন মজুমদার, প্রয়াত নাগের স্ত্রী শ্রীমতী অরুণা নাগ, পুত্র শ্রী জয়ীক নাগ, অন্যতম সহসম্পাদক সুনীল বরণ চক্রবর্তী, সহসভাপতি ত্রয় যথাক্রমে সুশীল কুমার বসু, বি.এন. দাসগুপ্ত, শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী এবং পাঠাগারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীরা।

স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে পৌরপ্রধান শ্রী বিশ্বজীবন মজুমদার বলেন যে সামাজিক বোধে উদ্বুদ্ধ মানুষের মৃত্যু সমাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নাগ রেখে যায়। এঁদের স্মৃতিতে মানুষ সভায় সমবেত হয়। শোক প্রকাশ করে। তাঁর গুণাবলীর পর্যালোচনা করে, অনুকরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এভাবেই মানুষ অমরত্ব লাভ করে।

প্রয়াত নাগের এসব গুণ ছিল বলেই একটা সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের মধ্যে মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে আর একজন অকাল প্রয়াত সামাজিক মানুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ তিনি নিতে পেরেছিলেন। সে জন্যই আমরা আজ সমবেত হয়ে তাঁকে স্মরণ করছি, শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সভায় উপস্থিত অন্যান্যরাও একইভাবে কথায়, গানে বা আবৃত্তির মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করেন।

সভাপতি প্রয়াত নাগের পরিবারের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক — সুনীলবরণ চক্রবর্তী

হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগার

হাওড়া

হাওড়া সঙ্ঘ ও হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগারের উদ্যোগে গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৭ই ডিসেম্বর ২০০৬ ও ৭ই জানুয়ারী' ০৭, তিনদিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল।

প্রথমদিন বয়সভিত্তিক তিনটি বিভাগের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রায় ২৫০ জন, যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগীতায় ৩২ জন এবং মহিলাদের মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা ১৭ জন প্রতিযোগী এবং স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন রবীন্দ্রসংগীত এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ৬৩ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানের শেষদিন ছিল পুরস্কার বিতরণী, কুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৫টি বিদ্যালয়ের মোট ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী ও দর্শকমন্ডলীর জন্যেও ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ও কবি শ্রী প্রমোদ বসু, সঙ্গীত শিল্পী, কনা বসু, রাজা মহিলা কমিশনের সদস্যা অধ্যাপিকা গৈরিকা ঘোষ সহ স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রতিবেদক — সুজাতা সাঁতরা

বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী
আর. বি. নন্দন রোড, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী - ৭১২৫০২
গ্রন্থাগার দিবস ও পঞ্চানন কর্মকারের দ্বি-শত প্রয়াণ বার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ২৩ ডিসেম্বর' ০৬ বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনার এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী শাখার উদ্যোগে ও প: ব: সাং গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সহযোগিতায় গ্রন্থাগার দিবস ও হরফ শিল্পের পুরোধা সঞ্চালন কর্মকারের দ্বি-শত প্রয়াণ বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ১১-৩০ টা থেকে সারাদিন তিনটি পর্বের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান বীণা মজুমদার-এর পঞ্চানন কর্মকার বিষয়ক প্রদর্শনীর উদ্বোধনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, জেলার বহু গ্রন্থাগার কর্মীরা এবং স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন বি.এল.এ-এর হুগলী শাখার সম্পাদক সাত্যকী চৌধুরী এবং জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অরুনাভ ভৌমিক। শেষ পর্বে ছিল পঞ্চানন কর্মকার বিষয়ক আলোচনা চক্র; অংশ নেন সুনীল চট্টোপাধ্যায় 'কেরী গবেষক'; পঞ্চানন কর্মকারের প্রপৌত্রি বিমান মল্লিক, মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক — নিখিল গোস্বামী

পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার
আনুখাল, বর্ধমান
বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ১৯ শে নভেম্বর '০৬ রবিবার পল্লীমঙ্গলকেন্দ্র পাঠাগার-এর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পাঠাগারের প্রাঙ্গনে। একদিনের এই অনুষ্ঠানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানের পরে আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য ও "বর্তমান সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করা উচিত" এই বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রতিযোগীতা দিয়ে শেষ হয়। প্রতিযোগীতার পর সন্ধ্যায় আনুখাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত হয় 'কাজির বিচার' নাটকটি। শেষে পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগারের শিশু ও কিশোর সদস্য-সদস্যা বৃন্দ কর্তৃক অভিনীত হয় দুটি নাটক যথাক্রমে 'যাদুর তুলি' ও 'দেনা-পাওনা' অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে ওঠে এলাকার সকলস্তরের মানুষের সহযোগীতায় ও উপস্থিতিতে।

প্রতিবেদক — শ্রী স্বপনকুমার সেন

দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার
কৃষ্ণদেবপুর, বর্ধমান
২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন

গত ২০শে ডিসেম্বর '০৬ দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীন পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এলাকার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ক্লাবের সদস্য-সদস্যা, পাঠাগারের সদস্য-সদস্যা ও এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে সামিল হন। বেলা ১টায় একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রা ফেস্টুন, ব্যানার, প্লাকার্ড সহকারে এলাকা পরিক্রমা করা হয়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয় ও স্লোগানের মাধ্যমে এলাকার জনগণকে গ্রন্থাগারে আসার আহ্বান জানানো হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী স্বপনকুমার সেন

জেলার সংবাদ — বর্ধমান

উনবিংশ বর্ধমান জেলা গ্রন্থমেলা ২০-২৬ শে ডিসেম্বর ২০০৬

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। ১৯২৫ সালের এই দিনটির স্মরণে বর্ধমান জেলা গ্রন্থ মেলার সূচনা করা হয় খনি শহর জামুড়িয়া নজরুল শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনে। উদ্যোক্তা পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন। পরিচালনায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক (L.L.A) বর্ধমান। সহযোগিতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বর্ধমান জেলা শাখা, ও জামুড়িয়া পৌরসভা। মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক সইদুল হক, প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার অধিকর্তা সুজয় গোবিন্দ নিয়োগী, উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মেয়র আসানসোল রামাপদ মুখার্জী, জেলা শাসক - মনীষ জৈন, সভাধিপতি বর্ধমান জেলা পরিষদ উদয়শঙ্কর সরকার, পৌর প্রধান - তাপস কবি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের অন্যতম সদস্য অরিন্দম কোঙার, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির বর্ধমান জেলার সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মালিক, ডি. এল. ও বর্ধমান - সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়, L.L.A সদস্য সুনীল মন্ডল, শন্টু তারন মন্ডল, হরনাথ ঘোষ, শিবানন্দ পাল, জাকিরুল ইসলাম, মৃদুল মিত্র, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, সুভাষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

উদ্বোধক অধ্যাপক হক তার ভাষণে বলেন বই এর মধ্য দিয়ে মানুষ বিশ্ব দেখে, তাই এর প্রচার এবং প্রসারের আমাদের করতে হবে। সেই দিক দিয়ে গ্রন্থমেলার আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা থেকে শুরু করে বিগত কয়েক বছর সারা পঃ বঃ বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থমেলা সংগঠিত হয়ে চলছে। বর্ধমান জেলায় গ্রামীন এলাকায় পর্যন্ত বইমেলা হয়েছে (মানকর, সেহারা), যার লক্ষ্য হ'ল আরো বেশী সংখ্যক মানুষ যাতে গ্রন্থের স্বাদ পায় তার ব্যবস্থা করা। বর্ধমান জেলায় দুই শতাধিক গ্রামীন গ্রন্থাগার আছে। পরিসেবার মান ভালো। জেলায় সর্বশিক্ষা অভিযানে ব্যাপক উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগার গুলিতে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে যে গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়েছে তা যাতে সার্থক রূপ পায় তার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ১৯টি প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি মেলার শুভ সূচনা করেন।

প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার অধিকর্তা পঃ বঃ সরকার সুজয় গোবিন্দ নিয়োগী তাঁর ভাষণে বলেন — বর্ধমান জেলা শিক্ষা আন্দোলনে পঃ বঃ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। গ্রন্থ মেলার আয়োজন তার একটি অঙ্গ। বই এর মধ্য দিয়ে মানুষের চেতনার উন্মেষ হয়। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যাতে গ্রন্থের গন্ধ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য পঃ বঃ সরকার সারা রাজ্যে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয় সরকার জীবন-জীবিকার উপযোগী গ্রন্থাগার পরিষেবা দিতে চাইছেন। যেখানে যেখানে এখনও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যায় নি সেখানে "জন গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র" স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বর্ধমান জেলায় ২৯টি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন হয়েছে। সেখানে মানুষ আসছে নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহের জন্য।

সভাধিপতি গ্রন্থমেলার তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ে তিনি নানান উপমা দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেন। জেলা শাসক প্রকাশক বন্ধুদের অংশগ্রহন করার জন্য ধন্যবাদ দেন।

সম্পাদক তথা (D.L.O) তাঁর সূচনা পর্বের রেশ ধরে বলেন — আজকের এই মেলার জন্য প্রথমেই সাধুবাদ জানাই জামুড়িয়া পৌরসভার প্রতিটি কর্মী বন্ধুদের, এবং তাদের কাউন্সেলারদের, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দুইটি সংগঠন কে, যাদের সহযোগিতা ছাড়া এই মেলার আয়োজন করা যেত না। তিনি বলেন ৭৬টি প্রকাশক বন্ধু অংশ গ্রহণ করেছেন। স্থান অভাবে অনেক প্রকাশক বন্ধুকে স্টল দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরজন্য আমরা দুঃখিত। মেলায় প্রত্যহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। তিনি এলাকার মানুষদের মেলায় আসার জন্য অনুরোধ করেন। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আজকের দিনটির (২০শে ডিসেম্বর, গ্রন্থাগার দিবস) তাৎপর্য বিসদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি উপস্থিত সকল অতিথি বৃন্দ, মেলায় আগত সর্বস্তরের মানুষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

প্রতিবেদক — সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

১২তম উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা

গত ২রা জানুয়ারী ২০০৭ কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবার উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। চলে ৭ দিন। গত ২রা জানুয়ারী এক বর্ণাঢ্য মিছিল সারা কালিয়াগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। বইমেলার উদ্বোধক ছিলেন প্রখ্যাত কবি সুবোধ সরকার। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন অসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডঃ শ্রীকুমার মুখার্জি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী আবাসন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ আনোয়ারুল হক্। কালিয়াগঞ্জ বিধায়ক ননীগোপাল রায়, বিধায়ক নর্মদা রায়, ডাইরেক্টর এন.বি.এস.টি.সি ও স্পিনিং মিল এর শ্রী বীরেশ্বর লাহিড়ী, জেলা শাসক প্রদীপ সেনগুপ্ত, অতিরিক্ত জেলাশাসক কমল কুমার চক্রবর্ত্তী। কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার পৌরপতি অরুণ দে সরকার। এই বইমেলা উপলক্ষে ৭ দিন ব্যাপী স্কুল ও কলেজ ভিত্তিক প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান হয়। সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন সেমিনার হয়, অংশগ্রহন করেন ডঃ শ্যামল চক্রবর্ত্তী। এছাড়া গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থমেলা বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন ডঃ উদয়ন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক গ্রন্থাগারবিজ্ঞান তথ্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায় রেজিস্টার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। নাটক, গান, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির সমাগম সকল দর্শক শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছিল। ১২তম উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা যাঁর আন্তরিক অক্লান্ত পরিশ্রমে সার্থকরূপ নেয় তিনি হলেন গ্রন্থাগারিক এবং সহঃ সভাপতি বি.এল.এ জেলা শাখা ভারতেন্দ্র চৌধুরী এবং জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক প্রান গোপাল করাতি।

প্রতিবেদক — বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

পোঃ-কালনা, জেলা-বর্ধমান

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী '০৭ রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কালনা মহকুমা শাখার ৮ম সম্মেলন কাঁকুড়িয়া দেশবন্ধু গ্রামীন পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সভার পূর্বে এলাকার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গ্রন্থাগার কর্মী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড, স্লোগান সহকারে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা এলাকা পরিক্রমা করে। এরপর শহীদবেদীতে মাল্য দানের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। এই সভার উদ্বোধন করেন কালনা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহঃসভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ সরকার। সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন মহকুমা সম্পাদক শ্রী স্বপন কুমার সেন ও আয়ব্যয় এর হিসাব পেশ করেন কোষাধক্ষ্য শ্রী অদীপ চ্যাটার্জী।

প্রতিবেদক — শ্রী স্বপনকুমার সেন

মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরী

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার)

ডানকুনি, হুগলী

মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ডানকুনি (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) তে লাইব্রেরী ও ডানকুনি বইমেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে মাতৃভাষার মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গত ২১শে ফেব্রুয়ারী' ০৭ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে "মাতৃভাষা দিবস" অনুষ্ঠান পালিত হয়। মূলতঃ দুটি পর্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। প্রথম পর্বে সকাল ৬.৩০ মিনিটে ভাষা শহীদ স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সকাল ৭টায় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণ থেকে সঙ্গীত সহযোগে এলাকার বিভিন্ন স্থানে পথ পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। পথ পরিক্রমায় ছাত্র-ছাত্রী, সভ্য, সভ্যা, শিক্ষক ও বহু ভাষাপ্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

২য় পর্বে ডানকুনি বইমেলা কার্যালয়ে সন্ধ্যা ৬ টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পরিবেশন করে পৌলমী লস্কর। তারপর সভার মূল আলোচক ডঃ জ্যোর্তিময় ঘোষ তার ভাষণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন।

প্রতিবেদক — জগন্নাথ কর

বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার
(সরকার পোষিত)
পোঃ - ময়নাপুর, জেলা - বাঁকুড়া
আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০০৭ পালন

ময়নাপুর বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগারের সাধারণ পাঠক-পাঠিকা, ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বিশিষ্ট কবি, গণ সংগঠনের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধি ও এলাকার জনসাধারণ ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ বিকাল ২টা ৩০ মিনিটে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন। প্রথম পর্য্যায়ে পাঠাগারের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শহিদ বেদিতে পর্য্যায়ক্রমে মাল্যদান করা হয়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ দেশাত্মবোধক সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয়। আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস আলোচনা চক্রের অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন হিজলডিহা কামিনী বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অশোক কুমার বিশ্বাস। তিনি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এই দিনের তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। সভার শুরুতে গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য বক্তাগণ আজকের দিনের তাৎপর্য বিশেষভাবে উপস্থাপিত করেন।

প্রতিবেদক — রনজিৎ কোলে

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, দক্ষিন দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলার গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতিগুলির সহযোগিতায় গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়নকল্পে ব্লক ভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে, সমন্বানুসারে তথ্য পরিষেবা, অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরক্ষরদের স্বাক্ষর ও জ্ঞান পিপাসু মানুষের চাহিদা মেটাতে গ্রন্থাগার এর ভূমিকা সমাজে আজও অপরিহার্য। স্থানীয় গ্রন্থাগার বৃন্তকের সুচারু পরিচালন দক্ষতা ও সহানুভূতিশীল সহযোগিতায় দক্ষিন দিনাজপুর জেলার গ্রন্থাগার কর্মীগন নিরলস প্রয়াসে গ্রন্থাগার ব্যাবস্থাকে অটুট রেখেছে। গ্রন্থাগার পরিষেবার মানকে আরও উন্নত করতে জেলায় যে আলোচনাসভা করা হয়েছিল তা নিম্নে দেওয়া হল—

ব্লক ভিত্তিক অনুষ্ঠান সূচী

ব্লক	তারিখ	স্থান
হরিরামপুর	২৬-১০-২০০৬	উদয়ন পল্লী পাঠাগার হরিরাম পুর
কুশমন্ডী	২৯-১০-২০০৬	সিংতোর পল্লী পাঠাগার, কুশমন্ডী
কুমারগঞ্জ	৩০-১০-২০০৬	দিওড় পল্লী পাঠাগার, দিওড়
তপন	৬-১১-২০০৬	জামালপুর পাঠচক্র, কর দহ
বালুরঘাট	৮-১১-২০০৬	খাঁপুর সমাজ কল্যান সমিতি পাঠাগার, খাঁপুর
গিলি	১৬-১১-২০০৬	ত্রিমোহিনী পি.জি. টাউন লাইব্রেরী, ত্রিমোহিনী

গত ২৬-১০-২০০৬ তারিখে হরিরামপুর এ.এস.ডি.এস উচ্চ বিদ্যালয়ে এক মহতী আলোচনা সভা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প: বঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরেরমন্ত্রী শ্রী নারায়ন বিশ্বাস। প্রধান অতিথি শ্রী রমেন বর্মন (সংসদ) তাঁর বক্তব্যে হরিরামপুর উদয়ন পল্লী পাঠাগার কে সাধুবাদ জানান এই ধরনের আলোচনা সভা আয়োজন করার জন্য।

প্রতিবেদক — সঞ্জিত পাল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পুরুলিয়া জেলাশাখা
প্রযত্নে ঃ জেলা গ্রন্থাগার পুরুলিয়া
বি. টি. সরকার রোড, পুরুলিয়া

গত ২৩।১২।০৭ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পুরুলিয়া জেলা, ৩৩তম সম্মেলন জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিমন্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন সুশান্ত কুমার হাজরা, হেমন্ত গোস্বামী, উদ্বোধন করেন পরিষদের আজীবন সদস্য তথা শিক্ষানুরাগী প্রদীপ রায়। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির জেলা সম্পাদক করিটি মাহাত। ৬ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সম্মেলন থেকে পরিষদকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নেওয়া হয়। সম্মেলন থেকে নিখিল মুখার্জী, সভাপতি, সুনীল মাহাতোকে সম্পাদক ও দিলীপ সেনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করে মোট ১৪ জনের কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে বি.এল.এ সভাপতি নিখিল মুখার্জী সম্পাদক সুনীল মহাতোকে L.L.A তে প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবেদক — সুনীলকুমার মাহাতো

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাখা
মেদিনীপুর-৭২১১০১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখায় তৃতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, ১৩ জানুয়ারী ২০০৭, জেলা গ্রন্থাগার পশ্চিম মেদিনীপুর, তে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও জেলা শাখার সভাপতি পীযূষ কান্তি জানা। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গণ আন্দোলনের অগ্রণী নেতৃত্ব বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ গ্রন্থাগার প্রেমী অধ্যাপক দীপক সরকার। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের শিক্ষা, ক্রীড়া তথ্য ও যুব কল্যান দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শ্রী তারাশঙ্কর বিশ্বাস। অধ্যাপক সরকার তার প্রাঞ্জল উদ্বোধনী ভাষণে বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও BLA সেই ভূমিকাতে নেতৃত্ব দানের কথা উল্লেখ করে সংগঠনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। এই সম্মেলনে ১০৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ২৮ জন।

পরিশেষে পরবর্তী দুই বছরের জন্য ১১ জন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। শ্রী মিলন কুমার সরকার, গ্রন্থাগারিক পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, সম্পাদক নির্বাচিত হন। শ্রী পীযূষ কান্তি জানা পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। অধ্যাপক জানা সমাপ্তি ভাষণে পরিষদের জেলা শাখার অফিস ভবন নির্মানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ৩য় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সফল করার জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করলেন।

প্রতিবেদক — মিলনকুমার সরকার

২০০৬ সালের সার্ট. লিব. এস. সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ পরিষদ পরিচালিত সার্ট.লিব.এস.সি. পরীক্ষা (২০০৬)-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৬ সালের সার্ট লিব এস সি পরীক্ষায় মোট ১২৩ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন — এর মধ্যে ১০৯ জন রেগুলার এবং ১৪ জন ননকলিজিয়েট। মোট ১২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট ১১০ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৬৯ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং ৪১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের মধ্যে ৬৮ জন রেগুলার ও ১জন ননকলিজিয়েটের পরীক্ষার্থী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের মধ্যে ৩৪ জন রেগুলার ও ৭ জন নন কলিজিয়েট পরীক্ষার্থী। মেধা অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে জোনাকি বসু রায়, শোভন চ্যাটার্জী ও গার্গী চৌধুরী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-পরিচালিত
সার্ট.লিব.এসসি. পরীক্ষা (২০০৬)-এর ফলাফল
(মেধা অনুসারে)

পরীক্ষার রোলনম্বর	নাম	শ্রেণী রোলনম্বর (২০০৫-০৬)	প্রাপ্ত মোট নম্বর	শ্রেণী
৮	জোনাকি বসু রায়	বি-৪৬	৫৩৮	১ম
২১	শোভন চ্যাটার্জী	এ-৫০	৫৩৫	১ম
২৩	গার্গী চৌধুরী	এ-৪৯	৫২১	১ম
১	মৌসুমী আদক	বি-২২	৫২০	১ম
১৪	রত্না বোস	এ-০১	৫২০	১ম
৬	প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী	বি-৫১	৫১৬	১ম
৭০	সুজাতা মিশ্র	বি-৩৩	৫১৪	১ম
১০	সুনীপা ভারতী	এ-১৫	৫১৩	১ম
৪২	প্রশান্ত ঘোষ	এ-০৮	৫১০	১ম
২৪	গায়ত্রী চৌধুরী	এ-৬৪	৫০৯	১ম
৯৮	সুজাতা সাঁতরা	বি-২৬	৫০৯	১ম
৩২	মল্লিল দে	বি-৫৩	৫০৮	১ম
৫৫	কৌশিক মাঝি	বি-১৭	৫০৬	১ম
৩৪	প্রদীপ কুমার দে	এ-২০	৫০৫	১ম
৭১	অর্পিতা মুখার্জী	এ-১১	৫০২	১ম
৯	কৃষ্ণেন্দু বেপারী	এ-৩৪	৫০১	১ম
১০২	সর্বাণী সরকার	বি-৪২	৫০০	১ম
৪১	বিভাস ঘোষ	এ-০৬	৪৯৬	১ম
৮৩	সুজিত কুমার গোয়ে	বি-৪৯	৪৯৪	১ম
৭২	দীপশিখা মুখার্জী	এ-৬২	৪৯১	১ম

পরীক্ষার রোলনম্বর	নাম	শ্রেণী রোলনম্বর (২০০৫-০৬)	প্রাপ্ত মোট নম্বর	শ্রেণী
৬০	সুজয় কুমার মন্ডল	বি-০৪	৪৯০	১ম
৪০	অনিন্দিতা ঘোষ	এ-৬১	৪৮৯	১ম
৪৩	সৌরব ঘোষ	বি-৫৭	৪৮৮	১ম
৫৭	মোহিত মল্লিক	বি-০৯	৪৮৭	১ম
২২	সুজিত চ্যাটার্জী	এ-১৩	৪৮৬	১ম
৯৩	দেবরাজ সাহা	এ-৩২	৪৮৬	১ম
৩৫	উর্মিলা দেব	এ-৬৩	৪৮৫	১ম
৫২	জয়দেব মাহাতো	এ-৩৬	৪৮২	১ম
৪৫	সৌভিক ঘোষাল	বি-৫০	৪৮০	১ম
১০৫	সাধন শর্মা	বি-৩১	৪৮০	১ম
৯১	পারমিতা রায়	এ-০২	৪৭৮	১ম
৪৬	শুকচাঁদ হাজরা	এ-৪১	৪৭৬	১ম
২৬	অভীরু দাস	বি-৪০	৪৭৫	১ম
৬৮	মিলন শেখ	এ-৫৬	৪৭৪	১ম
৯০	গোবিন্দ রায়	বি-০৮	৪৭৪	১ম
৭৬	নাসিমা খাতুন	এ-৫১	৪৭১	১ম
১০৭	শেখ মাফিজুল আলম	বি-৪১	৪৭১	১ম
৭৮	শাশ্বত পারুই	বি-৬৪	৪৬৮	১ম
১৭	শ্রীপর্ণা চক্রবর্ত্তী	এ-০৭	৪৬৭	১ম
২	আজাদ আলিগাজী	বি-৩০	৪৬৫	১ম
১০০	অভিজিৎ সরকার	বি-২৫	৪৬৫	১ম
১৯	মধুশ্রী চন্দ	এ-৪৮	৪৬১	১ম
৪৮	বিনয়েন্দু কর্মকার	এ-২৯	৪৬০	১ম

পরীক্ষার রোলনম্বর	নাম	শ্রেণী রোলনম্বর (২০০৫-০৬)	প্রাপ্ত মোট নম্বর	শ্রেণী
২৭	গৌরাঙ্গ দাশ	বি-২১	৪৫৬	১ম
২৮	হৃদয় কুমার দাস	এ-৫৮	৪৫৬	১ম
৬৫	মহঃ হুমায়ুন কবির	এ-২১	৪৫৫	১ম
৯৪	মানসী সাহা	বি-৩৫	৪৫৫	১ম
১৮	তৃণা চক্রবর্তী	এ-৫৯	৪৫৪	১ম
৫৮	কৌশিক মন্ডল	এ-২২	৪৫৩	১ম
৯৭	দীপঙ্কর সামন্ত	বি-৪৭	৪৫২	১ম
৯৯	সুপ্রভাত সর্দার	এ-০৯	৪৫২	১ম
১০৩	নীলাদ্রি সেনাপতি	এ-৬৬	৪৫০	১ম
৬৬	মহঃ মক্কাজুল ইসলাম	এ-৫৭	৪৪৯	১ম
৯৬	শ্যামাপদ সামুই	এ-২৭	৪৪৭	১ম
৮২	সুদীপ কুমার পাঠক	বি-৫৬	৪৪৬	১ম
৫৪	বিদ্যুৎ বিকাশ মাইতি	বি-৬৩	৪৪৪	১ম
১১৩এন	সুখেন হালদার	এ-২৫ (০৪-০৫)	৪৩৮	১ম
১১	সায়ন্তনী ভৌমিক	বি-৩২	৪৩৭	১ম
৫০	দীপেন কুন্ডু	বি-৪৩	৪৩২	১ম
৭৩	কান্তিময় মুখোপাধ্যায়	এ-২৩	৪৩১	১ম
৭৫	সুমনা নন্দী	এ-১৬	৪৩১	১ম
৭	কিঙ্কিৎ বসাক	এ-৬৫	৪২৮	১ম
৮৬	কৌশিক প্রামানিক	এ-৫৩	৪২৮	১ম
৩৯	গীতা ঘোড়ই	এ-১০	৪২৭	১ম
৫১	বিজয় কুমার মাহাতো	বি-০৬	৪২৬	১ম

পরীক্ষার রোলনম্বর	নাম	শ্রেণী রোলনম্বর (২০০৫-০৬)	প্রাপ্ত মোট নম্বর	শ্রেণী
৩৬	বিশ্বজিৎ দত্ত	বি-৬২	৪২৫	১ম
৬১	সুস্মিতা মন্ডল	বি-৫৮	৪২৫	১ম
৮১	সুপ্রিয় পাল	এ-৪৪	৪২৫	১ম
৮৫	এরফান হাবিব রাইহান প্রামাণিক	এ-০৩	৪২০	১ম
১০৬	শেখ ইনরান আলি	বি-৩৮	৪১৭	দ্বিতীয়
৫	পলাশ ব্যানার্জী	বি-০০	৪১৬	দ্বিতীয়
৬৭	মহঃ শহীদুল রহমান	বি-৫২	৪১৬	দ্বিতীয়
২৯	কাজল রাণী দাস	এ-১৭	৪১৫	দ্বিতীয়
১০১	দীপঙ্কর সরকার	বি-১০	৪১৫	দ্বিতীয়
৪৪	তপন কুমার ঘোষ	বি-৫৯	৪১৩	দ্বিতীয়
৫৯	লাবণ্য মন্ডল	বি-৬১	৪১২	দ্বিতীয়
৬৯	মীর শাহ্ আলম আলি	এ-০৫	৪১১	দ্বিতীয়
১০৮	শেখ মমতাজ রহমান	এ-২৫	৪১১	দ্বিতীয়
৮৭	সুদীপ্ত প্রামাণিক	বি-১৫	৪০৯	দ্বিতীয়
১২১ এন	সোমনাথ সাধু	বি-৬২ (০৪-০৫)	৪০৬	দ্বিতীয়
১৫	পারমিতা চক্রবর্তী	বি-৬৫	৪০৫	দ্বিতীয়
৭৯	শান্তনু কুমার পাত্র	এ-১৪	৪০৫	দ্বিতীয়
৮০	এনজয় পাল	এ-৪৬	৪০৫	দ্বিতীয়
১৬	শান্তিনাথ চক্রবর্তী	বি-১৯	৪০২	দ্বিতীয়
৯৫	নীলকমল সাহা	বি-১৩	৪০২	দ্বিতীয়
৭৭	সুজয় প্রামাণিক	এ-৫৪	৪০১	দ্বিতীয়

পরীক্ষার রোলনম্বর	নাম	শ্রেণী রোলনম্বর (২০০৫-০৬)	প্রাপ্ত মোট নম্বর	শ্রেণী
১২২ এন	সুধাংশু উপাধ্যায়	বি-০৩ (০৪-০৫)	৪০১	দ্বিতীয়
২৫	অমিত দাস	এ-৫৫	৪০০	দ্বিতীয়
৬২	অরবিন্দ মান্না	এ-৬০	৩৯৮	দ্বিতীয়
৯২	প্রদীপ কুমার রায়	এ-৩৫	৩৯৭	দ্বিতীয়
৬৮	মহঃ আহমেদ হোসেন	বি-৩৯	৩৯৪	দ্বিতীয়
৩৭	তাপস দত্ত	এ-২৮	৩৮৫	দ্বিতীয়
৮৯	রসেদ আখতার	বি-৩৬	৩৮৫	দ্বিতীয়
৩	বিশ্বজিৎ বানার্জী	বি-১১	৩৮৪	দ্বিতীয়
৩০	তিনা দাস মহাপাত্র	বি-৪৫	৩৮৪	দ্বিতীয়
৪	গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	এ-৩৭	৩৭৯	দ্বিতীয়
৭৪	অভিজিৎ নন্দী	বি-৫৮	৩৭৬	দ্বিতীয়
১১৮ এন	শঙ্কর কুমার পারুই	এ-২০ (০৪-০৫)	৩৭০	দ্বিতীয়
৪৭	বিকাশ কারক	বি-২৯	৩৬৬	দ্বিতীয়
১২৩	শেখ মোহাম্মদ ঈশা	বি-১৪	৩৬৫	দ্বিতীয়
১৩	অশোক কুমার বিশ্বাস	এ-৩৮	৩৬৪	দ্বিতীয়
৮৮	সুকান্ত রজক	এ-৪২	৩৬৩	দ্বিতীয়
১২	অর্ধেন্দু ভুঁইঞ্যা	বি-৩৭	৩৬২	দ্বিতীয়
১১০ এন	দীলিপ কুমার দাস	বি-০৫ (০৪-০৫)	৩৫৩	দ্বিতীয়
৪৯	ইলাবন্ত কীর্তনীয়া	এ-৩০	৩৫০	দ্বিতীয়

১২০ এন	রাজল আমিন মোল্লা	বি-০৪ (০৩-০৪)	৩৫০	দ্বিতীয়
১১৯ এন	শুভঙ্কর রায়	এ-৫৮ (০৪-০৫)	৩৪৪	দ্বিতীয়
৩৩	মিতা দে	এ-৪৭	৩৩৫	দ্বিতীয়
১১২ এন	দেবী গুচ্ছাইত	বি-৪৪ (০৪-০৫)	৩০১	দ্বিতীয়
৮৪	শ্রীবিন্দু প্রধান	বি-১৫	৩২০	দ্বিতীয়

শোক সংবাদ

অমিতা রায় চৌধুরী

গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ রাত ৮টায় পরিষদের আজীবন সদস্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর প্রাক্তন কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের দীর্ঘকালের কর্মী অমিতা রায়চৌধুরীর (শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরীর স্ত্রী) জীবনাবসান ঘটেছে। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। পরিষদের তরফে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে ২৪ শে মার্চ, ২০০৭ বিকেল ৫টায় পরিষদ ভবনে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ দাস

গত ৫ই মার্চ, ২০০৭ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন কর্মী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ দাসের জীবনাবসান ঘটেছে। তাঁর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে পরিষদের পক্ষে সমবেদনা জানাচ্ছি।

GRANTHAGAR

Vol. 56 : No. 11 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy February, 2007

ENGLISH ABSTRACTS

by Rupashri Chaudhuri

National Mission on Library and Information service (Editorial) p.267

Library and information service can play a very important role in building a more equal and prosperous society through creation and use of knowledge. The author feels that if the library systems in country like ours have to match the needs of the rapidly changing society, major revamp in all aspects is necessary. In this context, the proposal of building a statutory body of National Mission on Library and Information Services that suggested by the National Knowledge Commission has been highlighted.

Information service in rural library by Ramkrishna Saha p.268

In this article the author depicted the present changing times both in our country and the world at large. In a continuous social, economic and political changing environment how a library, whatever small may it be, can establish contact with the people of the locality to strengthen its existence. With limited resources and with minimal effort mainly through reference service, how effectively libraries can cater to its local needs in these changing times has been suggested by the author.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association by Nirmalendu Mukhopadhyay p. 273

In this part of the serialised article, the author narrates some significant events in the history of Bengal Library Association and library movement in the state. The author writes about the lecture delivered by the Vice-President of BLA Sri Pramilchandra Basu in 39th All India Educational Conference held in Indore and the experience he shared at the Bengal Library Association after his return. He tells about, the training workshops for rural librarians in the year 1964 at the district of Tamluk, about three noted Bengali who were adherent to the efforts of BLA, coming up of the hostel facility for the readers of National Library, the establishment of Subdivision Library at Kalna district, the coming of a new director at the Calcutta American Library, Mrs.Grace W. Banker. The author tells at length about the Eastern College Library conference in the year 1963 and '64 at Digha.

Association News p.278

Details of the council meeting of BLA held in 18th June 2006

Library News p.281 -286

1.A report by Shri Rupnarayan Roy, on the meet at **Memari Milan Sangha Town Library** on the auspicious occasion of '*Bhai phonta*', last year October

2.Opening of the children's section of Memari Milan Sangha town Library on 3rd September 2006, as reported by Shri Rupnarayan Roy

3. The celebration of Library day (20.12.2006) by **Chandannagar Library**, a report by Shri Swapna Banerjee

4.Commemoration of **Library Day at the, Arambag , District Hooghly** on 20th December. as reported by Shri Shyamsundar Chakrabarti

5.Celebration of **Library Day at Sundarban Mahavidyalaya, Kakdwip**, South 24-Parganas on 20th Dec, 2006. a report by Shri Niharendu Dutta

6. Celebration of **Library Day at the District Library of Purulia** , report by Shri Mrinal Kanti Mandal

7.Commemoration of **Library Day at Stalin Pathagar of Natabari Gram Panchayat, Mathabhanga subdivision of Coochbehar** district on 20th Dec, a report by Shri Jayanta Saha

8. Celebration of **Library Day at the Kamalapur Sangha Town Library, Dumdum**, North 24 Parganas. Kolkata , a report by Shri Basudeb Banerjee

9.On the 25th of October 2006, the **Chinsura Kishore Pragati Sangha has inaugurated its women's section** with the assistance from RRRLF.

10.Celebration of **Library Day at the Nadia district Library**, a report by Shri Angshuman Dey

11. Commemoration of **Library Day at Rebatiraman Seba Sangha Town Library** of the, Mathabhanga subdivision of Coochbehar district, a report by Shri Jayanta Saha

12.Programmes held on the commemoration of **Library Day at the Bantra Public Library, Howrah** has been reported by Shri Tapan Goon

13. Celebration of the **Library Day at Tarun Samiti Pathagar** at Kashiyadanga of Nadia district. reported by Shri Sadik Mondol. The topic of discussion was Libray and Information service for socio-economic development.

14.Celebration of the **Library Day at the Chinsura Kishore Pragati Sangha** , a report by Shri Amiya Kumar Dutta

15. Last year on the 31st of December the **Abhijan Sangha Library**, Maheshmati of Malda district. The library inaugurated their new building and children's section with financial assistance from RRRLF.A report by Shri Subrata Saha

Government Orders

1 Change of date of option of the employees of the government sponsored public libraries

Order no :53/MEE/Sectt/SL/-58/ 2005 dt 18th Jan, 2007. Issued by the Mass Education Extension Dept, Government of West Bengal.

2 (i) Creation of posts of professors in autonomous colleges

(ii) **Career advancement scheme for Assistant Librarian/ College Librarians/** Assistant Director of Physical Education/ College Director of Physical Education;

Order no: F.No.1-9/99-U.II of Government of India, Ministry of Human Resource Department of Higher Education dated 22nd September 2006

3 UGC order on the exemption from NET to M.Phil and Ph.D holders for appointment to the post of Assistant Librarian & Assistant Director of Physical education. NO. F.3-1/94(PS)-7 dated 22.9.2006

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাষ্যগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ বিমুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কর্মাধ্যক্ষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

UBLISHED ON 25TH OF EVERY
NGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No. : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PD/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

56 : No. 12 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy March, 2007

CONTENTS

	Page
lfection development in public library (***Editorial***)	299
aditya Jana Right to information–Some ideas	300
babrata Biswas Manipur Central Library : Phase of destruction	304
malendu Mukhopadhyay Library Movement in Beng... of the Bengal Library	306
BRARY NEWS	308
SOCIATION NEWS	313
ITUARY	320
GLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 11)	321

SUBIR SARKAR
Calcutta University Central Library, Journal Sec.
3rd floor, Kolkata – 700073

nted & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T.
heme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org.**
bsite :http://www.blacal.org. Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014.
one : 2284-8265.
litor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Roy**